সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—সং ৫৭

মঙ্গল-চণ্ডী-পাঞ্চালিকা

ভবানীশঙ্কর দাস-বিরচিত

শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত
সম্পাদিত

লালগোলার
রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের
সম্পূর্ণ ব্যয়ে

কলিকাতা
২৪৩।১নং অপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত
১৩২৩

মূল্য—
সাধারণ পক্ষে— ১৲
শাখা-সভার সদস্য পক্ষে— ৸৹
পরিষদের সদস্য পক্ষে— ৷৹
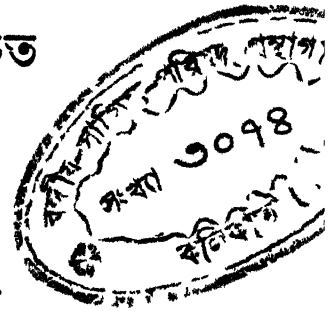
ভূমিকা
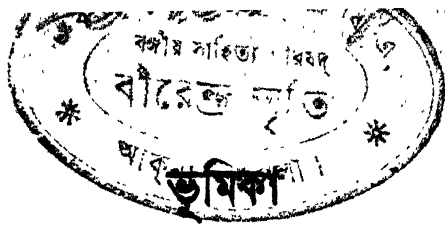
প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমার পরম শুভানুধ্যায়ী সর্ব্বজনপ্রিয়, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যানুরাগী, চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য কালেক্টর ও একটিং কমিসনর মাননীয় মিঃ জে, ডি এণ্ডার্সন I. C, S. সাহেব মহোদয়ের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আমি চট্টগ্রামের "প্রবচন" (Chittagong proverbs) সংগ্রহ করি এবং তখন হইতেই আপন বৈষয়িক ও রাজকীয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া সময় ও সুযোগমতে চট্টগ্রামের প্রাচীন পুঁথি ও কুলজি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করি। অনেকগুলি পুঁথি এইরূপে সংগৃহীত হয়। তন্মধ্যে কৃষ্ণরাম দত্ত-প্রণীত "রাধিকা-মঙ্গল" পুঁথিখানি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অনুগ্রহে মুদ্রিত ও বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে প্রচারিত হয়। আমার স্বগ্রামবাসী কবি ভবানীশঙ্কর দাসের "জাগরণ" গ্রন্থখানি ভক্তি-ভাজন অশীতিপর বৃদ্ধ প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় হইতে অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া এবং মুদ্রিত হইলে তাঁহাকে কয়েক খণ্ড পুঁথি উপহার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া গ্রহণ করি। সেও অনেক বৎসরের কথা। দুঃখের বিষয়, ইতিমধ্যে তিনি অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন।

যাহা হউক, পুঁথিখানির পাঠোদ্ধার ও দুরূহ শব্দের অর্থ সংযোজন পূর্ব্বক কয়েক বৎসর হইল সাহিত্য-পরিষদে পাঠাইয়া ইহাকে তাহারই সম্পত্তিরূপে গৃহীত ও প্রকাশিত হইবার জন্য অনুরোধ করি। পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষগণ আমার এই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া আমি তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

কবির পরিচয় সম্বন্ধে অধিক বলিবার কিছুই নাই—যেহেতু তিনি স্বয়ং গ্রন্থমধ্যে আপনার বংশের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কবি আপনাকে আত্রেয়গোত্রীয় "নরদাসের" বংশধর ও "কুলীনকায়স্থবরাবরেণ্য" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যদুনন্দনকৃত সুপ্রাচীন ঢাকুর গ্রন্থে লিখিত আছে, আত্রেয় গোত্র নরদাস, মুরারি চাকি ও ভৃগুনন্দী—এই তিনজন বঙ্গালী কৌলিন্য-মর্য্যাদা উপেক্ষা করতঃ বারেন্দ্র-সমাজে চলিয়া গিয়া নিজ নিজ প্রতিপত্তিবলে সেই সমাজে কুলীন বনিয়া যান। কবিও এই কুলীন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। হরিপুরের নরদাসের বংশীয়গণের সম্বন্ধে ঢাকুরে লিখিত আছে,—

"হরিপুরের ভাব কই কার্য্য নাহি হৈল শ্রেষ্ঠ"

নাগড়ার এই বংশীয়গণের সম্বন্ধে ঢাকুরে উক্ত আছে,—

"নাগড়া নির্ণাম ভাব তাহা লিখি কিবা লাভ
কই * * মধ্যেতে গণনা।"

ঢাকুরে অন্য স্থানে—

"নাহি জানা চেনা শুনা ভাব কই সর্ব্বজনা" ইত্যাদি।

পুনশ্চ—

"ইহাদের জ্ঞাতিবংশ যথা তথা অবতংস
সেই জন কায়স্থপ্রধান।"

এতদ্দ্বারা দেখা যায়, এই নরদাসের বংশীয়গণ কেহ কেহ কষ্টভাবাপন্ন। চট্টগ্রামেও নরদাসের বংশধরগণ কেহ কেহ আপনাদিগকে কষ্টশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। উক্ত উক্তির পোষকে এবং নরদাসের বংশধরগণ যে কেহ কেহ বঙ্গে চলিয়া যান, কেহ বা বরেন্দ্রে অবস্থান করেন, তৎসম্বন্ধে ঢাকুরে বর্ণিত আছে,—

"কেহ বা বঙ্গেতে গেলা কেহ বা বারেন্দ্রে রৈলা
তার কার্য্য নহিল প্রধান।"

উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে, নরদাস স্বদেশ কুবঞ্চ নগর হইতেই বাঁকি গ্রামে চলিয়া যান। সম্ভবতঃ কবি এই বাঁকিকে বদিথি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কবি নরদাসকে "মহা ভাগ্যবন্ত" বলিয়াছেন। ভাগ্যবন্ত না হইলে কিরূপে মহারাজ বল্লাল সেনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন? এই সকল কারণে কবিকে বারেন্দ্র-সমাজের কুলীন নরদাস ঠাকুরের বংশধর বলিয়া নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

এই "জাগরণের" লেখানুসারে জানা যায়, রাম পুরোহিতকে সঙ্গে লইয়া নরদাসের বংশধর কৃষ্ণানন্দ ও হৃদয়ানন্দ চট্টগ্রামে আগমন করতঃ সমুদ্রতীরবর্ত্তী দেবগ্রামের অন্তর্গত বটতলী নামক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ জনপদে বসতি স্থাপন করেন। হৃদানন্দের সন্তান, তাঁহাদের কুলপুরোহিত রামচন্দ্রের বংশধর প্রসিদ্ধ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন পুরুষ সহ কেলিসহর গ্রামে চলিয়া যান। কৃষ্ণানন্দের অধস্তন পুরুষ মধুসূদন চক্রশালার অন্তর্গত ছনহারা গ্রামে ও অন্যান্য শাখা পড়ৈপাড়া, ধর্ম্মপুর, আমিলাইস প্রভৃতি গ্রামে গমন করেন। বলা বাহুল্য, এই সকল গ্রামেও এই বংশীয়গণের সন্মান আছে। কেলিসহরের শাখা চৌধুরী ও বিশ্বাংগিরি ও অন্যান্যেরা বিশ্বাস উপাধি ব্যবহার করেন। "বিশ্বাংগিরি" মগ-রাজার প্রদত্ত উপাধি; উঁহাদের কোন পূর্ব্বপুরুষ চট্টগ্রামের তৎকালীন কোন মগরাজের মন্ত্রীর কার্য্য করিয়া ঐ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। কবি নিজ হইতে উর্দ্ধতন পুরুষগণের নাম গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। তত্তাবতের পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। কবির পুত্রের নাম কৃষ্ণকিঙ্কর, তৎপুত্র ত্রিপুরাচরণ, তাঁহার দুই পুত্র—৺প্যারীমোহন ও শ্রীযুত রসিকচন্দ্র বিশ্বাস, প্যারীমোহনের পুত্র ৺রমেশচন্দ্র ও শ্রীমান্ মহেন্দ্রচন্দ্র। ইহাদের পুত্রগণ এইক্ষণ শিশু। শ্রীযুত রসিকচন্দ্রের পুত্র শ্রীমান্ যোগেন্দ্রলাল ও শ্রীমান্ সুরেন্দ্রলাল। যোগেন্দ্রের পুত্র এইক্ষণ শিশু। এই কবিবংশীয় অন্যান্য শাখার কথা বাহুল্য-বোধে উল্লেখ করিলাম না।

আর একটী কথা এক্ষণে বলা প্রয়োজন মনে করি। পূর্ব্বোক্ত ৺প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিয়াছিলেন,—কবি নিজ বাটীর সম্মুখবর্ত্তী দীঘির জলের উপর টঙ্গী প্রস্তুত করতঃ শুচি ও সংযতভাবে তাহাতে বসিয়া এই "জাগরণ" রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীয়

নিকট শুনিয়াছিলেন। বস্তুতঃ কবি একজন অসাধারণ পণ্ডিত, সাধক ও ধার্ম্মিক-চরিত্রের লোক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিয়াছেন—আদর্শ পুথিখানি কবির স্বহস্ত-লিখিত। ইহার দ্বিতীয় কপি আর নাই। ইহা "শঙ্কর বিশ্বাসের জাগরণ" নামেই প্রসিদ্ধ।*

কবির সময় হইতে এই পুথিখানি প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময় তাঁহার বাটীতে তাল-মান-সুর-লয় সহকারে গীত হইয়া আসিতেছিল। তাঁহার অধস্তন বংশধরগণের অবস্থা যখন অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ ছিল, তখনও শারদীয় পূজায় ঠাকুরাণী প্রণাম করিতে গিয়া আমি নিজেও কয়েক বার এই পুথি তাঁহার বাটীতে গীত হইতে শুনিয়াছি। কালচক্রের পরিবর্ত্তনে এই কবির অধস্তন সন্তানগণের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়াছে। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

বান্দেল রোড, চট্টগ্রাম
১৩২৩ বঙ্গাব্দ, ১৩ই আষাঢ়

রাজচন্দ্র দত্ত

---

* পুথির মধ্যে কিন্তু ইহার নাম "জাগরণ" বলিয়া কোন স্থলেই উল্লিখিত হয় নাই। পুথির শেষে এই গ্রন্থের নাম "মঙ্গল-চণ্ডী-পাঞ্চালিকা" লেখা আছে। গ্রন্থমধ্যে যে সকল ভণিতা আছে, তাহাতেও ইহার যে পাঞ্চালিকা নাম ছিল, ইহা বুঝা যায়; যথা—"ভবানীশঙ্কর দাসে পাঞ্চালিকা ভণে"। সুতরাং এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া গ্রন্থের নাম "জাগরণ" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও, ইহা যে গ্রন্থের কবি-প্রদত্ত নাম নহে, এই ধারণাই আমাদের বদ্ধমূল হওয়ায়, ইহার নাম মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকাই প্রদত্ত হইয়াছে।—পরিষৎ-সম্পাদক।

মঙ্গল-চণ্ডী-পাঞ্চালিকা

নমো গণেশায় । নমঃ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।

প্রণমহো ত্রাহি দুর্গে দুর্গতিনাশিনি ।
নরাধম দাস জ্ঞানে ত্রাহি মা তারিণি ॥
পুনঃ পুনঃ প্রণমহো ত্রিজগতমাতা ।
জা হোন্তে হইলোৎপত্তি ভবাচ্যুত-ধাতা ॥
করযোড় করি বর মাগিএ চরণে।
নিরবধি দুর্গা নাম দেহি মোর বদনে ॥
চাতক সদৃশ মোব জন্মিছে পিপাসা ।
কাদম্বিনীরূপে মোর পূর্ণ কর আশা ॥
জথ দিন কণ্ঠে প্রাণি স্থিতি আছে মোর ।
ভ্রম জেন নহি হই দুর্গা যুগ্মাক্ষর ॥
এই বর দেহি মোরে জানি দাসের দাস।
অন্তে পঙ্করুহাঙ্ঘ্রি তে করুম নিবাস ॥
তব পদ-পুণ্ডরীক চারু মকরন্দে ।
ষটপদ হইয়া পান করুম আনন্দে ॥
বারেক করুণা কুরু দেবী কৃপামহি ।
ভবাষ্টার্চ্চা পদবন্ধে রচিবারে চাহি ॥
কিরূপে বর্ণিব পূজার প্রসঙ্গাদি সব ।
কিছু মাত্র জ্ঞান মোর নাহি যশোলব ॥
তোম্মার প্রস্তাব সব বড়তি বিস্তার ।
কিরূপে অলজ্যার্ণব হইব নিস্তার ॥
জ্ঞান স্থানে আম্মার জন্মিয়া আছে বিন্দু।
পঙ্গু হইয়া চাহে জেন ধরিবারে ইন্দু ॥
জার গুণ সীমা দিত্তে নারে বেদাগমে ।
কিরূপে বর্ণিব মুঢ় মানব অধমে ॥
শরণ লইলে ত্যাগ না, কর আপনে ।
এই মাত্র ভরসা করিয়া আছি মনে ॥
তোম্মার চরণাম্বুজে করি অবলম্ব ।
একপ্রাণে পাঞ্চালিকা করিছি আরম্ভ ॥
বারেক অধম প্রতি হও সুপ্রসন্ন ।
তোম্মার মঙ্গলগীত করহ সম্পূর্ণ ॥
কাকুতি করিয়া কহে দাস শ্রীশঙ্করে ।
দুষ্কৃতি কিঙ্কর জ্ঞানে কৃপা কর মোরে ॥

অথ অষ্টমঙ্গলার পাঞ্চালী ।

ঘোষা ॥

দুর্গে দুর্গতিনাশিনি ॥

দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর জান মহামন্ত্র ।
জাহা শ্রেষ্ঠ করিয়াছে বেদাগম-তন্ত্র ॥
শৃণুধ্বং সাধব সব কর অবধান ।
সংক্ষেপেতে পাঞ্চালিকা করিএ বাখান ॥
আম্মি নরাত্যন্ত মূর্খ ধীরের কিঙ্কর ।
শুদ্ধাশুদ্ধ কিছুমাত্র* জ্ঞান নাহি মোর ॥
শুন শুন বুধ জন মোর নিবেদন ।
অশুদ্ধ হইলে শুদ্ধ করহ লিখন ॥
ভবানীর পদাম্বুজ ভাবিয়া একান্ত ।
তবে কহি শুন অষ্ট পূজার বৃত্তান্ত ॥
মঙ্গল নামে দস্যুজেক হৈয়া উত্তপতি ।
সুরগণ হিংসা করে সেই দুষ্টমতি ॥
নির্জরা সভার ক্লেশ দেখিয়া প্রচুর ।
ভয়ঙ্করীরূপে দেবী বধিলা অসুর ॥
আনন্দ হইল শক্র পাই সিংহাসন ।
ভক্তিভাবে অর্চ্চিলেক চণ্ডিকার চরণ ॥

---

* কিছুমাত্র বুঝাইতে কবি অনেক স্থলে "কিছু মাত্র" লিখিয়াছেন।

বন্দম ত্রিজগদম্বা দেবী নারসিংহী।
মঙ্গলচণ্ডী নাম হৈল মঙ্গলাসুর হুঙ্গি ॥*
প্রথম পূজার কথা কহিনুম বাখান।
যেইরূপে পুনর্ব্বার পূজে মঘবান॥
শুন শুন কহি এবে সে সব বৃত্তান্ত।
জেই মতে গুরুপত্নী হরে শচীকান্ত॥
ভ্রমএ পাকশাসনে করী আরোহিয়া।
গৌতম-দয়িতা দেখে রৈছে দাণ্ডাইয়া॥
লুব্ধ হৈয়া বাসবে তাহাকে কৈল বল।
ধ্যানক্রমে সে গৌতমে জানিল সকল॥
ক্রোধে মুনিপুত্র বীতিহোত্র তুল্য হৈয়া।
দর্প-বাচে বলিলেক ইন্দ্র সম্বোধিয়া॥
শুন শুন কামাতুর মূঢ় মঘবান।
নিরব্রহ্ম তেজ মোর তোর মনে জ্ঞান॥
বড়হি পাপিষ্ঠ জ্ঞান নাহি ধর্ম্মাধর্ম্ম।
শিষ্য হৈয়া কৈলে গুরু আততায়ী কর্ম্ম॥
গুরুপত্নী না বিচারি করিলে রমণ।
তবাঙ্গে সহস্র যোনি হউক সৃজন॥
শাপ পাই অন্তঃপুরে রহিল বিড়োজা।
লজ্জা হেতু একমনে ভাবে নগেন্দ্রজা॥
সেবকবৎসলা দেবী হৈলা অধিষ্ঠান।
মেঢ্র নাশি সৃজিলেন সহস্র নয়ন॥
নমো নমো নমো দুর্গা নগেন্দ্রকুমারি।
পুনর্ব্বার চরণাম্বুজ অর্চ্চিলা বৃত্রারি॥
দ্বিতীয় পূজার কথা শুন একমনে।
মঠমধ্যে অর্চ্চিলেক কলিঙ্গ-রাজনে॥
ক্ষৌণী লোটাইয়া বন্দম দেবী আদ্যা শক্তি।
পদার্চ্চনে হৈল রাজার অর্থ সুনু প্রাপ্তি॥
গোধিকা হইলা পশু রক্ষার কারণে।
তৃতীয়ে অর্চ্চিল পদ ব্যাধের নন্দনে॥
নমঃ ত্রিনয়নী দেবী মহিমা অনন্ত।
ধন দিয়া ব্যাধ কৈলা গুজরার কান্ত॥
বিপিনে হারাই অজা খুল্লনা যুবতী।
চতুর্থে করিল পূজা পদ্মার সঙ্গতি॥
বন্দমাম্বিকারাঙ্ঘ্রিতে লোটাই বিশেষ।
বর দিয়া খুল্লনার খণ্ডাইলা ক্লেশ॥
মকরা১-সলিলে ভয় পাইয়া অত্যন্ত।
পঞ্চমে করিল পূজা সাধু শ্রীমন্ত॥
নমঃ কাত্যায়নী দেবী অসংখ্যক লীলা।
বিষম তরঙ্গমধ্যে সাধু রক্ষা কৈলা॥
কালীদহে কমল না দেখি শালবানে।
ছেদিবারে নিল সাধু দক্ষিণ মশানে॥
একস্বান্তে ভাবে সাধু তব পদাম্বুজ।
তীক্ষ্ণাসিতে রক্ষা কৈলা নিজ দাস্যাত্মজ॥
অবনী লোটাই বন্দম বৃদ্ধরূপা দেবী।
সাধুর প্রাণ রক্ষা পাইল পদাম্বুজ সেবি॥
ভীমারূপে নৃপ-সৈন্যের লইলেন প্রাণ।
ভীতি পাই ত্রাহি দুর্গা বলে শালবান॥
পুনর্ব্বার নৃপ-সৈন্য দিলা জিয়াইয়া।
ষষ্ঠে অর্চ্চে শালবানে ভক্তিযুক্ত হৈয়া॥
নমো জয়মঙ্গলা যশোদার গর্ভোদ্ভবা।
ব্রহ্মাদি না পাএ অন্ত বুঝিবেক কেবা॥
শ্রীপতির স্থানে রাজা কন্যা দান কৈল।
অর্দ্ধরাজ্যের মূল্য ধন নৌকায় তুলি দিল॥
চতুর্দ্দশ তরণী সহিতে ধনপতি।
নিজালয়ে আসিলেকাত্মজের সঙ্গতি॥
শুভক্ষণ করি সাধু শ্রীমন্ত সমে।
নৃপ সম্ভাষিতে গেল আশু ব্রজক্রমে॥
নৃপ স্থানে কহে কমলকুমারীর বৃত্তান্ত।
শুনিয়া প্রতীত নহে মানবের কান্ত॥
পুনর্ব্বার পঙ্করুহ সৃজিলা তথাতে।
বিক্রমকেশরী রাজা দেখিল সাক্ষাতে॥
গ্রীবাম্বরে করযোড়ে মনে ভক্তি করি।
সপ্তমে অর্চ্চিল পদ বিক্রমকেশরী॥
সর্ব্বগুণালঙ্কৃত জানিয়া শ্রীমন্ত।
আত্মজা করিল দান উজানীর কান্ত॥
তদন্তরে নিজালয়ে গিয়া ধনপতি।
আপনার ব্যাধি হেতু চিন্তা পাএ অতি॥

---

* হুঙ্গি—মলন করি, নিপাত করি।

১। মকরা—নদীবিশেষ; মগরা।

অষ্টমে অর্চ্চিল সাধু ত্রিজগজ্জননী।
ব্যাধি খণ্ডাইলা তান দুর্গতিনাশিনী॥
নমো দক্ষাত্মজা দেবী ত্রিলোকপূজিত।
বিমান লইয়া সঙ্গে হৈলা উপস্থিত॥
ভূমি লোটাইয়া বন্দি দেবী ভগবতী।
শুভক্ষণে যাত্রা করি সাধু ধনপতি॥
ব্রজ[১] কৈল দারাত্মজ পুত্রবধূ সমে।
রথে আরোহিয়ানন্দে গেল নগোত্তমে[২]॥
একস্থানে ধনপতি যোষিৎ সহিত।
হরাঙ্ঘ্রি সেবনেতে হইল নিয়োজিত॥
সুশীলাত্মজায়া (?) আর সাধু শ্রীমপতি।
দাসদাসী জ্ঞানে তাহা রাখিলা পার্ব্বতী॥
এই মতে এক স্থানে বঞ্চে ষষ্ঠ জন।
নিরবধি অর্চ্চে উগ্র উমার চরণ॥
দুর্গানাম যুগ্মাক্ষর বেদাগমে সার।
ভবার্ণব তরিতে বান্ধব নাহি আর॥
দুর্গানামাক্ষরদ্বয় বৃজিনের অরি।
সুধারস-জ্ঞানে পান কর বক্ত্র ভরি॥
ধাতা বিন্দু সাগরেন্দু শকাদিত্য সনে।
ভবানীশঙ্কর দাসে পাঞ্চালিকা ভণে॥

অথ সূর্য্যদেববন্দনা।

প্রণমহো দিনমণি করি করযোড়ে।
সর্ব্বদেব অগ্রে অর্ঘ দেহি জার তরে॥
সত্ব রজ তমোগুণ জাহার সহিতে।
জাহার প্রকাশে জীব বঞ্চএ জগতে॥
গরুড়-অগ্রজ বীর সারথি জাহার।
বিমান চালাএ জেন মারুত সঞ্চার॥
জগত রক্ষণ হেতু ভ্রমে অনিবার।
কে বুঝিতে পারে গুণ অনন্ত জাহার॥
প্রথমে ভাস্কর দিবাকর দ্বিতীয়েতে।
ত্রয়ে তিমিরারি লোকচক্ষু চতুর্থেতে॥
পঞ্চমেতে প্রভাকর ষষ্ঠে বিকর্ত্তন।
সপ্তমেতে মার্ত্তণ্ডাষ্টমেতে নাম ভানু॥
নবমেতে রবি নাম সূর্য্য দশমেতে।
একাদশে অর্ক তীক্ষ্ণতেজ দ্বাদশেতে॥
প্রভাতেতে পিতামহ সম রূপ ধরে।
মধ্যাহ্নে অচ্যুতরূপ হএ কলেবরে॥
সায়াহ্নেতে হররূপ ধরে জেই জনে।
ভূয়োভূয়ঃ প্রণমহো সে দেব-চরণে॥
ভবানীশঙ্করে গাএ ভাবি নারায়ণী।
পুটাঞ্জলি হইয়া বন্দিয়া দিনমণি॥

রাগ পাহিরা।

অথ দশাবতারবন্দনা।

বন্দহু নিরঞ্জন
ভকতি করিয়া মন
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াধিকার।
সৃজে ব্রহ্মরূপ ধরি
বিষ্ণুরূপে পালন করি
হররূপে নাশএ সংসার॥
মীন অবতার হৈয়া
চারি বেদ উদ্ধারিয়া
কূর্ম্মরূপে ধরিলা ধরণী।
মগ্ন হৈয়া ছিল ক্ষৌণী
বরাহরূপ হৈয়া পুনি
দশনে উদ্ধার কৈলাবনি॥
কশিপু হিরণ্যাসুরে
সুর সব হিংসা করে
বধ হেতু হৈলা নরসিংহ।
চীৎকার যে শব্দ করি
হিরণ্য-কশিপু ধরি
নখ-ঘাতে বিদারিলা অঙ্গ॥
বলি নামে মহাসুর
তার দর্প কৈলা চুর
হইয়া বামন অবতার।

১। ব্রজ—গমন।
২। নগোত্তম—পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ কৈলাস।

মস্তকে চরণ দিয়া
রাখিলা পাতালে নিয়া
গুণ কৈলা অমরা সভার ॥
পশুরাম অবতারে
দুষ্ট ক্ষত্রি বধিবারে
জন্ম লভি জমদগ্নি-ঘরে।
দিব্য রথে আরোহিয়া
কুঠারাদি অস্ত্র লৈয়া
ক্ষত্রিনাশ কৈলা বারে বারে ॥
দশানন নিশাচরে
হিংসা করে দেবতারে
তার হেতু রাম অবতার।
বানর সঙ্গতি হরি
অর্ণব বন্ধন করি
রাবণেরে করিলা সংহার ॥
হলায়ুধ নাম হৈয়া
রোহিণী-জঠরে গিয়া
জন্মিয়া যে হৃষীকেশ-অংশ।
আরোহিয়া বিমানেতে
তীক্ষ্ণাস্ত্র লইয়া হাতে
দ্বিবিদেরে[১] করিলেন ধ্বংস ॥
বৌদ্ধরূপ হইয়া হরি
সংসার মোহিত করি
ম্লেচ্ছবধে কল্কি অবতারে।
করিয়া জে যোড় কর
বন্দি দশ অবতার
ভণে দাস ভবানীশঙ্করে ॥

অথ নবগ্রহবন্দনা।

লোটাই ক্ষৌণীরূপরে
করিয়া জে করযোড়ে
প্রথমে বন্দিলুম গ্রহ ভানু।
শঙ্খ সম রূপেরাভা
শম্ভু-শিরে করে শোভা
প্রণমহো গব্যার্ণবসূনু ॥
ধরণীর গর্ভোদ্ভব
লোহিতাঙ্গ গ্রহ দেব
পাণি-যোড়ে বন্দম চরণ।
প্রিয়ঙ্গু-কলিকা-শ্যাম
রূপাত্যন্ত মনোরম
প্রণমহো ইন্দুর নন্দন ॥
চারু হেম সমসর
প্রভা জার কলেবর
নমো নম সুর-ঋষির গুরু।
প্রণমহো ভার্গব
দৈত্যাদির গুরুদেব
মৃণালের সম রূপ চারু ॥
বন্দোম অর্ক-সন্ততি
ছায়া-গর্ভে উতপতি
জার রূপ সম নীলাঞ্জন।
প্রণমহো অর্দ্ধকায়
সিংহিকায়া তনয়
সোমার্ককে জে করে হিংসন ॥
নমো নম কেতু গ্রহ
রাহুর যে অর্দ্ধদেহ
কৃপা কর আসি অধমেরে।
দেবী-পদ ভাবিয়া
নব গ্রহ বন্দিয়া
ভণে দাস ভবানীশঙ্করে ॥

অথ গণেশবন্দনা।

করযোড়ে প্রণমহো গজেন্দ্রবদন।
কৃপা কর গিরিরাজ-সুতার নন্দন ॥
তোহ্মার মহিমা প্রভু না জাএ কথন।
সর্ব্ব দেব অগ্রে জাহা করএ অর্চ্চন ॥
জথনে জন্মিলা প্রভু কৈলাসশিখরে।
প্রজাপতি আদি লোক তোমা দেখিবারে ॥

---

[১] দ্বিবিদ—[illegible]।

সর্ব্ব দেব আসিলেক না আসিলেন শনি
তাহা দেখি ক্রোধান্বিত হৈলা নারায়ণী ॥
দেবী-ক্রোধ দেখিয়া শনির আগমন।
দৃষ্টিমাত্র মুণ্ডহীন হইলা তখন ॥
ধৌতবর্ণ ঐরাবত বাসব-বাহন।
তার মুণ্ড ছেদি তূর্ণ আনিল পবন ॥
সেই মুণ্ড তুয়া স্কন্ধে দিয়া ততক্ষণ।
পুনর্ব্বার করীর মুণ্ড সৃজে বেদানন ॥
সর্ব্ব দেব অগ্রে তোহ্মা করিতে অর্চ্চন।
বর দিয়া নিজালয়ে গেল দেবগণ ॥
আজানুলম্বিত বাহু দিব্য গজস্কন্ধ।
তাহা দেখি নারায়ণী হইলা আনন্দ ॥
খর্ব্ব স্থূল কলেবর চারু ত্রিলোচন।
সুন্দর জে চতুর্ভুজ মূষিক-বাহন ॥
দেখিতে সুন্দর বড় বক্তে এক দন্ত।
সিন্দূরে ভূষিত অঙ্গ শোভিছে অত্যন্ত ॥
হেরম্বের অঙ্ঘ্রিদ্বয় ভাবি একমনে।
দীনহীন ভবানীশঙ্কর দাসে ভণে ॥

রাগ মন্দার।

অবনী লোটাইয়া পুনি
প্রণমহো নারায়ণী
হৃদয়ে ভাবিয়া পদারবিন্দে।
পঙ্কজাঙ্ঘ্রি-পঞ্জরেত
মমেন্দ্রিয়রাজ নিত্য
শুক প্রাএ বঞ্চোক আনন্দে ॥
এই মনে অভিলাষ
একবার পুর আশ
কিঙ্করের কিঙ্কর জে প্রতি।
কৃপাং কুরু কৃপামহি
ভবাঙ্ঘ্রি-পঙ্কজ বহি
ধ্রুব আর নাহি মোর গতি ॥
অহঃক্ষপা অনুক্ষণ
স্থির নহে মোর মন
বৈবস্বত শুক্ল ভীতি পাইয়া।
সেই ভয় তরিবার
উপায় না দেখি আর
রহিয়াছি চরণ ধেয়াইয়া ॥
জেন রূপ চাতকে
মেঘেরাশে বদ্ধ থাকে
মেঘে বর্ষে বা না বর্ষে বন[১]।
মহা জ্বালা পিপাসাএ
জদি তার প্রাণ জাএ
অন্য নীর না করে ভক্ষণ ॥
মন আহ্মি কৈল দৃঢ়
কৃপা কর বা না কর
জাহা ইচ্ছা লএ তোহ্মার মন।
পাই জদি নানা ক্লেশ
প্রাণ মোর হএ শেষ
না লইব অন্যের শরণ ॥
কীট-পতঙ্গাদি যোনি
জন্ম জদি হএ পুনি
তাহা ভয় নাহি মোর মনে।
জন্মে জন্মে এই চাহি
তুয়া পদে ভক্তি দেহি
এই বাঞ্ছি তোহ্মার চরণে ॥
ভবানীপদারবিন্দে
ভাবনা করি আনন্দে
ভণে দাস ভবানীশঙ্কর।
তোহ্মার মঙ্গল-গীত
রচিবারে বাঞ্ছিত
কৃপা কর জানিয়া কিঙ্কর ॥
কি বর্ণিব শম্ভুনাথ স্থান।
শুক নারদাদি মুনি
জাহা ধ্যাএ পুনি পুনি
জার গুণ গাএ বেদানন ॥
মৃত্যুজিত জেই হর
নিরন্তর মহিমা জার
জাহা ভাবে বাসবাদি দেবে।

১। বন—জল।

আহ্মি মূঢ় হই অতি
জ্ঞানহীন এণমতি[১]
কি বর্ণিব অধম মানবে ॥
যেরূপ বামন জনে
আকাঙ্ক্ষা করএ মনে
গগনের ইন্দু ধরিবার।
শরণ লএ জেই নরে
ত্যাগ নহি কর তারে
এই মাত্র ভরসা আহ্মার ॥
কহে দাস শ্রীশঙ্কর
শুন দীনবন্ধু হর
এই বাঞ্ছি তবাঙ্ঘ্রি-কমলে।
জবে কাল হবে অন্ত
জপি কালী ত্রিপুরান্ত
মৃত্যু হোক জাহ্নবী-সলিলে।

ঘোষা।

কি বর্ণিব শম্ভুনাথ স্থান ॥

দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর বেদাগমে সার।
ভবার্ণব তরিতে উপায় নাহি আর ॥
একে একে কহি আহ্মি শুনহ মানব।
সংক্ষেপে বর্ণিব বাড়বাদি তীর্থ সব ॥
বড় অপরূপ এক চাটিগ্রাম মাঝ।
বাড়ব আনল নামে আছে তীর্থরাজ ॥
পাতাল ভেদিয়া অগ্নি সলিল সহিত।
অহর্নিশি জলে বহ্নি হইয়া প্রজ্বলিত ॥
পাষাণে রচিত কুণ্ড অতি সুলক্ষণ।
দৃষ্টি মাত্র দেহের দুরিত করে হনং[২] ॥
হেন অপরূপ নাহি অবনী ভিতরে।
জেই জলে অগ্নি নাশে তাতে দীপ্তি করে ॥
অগ্রে স্নান করে লোকে বাসী কুণ্ডজলে।
তার পরে স্নান করে আনল-সলিলে ॥
তিল তুলসীদল লৈয়া তাম্রাধারে।
সঙ্কল্প করিয়া লোকে পুনি স্নান করে ॥
বন সঙ্গে ধনঞ্জএ প্রে[বে]শ করে অঙ্গে[১]।
পুনঃ পুনঃ স্নান করি স্মরি হর গঙ্গে ॥
স্নান করি দান করে অনুরূপ শক্তি।
বিপ্রহস্তে দেহি দান মনে করি ভক্তি ॥
কুণ্ডতটে করপুটে বসি সাধু জন।
গুরুবক্ত্র হোন্তে মন্ত্র করএ গ্রহণ ॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি রচনা করিয়া।
গন্ধ-পুষ্পাক্ষত দূর্ব্বা বিল্বদল দিয়া ॥
দেবার্চ্চা করএ লোকে আনন্দিত মন।
মৃদঙ্গাদি বাদ্য বাহি করএ গায়ন ॥
এইরূপে দ্বিজ সর্ব্বে ভক্তিভাবচিত্ত।
দিগম্বর মধ্যে হর অর্চ্চে নিত্য নিত্য ॥
বাড়বানলেতে দ্বিজে করএ আহুতি।
বিল্বদল লৈয়া পয়োস্তবের সঙ্গতি ॥
বড়ই আশ্চর্য্য হয় সেই রাজতীর্থ।
দৃষ্টিমাত্র ছাড়ি জাইতে নহি লয় চিত্ত ॥
আপানল-কুণ্ডোপরে পাষাণের মন্দির।
দেখিলে সে স্থান হএ নিষ্পাপ শরীর ॥
রাজবংশোদ্ভব হএ সালেকান গোত্র।
নন্দরাম নাম এক যোগীরাম পুত্র ॥*
মহাদানী আছিলেক সেই মহাজন।
পুত্র তুল্য করিয়া পালিল প্রজাগণ ॥
দিব্য মঠ দিয়া আছে পাষাণে রচিত।
বাড়ব আনল কুণ্ডে মঠ সন্নিহিত ॥
মঠ মাঝে শিবলিঙ্গ করিছে স্থাপন।
কি কহব সে মন্দির অপূর্ব্ব লক্ষণ ॥
এই মতে ক্রমে ক্রমে ভাগ্যবন্ত নরে।
পাষাণের মন্দির দিছে বাড়বের তীরে ॥

১। পাপমতি।
২। 'হনন' অর্থে কবি অনেক স্থলে 'হন' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

১। জলের সহিত অগ্নি শরীরে প্রবেশ করে।
* পড়ৈকোরার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী।

বাড়ব আনল তীর্থ মহিমা অপার।
অবনীমণ্ডলে হেন তীর্থ নাহি আর॥
হেন তীর্থরাজ বন্দম মনে করি ধ্যান।
তাহার উত্তরে আছে শম্ভুনাথ স্থান॥
সেইখানে জত তীর্থ আছিলেক গোপ্ত।
ব্যাসদেব হোন্তে তীর্থ হইলেক বেক্ত॥
শুন শুন তাহা আহ্মি বর্ণিব সংক্ষেপে।
গোপনীয় তীর্থ বেক্ত হৈল জেইরূপে॥
এক দিন ব্যাসদেব গেল বারাণসী।
দেখিলেক তথা তপ করে মুনি ঋষি॥
ব্যাসে বোলে মুনি সব কর অবধান।
তপ করিবারে মোরে দেয় কিছু স্থান॥
মুনি সবে বোলে ব্যাস ব্যর্থ আগমন।
তোহ্মা সঙ্গে তপ করিবেক কোন জন॥
বর্ণহীন হও তুহ্মি মীনোদরে জর্ম্ম।
আপনে না জান কেনে আপনার মর্ম্ম॥
গচ্ছ গচ্ছ এথা হোন্তে না কর বিলম্ব।
অন্য স্থানে গিয়া তপ করহ আরম্ভ॥
মুনি সভার বাক্য শুনি ব্যাস তপোধন।
হরপদ ধ্যাই মনে করএ ক্রন্দন॥
ভবানীশঙ্করে বোলে এই বাঞ্ছা করি।
কালান্তেতে বক্ত্রে হরগৌরী স্মরি মরি॥

লাচারী। রাগ কামোদ।

নমো নম ত্রিলোচন
নম প্রভু সনাতন
নমোরগপবীতকধারী।
নমো নম সদা দান্ত
নম প্রভু সদা শান্ত
নমো নম দেব ত্রিপুরারি॥১॥
নমো নম ভূতনাথ
নমো ভস্ম-বিভূষিত
বন্দম শার্দ্দূলচর্ম্মধারী।
নমো নম বিশ্বেশ্বর
নম প্রভু গঙ্গাধর
নমো নম প্রলয়াধিকারী॥২॥
নম প্রভু দিগম্বর
নমো নমো মহেশ্বর
নমো নম হর দীনবন্ধু।
তবাঙ্ঘ্রি-পঙ্কজ বহি
আহ্মার উপায় নাহি
ত্রাণ কর অপমানসিন্ধু॥৩॥
নমো নম পঞ্চানন
নমো বৃষ আরোহণ
বন্দম চণ্ডীশ শূলপাণি।
ভবানীশঙ্করে ভণে
এই বাঞ্ছা করি মনে
হর স্মরি যাউক মোর প্রাণী॥৪॥

মালসী।

হরার্চ্চএ জীব হরষিতে।
ভাবি দেখ মনে
হরাঙ্ঘ্রি বিহনে
বন্ধু নাহি আর ত্রিজগতে॥
দেহ শুচি করি
বস্ত্রাসনোপরি
লেপি দেহি ভস্ম সর্ব্বাঙ্গেতে।
প্রমাণ করিয়া
রুদ্রাক্ষ গ্রথিয়া
ধারণা কর নাভির উর্দ্ধেতে॥
নির্ম্মল মহী দিয়া
পার্থিব গঠিয়া
স্থাপিয়া নির্ম্মল কাংস্যাধারেতে।
জপিয়া হরমন্ত্র
স্থাপিয়া অর্ঘপাত্র
পাদ্যাদিভিঃ দেহি পার্থিবেতে॥

পিশিয়া বিল্বদারু
সুগন্ধি গন্ধ চারু
বিল্বদল পুষ্পাদি সহিতে।
ধূপ দীপ আর
নৈবেদ্য তাম্বূল
নিবেদেহি হর উদ্দেশেতে॥
শঙ্করদাসে ভণে
কিঙ্কর হেন জ্ঞানে
কৃপা কর মোরে শম্ভুনাথে।
এই বাঞ্ছি স্বান্তে
আহ্মার কালান্তে
হর স্মরি মরি জাহ্নবীতে॥

ও জীব—
ধ্যান কর হে হর হর হর হর বলিয়া।
সর্ব্ব আদি অষ্ট মূর্ত্তি
অর্চ্চ মনে করি ভক্তি
হরমন্ত্র জাপ কর নয়ান মুদিয়া॥
মানস করিয়া স্থির
হরমন্ত্র জপ কর
অবিরত ভক্তিভাবে হরাঙ্ঘ্রি ধেয়াইয়া।
হর পঞ্চাক্ষর স্তব
মহিম্নের শ্লোক সব
বদ জীব গদক্রমে বক্ত্রে উচ্চারিয়া॥
আপনার নিজ বক্ত্র
করিয়া জে মহাযন্ত্র
বম্ বম্ বম্ বম্ শব্দ কর রসনা-দণ্ড দিয়া।
কাংস্য বাদ্য করতাল
ঘণ্টাশব্দ কর ভাল
গায়ন কর মৃদঙ্গাদি বাদ্য বাজাইয়া॥
হর ভাবি মানসেতে
নৃত্য কর আনন্দিতে
পুনঃ পুনঃ প্রণমহো ভূমি লোটাইয়া।
কহে দাস শ্রীশঙ্কর
শুন দীনবন্ধু হর
অন্তকালে যাউক প্রাণী তুয়া পদ ভাবিয়া॥

ঘোষা।

হর অর্চ্চা কর হরষিতে॥

দুর্গা নামাক্ষরদ্বয় বৃজিনের অরি।
সুধারস জ্ঞানে পান কর বক্ত্র ভরি॥
এইরূপে ব্যাসদেবে স্তুতি করে হর।
অধিষ্ঠান হইলেন প্রভু দিগম্বর॥
গ্রীবাম্বরে করযোড়ে লোটাইয়া ধরণী।
হরপদে পড়িলেক ব্যাসদেব মুনি॥
হরে বোলেন ব্যাস মুনি তেজ অপমান।
গোপনীয় তীর্থ মোর আছে এক স্থান॥
বারাণসী তুল্য তীর্থ অতি অপরূপ।
বিরাজে বসিয়া তুহ্মি তথা কর তপ॥
তোহ্মা হোন্তে তীর্থ সব হইবে প্রকাশ।
হর-বাক্যে মুনির চিত্ত হইল উল্লাস॥
ব্যাসদেব ভোলানাথে সঙ্গতি করিয়া।
গোপনীয় তীর্থ সব দিলা দেখাইয়া॥
আপনার ত্রিশূল লইয়া নিজ করে।
এক কুণ্ড সৃজিলেন বিপিন ভিতরে॥
কুণ্ড-তটে অক্ষ[য়] বট বড়হি বিস্তার।
সেই স্থান দেখে জেই জন্ম নাহি আর॥
হরে বোলে শুন মুনি আহ্মার বচন।
কুণ্ড-তটে বসি তপ কর তপোধন॥
বসিলেন তপোধন তপস্যা করিতে।
গোপনীয় তীর্থ বেক্ত হৈল এই মতে॥
শম্ভুনাথ-পদাম্বুজ ভাবি একচিত্ত।
সাধু সবে সেই স্থানে ব্রজ করে নিত্য॥
ব্যাসদেব কুণ্ডে স্নান তর্পণ করিয়া।
অক্ষ[য়]বট সপ্ত বার প্রদক্ষিণ হৈয়া॥
গোপনীয় সীতাকুণ্ড করি দরশন।
নাভিপাতালেতে কুণ্ডে প্রে[বে]শ করে বন॥
শিব শম্ভু শিব শম্ভু উচ্চারি বদনে।
আরোহণ করে গিয়া শম্ভুনাথ স্থানে॥
দিব্য পাষাণের লিঙ্গ আছএ তথাতে।
শম্ভুনাথ নাম তান ঘোষএ জগতে॥

পাষাণে রচিত করিয়াছে সেই স্থান।
উপরে সুন্দর মঠ করিছে নির্ম্মাণ ॥
ভাগ্যবন্ত সর্ব্বে সে মন্দির সন্নিহিত।
মঠ দিয়া শিবলিঙ্গ করিছে স্থাপিত ॥
কি কহব সেই স্থান জেন বারাণসী।
তপস্বীএ তপ করে চতুর্দ্দগে বসি ॥
শিবভক্ত সব বঞ্চে হৈয়া কুতূহল।
কিন্তু সেই স্থানেতে অপ্রাপ্য ছিল জল ॥
ব্যাসদেব কুণ্ড হোন্তে আনিলে সে বন।
তবে সে পারএ লিঙ্গ করিতে অর্চ্চন ॥
তৃষ্ণাকালে জল পান করিতে না পাএ।
তাহা দেখি এক জনে চিন্তিল উপাএ ॥
ভরদ্বাজ গোত্র বৈদ্য বংশেতে উৎপত্তি।
নন্দরাম নাম জনার্দ্দিনের সন্ততি ॥*
কি কহিম সেই ভাগ্যবন্তের কথন।
শম্ভুনাথ অর্চ্চিবারে আনি দিছে বন ॥
পাষাণে রচিয়া সিড়ি পর্ব্বতের হোতে।
সেই সিড়ি বাহি জল আইসে এক স্রোতে ॥
কোষাকৃতি হৈয়া নীর কুণ্ডমাঝে পরে।
সেই অম্বু দিয়া শম্ভুনাথ অর্চ্চা করে ॥
দেবার্চ্চা করএ লোকে আনন্দিত মন।
তৃষ্ণা হৈলে সে জীবন করএ ভক্ষণ ॥
কুম্ভ পূর্ণ করি বারি লইয়া জে করে।
অভিষেক করে শম্ভুনাথের উপরে ॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি রচিয়া সকল।
নানাবিধ পুষ্প আর মালুরের[১] দল ॥
মালুর-চন্দন আর সুগন্ধি চন্দন।
ভক্তিভাবে দ্বিজ সবে করে নিবেদন ॥
এই মতে প্রতি দিন করএ অর্চ্চন।
মৃদঙ্গাদি বাদ্যক্রমে করিয়া গায়ন ॥
ভবানীশঙ্করে গাএ ভাবি হরগৌরী।
কৃপা কর শম্ভুনাথ তোহ্মা স্মরি মরি ॥

* পরৈকোড়ার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় প্রভৃতির পূর্ব্বপুরুষ।

১। বিল্বপত্রের।

মালসী।

মানসে অর্চ্চ হর পঞ্চবক্ত্র ত্রিনেত্র ত্রিশূলধর ॥
রজত নিন্দিয়া আভা কলেবর করে শোভা
কণ্ঠমাঝে চিহ্ন গরলের।
শার্দ্দুলের চর্ম্মাম্বর খেনে পরিধান কর
খেনে হএ কেবল দিগম্বর ॥
গ্রীবাতে রুদ্রাক্ষ গোটা শিরে শোভে জুটজটা
ভালোপরে অর্দ্ধ সোমধর।
শব ভক্তের অস্থি গলে জিহ্মগ সহিত দোলে
সেবকের চিতাভস্ম কলেবর ॥
রুদ্রাণী বামার্দ্ধ অঙ্গে শিরে তরঙ্গিণী গঙ্গে
আরোহণ বৃষের উপর।
ভূত প্রেত নন্দী ভৃঙ্গী বিরাজে করিয়া সঙ্গী
বাস করে মহেশ্বরে নগবর ॥
ভক্তিভাবে এই মতে রূপ ভাবি মানসেতে
নিত্য নিত্য অর্চ্চ প্রাণেশ্বর।
ভবানীশঙ্করে ভণে ভাবি দেখিলাম মনে
হর বিনে বন্ধু নাহি দুষ্কৃতির ॥

ঘোষা।

তুহ্মি সে অনাথের বন্ধু।
আহ্মি দুষ্কৃতির উপায় নাহি আর
ত্রাণ কর ভবসিন্ধু ॥

পয়ার।

দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর জপে জেই নরে।
তারে দেখি ভয় বাসে বৃজিন্তধিকারে[১] ॥
প্রণমহো শম্ভুনাথ মন কুতূহল।
তাহার উত্তরে আছে জ্যোতির্ম্ময়ানল ॥
বড়হি উজ্জ্বল বহ্নি জ্যোতির্ম্ময় নাম।
কাষ্ঠ বিনে শিলাএ অগ্নি জ্বলে অবিশ্রাম ॥

১। বৃজিন্তধিকারে—যমে।

মালুরের দল পয়োম্ভবের সহিতে।
হোম করে দ্বিজবরে সেই কৃশানুতে ॥
আজ্যের সহিতে কজ্জল করি একত্তর।
মালুরের পত্রে তাহা লয় দ্বিজবর ॥
করযোড়ে জ্যোতির্ম্ময়ানল প্রণমিয়া।
কশ্যপস্ত আদি মন্ত্র বক্তে উচ্চারিয়া ॥
কপাল কণ্ঠেতে আর দুই বাহুমূলে।
সুন্দর তিলক দ্বিজে দেহি কুতূহলে ॥
প্রণমহো জ্যোতির্ম্ময় উল্লাসিতমনে।
হেন অপরূপ তীর্থ নাহিক ভুবনে ॥
বন্দম ছত্রাকৃতি গিরি নাম বিরূপাক্ষ।
কর যোড় করি প্রণমহো লবণাখ্য ॥
প্রণমহো পর্ব্বত সহস্রঝারা নাম।
ধারাক্রমে বন পতন হএ অবিশ্রাম ॥
বন্দম ধর্ম্মাগ্নি দেব ভক্তিমানসেতে।
অহংরূপা সেই বহ্নি জ্বলে পর্ব্বতেতে ॥
বন্দম চম্পকারণ্য করি করযোড়ে।
লোকের অসাধ্য তথা ব্রজ করিবারে ॥
প্রণমহো বৃহৎ দ্বাদশ শালগ্রাম।
শুভ্রকোটি শিবলিঙ্গ করম প্রণাম ॥
প্রণমহো চন্দ্রশিখর নগের প্রধান।
আপনে শঙ্কর প্রভু জথা অধিষ্ঠান ॥
বড় উচ্চ গিরিরাজ আশ্চর্য্য দেখিতে।
বড়হি শঙ্কট আছে আরোহণ করিতে ॥
ক্রমজরে[১] ধরি করে চলে ধীরে ধীরে।
চন্দ্রনাথ কৃপা হেতু আরোহণ করে ॥
দিব্য পাষাণের লিঙ্গ আছএ তথাতে।
বড়হি সুন্দর মঠ লিঙ্গ উপরেতে ॥
করযোড়ে ভক্তিভাবে হরাঙ্ঘ্রি ভাবিয়া।
লিঙ্গ নমস্কার করে ভূমিগত হৈয়া ॥
সেই নগোপরে জেই আরোহণ করে।
পুনর্ব্বার জন্ম তার নাহিক সংসারে ॥
নমো নম চন্দ্রনাথ দেব ত্রিনয়ন।
কৃপা কর দীনবন্ধু লইলু শরণ ॥

[১] জরে অর্থাৎ শিখরে।

হর-গৌরীর পাদপদ্ম ভাবিয়া আনন্দে।
ভবানীশঙ্কর দাসে পদাম্বুজ বন্দে ॥

অথ সর্ব্বদেববন্দনা।

ঘোষা।

বন্দম নারায়ণী দেবী আদ্যাশক্তি।
জন্মে জন্মে তুয়া পদে রৌক মোর ভক্তি ॥
দুর্গানামাক্ষরদ্বয় জপ নিরবধি।
কৃতান্তের দণ্ড হোন্তে নিস্তার হবে জদি ॥
করযোড়ে প্রণমহো দেবী দশভুজা।
ত্রিজগত-জীব সর্ব্বে জাহা করে পূজা ॥
মুক্ত হৈতে বর আহ্মি না মাগি চরণে।
পদাম্বুজে রৌক ভক্তি এই বাঞ্ছি মনে ॥
মনে অভিলাষ মোর শুন মহামাএ।
জন্মে জন্মে হই তোহ্মার দাসীর তনএ ॥
ধরণী লোটাই বন্দম দেব নিরাকার।
ক্রমে ক্রমে প্রণমহো দশ অবতার ॥
বিষ্ণুর চরণ বন্দম যোড় করি হাত।
মিনতি করিয়া বন্দম দেব ভোলানাথ ॥
প্রণমহো পিতামহ ভক্তি করি মন।
মূষিকবাহনে বন্দম দেব গজানন ॥
প্রণমহো ষড়ানন ময়ুর-বাহনে।
বিড়োজার পদে বন্দম দেবগণ সনে ॥
গব্যার্ণবোদ্ভবা দেবী বন্দম একমনে।
প্রণতি করিয়া বন্দম ভারতী-চরণে ॥
বিন্দুস্বরাক্ষরকর্ত্তা বলিয়াছে বেদে।
তুহ্মি কৃপান্বিত হৈলে জ্ঞান জন্মে হৃদে ॥
শুন মাও সরস্বতি মোর নিবেদন।
একবার বালকেরে হও কৃপা মন ॥
অষ্টার্চ্চের প্রসঙ্গ জে বরহি বিস্তার।
সংক্ষেপেতে আহ্মি কিছু চাহি রচিবার ॥
দৃষ্টি কর কিঙ্করেরে কিঞ্চিত নয়নে।
তবে সে রচিতে পারি লএ মোর মনে ॥
প্রণমহো ভক্তিভাবে ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী।
একমন হৈয়া বন্দম ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥

প্রণমহো ভাগীরথী মনেতে উল্লাস।
জার জল স্পর্শ মাত্রে কলুষ বিনাশ॥
ভক্ষণের মহিমা জে বর্ণিতে না পারি।
গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা আদি এন জাএ হরি॥
পুনঃ পুনঃ প্রণমহো করি করপুটে।
শৌনীযোনি জন্ম লভি বঞ্চি তুয়া তটে॥
কালান্তেতে সেই তনু ত্যাগি সলিলেতে।
কৃপা কর পুনঃ জন্ম না লভি ভবেতে॥
তুলসী বন্দিলুম মনে করিয়া জে ভক্তি।
জার দল ভক্ষণ করিলে পাএ মুক্তি॥
প্রণমহো যমুনা দেবীর পদতলে।
সপ্তার্ণব বন্দম মনের কুতুহলে॥
কাশী আদি পঞ্চ তীর্থ বন্দিয়া আনন্দে।
ওড়িষ্যাতে বন্দম প্রভুর চরণারবিন্দে॥
কি কহবো সে ক্ষেত্রের মহিমা অপার।
ব্রাহ্মণে চণ্ডাল সঙ্গে করএ আহার॥
ভবের তাড়ন হেতু হৈছ অবতার।
চন্দ্রানন দরশনে জন্ম নাহি আর॥
তোহ্মা না দেখিলে জীবের নাহিক নিস্তার।
কৃপা কর ইন্দুবক্ত্র দেখি একবার॥
জথ সব তীর্থ আছে অবনীভিতরে।
একে একে প্রণমহো করি যোড়করে॥
সিন্ধুসুত বন্দম আর দেব বিকর্ত্তন।
কুবেরাদি প্রণমহো দিক্‌পালগণ॥
মগধ ঈশ্বরী[১] বন্দম ক্ষৌণীতে পড়িয়া।
ক্ষেত্রপাল প্রণমহো যুগপাণি হৈয়া॥
ভৈরবা ভৈরবী বন্দম ডাকিনী যোগিনী।
পরাশর আদি বন্দম জথ সব মুনি॥
জন্মভূমি বারে বারে করম বন্দন।
প্রণমহো জনক জননীর চরণ॥
ব্রাহ্মণ সকল বন্দম হৈয়া হরষিত।
গুরুদেব বন্দম গুরুপত্নীর সহিত॥

মানব সকল থাকে পশুর যে জ্ঞান।
গুরুবক্ত্র-মন্ত্র হোন্তে পাএ পরিত্রাণ॥
অবনী লোটাই বন্দম গুরুর চরণ।
জা হোন্তে পশুত্বজ্ঞান হএ ত মোচন॥
বুধ সবার পদাম্বুজে করম বন্দন।
অশুদ্ধ হইলে শুদ্ধ করহ লিখন॥
আমি মূঢ় হীনজ্ঞানী কি বলিব আর।
বামন হৈয়া ইচ্ছা করি ইন্দু ধরিবার॥
এথাতে জদি সে কৃপা করে জগদম্বে।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ মোর হবে অবিলম্বে॥
দেবীপদ ভাবি রৈছে শঙ্কর জে দাসে।
চাতক রহিছে যেন মেঘাম্বুর আশে॥

ঘোষা।

অভয়া ভবানি হে তুহ্মি সে ভরসা।
বালক প্রতি ভগবতী পূর্ণ কর আশা॥

দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর যে করে স্মরণ।
অবিলম্বে দেহের কল্মষ করে হন[ন]॥
দেব সব বন্দিলাম আনন্দহৃদএ।
এবে আহ্মি দেহি শুন নিজ পরিচএ[১]॥
মোর আদি পুরুষ জন্মিল রাঢ়াগ্রাম।
আত্রেয় গোত্র কুলে জন্ম নরদাস নাম॥
মহাভাগ্যবন্ত কা[য়]স্থ ছিলেন নরদাস।
রাঢ়া ভৌমে বাদিথি প্রদেশেতে নিবাস॥
নিত্য নিত্য অর্চ্চিলেক জাহ্নবীর পাএ।
তান বরে সিদ্ধিশীলা পাইল তথাএ॥
শীলার প্রসাদে সেই হৈল বড় ধনী।
দান ধর্ম্ম করি সুখে বঞ্চিল অবনী॥

১। মগধ-ঈশ্বরী—চট্টগ্রামে মগধেশ্বরী দেবীর সেবার প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ইহার প্রতি এখনও এখানে সাধারণের বিশেষ আস্থা ও ভক্তি পরিলক্ষিত হয়।

১। যো রাঢ়ভূমাবরিপীড়িতায়াং
লেভে শ্রীঅঙ্গে নগরে চ জন্ম।
কুলীনকায়স্থবরাম্বরেণ্যস্তদম্বয়ে শ্রীনরহরিদাস
সুধী সুকৃতী ধর্ম্মাত্মা ভাগীরথীজলে সুধীঃ।
সিদ্ধিশীলামবাপ্যৈব তস্যাত্মাবাক্ষিপৎ পুনঃ।
সুতো গচ্ছেষ তদ্দেশাচ্চট্টলে সিন্ধুতীরতঃ।
দেবগ্রামে স্থিতিশ্চক্রে রামদেবদ্বিজেন বৈ॥

তান বংশে জন্মিলেক কৃষ্ণ হৃদানন্দ।
পূর্ব্বদিকে ব্রজ কৈল হইয়া আনন্দ॥
নিরান্নের(?) নিয়ম জে না জায় খণ্ডান।
চাটিগ্রামে আসিলেক ত্যাগি সেই স্থান॥
চাটিগ্রাম রাজ্যে এক দেবগ্রাম স্থানে।
তথা গিয়া নিজ পুরী কৈলানন্দমনে॥
কৃষ্ণানন্দের সন্তান জন্মিল বিষ্ণুদাস।
মহানন্দে সেই সাধু করিল নিবাস॥
তান পুত্র নারায়ণ বঞ্চে নানা রঙ্গে।
কুলপুরোহিত রামচন্দ্র লৈয়া সঙ্গে॥
তান পুত্র জন্মিলেক শ্রীমধুসূদন।
মোর পিতৃ-পিতামহ সেই মহাজন॥
নিজ কুলধর্ম্মে রত আছিল বিশেষ।
দৈব হেতু কিন্তু তথা পাইলেন্ত ক্লেশ॥
গতি করিলেন সেই স্থান ত্যাগ করি।
নিবাস করিলেন সুখে চক্রশালা পুরী*॥
তান মুখ্য পুত্র জন্মে নাম শ্রীয়মন্ত।
মহাসুখে বঞ্চিলেক সেই ভাগ্যবন্ত॥
শ্রীযুত নয়ন রায় তাহান তনএ।
আহ্মার জনক জান সেই মহাশএ॥
কুলধর্ম্মে রত পূত ছিল অনুক্ষণ।
শঙ্কর আহ্মার নাম তাহান নন্দন॥
নিজ পরিচয় দিয়া সভাকার তরে।
দেবীর প্রস্তাব গাএ ভবানীশঙ্করে॥
একস্বান্ত হইয়া যে ভাবি জগমাতা।
প্রথমে কহিব সৃষ্টিপত্তনের কথা॥

ইতি মঙ্গল বারে দিবাপালা সমাপ্ত।

রাগ পাহিরা।

জেইরূপে নিরঞ্জন
সৃষ্টি কৈলেন সৃজন
কহি শুন সে সব বৃত্তান্ত।
পাতাল অবনী স্বর্গ
জলাকার ছিল সর্ব্ব
কেবল আছিলেন ভগবন্ত॥১॥
অকস্মাৎ ভগবন্তে
শ্রদ্ধা করিলেন স্বান্তে
সর্ব্ব সৃষ্টি সৃজন কারণ।
এক গোটা ডিম্ব ধরি
তাহা তিন ভাগ করি
ত্রিজগৎ করিলেন সৃজন॥২॥
ভগবন্তের নাভি হোন্তে
জন্মে ব্রহ্মা আচম্বিতে
দেখি প্রভু আনন্দিত হৈলা।
নারায়ণ ত্রিলোচন
দেহ হোন্তে জন্মিলেন
তিন স্থানে তিন আজ্ঞা কৈলা॥৩॥
ভবানীশঙ্করে ভণে
ভাবি দেখিলাম মনে
সার কেবল দুর্গানাম বাণী।
নরাধম দাস জানি
কৃপাং কুরু নারায়ণি
দুর্গা স্মরি জাউক মোর প্রাণী॥৪॥

মালসী।

পশ্চ পশ্চ নরাধম দাসজ্ঞানে
উমা আমারে বারেক পশ্চ॥ধুয়া॥
নরাধম জ্ঞানে দাসের দাস পানে
কিঞ্চিত নয়নে পশ্চ।
মায়াতে হৈছি বন্ধ তাহাতে করে দগ্ধ
কন্দর্যে হইয়া বশ্চ॥

---

* চক্রশালা কোন গ্রামের নাম নহে। পারী-গ্রাম, কথা কচু আই, কচু আই, ভাটিখাইন, শুয়াতলী, মঠপারা ওছনহরা—এই সপ্তগ্রামের সমষ্টি লইয়া প্রথমতঃ চক্রশালা নামের সৃষ্টি হয়। পরে এ নাম বিস্তৃতি লাভ করিয়া পরগণা নামে খ্যাত হয়। এক্ষণে পরগণার নাম ব্যবহার আর নাই। বর্ত্তমানে তৎপরিবর্ত্তে পটীয়া থানার নাম ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

জানিয়া পাপী জন হৈয়াছ ক্রোধানন
এই হেতু সু ন দৃশ্য১।
লইলাম শরণ নিরক্ষ নয়ন
চন্দ্রাননে করি হাস্য॥
দাণ্ডাইছে শিয়রে দণ্ড লইয়া করে
বৈবস্বত-দূত দস্য।
রোপিয়া আপনে ধ্বংস কর কেনে
আপনার নিজ শস্য॥
পশ্য বা না পশ্য তরিবে অবশ্য
তব পদে ভক্তি যস্য।
পতিতপাবনী তব নামখানি
কারণ হৈছে পতিতস্য॥
সঙ্গতি মম চিত্ত অঘ বঞ্চে নিত্য
যেন ডিম্ব মর্কটস্য।
কহেন শঙ্করে বিচ্ছেদ করি তারে
আম্মারে করএ হর্ষ॥

ঘোষা।

দুর্গে! পশ্য পশ্য নরাধম॥

দুর্গানাম যুগ্মাক্ষর যে করে স্মরণ।
অবিলম্বে দেহের কল্মষ হএ হন[ন]॥
ভগবন্তে বোলেন শুন পুত্র বেদানন।
এবে সর্ব্ব জীব তুহ্মি করহ সৃজন॥
শুন পুত্র নারায়ণ আম্মার বচন।
শুভদৃষ্টে সৃষ্টি তুমি করিবা পালন॥
হর স্থানে অনাদিএ বোলেন কুতুহলে।
অন্তে সংহারিবা সৃষ্টি দৃষ্টি-কোপানলে॥
তিন পুত্র ঠাই আজ্ঞা করি ততক্ষণে।
যোগনিদ্রা জাএ প্রভু আনন্দিতমনে॥
হরি-কর্ণমল হোন্তে একহি দুরন্ত।
জন্মিলেক মধু-কৈটভ মহাবলবন্ত॥
দেব সব হিংসা করে দুরন্ত অসুর।
সত্ত্ব রজ তমে* চিন্তা পাইল প্রচুর॥
তিন দেব চলি গেলা জথা আদ্যাশক্তি।
দেবীরে করএ স্তুতি মনে করি ভক্তি॥
করপুট হৈয়া বোলে বন্দি বার বার।
অসুরের ভীতি হোন্তে করহ নিস্তার॥
প্রভুরে জাগাই তুহ্মি দেয় শীঘ্রগতি।
তবে সৃষ্টি রক্ষা পাএ শুন ভগবতী॥
দেব সবের নিবেদন শুনি জগমাতা।
বলিলেন জাগ জাগ অনাদি দেবতা॥
বিষ্ণু কর্ণমল হোন্তে অসুর দুরন্ত।
আচম্বিত জন্মিয়াছে শুন ভগবন্ত॥
সত্ত্ব রজ তমে বড় পাইয়াছে ত্রাস।
চপলেতে মধু-কৈটভ করহ বিনাশ॥
জাগিলেন অনাদি শুনিয়া বিবরণ।
দ্রুতগতি চলি গেলা অসুর-সদন॥
থর থর কম্পে প্রভু হৈয়া ক্রোধমন।
করে ধরি অসুরেরে করিলেন ক্ষেপণ॥
পুনর্ব্বার দুষ্টাসুর চপলে আসিয়া।
ক্রোধক্রমে অনাদিরে ধরিলেক গিয়া॥
অনিবার দেব-পরিমাণ সহস্রাব্দ।
ঘোরতর উভয়ের হৈল বাহুযুদ্ধ॥
কারে কেহো পরাজিতে না পারে সমরে।
প্রভু সম্বোধিয়া পুনি বোলে দুষ্টাসুরে॥
গুরুবুদ্ধিহীন তুহ্মি শুন নিরঞ্জন।
পরাজিতে না পারিবে ব্যর্থ কর রণ॥
তোর যুদ্ধে আমি বড় হৈল হরষিত।
বর মাগি লও এবে মনের বাঞ্ছিত॥
হাসিতে লাগিলা প্রভু অসুর-বচনে।
ধরিয়া জানুরোপরে রাখিলা তখনে॥
ছেদিলেন মুণ্ড গোটা তীক্ষ্ণ চক্র দিয়া।
পড়িলেক দুষ্টাসুর বিস্তার হইয়া॥
মধুকৈটভের মেদে হইল মেদিনী।
ব্রহ্মা সম্বোধিয়া প্রভু বলিলেন পুনি॥

১। সুদৃশ্য নহে।

* সত্ত্ব, রজ, তম—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব।

এবে সৃষ্টি কর তুঙ্গি ভীতি তেজ মন।
এ বলিয়া যোগনিদ্রা জাএ নিরঞ্জন॥
ভবানীর পদাম্বুজ ভাবি একমনে।
দীনহীন ভবানীশঙ্কর দাসে ভণে॥

মালসী।

চরণারবিন্দে দেহি ভক্তি।

ভাবি চাইলুম মনে পঙ্কজাঙ্ঘ্রি বিনে
আর দুষ্কৃতির নাহিক গতি॥
শঙ্কর-পদাম্বুজে মমেন্দ্রিয়রাজে
শুকপ্রাএ নিত্য করুক বসতি।
নরাধম জ্ঞানে দাসের দাস পানে
করুণাং কুরু হে ভগবতি॥
পশু পক্ষী হৈয়া জনম লভিয়া
তব পদে জদি করে ভকতি।
ভকতি-বিহীন নৃপ গণি দীন
পশু তুল্য নহে সেই ভূপতি॥
মম মতি মূঢ় মাতঙ্গের প্রায়
অজেয়র১ সঙ্গে হৈছে সঙ্গতি।
ও পদ তেজিয়া কুবাটেতে দিয়া
কণ্টক ভাঙ্গিয়া করিছে গতি॥
তব পদাঙ্গুল- নখাঙ্কুশ দিয়া
জদি সে বারণ না কর মতি।
কাল ভবিষ্যতে বৈবস্বত হতে
আমারে প্রহার করিব অতি॥
কহেন শঙ্কর করি করযোড়
একবার মোর শুন কাকুতি।
জানিয়া কিঙ্কর দেহি এই বর
মৃত্যু হোক মোর জপি পার্ব্বতী॥

ঘোষা।

চরণারবিন্দে ভক্তি দেহি॥ দুর্গানাম॥

অনাদি ভাবিয়া ব্রহ্মা বসিলা ধ্যানেতে।
পবন জন্মিল তান শ্রবণের হোতে॥
পরাশর আদি মুনি জন্মে শীঘ্রগতি।
কায়া হোন্তে জন্মিলেক দক্ষ প্রজাপতি॥
সোমদেব জন্মিলেন ক্ষীরোদ সাগর।
কশ্যপ মুনির সুনু জন্মিল ভাস্কর॥
আদ্যা শক্তি ভগবতী ভকতবৎসলা।
দক্ষ প্রজাপতি-ঘরে জনম লভিলা॥
সতী নাম তাহান রাখিল ততক্ষণে।
সমর্পণ করিলেক মহাদেব স্থানে॥
দশ কন্যা কশ্যপেতে কৈল সমর্পণ।
দশ কন্যা মধ্যে শ্রেষ্ঠ হএ চারি জন॥
দিতি অদিতি আর কদ্রু বিনতা।
অদিতিরোদরে হৈল অথেক দেবতা॥
অথেক অসুর জন্মে দিতির উদরে।
দেবতারি নাম হএ দেব হিংসা করে॥
বিনতার সন্তান হৈল অরুণ খগ।
কদ্রুর উদরে জন্ম লভিল জিহ্মগ॥
সৃষ্টি পত্তনের কথা কহিলুম সংক্ষেপে।
দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের প্রস্তাব শুন এবে॥
যজ্ঞ করে দক্ষরাজে আনন্দিত মন।
হর বিনে সর্ব্ব দেব কৈল আমন্ত্রণ॥
মহোৎসব করে সর্ব্ব জামাতা লইয়া।
আহ্বান না কৈল হর পাগল জানিয়া॥
এই হেতু সতী দেবী ভাবি অপমান।
যজ্ঞ নাশ হেতু সতী ছাড়িলেক প্রাণ॥
জানিলেন মহেশ্বরে প্রাণ তেজে সতী।
ব্যাকুল হইয়া হর গেলা শীঘ্রগতি॥
ক্রোধক্রমে দক্ষযজ্ঞ আশু ধ্বংস করি।
ক্রন্দন করেন হরে সতী-গলে ধরি॥
দেবীর পদ-সরোরুহ-মকরন্দ আশে।
অলি প্রাএ ঘুমি রৈছে শ্রীশঙ্কর দাসে॥

১। দাসের।

কামোদ রাগ।

কান্দে প্রভু হর দিগম্বর।
প্রাণতুল্য সতী নারী আহ্মারে গেলেক ছাড়ি
কিরূপে বঞ্চিব একেশ্বর ॥ ১ ॥
শুন দক্ষ প্রজাপতি কায়া ত্যাগ কৈল সতী
কেনে তানে দিলা অপমান।
জ্ঞানহীন হৈছে তোর বোল দেখি অএ মূঢ়
মমাধিক হএ কোন জন ॥ ২ ॥
দেখ দেখ এই ক্ষণে দেব-সভার বিদ্যমানে
আহ্মি তোর যজ্ঞনাশ কৈল।
তোহ্মাকে করিয়া স্নেহ শক্তি অসুররূপে কেহ
রক্ষা করিবারে না পারিল ॥ ৩ ॥
দক্ষে বোলে ভোলানাথ করি আহ্মি যোড় হাত
একবার ক্ষেম অপরাধ।
ভ্রম বুদ্ধি হৈছে মোর সর্ব্ব দোষ ক্ষমা কর
না জানিলু ঠেকিব প্রমাদ ॥ ৪ ॥
ভবানীশঙ্করে ভণে হর-গৌরীর পদ বিনে
বন্ধু আর নাহি ত্রিজগতে।
এই বাঞ্ছা করে স্বান্ত জপি কালী ত্রিপুরান্ত
প্রাপ্তিকালে মরি[১] জাহ্নবীতে ॥৫॥

মালসী।*

দুর্গানাম ভিক্ষা দেহি আহ্মি ভিক্ষুকেরে।
হে জননি শুন না মাগ্যান্য ধন
এই বাঞ্ছা করি করযোড়ে ॥ ১ ॥
ত্রিজগতে বর নিরন্ত নাম ধর
কিমাশ্চর্য্য নাম ভিক্ষা দিবারে।
যন্ত্রার্ণব-তটএ শুষ্ক কণ্ঠ হএ
পিপাসা নাশিতে আর কে পারে ॥ ২ ॥
দুর্গা-নাম-রতন স্থিতি হৈয়া জেন
রহোক মমান্তর আধারে।
বিচ্ছেদ নহে জেন রক্ষক হউক মন
সেই রত্ন ধন রক্ষিবারে ॥ ৩ ॥
হে মাত ভবানি দাসের দাস জানি
কৃপা কর আহ্মি দীন তরে।
কহেন শঙ্কর দুর্গা যুগ্মাক্ষর
বক্ত্রে জেন মোর নিত্য স্মরে ॥ ৪ ॥

পয়ার।

ঘোষা।

দুর্গানাম ভিক্ষা দেহি মোরে ॥

দুর্গানামাক্ষরদ্বয় স্থিতি জার হৃদে।
তাহার বিপদ নাহি বলিয়াছে বেদে ॥
সতী-গলে ধরি হরে করএ ক্রন্দন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু চলি আইলা সঙ্গে দেবগণ ॥
শোক না করিও শিব বলে দামোদরে।
পুনি জন্মিবেক সতী নগেন্দ্রের ঘরে ॥
বিষ্ণুবাক্যে মহেশ্বরে শোক ত্যাগ কৈল।
গোপনীয় স্থানে গিয়া তপ আরম্ভিল ॥
তারকাখ্য নাম এক অসুর-জন্মিয়া।
স্বর্গ হোন্তে দেবগণ দিল খেদাইয়া ॥
নরবেশে দেবগণ ভ্রমি অবনীতে।
ব্রহ্মার নিকটে গেল কান্দিতে কান্দিতে ॥
বেদাননে বোলে ইন্দ্র না কর ক্রন্দন।
অসুরের মৃত্যু আহ্মি চিন্তিব অখন ॥
এ বলিয়া গেলা ব্রহ্মা বিষ্ণুর গোচরে।
বিষ্ণুর সঙ্গতি গেলেন ক্ষীরোদসাগরে ॥
নানান প্রকারে স্তুতি করি ভগবতী।
অসুরের বিবরণ কহে প্রজাপতি ॥
তারকাখ্য নামে এক অসুর দুর্জ্জন।
স্বর্গ হোন্তে খেদাইয়া দিল দেবগণ ॥
ষণ্মাতুর নামে হৈলে তোহ্মার তনয়।
তান হস্তে ধ্বংস হৈব অসুর দুর্জ্জয় ॥

১। আশু মৃত্যু হোক……পাঠান্তর।
* মূল পুথিতে ইহার পূর্ব্বে "পয়ার" লেখা আছে। ইহা লিপিকরের ভ্রম বলিয়া বোধ হয়।

পূর্ব্বে নগেন্দ্ররে বর দিছেন মহেশ্বরে।
জন্ম লভিবারে তুহ্মি মেনকা-উদরে॥
দেবী বোলেন জানি আহ্মি সর্ব্ব আদি অন্ত।
অবশ্য জন্মিব আহ্মি শুন ভগবন্ত॥
ব্রহ্মা-বিষ্ণু বোলেন ইন্দ্র ক্লেশ নাহি আর।
গিরিরাজ তরে কহো এই সমাচার॥
নির্জ্জরা সহিতে তখন চলিল বিড়োজা।
দ্রুতগতি মিলে গিয়া যথা শৈলরাজা॥
শক্র দেখি নগেশ্বর হৈল হরষিত।
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনি দিলেক ত্বরিত॥
শৈলরাজে বোলে দেব কেহ্নে আগমন।
বড় ভাগ্যে তোহ্মা সঙ্গে হৈল দরশন॥
মরুত্বানে বোলে বাচ শুন নগরাজা।
তোহ্মা ঘরে জন্মিবেন দেবী দশভুজা॥
তোহ্মা সম ভাগ্যবন্ত নাহিক সংসারে।
ঋতু অপেক্ষণ কর মেনকারোদরে॥
উপদেশ কহি ইন্দ্রে করিলেন গতি।
কথ দিনান্তরে রাণী হৈল ঋতুমতী॥
স্নান করি চলি গেল স্বামীর বিদ্যমানে।
ঋতু আপেক্ষণ শৈলে কৈল শুভক্ষণে॥
হইল গর্ব্ভের চিহ্ন মেনকা যুবতী।
আবির্ভাব হইলেন দেবী ভগবতী॥
শুভক্ষণে দশ মাস দিগ্‌ দিনান্তরে।
জন্মিলেন মহামায়া শৈলরাজ-ঘরে॥
দশভুজা ত্রিনয়নী পরম সুন্দরী।
ভূমিতে পড়িলেন ওঁয়া ওঁয়া শব্দ করি॥
কন্যা দেখি নগেশ্বর হরিষ অন্তরে।
করপুটাঞ্জলি হৈয়া বহু স্তুতি করে॥
আজ হোন্তে হৈল মোর সফল জীবন।
বিদ্যমানে লোচনে দেখিলু চন্দ্রানন॥
সংসারেতে নাহি মোর সম ভাগ্যবান।
আপনে ত্রিজগদম্বা হৈলা অধিষ্ঠান॥
এই মতে শৈলরাজে স্তবন করিয়া।
মহোৎসব করিলেক বন্ধুবর্গ লৈয়া॥
লক্ষ্মী সরস্বতী আদি জথ দেবনারী।
সকল চলিয়া গেলেন হিমালয় পুরী॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করি জথ দেবগণ।
মিলিলেন্ত আসি সর্ব্ব নগের ভুবন॥
প্রণাম করিয়া স্তুতি করি ভগবতী।
জার জেই নিজালয়ে করিলেন গতি॥
তথা অধিষ্ঠান জদি হৈলা মহামাএ।
প্রকাশ করিল গৃহ রূপের আভাএ॥
শঙ্কর দাস রৈছে মাএর পদ আশা করি।
চাতক রহিছে জেন মেঘ পানে হেরি॥

মালসী।

মানসে মাএর রূপ হের।
কি কহবো সেই রূপ কেবল ত্রিজগতান্তর॥
পঙ্কজ চরণ উভয় শোভে অতি মনোহর।
প্রভাতের অর্ক জিনি শোভা করে পদতল॥
পদনখে নিন্দিয়াছে শরদিন্দু দ্বিতীয়ার।
নখাগ্রেতে খগাগ্রজ রৈছে জেন একত্তর॥
মৃগেন্দ্র নিন্দিয়া কটি করিকুম্ভ[১] পয়োধর।
খগচঞ্চু জিনি নাসা বিম্বফল জিনিয়াধর॥
মৃণাল জিনিয়া বাহু অতি বড় সুসুন্দর।
চম্পক-কলিকা নিন্দে সুন্দর যে করাঙ্গুল॥
ভুরুযুগে নিন্দিয়াছে কার্ম্মুক যে কন্দর্পের।
কুরঙ্গিনী আঁখি জিনি শোভা করে লোচনের॥
পুষ্পাতসী জিনি শোভা উজ্জ্বল জে কলেবর।
বদনের আভাএ নিন্দিছে পূর্ণ শশধর॥
দুর্গাপদ হৃদে ভাবি বোলে দাস শ্রীশঙ্কর।
রূপ ভাবি কালান্তেতে শীঘ্র মৃত্যু হৌক মোর॥

ঘোষা।

ভজ পঙ্কজ চরণখানি॥

দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর জে করে স্মরণ।
অবিলম্বে অঙ্গের যে অজ্য করে হন॥
রূপ হেরি হরষিত হৈল নগেশ্বর।
নানান প্রকারে দান করিল বিস্তর॥

১। পুথিতে "করিযুগু"।

এরূপে পঞ্চাব্দ জদি গত হৈয়া গেল।
তপ করিবারে গৌরী গেলেন চপল ॥
মহাতপ আরম্ভিলা দেবী ভগবতী।
পরমপুরুষ মহাদেব হৈতে পতি ॥
বিড়োজাএ বোলে বাক্য শুনহ অনঙ্গ।
সত্বরে করহ তুহ্মি প্রভুর যোগ ভঙ্গ ॥
পুষ্পধন্বা বোলে আহ্মি না পারি যাইতে।
হর দরশনে ভস্ম হইব আচম্বিতে ॥
ইন্দ্র বোলেন দেবকার্য্য সাধ একবার।
গুরু ধর্ম্ম লভে কৈলে পর উপকার ॥
পুনি জন্ম হৈব তোর রুক্মিণীর উদরে।
ইন্দ্রবাক্যে কামদেব চলিল সত্বরে ॥
হর সন্নিহিতে গিয়া হানে কামবাণ।
কামশরে অস্থির হইলা পঞ্চানন ॥
চতুর্দ্দিতে দৃষ্টি করে প্রভু ভোলানাথে।
দেখে কাম দাণ্ডাইছে কার্ম্মুক সহিতে ॥
দৃষ্টি-কোপানলে ভস্ম হৈল সম্বরারি।
শুনিয়া পতির কথাসিল রতি নারী ॥
পতিশোকে রতি নারী কান্দিয়া কান্দিয়া।
হরপদে পড়িলেক কুন্তল আউলাইয়া ॥
ভবানীশঙ্কর দাসে এই আশা করি।
কালান্তেতে মৃত্যু হৌক দুর্গামন্ত্র স্মরি ॥

ভাগ লাচারী।

কান্দে রতি লোটাই ভুবনে।
পতি মোর ভস্ম কৈলা কেনে ॥
ভুবনমোহন মোর পতি।
এবে মোর হবে কোন গতি ॥
জখনে চলিলা প্রাণেশ্বর।
নিষেধিল জোড় করি কর ॥
না শুনিল আহ্মার বচন।
তার ফল দিলা ত্রিলোচন ॥
করজোড়ে কথম কাকুতি।
জীবযন্ত কর মোর পতি ॥
নহে পুনি তোহ্মা বিস্তমানে।
প্রাণী আহ্মি তেজিব এখনে ॥
হরে বোলেন না কান্দিয় আর।
ধব তোর পাবে পুনর্ব্বার ॥
কৃষ্ণঘরে জন্মিবে নিতান্ত।
কথ দিন শান্ত কর স্বান্ত ॥
দেবীরাঙ্ঘ্রি ভাবি একমনে।
ভবানীশঙ্কর দাসে ভণে ॥
ইতি মঙ্গলবার নিশাপালা সমাপ্ত

মালসী।

দীন জনের বন্ধু হর আহ্মি দুষ্কৃতিরে ত্রাণ কর।
হর বিনে কলুষীর বান্ধব নাহিক আর ॥
মায়াপাশে বন্দী হৈছি এই ভব-কারাগার।
তাহাতে কল্মষে মোর গ্রাস করে কলেবর ॥
অন্ত কালে এইরূপ বিপদ্ ঘটিছে মোর।
কালান্তেতে কৃতান্তে বুঝি প্রহার করিবে বড়।
করজোড়ে ভিক্ষা মাগে দীন দাস শ্রীশঙ্কর।
হর-গৌরীবক্ত্র স্মরি দেহি মোরে এই বর ॥

ঘোষা।

ভজ দীন জনের বন্ধু হর ॥

দুর্গা নামাক্ষরদ্বয় জপে জেই প্রাণী।
অঙ্গেরাত্ম হৃঙ্গ হএ আগমের বাণী ॥
কামশরে পীড়িত হইয়া ত্রিনয়ান।
হেন সমে দেবীরে দেখিলা বিস্তমান ॥
চণ্ডীর করে ধরিলেন হৈয়া হরষিত।
দেবী বোলেন ভোলানাথ না হএ উচিত ॥
দেবের দেবতা তুহ্মি পূজে ত্রিভুবনে।
অকস্মাৎ জ্ঞানহীন হৈলা কি কারণে ॥
বিবাহ করহ আহ্মা কহি শৈল তরে।
অকুমারী বল কৈলে নিন্দিব অমরে ॥

দেবীবাক্যে ভোলানাথে স্থির কৈল স্বান্ত।
কৈলাসে চলিয়া গেলা প্রভু ভূতকান্ত॥
প্রভু শান্ত করি গৌরী তপ সঙ্কলিয়া।
আনন্দিতে নগপুরে গেলেন চলিয়া॥
এথাকারে মহেশ্বরে নারদ ডাকিয়া।
নগেন্দ্রের বিদ্যমানে দিলেন পাঠাইয়া॥
মুনি বোলে শুন শুন রাজা গিরিবর।
গৌরীর বিবাহ হেতু পাঠাইছে শঙ্কর॥
শৈলে বোলে হৈল মোর সাফল্য জীবন।
কন্যা মোর ইচ্ছা করিয়াছে পঞ্চানন॥
চল মুনি মহাদেব আন এই ঠাই।
মেনকাএ বোলে প্রভু তাব কার্য্য নাই॥
কি কারণে হৈল তোহ্মার বুদ্ধি বিপরীত।
পাগলেরে দেয় কন্যা না হএ উচিত॥
উনমত্ত হএ দেখ তাতে বৃদ্ধকাল।
হেন জামাতারে তুহ্মি কেহ্নে বাস ভাল॥
দিগম্বর হএ হর অম্বর থাকিতে।
কথনে মরিয়া জাএ না পারি কহিতে॥
গলাএ ভুজঙ্গহার শিরোপরে জটা।
উনমত্ত-বেশে ফিরে সদাএ লাঙ্গটা॥
বলদারোহণে চলে ভূত প্রেত সঙ্গে।
চিতাভস্ম লেপিত করিয়া সর্ব্ব অঙ্গে॥
জথ সব চরিত্র সকল বিপরীত।
দেখি আইস বাচ জদি না জাও প্রতীত॥
নগেশ্বরে বোলে হেন কেনে বোল রাণি।
ত্রিজগতকর্ত্তা হএ প্রভু শূলপাণি॥
কন্যা তোর ভাগ্যবতী জানহ সর্ব্বথা।
জাও মুনি অবিলম্বে আনহ জামাতা॥
শৈলবাক্যে মহামুনি করিল গমন।
শিব স্থানে কহিলেন সর্ব্ব বিবরণ॥
মেনকার ভ্রমবুদ্ধি জানিলা শঙ্করে।
বিপরীত বেশ কৈলা নিজ কলেবরে॥
শঙ্করদাসেরে কৃপাং কুরু নারায়ণি।
মৃত্যু হোক দুর্গামন্ত্র বক্রে কর্ম্মি ধ্বনি॥

রাগ কামোদ।

হিমালয়ে চলিলেন শঙ্কর॥ ধুয়া॥
শিরেতে পিঙ্গল জটা
বেড়িয়া রুদ্রাক্ষ গোটা
গলে দোলে বাসুকি ভুজঙ্গ।
কপাল উপরে ভাল
শোভে অর্দ্ধ শশধর
ভস্ম-বিভূষিত সর্ব্ব অঙ্গ॥ ১॥
করিয়া শে নানা মায়া
হইলেন বৃদ্ধকায়া
বদনের দন্ত সব লড়ে।
অঙ্গের চর্ম্ম দড়ি দড়ি
আনন ভ্রূকুটি করি
খেনে খেনে ডম্বরু ফুকরে॥ ২॥
শার্দ্দূলের চর্ম্মাম্বর
রাখিলেন বৃষোপর
বস্ত্রহীন হৈলা মহেশ্বর।
কান্ধে লৈয়া সিদ্ধি ঝুলি
নাচে দুই বাহু তুলি
গায়ন করে বড়হি সুন্দর॥ ৩॥
শিরে বিষ্ণুপদোদ্ভবা
করিছে অত্যন্ত শোভা
শ্রবণে ধুস্তুরপুষ্প দোলে।
ভূত প্রেতাদি সহিতে
নন্দি ভৃঙ্গী চতুর্ভিতে
হর হর শিব শিব বোলে॥ ৪॥
ভবানীশঙ্করে কহে
দেবীপদ-সরোরুহে
মন মোর বক্রোক বিরাজে।
পঙ্কোদ্ভব পাই জেন
হইয়া আনন্দ মন
মকরন্দ পিয়ে অলিরাজে॥ ৫॥

পয়ার—মালসী।

বোল্ বদনে বোল্ বদনে বোল্ বদনে।
হর হর হর কালী কালী কালী বোল্ বদনে॥
বক্ষাধারোপরে কালী যুগ্মাক্ষরে
লিপিয়া রকত চন্দনে।
ভক্তি করি মনে উচ্চার বদনে
সদাএ নিরখ নয়নে॥
ভকত সকলে মন কুতূহলে
নাম কীর্ত্তন করে জেখানে।
ভক্তিযুক্ত হৈয়া সেই স্থানে গিয়া
শ্রবণ করহ শ্রবণে॥
দেখ এই ভবে জথ প্রাণী সবে
ভয়ান্বিতাত্মক কারণে।
কালী নাম ধ্বনি জেবা কবে পুনি
তারে ভয় বাসে শমনে॥
জনম মানব অত্যন্ত দুর্লভ
বলিছে বেদাগম পুরাণে।
কহেন শঙ্কর জন্ম সফল কর
ভজিয়া কালীর চরণে॥

ঘোষা।

হর কালী বদহ বদনে॥

দুর্গা দুর্গা বদ জীব বক্তে উচ্চারিয়া।
দেহের দুরিত সর্ব্ব জাইবে দহিয়া॥
বিধাতাদি দেবগণ সঙ্গতি করিয়া।
চলিলেন পঞ্চানন আনন্দিত হৈয়া॥
অমঙ্গল বেশ প্রভুর আপনে মঙ্গল।
নাম স্মৃতি মাত্রে খণ্ডে কিল্বিষ সকল॥
বৃষোপরে আরোহিয়া দেব ত্রিলোচন।
উপস্থিত হইলেক শৈলের ভুবন॥
জামাতা দেখিলা রাজা হৈল হরষিত।
দিব্য স্বর্ণসিংহাসন দিলেক ত্বরিত॥
সিংহাসন মহাদেবে ত্যাগিয়া অন্তরে।
আনন্দে বসিলেন ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপরে॥
দক্ষিণে বসিলা ব্রহ্মা নিজ পুরোহিত।
সম্মুখেতে নারায়ণ দেবতা সহিত॥
মুনি সব বসিলেক উপযুক্ত স্থানে।
চতুর্ভিতে নৃত্য করে জত ভূতগণে॥
মধুর সুস্বরে গায়ন করেন কপালী।
চতুর্ভিতে ভূত প্রেতে দেহি করতালি॥
খেনে হরে শিঙ্গা পুরে খেনেকে ডম্বরু।
খেনেকে ভ্রূকুটি করে জগতের গুরু॥
খেনে খেনে নিজ দেহ হালিয়া ঢলিয়া।
ভূত সঙ্গে নৃত্য করেন ভূমি লোটাইয়া॥
মন্দিরা বাজাএ নন্দী ভৃঙ্গীএ মৃদঙ্গ।
এই মতে ভোলানাথে করে নানা রঙ্গ॥
জামাতা দেখিতে আইল মেনকা সুন্দরী।
নগবাসী জথ সব নারী সঙ্গে করি॥
দেখে বসিয়াছে হর মৃত ব্যাঘ্রছালে।
খেনে খেনে বম্ বম্ বম্ বম্ বাদ্য করে গালে॥
লজ্জা তেজি মহাদেব হইয়াছে নগ্ন।
দেখি রাণী নিজাম্বরে বক্তু কৈল মগ্ন॥
বিভূতিভূষণ বেশ দেখিয়া জামাতা।
ক্রুত ব্রজে গেল গৌরী বসি আছে জথা॥
গৌরী কোলে করি রাণী বলিল তখন।
দেখিলাম জামাতার অপূর্ব্ব লক্ষণ॥
কেবল অত্যন্ত বৃদ্ধ দন্ত সব লড়ে।
বিবসন বসি আছে সভার ভিতরে॥
দেখি মাত্র গুরু ভীত পাইলুম মানসেতে।
কখনে মরিয়া জাএ না পারি কহিতে॥
গৌরী বোলে শুন মাও তেজ মনভ্রম।
ত্রিজগতেশ্বর হএ মহা প্রভু বম্॥
খেনে বাল্য খেনে যুবক খেনে বৃদ্ধ হএ।
নানা মায়া জানে সেই প্রভু দয়ামএ॥
জেই মত ভাবে তানে দেখে সেইরূপে।
কি কারণে তুহ্মি মগ্ন হও ভ্রমকূপে॥
বড় ভাগ্যবতী তুহ্মি শুন দেবী আই।
ত্রিজগতকর্ত্তা হএ তোহ্মার জামাই॥

এই মতে রাণী শান্ত কৈলা দশভুজা।
এথাকারে নান্দীমুখ কৈল শৈলরাজা॥
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করি রাজা আনন্দ অন্তরে।
জামাতার দক্ষিণে বৈসে আসন উপরে॥
অন্তঃপুরমধ্যে এথা মেনকা কামিনী।
দেবনারী সঙ্গে করি দিয়া জয়ধ্বনি॥
গৌরীরে করাএ স্নান মঙ্গল-বিধানে।
স্বর্ণকুম্ভ পূর্ণ করি জাহ্নবীর বনে॥
স্নান করি পট্ট শাড়ি পরিধান করিয়া।
দিব্য সিংহাসনে গৌরী বসিলেন্ত গিয়া॥
দেবগণ আসিয়া ধরিয়া সিংহাসনে।
বাহিরে লইয়া গেল প্রভুর বিদ্যমানে॥
গন্ধর্ব্বে গায়ন করে হৈয়া একচিত্ত।
অঙ্গবেশ করি অপ্সরাএ করে নৃত্য॥
নানাবিধ বাদ্য বাজে পুরীর ভিতর।
প্রভুরে বন্দিলা গৌরী করি জোড় কর॥
আননচন্দ্রিকা করি বৈসে সন্নিহিত।
সম্প্রদান কর বোলে ব্রহ্মা পুরোহিত॥
প্রভু সম্বোধিয়া শৈলে বলিল তখন।
পিতৃপিতামহের নাম বদ পঞ্চানন॥
শৈলবাচে অধানন কৈল দিগম্বর।
ব্রহ্মা পুরোহিতে পুনি দিলেন উত্তর॥
ব্রহ্মা বোলে নগেশ্বর শুন সাবধানে।
লজ্জা হেতু উত্তর নহি দেহি পঞ্চাননে॥
আহ্মি তান পুরোহিত দেখহ বিদিতে।
পিতৃপিতামহের নাম জানি ভালমতে॥
প্রপিতামহের নাম সিতিকণ্ঠ হৈএ।
শ্রীকণ্ঠ পিতামহ জানহ নিশ্চএ॥
উগ্রকণ্ঠ পিতা তান শুন নিবেদন।
বিদ্যমানে দেখ প্রভু নাম ত্রিলোচন॥
শিবের নাম পুনঃ পুনঃ কহিলেন ধাতা।
হাসিতে লাগিলেন বিষ্ণু সহিতে দেবতা॥
ধাতা-বদনোক্ত বাক্যে করি সম্প্রদান।
মহাদেব-হস্তে শৈলে কন্যা কৈল দান॥
মঙ্গল করিতে আইল মেনকা যুবতী।
দেব-নারীগণ সব করিয়া সঙ্গতি॥

যব দূর্ব্বা করে রাণী চলে ধীরে ধীরে।
উপস্থিত হইলেন হরের গোচরে॥
হর-বক্ষে উরগে ধরি আছে ফণা।
বক্ত্র হোন্তে বিষাগ্নি নিঃসরে কণা কণা॥
ব্যাঘ্রচর্ম্মে বসি আছেন প্রভু সদাশিব।
চর্ম্ম হোন্তে ব্যাঘ্র এক হইল সজীব॥
ভয় পাই মেনকা কম্পএ থরে থর।
দ্রুতগতি চলি গেল পুরীর ভিতর॥
ক্রন্দন করএ রাণী শিরে হানি ঘাত।
বিধাতা করিল মোর এত উৎপাত॥
তদন্তরে মহাদেব গৌরীর সহিতে।
নির্জ্জন গৃহেতে বৈলা সেই শর্ব্বরীতে॥
রঙ্গরসে গত জদি হইল ক্ষণদা।
গৃহ হোন্তে নিঃসরিলেন কপালী সারদা॥
গৌরী কোলে করিয়া কান্দএ শৈলরাণী।
ভবানীশঙ্করে গাএ ভাবি নারায়ণী॥

করুণ ভাটিয়ার রাগ।

ক্রন্দন করএ রাণী কন্যা লইয়া কোলে।
কেমনে বঞ্চিবা তুহ্মি উনমত্তের ঘরে॥
কাল সর্প দেখিলাম জামাতার গ্রীবাএ।
ভুজঙ্গে দংশিলে তোরে কি হবে উপাএ॥
মোর বিদ্যমানে হর আছিলেক নগ্ন।
লজ্জার্ণবে আজু মোরে করিছিল মগ্ন॥
মমাধিক গৌরবিত কেবা আছে আর।
কিছু মাত্র লজ্জা নাহি শরীরে তাহার॥
কেবল বর্ব্বর হর কিছু নাহি বুঝে।
কি কারণে পাগলেরে ত্রিজগতে পূজে॥
আহ্মি কি করিব তোর লিখন কপাল।
কেবল অবলা তুহ্মি জামাইর বৃদ্ধকাল॥
জেন কন্যা তেন বর না দিল বিধাতা।
কথনে মরিয়া জাএ উন্মত্ত জামাতা॥
গৌরী বোলে ব্যর্থ কেনে করহ ক্রন্দন
মৃত্যু হৈলে মৃত্যুঞ্জয় নাম কি কারণ॥

চন্দ্র সূর্য্য মরে জদি বৃদ্ধ না মরিব।
প্রলয়কালে কোপানলে সর্ব্ব সংহারিব॥
ভিক্ষুক করিছ জ্ঞান দেব ত্রিপুরারি।
বিদ্যমানে দেখ তান কুবের ভাণ্ডারি॥
এই মতে রাণী শান্ত করিলেন ভবানী।
ভবানীশঙ্করে গাএ ভাবি নারায়ণী॥

মালসী।

তারিণি ত্রাণ কর
সংসারেতে আহ্মি বড় পাপী নর।
দ্বিজ অজামিল প্রভৃতি জথ সব দুষ্কৃতি
আপনে সভাকে করিলা নিস্তার॥
নিস্তারিছ জথ জন করিছিল কিঞ্চিৎ এন
কেহ নহে মম সমসর।
পাপীর নৃপ তরাইতে জদি ভার বাস চিত্তে
তবে কেহে নিস্তারিলে প্রজা মোর॥
জথ জীব ত্রিভুবনে সৃজন করি আপনে
তুহ্মি জগদম্বা নাম ধর।
এনী দেখি আহ্মি নর সুনু-জ্ঞান নহি কর
জন্মিয়াছি আহ্মি কি জগতান্তর॥
তুহ্মি কৃপা নহি কৈলে শুভ নাহি উভয় কালে
এহা আহ্মি জানিয়াছি দৃঢ়।
জদি হবে নিরদয় বাচে কর পরাজয়
তবে শান্ত হএ মোর স্বান্ত মূঢ়॥
ভণে দাস শ্রীশঙ্করে জিনিতে নারিবে মোরে
কেহে অম্বে ব্যর্থ মায়া কর।
বলি আহ্মি জোড়হাতে তবে পার পরাজিতে
জদি দুর্গানামে মৃত্যু কর মোর॥

ঘোষা।

দুর্গে তারিণি মা ত্রাণ কর॥

অনন্তরে চলে হর বৃষ আরোহিয়া।
মণোত্তমে উপস্থিত গৌরী সঙ্গে লৈয়া॥
উমা উগ্র উভয় হইয়া একত্তর।
কেলি করিলেন ষাইট সহস্র বৎসর॥
কেলি-রসে মজিয়া রহিছেন দুই জন।
দেব সর্ব্বে দুঃখ পাএ দনুজ কারণ॥
চলিল পাকশাসন দেব লৈয়া সনে।
লোটাইয়া পড়িলেক কৈলাশ ভুবনে॥
নমো নমঃ শম্ভুনাথ নমো মহেশ্বর।
অসুরের ভীতি হোন্তে এবে রক্ষা কর॥
নির্জ্জনে রহিলা প্রভু সঙ্গে ভগবতী।
আহ্মরা সভার বোল হবে কোন্ গতি॥
ইন্দ্রবাক্যে রতি ত্যাগ কৈলা ভোলানাথ।
শরবনে বিন্দুপাত হৈল অকস্মাৎ॥
বিন্দু হোন্তে ষড়ানন জন্মে শরবনে।
পুত্র জন্মিয়াছে গৌরী জানিলেন ধ্যানে॥
শরবন হোন্তে দেবী আনিলা কুমার।
পুত্র বক্ত্র দেখি দেবী আনন্দ অপার॥
হবে বোলেন দেবগণ চিন্তা ত্যাগ কর।
মোর পুত্রহস্তে ধ্বংস হইব অসুর॥
গ্রীবাম্বরে করজোড়ে সর্ব্ব সুরগণে।
কার্ত্তিকেরে স্তুতি করে ভক্তিযুক্ত মনে॥
ষাণ্মাতুরে বোলে ইন্দ্র না করিয় ভয়।
সেই দুষ্টাসুর আহ্মি বধিব নিশ্চএ॥
এ বলিয়া কার্ম্মুক তুলিয়া লৈলা করে।
চপলে চলিয়া গেলা অসুরের পুরে॥
তাড়কাখ্য অসুর আসিবা বিদ্যমান।
দাণ্ডাইল করেতে লইয়া ধনুর্ব্বাণ॥
কার্ত্তিকেরে ডাকি বোলে শুন হে বর্ব্বর।
মোর সনে তেজ রণ ব্রজ কর ঘর॥
কেবল ছাওয়াল তুহ্মি না জান সন্ধান।
এক শরে তোহোর অথনে জাইব প্রাণ॥
শিশু দেখি স্নেহ লাগে শুন রে কুমার।
কিরূপে তবাঙ্গে অস্ত্র করিমু প্রহার॥
ষড়াননে বোলে কেনে হৈছ মন ভ্রম।
শিশু নহি জান আহ্মি তোর কাল যম॥
এ বলিয়া ক্রমে ক্রমে হানিলেক শর।
শরাঘাতে দুষ্টাসুর হইল জর্জ্জর॥

তাড়কাখ্য দনুজে জথেক অস্ত্র এড়ে।
শরে শরে ষড়াননে আশু ছেদ করে ॥
ব্রহ্ম অস্ত্র করে তুলি লএ ষাণ্মাতুর।
অস্ত্র দেখি কম্পমান্ হইল অসুর ॥
মন্ত্রজাপে ব্রহ্ম অস্ত্র সজীব করিয়া।
দেহ হোন্তে মুণ্ড গোটা পেলিল ছেদিয়া
পড়িলেক তাড়কাখ্য দেবতার অরি।
স্বর্গে চলি গেল ইন্দ্র দেব সঙ্গে করি ॥
অসুর বধিয়া তবে দেব ষড়ানন।
আনন্দে চলিয়া গেল কৈলাস ভুবন ॥
সৃষ্টিপত্তনের কথা সংক্ষেপে কহিয়া।
ভবানীর অষ্ট অর্চ্চা শুন মন দিয়া ॥
জেই মতে স্বর্গেতে পূজিল দেব সবে।
জেই মতে অবনীতে পূজিল মানবে ॥
সংক্ষেপেতে বর্ণিবামি সে সব বৃত্তান্ত।
একমন হইয়া শুন প্রস্তাব আত্মন্ত ॥
শঙ্করে বোলএ দুর্গানাম যুগ্মাক্ষর।
বক্ত্র-যন্ত্রে রসনায় নিত্য বাদ্য কর ॥

ইতি বুধ বাসরে দিবাপালা সমাপ্ত।

পাহিরা।

মঙ্গল নামে এক দৈত্য জন্মিয়া ভুবন মর্ত্ত
বসিলেক জাহ্নবীর তটে।
ভক্তিভাবে করজোড়ে দ্বাদশাব্দ তপ করে
হরপদ ধ্যান করি ঘটে ॥
হিমকালে করে তপ থাকিয়া জাহ্নবীর আপ
গ্রীষ্মকালে অগ্নিজ্বালাএ থাকে।
বর্ষা মেঘে করে ঝড় তিতি সর্ব্ব কলেবর
হর হর শিব বলি ডাকে ॥
নম নম পঞ্চানন জাহা অর্চ্চে দেবগণ
জাহা ধ্যান করে সর্ব্ব মুনি।
নম প্রভু মহেশ্বর নমো নম দিগম্বর
শিরোপরে জার তরঙ্গিনী ॥
নম মৃত্যুঞ্জয় হর অপার মহিমা জার
সত্ত্ব রজঃ গুণ জেই ধরে।
এই মতে দুষ্টাসুর স্তব করে বহুতর
ক্ষণদাহ[১] ভাবে জোড়করে ॥
দৈত্য জদি স্তব কৈল প্রভুর আনন্দ হৈল
ব্রজ কৈলা বৃষ আরোহণ।
শিরেতে পিঙ্গল জটা কপালে ভস্মের ফোটা
ব্যাঘ্রচর্ম্ম করি পরিধান ॥
জিহ্মগোপবীত গলে রুদ্রাক্ষ সহিতে দোলে
থেনে থেনে বাজাএ ডম্বরু।
ভূত প্রেতাদি সহিতে অসুরেরে বর দিতে
আসিলেন জগতের গুরু ॥
দেখি প্রভু ত্রিলোচন ভক্তিযুক্ত হৈয়া মন
চরণেতে পড়িল অসুর।
হরে বোলেন দৈত্যরাজ বর মাগ নাহি ব্যাজ
দৈত্যে বোলে করহ অমর ॥
বলিলেন ত্রিপুরারি অমর করিতে নারি
পুনর্ব্বার বলিলেক দৈত্যে।
কৃপা কর ভোলানাথ ত্রিভুবনে পুমান্ জথ
পরাজয় হৌক মোর হস্তে ॥
বলিলেন ত্রিনয়নে জথেক পুরুষগণে
না পারৌক তোহ্মারে জিনিতে।
বর পাই দৈত্যেশ্বর আনন্দ হইয়া বড়
স্বর্গে চলি গেল হরষিতে ॥
করমাঝে দণ্ড লৈয়া নির্জ্জরাকে প্রহারিয়া
ইন্দ্রকে খেদাই দিল দূরে।
বসি সিংহাসনমাঝে রাজ্য করে দৈত্যরাজে
গেল ইন্দ্র ব্রহ্মার গোচরে ॥
পিতামহ বোলে শক্র কেনে হর হৈছে বক্র
চল জাই তাহান সদনে।
বিনয়পূর্ব্বক করি তাহান চরণে ধরি
বদ গিয়া ক্রন্দন নয়নে ॥
ব্রজ কৈল সুরনাথে নির্জ্জরা করিয়া সাতে
মিলিলেন্ত হরের সদনে।

১। ক্ষণদাহঃ—রাত্রি-দিন।

অমরা সঙ্গতি করি প্রভুর চরণে ধরি
লোটাইয়া পড়িল ভুবনে ॥
ভবানীশঙ্করে ভণে দাসের কিঙ্কর জ্ঞানে
মোরে কৃপা কর শম্ভুনাথে।
এই বাঞ্ছা করি মনে হর গৌরী স্মরি মনে
মৃত্যু মোর হোক কালান্তেতে ॥

ঘোষা ॥

হর, তুহ্মি অনাথের বন্ধু।
ভয় পাইছি গুরু মাং করুণাং কুরু
ত্রাণ কর ভীতিসিন্ধু ॥

পয়ার।

দুর্গানাম যুগ্মাক্ষর জেই জনে স্মরে।
কলুষে তাহার দেহ আশ্রয় নাহি করে ॥
ইন্দ্রে বোলে মহাদেব চিন্তহ উপাএ।
দৈত্য-হস্তে নির্জ্জরা জেরূপে রক্ষা পাএ॥
বারেক করুণাং কুরু নিজ দাস জ্ঞানে।
স্বর্গ অধিকার মোরে করিছ আপনে ॥
আচম্বিতে দুষ্টাসুরে তব বর পাইয়া।
স্বর্গ হোন্তে সর্ব্ব দেব দিছে খেদাইয়া ॥
বেদাননে বোলেন হর না হএ উচিত।
সুরেশ্বর স্বর্গপুরে করহ স্থাপিত ॥
ব্রহ্মার বাক্যে মহাদেবে দিলেন সিদ্ধান্ত।
পুমানের অবধ্য সেই দনুজের কান্ত ॥
দুর্গার নিকটে ইন্দ্র কর গিয়া স্তুতি।
তান হস্তে ধ্বংস হৈব সেই দৈত্যপতি ॥
প্রভুর বচন শুনি চলিলেন বিড়োজা।
একমন হৈয়া স্তব করে দশভুজা ॥
নমো নম নারায়ণী নম বেদমাতা।
জা হান্তে হইলোৎপত্তি ভবাচ্যুত ধাতা ॥
মৈষাসুর নিশুম্ভাদি বধি ঘোর রণে।
বারে বারে সৃষ্টি রক্ষা করিছ আপনে ॥
হর-বর হেতু দুষ্ট মঙ্গল অসুরে।
স্বর্গ হোন্তে নির্জ্জরাকে খেদাই দিল দূরে ॥
তুহ্মি জদি সেই দৈত্য নাহি কর ধ্বংস।
নরবেশে ধরণীতে রৈল সুরবংশ ॥
বারেক করুণাং কুরু দেবি জগদম্বে।
দেবী বোলেন তাহাকে বধিব অবিলম্বে ॥
ভীতি ত্যাগ কর এবে শুনহ বিড়োজা।
এ বলিয়া অস্ত্রপাণি হৈলা দশভুজা ॥
মাতৃগণ তরে দেবী বলিলা ডাকিয়া।
হরির সহিতে রথ আন সাজাইয়া ॥
যুদ্ধ হেতু নারায়ণী ক্রোধ হৈলা বড়।
আচম্বিতে ভীমারূপ কৈলা কলেবর ॥
ভবানীর পদাম্বুজ ভাবিয়া আনন্দে।
অবনীতে লোটাই শঙ্করদাসে বন্দে ॥

মালসী।

হরি আরোহিলেন হে
মহাভয়ঙ্করীবেশ হৈয়া।
চতুর্ভিতে শিরের কুন্তল আউলাইয়া ॥
চতুর্ভুজ ত্রিনয়নী করাল বদনখানি
প্রকাশিত দন্ত কৈলা রসনা বিস্তারিয়া।
বস্ত্রে হৈলা বিবর্জ্জিত বেশ কৈলেন বিপরীত
চতুর্ভিতে নারী-সৈন্য মিলিল আসিয়া ॥
ডাকিনী যোগিনীগণ সকলি বসনহীন
অস্ত্রপাণি হৈয়া নাচে জয় কালী বলিয়া।
কহেন শঙ্করদাসে রহিয়াছি পদ আশে
ত্রাণ কর আহ্মি নর দুষ্কৃতি জানিয়া ॥

মালসী।

সাজিলেন জগদম্বে।
ভীমারূপে মহারম্ভে ॥ ধুয়া ॥
অঙ্গে করে থর থর
দন্তে করে মড় মড়।

বাম করে অসিধার
শব্দ করে মার মার ॥
পঙ্কজ-চরণ-মাঝে
কাঞ্চন-নূপুর সাজে।
সুললিত ধ্বনি করি
তাহা রুনুঝুনু বাজে ॥
পদোপরে মকর খাড়ু
সহিতে জে ঘুঙ্ঘুরু।
বাজ্যাছে সুনাদ গুরু
শ্রুতিতে জে লাগে চারু ॥
কিঙ্কিণী কটিরোপরে
কঙ্কন শোভ্যাছে করে।
রত্নময় জড়িত তার
বাজু মল বাহুপরে ॥
শ্রবণেতে কর্ণফুল
করিয়াছে ঝলমল।
রত্নময় মুকুট শিরে
মুক্ত হৈয়াছে কুন্তল ॥
ভবানীশঙ্করে কহে
কৃপা কর শ্যামা মাএ।
পদাম্বুজে মন রৌক পঙ্কজে অলির প্রাএ ॥

দেখ কালী রণে সাজ্যাছে
নানা যন্ত্রধ্বনি বাজ্যাছে।
চৌদিগে যোগিনী
হইয়া অস্ত্রপাণি
আনন্দে মগ্ন হৈয়া সব নাচ্যাছে ॥
কোন কোন সখী
কটোরামৃত রাখি
পানির মাঝে লইয়াছে।
কোন সখীর করে
লইয়া চামর
চৌদিকে আনন্দিতে বাও কর্যাছে ॥
এমনি সাজনি
করিয়া নারায়ণী
স্বর্গেতে ব্রজ কর্যাছে।
থাকিয়া স্বর্গদ্বারে
দেখিল দৈত্যচরে
জানাইল যথা মঙ্গল বস্যাছে ॥
যম-ভয় পাইয়া
ও পদ উদ্দেশিয়া
শঙ্করদাসে রৈয়াছে।
চাতকে জে হেন
নিরখি গগন
মেঘের আশাএতে বদ্ধ হৈয়াছে ॥

ও মহারাজা কি হবে উপাএ।
বুঝি কাল হৈল কালী বামা
নারী-সৈন্য সঙ্গে করি আস্যাছে এথাএ ॥
মহাভয়ঙ্করী বামা কজ্জলবরণ।
লোলজিহ্বা ত্রিনয়নী বিকট দশন ॥
চতুর্ভুজা গুরুতেজা হএ দিগম্বরী।
বস্ত্রহীনা হএ সর্ব্ব সঙ্গের সহচরী ॥
বাম হস্তে তীক্ষ্ণ অসি দক্ষিণে খাবর।
দেখিয়া আত্মার অঙ্গে কম্পে থরে থর ॥
দূতবাক্যে ক্রোধ হৈল দনুজের পতি।
দূত তরে তিরস্কার করিলেক অতি ॥
শঙ্করে বোলএ এই বাঞ্ছি মানসেতে।
ত্রাহি কালি বলি প্রাণী জাউক কালান্তেতে ॥

ভীতি বাস কেনে ভীতি বাস কেনে
ভীতি বাস কেনে মনে। (দৈত্যদূত)
ব্যর্থ সে আমার দূত কর্ম্ম কর
বেতন খাও অকারণে ॥
দেব মরুস্থান পাই অপমান
পলাই গেল দেব সনে।
বামাকে দেখিয়া বিক্রম হত হৈয়া
কম্পিত হইয়াছ মনে ॥
দনুজের কুলে কলঙ্ক রাখিলে
দূর হও সভা হোনে।
অস্ত্রবৃষ্টি করি সেই দিগম্বরী
পরাজিব আজি রণে ॥

এ বলিয়াসুর কম্পে থর থর
চলে রথ আরোহণে।
রণস্থলে গিয়া বামা সম্বোধিয়া
কহেন দর্প-বচনে ॥
কহেন শঙ্কর বন্ধু নাহি আর
ভবানীচরণ বিনে।
দেহি এই বর মৃত্যু হোক মোর
কালী জপিয়া বদনে ॥

বদ ওই কার বামা।
ভয় তেজি তূর্ণ তাহা বদ রামা ॥
নারী-সৈন্য সঙ্গে করি কেহে হৈছ দিগম্বরী
বিপরীত বেশ কেনে তোম্মা।
নারী সবের কলেবরে কিরূপে হানিব শর
এই হেতু করিএ পুনঃ পুন মা ॥
নারী-সৈন্য লইয়া সনে অহঙ্কার কর মনে
হীনবুদ্ধি নাহি তোর সমা।
অস্ত্র ছাড়ি দিব জবে সর্ব্ব দর্প চূর্ণ হবে
গৃহে জাও রণে তুম্মি দাও ক্ষমা ॥
দেখ মোর চতুর্ভিতে দাণ্ডাইছে অস্ত্র হাতে
সৈন্য সেনাপতি সর্ব্বাসীমা।
না পারিবে জিনিবারে তেজ রণ ব্রজ ঘরে
শুন শুন অত্র দিগম্বরী ভীমা ॥
ভবানীশঙ্করে ভণে দাসের জে দাস জ্ঞানে
কৃপাং কুরু হে তারিণি শ্যামা।
জানি অধম কিঙ্কর দেহি মোরে এই বর
মৃত্যু হোক ভাবি কেবল বম উমা ॥

পয়ার।

ধোষা।

মা অভয়া ভবানি হে তুম্মি সে ভরসা।
বালক প্রতি ভগবতী পূর্ণ কর আশা ॥

দুর্গা নামাক্ষরদ্বয় জেই জনে লএ।
যমে বোলে তার সঙ্গে নাহি মোর দাএ ॥
মঙ্গল দৈত্যের বাক্যে দেবী ক্রোধ হৈয়া মনে।
মাতৃ সব তরে আজ্ঞা করিলা তখনে ॥
দেবী বোলেন শুন বাক্য নারী সৈন্যগণ।
একে একে সর্ব্বাসুর করহ নিধন ॥
নারসিংহী চলিল দেবীর আজ্ঞা পাইয়া।
অসুর ধরিয়া নাশে নখে বিদারিয়া ॥
চলিল ব্রহ্মাণী দেবী কমণ্ডলু করে।
ক্ষেপিয়া তাহার নীর দৈত্য সব মারে ॥
বারাহিনী দেবী জাএ করি মার মার।
কেশে ধরি আছাড়িয়া চূর্ণ করে হাড় ॥
ডাকিনী যোগিনী সবে অসুর ধরিয়া।
শোণিত করএ পান বক্ষ বিদারিয়া ॥
মাতৃ সবে অসুরেরে ধরি ধরি খাএ।
তাহা দেখি ক্রোধান্বিত হৈল দৈত্যরাএ ॥
লাম্প দিয়া ভূমিতে পড়িল রথ হোনে।
চপলে গেলেক দৈত্য দেবীর বিদ্যমানে ॥
চাপড় মারিল ভবানীর কলেবরে।
ক্রোধ হৈয়া শঙ্করী তাহার কেশে ধরে ॥
দেহ হোন্তে মুণ্ড গোটা ছেদিলা তখন।
আনন্দিত হইলেক সর্ব্ব দেবগণ ॥
গলবস্ত্র হৈয়া ইন্দ্র দেবগণ সনে।
লোটাইয়া পড়িলেক পঙ্কজ-চরণে ॥
নানা মতে স্তব করে হৈয়া একচিত্ত।
রণস্থলে ভবানী আনন্দে করেন নৃত্য ॥
ভবানীশঙ্কর দাসে এই বাঞ্ছা করে।
দুর্গামন্ত্র স্থিতি হোক মমান্তরাধারে ॥

মালসী।

কালী নাচে রে ভুবন-সমরে।
অসুর-শোণিত হৈয়াছে পূর্ণিত
তরঙ্গ ঢেউ কল্লোল করে ॥

সঙ্গের সঙ্গিনী লইয়াসুরপাণি
আরোহিয়া দৈত্যের কলেবরে।
করিয়া সবে মেলা আনন্দে থাএ খেলা
তরণী বাহে জেন নীরোপরে॥
বাজিছে তম্বুরা পিনাক মন্দিরা
শঙ্খ ঘণ্টা চারু নাদ করে।
স্বর্ণ-বাটি ভরি পীযূষ পান করি
খেনে খেনে হাসি চলি পরে॥
জয়ঢোল দগড়ে বিশাল শব্দ করে
খঞ্জরীর রবে ঝঙ্কারে।
বাজাই মৃদঙ্গে যোগিনী নাচে সঙ্গে
অত্যন্ত সুস্বরে গায়ন করে॥
দেবের কলত্র হইয়া একত্র
চামর লইয়া বাও করে।
হইয়া নিশঙ্কা বাজাই জোর ডঙ্কা
জয় কালী বোলে পুরন্দরে॥
শঙ্করদাসে ভণে কিঙ্কর হেন জ্ঞানে
কিছু কৃপা জদি থাকে মোরে।
দেহি এই বর কালী যুগ্মাক্ষর
স্মরি মরি জাহ্নবীর নীরে॥

ঘোষা।

অভেদ গৌরী শিবা সীতা রাম।
দীন দাস জ্ঞানে মোর পুরাও মনস্কাম॥

দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষরের মহিমা অপার।
দুরিতেরে ছেদ করে হৈয়া তীক্ষ্ণধার॥
নৃত্য করি ভবানী বসিলা সিংহাসনে।
করযোড়ে স্তুতি করে জথ দেবগণে॥
নমো নমো নারায়ণি নগেন্দ্রদুহিতা।
নমো নমো নমো চণ্ডি ত্রিজগতমাতা॥
শুম্ভ নিশুম্ভাদি দৈত্য বধিয়া সমরে।
অমরা ভুবনে রক্ষা করিছ আহ্মারে॥
দশানন বধ হেতু জানকী হইলা।
গোকুলে লভিয়া জন্ম কংসবধ কৈলা॥
বারে বারে দুষ্ট সব করিয়া নিধন,
স্বর্গ মর্ত্ত পাতালাদি করিছ স্থাপন॥
এই মতে সুররাজে করএ স্তবন।
ভূয়োভূয়ঃ প্রণমিয়া ভবানীর চরণ॥
দেবী বোলেন শুন ইন্দ্র চল শীঘ্রগতি।
নিজ সিংহাসনে গিয়া আশু হও স্থিতি॥
ইন্দ্রে বোলে আরোহিব নিজ সিংহাসন।
তোহ্মার চরণ অগ্রে করিয়া অর্চ্চন॥
এ বলিয়া কহে ইন্দ্র দেবতার তরে।
নানাবিধ দ্রব্য আন দেবী অর্চ্চিবারে॥
চলিলেক দেবগণ হৈয়া হরষিত।
অমৃতাদি ফল সর্ব্ব আনিল ত্বরিত॥
নানান সুগন্ধি পুষ্প অগুরু চন্দন।
ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি করিল রচন॥
পীযূষ গব্যাদি স্বর্ণ-কটোরা ভরিয়া।
নিকটে রাখিল হেমাধার আচ্ছাদিয়া॥
এই মতে নানা বস্তু দিয়া তত ক্ষণ।
দেবীর চরণ শক্রে করএ অর্চ্চন॥
চামরের বাও করে দেব-নারীগণে।
আনন্দে বসিছেন দেবী রত্ন-সিংহাসনে॥
দেবী বোলেন মোর বাক্য শুন শচীকান্ত।
তোমার ভক্তিতে তুষ্ট হইলুম অত্যন্ত॥
সুখে রাজ্য কর এবে বসি সিংহাসনে।
বিদায় দেয় জাই আহ্মি কৈলাস-ভুবনে॥
করযোড় করি পুনি বলিল বিরোজা।
ভবানীশঙ্করে গাএ ভাবি দশভুজা॥

মালসী।

কমল-চরণ ছাড়া আহ্মি দিব না।
সদাএ অর্চ্চিব শিরেতে ধরিব
হেন রত্ন মণি পাব না॥
নমো নারায়ণী জগত-জননী
সত্ত্ব রজে করে অর্চ্চনা।
আহ্মি হীনমতি কি জানি ভকতি
তমে ধরে জার চরণা॥

নমো আন্তা শক্তি সর্ব্বভূতে গতি
বন্দম কজ্জলবরণা।
বন্দমাসিধারী দনুজ-বংশারি
বন্দম বিকটদশনা ॥
শুনি দেব-স্তুতি বলিলা পার্ব্বতী
এবে দূরে গেল যন্ত্রণা।
ভক্তের বশ আন্মি ধ্রুব জান তুন্মি
দুষ্ট জন করি হননা ॥
মম নাম খানি জেই করে ধ্বনি
জে করে আন্মারে ভাবনা।
সত্য সত্য জান পুত্রের সমান
নিত্য করি তারে বাসনা ॥
শঙ্করদাসে ভণে কিঙ্কর হেন জ্ঞানে
কিঞ্চিত পশ্য ত্রিনয়না।
নগোত্তমে গিয়া জন্মি পাংশু হৈয়া
চরণ করিতে ধারণা ॥

ভাগ লাচাড়ি।

দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর জান মহামন্ত্র।
জাহা শ্রেষ্ঠ করিয়াছে বেদাগম তন্ত্র ॥
সিংহাসনে মরুত্বান করিয়া স্থাপন।
নিজালয়ে ভগবতী করিলা গমন ॥
সিংহাসন পাইল যদি দেব পুরন্দরে।
দেব সঙ্গে নানা রঙ্গে রঞ্চে স্বর্গপুরে ॥
এই মতে রঞ্চে ইন্দ্র হৈয়া হরষিত।
পুনর্ব্বারাশুভ দশা হৈল উপস্থিত ॥
মনে শ্রদ্ধা হৈল ইন্দ্রের গ্রাম ভ্রমিবারে।
আনিয়া ধবল করী অঙ্গরাগ করে ॥
দেবীর পদ-সরোরুহ-মকরন্দ আশে।
অলি প্রাএ ঘুমিয়া রৈয়াছে শঙ্কর দাসে।

কামোদ রাগ।

আনিয়া ধবল করী গঙ্গোদক কুম্ভ ভরি
অভিষেক কৈল গজোপর।
করে লৈয়া পট্টাম্বর ত্যাগ কৈল সর্ব্ব নীর
সর্ব্বাঙ্গ করিল পরিষ্কার ॥
রক্ত পীত আদি রঙ্গে বিচিত্র করিল অঙ্গে
দেখিতে জে বরহি সুন্দর।
পুষ্প পারিজাত লৈয়া গ্রথিলেক সূত্র দিয়া
দিল মাল্য শুণ্ডের উপর ॥
ধবল চামর আনি পুচ্ছে বান্ধি দিল পুনি
রক্তাম্বর পৃষ্ঠমাঝে সাজে।
কাঞ্চন ঘুঙ্গুর পদে ঘন রুণুঝুণু নাদে
স্কন্ধমাঝে জোর ঘণ্টা বাজে ॥
এই মতে করিবর সাজাইয়া পুরন্দর
আরোহণ করিলা আনন্দে।
ভবানীর ও চরণ মানসে করিয়া ধ্যান
ভবানীশঙ্কর দাসে বন্দে ॥

ঘোষা।

কালী হরি হর বদ।
তিন এক ব্রহ্ম হএ অপি নহে ভেদ ॥
হর কালী বনমালী জপে জেই নরে।
তারে দেখি ভীতি বাসে বুজিত্যধিকারে ॥
জথ জীবে ত্রাস ভাবে শমনের ভএ।
দুর্গাভক্তের কি মহিমা শমনে ডরাএ ॥

পয়ার।

দুর্গা নাম অঘ নাশে শুন মূঢ় চিত্ত।
বক্ত্র-যন্ত্রে রসনা-দণ্ডে বাজ্য কর নিত্য ॥
এইমতে আরোহণ করি ঐরাবতে।
আনন্দ হইয়া ইন্দ্র লাগিল ভ্রমিতে ॥
তাতে এক বিঘটন হৈল আচম্বিতে।
দর্শন হইল মুনি-পত্নীর সহিতে ॥
গৌতম মুনির ভার্য্যা অহল্যা সুন্দরী।
দ্বারে দাণ্ডাইয়া আছে দিব্য বেশ করি ॥
দেখিয়া হইল লুব্ধ স্বর্গ-অধিকারী।
সর্ব্বাঙ্গেতে বল তান কৈল সম্বরারি ॥
ঐরাবত হোন্তে ইন্দ্র লাম্প দিয়া পড়ে।
দ্রুতগতি চলি গেল মুনিপত্নী-ঘরে

কামশরে মরুত্বান হইয়া বিকল।
মুনিপত্নী না বিচারি করিলেক বল ॥
অহল্যাএ বোলে শুন স্বর্গ অধিকারী।
সতীত্ব করিলা ভঙ্গ ধর্ম্ম না বিচারি ॥
একেতে ব্রাহ্মণী আহ্মি তোর গুরুজায়া।
মুনিশাপে নষ্ট তোর হবে স্বর্গ কায়া ॥
হেন কালে মুনি আসি হৈল উপস্থিত।
মুনিবর দেখি শক্রে মনে পাইল ভীত ॥
ধ্যানে জানিলেক মুনি সর্ব্ব বিবরণ।
ক্রোধক্রমে অধর কম্পএ ঘনঘন ॥
শুন হে পাপিষ্ঠ বেটা নির্জ্জরাধিপতি।
শিষ্য হৈয়া বল কৈলে গুরুর যুবতী ॥
কিছু মাত্র জ্ঞান তোর নাহি ধর্ম্মাধর্ম্ম ॥
গুরুতর করিয়াছ আততায়ী কর্ম্ম ॥
ব্রহ্মতেজ নাহি জান আহ্মার শরীরে।
সহস্রেক যোনি হউক তোর কলেবরে ॥
নিজ পত্নী ডাকিয়া শাপিল মুনিরাজ।
শিলারূপা হও তুহ্মি নাহি মোর কাজ ॥
অহল্যাএ বোলে প্রভু শাপিলা নিতান্ত।
বোল কোনরূপে মোর হইবে শাপান্ত ॥
মুনি বোলে জন্মিবেক রাম অবতার।
তান পদস্পর্শমাত্রে হইবে নিস্তার ॥
তদন্তরে কহি শুন শক্রের বৃত্তান্ত।
শাপ হেতু দেহে যোনি জন্মিল অত্যন্ত ॥
নিজালয়ে গিয়া রৈল পুরীর ভিতর।
লজ্জা হেতু বাহির না হএ পুরন্দর ॥
দেবকার্য্য ত্যাগি ইন্দ্রে ত্যাগি সিংহাসন।
নির্জ্জনেতে অন্তঃপুরে করেন ক্রন্দন ॥
অভয়ার অঙ্ঘ্রিদ্বয় ভাবি মানসেতে।
ভবানীশঙ্কর দাসে বন্দে যোড়হাতে ॥

মালসী।

তারিণি ত্রাণ কর ত্রাণ কর দীন দাসজ্ঞানে।
কৃপাং কুরু কৃপাময়ী তবাঙ্ঘ্রি-পঙ্কজ বহি
আর বন্ধু নাহি ত্রিভুবনে ॥
নমো নমো দশভুজা নমো গৌরী নগেন্দ্রজা
নমো যশোদার গর্ভোদ্ভবা।
নমো দক্ষরাজসুতা নমো ত্রয়গুণযুতা
মহিমা বুঝিতে পারে কেবা ॥
আপনা কুবুদ্ধি হেতু লোচনে না দেখি সেতু
অপমান পাইছি বড় স্বান্তে।
বোলি করযোড় করি কিঞ্চিত লোচনে হেরি
ত্রাণ কর লজ্জার্ণব হোন্তে ॥
ভবানীশঙ্করে ভণে ভাবি দেখিলাম মনে
ত্রিজগতে বন্ধু নাহি আর।
কৃপা মোরে কর কিছু কালান্তেতে হৌক মৃত্যু
জপি দুর্গানাম যুগ্মাক্ষর ॥

ঘোষা।

দুর্গে তারিণি মা ত্রাণ কর ॥

দুর্গানামাক্ষরদ্বয় বদ নিরবধি।
কৃতান্তের গুরু ভীতে ত্রাণ পাবে জদি ॥
এই মতে ক্রন্দন করএ মঘবান।
ভবানীর পঙ্কজাঙ্ঘ্রি করিয়া জে ধ্যান ॥
নমো নমো ত্রাহি দুর্গে নমো অম্বে চণ্ডি।
জাহারে স্মরণ মাত্র ক্লেশ জাএ খণ্ডি ॥
আপনার লজ্জা কূপ সৃজিয়া আপনে।
অন্ধ প্রাএ পাত হৈছি কূপের জে বনে ॥
এমত লাঞ্ছন হবে আহ্মি নহি জানি।
তুহ্মি লজ্জা রক্ষা কৈলে তবে রহে প্রাণী ॥
বারে বারে কিঙ্করেরে করিছ নিস্তার।
পঙ্কজাঙ্ঘ্রি অপে মোর প্রেস একবার ॥
এই মতে সুরনাথে করএ স্তবন।
ভবানীর পদাম্বুজ করএ স্পন্দন ॥
অন্তরে জানিলা দেবী সকল বৃত্তান্ত।
গুরু-শাপে ক্লেশ পাএ নির্জ্জরার কান্ত ॥
চলিলেন জগদম্বা আরোহিয়া সিংহে।
মেঢ্র নাশি সহস্রাক্ষি সৃজিলেন অঙ্গে ॥
আনন্দ হইয়া ইন্দ্র দেব সঙ্গে করি।
বিধিমতে অর্চ্চা কৈল ত্রিজগদীশ্বরী ॥

শ্রীবাম্বরে করযোড়ে পড়িয়া চরণে।
বিস্তর করিল স্তুতি ভক্তি ভাব মনে ॥
দেবী বোলেন শুন ইন্দ্র ক্লেশ নাহি আর।
তোহ্মার ভক্তিতে তুষ্ট হৈয়াছি অপার ॥
ভক্তের মহিমা আহ্মি বলিতে না পারি।
ভক্তিপাশে আহ্মা নিত্য রাখে বন্দী করি ॥
বারে বারে সৃষ্টি সৃজি করিলু সংহার।
মোর শক্তি নাহি ভক্তি-রজ্জু ছেদিবার ॥
ত্রিভুবন জিনিয়া অজিতা নাম ধরি।
ভক্তেরে জিনিতে আহ্মার শক্তি এ না পারি ॥
নিরবধি বক্ষে জেই দুর্গা দুর্গা স্মরি।
পার্শ্বচর হৈয়া তারে নিত্য রক্ষা করি ॥
ইন্দ্রে বোলে মাও তোহ্মার মহিমা অপার।
বিপদ ধ্বংসিতে জীবের উপায় নাহি আর ॥
তদন্তরে পুরন্দরে ভক্তি করি মন।
দেবীর পদে পঞ্চ কন্যা কৈল সমর্পণ ॥
অমলা বিমলা আর সুন্দরী যে লীলা।
মহাজ্ঞানবতী পদ্মা আর গুণশীলা ॥
এই পঞ্চ কন্যা দেবী করিয়া সঙ্গতি।
আশুক্রমে নগোত্তমে করিলেন গতি ॥
দেবী বোলেন পঞ্চ কন্যা শুনহ বচন।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতালাদি আহ্মার সৃজন ॥
স্বর্গে শক্রে পূজে পাতালেতে নাগগণে।
অবনীমণ্ডলে মোর পূজা নাহি কেনে ॥
তাহার সন্ধান মোরে কহ সখীগণ।
পঞ্চ কন্যা বোলে মাও শুন নিবেদন ॥
বিশ্বকর্ম্মা ডাকিয়া আনহ বিদ্যমান।
কংস-নদী-তটে মঠ করুক নির্ম্মাণ ॥
ভীমারূপে কহ স্বপ্ন কলিঙ্গের তরে।
সেই মন্দিরেতে রাজা অর্চ্চিব তোহ্মারে ॥
পঞ্চ কন্যার বাক্যে দেবী আনন্দিত মনে।
ডাকিয়া আনিলা বিশ্বকর্ম্মা তত ক্ষণে ॥
দেবী বোলেন বিশ্বকর্ম্মা শুনহ বচন।
কংস-নদীতটে মঠ করহ গঠন।
চলিলেক বিশ্বকর্ম্মা ভবানী বন্দিয়া।
ক্ষেত্রপালগণ সর্ব্ব সঙ্গতি করিয়া ॥
বৃহৎ বৃহৎ শিলা লৈয়া শিরোপরে।
ব্রজ কৈল খেত্রপাল কংস-নদীতীরে ॥
এই মতে শিলা সর্ব্ব একত্র করিয়া।
মঠ গঠে বিশ্বকর্ম্মা ভবানী ভাবিয়া ॥
একগাছি শুভ্র সূত্র পাণিতে লইয়া।
মঠ গঠিবারে স্থান নিয়ম করিয়া ॥
ক্রমে ক্রমে স্থানে স্থানে দিয়া শিলা সর্ব্ব।
নির্ম্মাণ করিল মঠ অত্যন্ত অপূর্ব্ব ॥
এই মতে মন্দির নির্ম্মাই নদীতটে।
বিশ্বকর্ম্মা চলি গেল দুর্গার নিকটে ॥
অমূল্য প্রসাদ দিয়া বিশ্বকর্ম্মা তরে।
স্বপ্ন কহিবারে দেবী চলিলা সত্বরে ॥
তিমির হৈয়াছে গুরু ক্ষণদা অর্দ্ধেতে।
কলিঙ্গের পুরীমধ্যে গেলা আনন্দিতে ॥
ভয়ঙ্করীরূপা দেবী হইলা তখন।
শঙ্করে বোলএ ভাবি অপর্ণা-চরণ ॥

রাগ।

কজ্জলবর্ণ দেহ কৈলা শিরে শোভে জটা।
অম্বর করিয়া ত্যাগ হইলা ন্যাংটা ॥
মুণ্ডমালা গ্রীবামাঝে শোভিছে অত্যন্ত।
প্রকাশ করিলা সর্ব্ব বিকট জে দন্ত ॥
বিস্তার করিয়া জিহ্বা করে লৈয়া অসি।
ভূপতির স্থানে ভীমা বোলে হাসি হাসি ॥
কথ নিদ্রা জাও এবে জাগ হে কলিঙ্গ।
আহ্মি চণ্ডী আসিয়াছি নিদ্রা কর ভঙ্গ ॥
দিবা মঠ নির্ম্মাইয়াছি কংস-নদীতীরে।
মোরে অর্চ্চা কর রাজা ত্রিযামাভ্যন্তরে ॥
অর্থ সুনু প্রাপ্তি তোর হইবে মোর বরে।
শত্রু সবে পরাজিতে না পারিবে তোরে ॥
অহঙ্কারে মম বাচ যদি কর ভঙ্গ।
তীক্ষ্ণাসিএ তোহ্মার ছেদিব উত্তমাঙ্গ ॥
এ বলিয়া নারায়ণী করিলেন গমন।
ত্রিযামান্তে প্রকাশ হৈল কশ্যপ-নন্দন ॥

ভবানীশঙ্করে বোলে এই বাঞ্ছা করি।
কালান্তেতে বদনেতে কালী স্মরি মরি ॥

ইতি বুধবাসরে রাত্রিপালা সমাপ্ত ॥

মালসী।

ভক্তি দেহি মাএ মোরে পদ-পঙ্কজেতে।
মুক্ত হৈতে বাঞ্ছা না করি মানসেতে ॥

কিবা পশু কিবা খগ কিবা কীট কি পতঙ্গ
কিবা জন্ম লভি মীনাদিতে।
সেই জন্ম বাসি ধন্য মন যদি নহে অন্য
ভক্তি যদি থাকে ভবাঙ্ঘ্রিতে ॥
ব্রহ্মযোনি জনমএ ভূ-কান্ত যদি সে হএ
যদি তারে পূজএ জগতে।
ভকতি নাহিক জার ধিক ধিক বিষএ তার
নিন্দিয়াছে বেদ আগমেতে ॥
ভণে দাস শ্রীশঙ্কর কর্ম্মবিপাকেতে মোর
জন্ম যদি লভি কীটাদিতে।
কিছু ভয় নাহি করি দুর্গামন্ত্র যদি স্মরি
অবিরত এই বদনেতে ॥

ঘোষা।

ভক্তি দেহি পদ-পঙ্কজেতে ॥

দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর মনে কর সার।
ভবার্ণব তরিতে বান্ধব নাহি আর ॥
স্বপ্ন দেখি কলিঙ্গ হইল কম্পমান।
মন্ত্রজাপে ক্ষণান্তরে স্থির কৈল প্রাণ ॥
প্রাতঃক্রিয়া করি রাজা বসিল আসনে।
পাত্র মিত্র আইল সর্ব্ব নৃপ বিগুমানে ॥
ধীর বুদ্ধিমন্ত সর্ব্ব ডাক দিয়া আনি।
দিব্য সভা করিয়া বসিল নৃপমণি ॥
বলিলেন মহারাজা সভার বিদিতে।
স্বপ্ন দেখিলাম আহ্মি আজু শর্ব্বরীতে ॥
অসিধারী ত্রিনয়নী হয়ে চতুর্ভুজা।
কজ্জল সদৃশ বর্ণ অতি গুরুতেজা ॥
চতুর্ভুজা ত্রিনয়নী বিকটদশনী।
ভয়ঙ্করী রূপ ধরে নাহিক বসনী ॥
আহ্মার শিয়রে থাকি বলিল ডাকিয়া।
মোরে অর্চ্চা কর রাজা মঠমধ্যে গিয়া ॥
ধন পুত্র বর তোহ্মা দিবাম নিশ্চএ।
নহে পুনি রাজ্য সমে করিবাম ক্ষএ ॥
এ বলিয়া সেই ভীমা গেল এক লম্ফে।
তদবধি প্রাণী মোর অভ্যন্তরে কম্পে ॥
পঞ্চ পাত্রে বোলে রাজা জানিলুম নিতান্ত।
ভবানী সদয় তোহ্মা হৈয়াছেন একান্ত ॥
ভক্তিমানসেতে যদি পূজ জগদম্বে।
পুত্র অর্থ প্রাপ্তি তোহ্মার হবে অবিলম্বে ॥
পাত্রের বচনে রাজা হইল আনন্দ।
চিত্ত দৃঢ় করিল অর্চ্চিতে পদারবিন্দ ॥
ভাণ্ডারীর তরে আজ্ঞা কৈল দণ্ডধর।
অর্চ্চনের দ্রব্য সব আনহ সত্বর ॥
নরকান্তে বোলে তূর্ণ গচ্ছ মাল্যকার।
নানাবিধ পুষ্প আন দেবী অর্চ্চিবার ॥
পুষ্প তোলে মাল্যকারে সাঝি করে লৈয়া।
ভবানীশঙ্করে গাএ ভবানী ভাবিয়া ॥

রাগ পাহিরা—লাচাড়ী।

চপল গমন করি ত্রজ কৈল মাল্যকারী
তুলিবারে নবরঙ্গ ফুল।
রক্ত জবা আদি করি লএ পুষ্প সাঝি ভরি
নূতন পবিত্র বিল্বদল ॥
ভক্তি করি মানসেত লইলেক দূর্ব্বাক্ষত
দেবীরাঙ্ঘ্রি করিতে অর্চ্চন।
এই মতে পুষ্প তুলি মাল্য গ্রথিলেক মালী
দৃষ্টিতে জে অতি সুলক্ষণ ॥
পবিত্র অম্বর নব অর্চ্চনের দ্রব্য সব
বাহির করিল ভাণ্ডারীএ।
মেষ মহিষ আদি জথ বলি সব দৃষ্টিপূত
কংস-নদীতটে লৈয়া জাএ ॥

ভবানীশঙ্করে ভণে ভাবি দেখিলাম মনে
দুর্গানাম-যুগ্মাক্ষর সার।
দুর্গা দুর্গা ইতি বাণী সদাএ বক্তে কর ধ্বনি
উক্তিতির উপাএ নাহি আর॥

পয়ার।

ঘোষা।

মা অভয়া ভবানী হে পশ্য নয়ন-কোণে।
দুষ্কৃতির নাহি স্থান তবাঙ্ঘ্রি বিহনে॥

এই মতে পূজার দ্রব্য রাখিল আনিয়া।
চলিলেন্ত নর-কান্ত আনন্দ হইয়া॥
রাণী সব চলিলেক দোলা আরোহিয়া।
কংস-নদীতটে সর্ব্ব মিলিলেন্ত গিয়া॥
স্নান করি মহারাজা পূতাম্বর পরে।
মার্ত্তণ্ড বন্দিয়া বৈসে দিব্যাসনোপরে॥
জ্ঞানবন্ত পুরোহিতে রচিয়া মণ্ডল।
স্বর্ণ ঘট আনিলেক পূর্ণ করি জল॥
চূত-পল্লবিত ঘট দেখিতে সুন্দর।
নারিকেল-ফল দিল তথির উপর॥
সিন্দূরে মণ্ডিত ঘট করিল তখন।
পট্টাম্বর দিয়া তাহা কৈল আচ্ছাদন॥
মণ্ডল উপরে ঘট করিয়া স্থাপিত।
রাজার দক্ষিণে বৈসে কুলপুরোহিত॥
করপুটাঞ্জলি হৈয়া বোলে নৃপমণি।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ মোর কর নারায়ণী॥
সত্ত্ব রজঃ তম ইন্দ্রে জাহা অর্চ্চে নিত্য।
আহ্মি কি অর্চ্চিব পদ নরাধম ভৃত্য॥
কিরূপে পূজিব পদ জ্ঞান মোর অল্প।
এ বলিয়া নরেশ্বরে করিল সঙ্কল্প॥
নানা যন্ত্র বাদ্যধ্বনি হইল তখন।
দুর্গাপূজা করে রাজা আনন্দিত মন॥
মহাশব্দ করি ঢোল বাজাএ সুন্দর।
গুরু গুরু শব্দ করি বাজাএ দগর॥
দৃমিকি দৃমিকি করি বাজাএ মৃদঙ্গ।
কাংস্য করতাল বাহে মনোহৈয়া রঙ্গ॥
কর্ণাল ভেঙ্গুর বাজে মন্দিরা ঝাঝরি।
ঝম্ ঝম্ ধ্বনি করি বাজাএ খঞ্জরি॥
শঙ্খ ঘণ্টা পিনাক তম্বুরা কবিলাস।
সুললিত যন্ত্রধ্বনি করিল প্রকাশ॥
নর্ত্তকীএ নৃত্য করে অঙ্গ-বেশ করি।
গায়ন করে নটপত্রে দুর্গা দুর্গা স্মরি॥
এই মতে মহাশব্দে নানা যন্ত্র বাজে।
দেবী পূজা আরম্ভ করিল মহারাজে॥
বেদ-উক্ত বাক্য দ্বিজে কহিল সকল।
ভবানী অর্চ্চিল রাজা হৈয়া কুতূহল॥
তন্ত্র উক্তে গুরুবক্তু-মন্ত্র জাপ করি।
চক্ষু মুদি রৈল রাজা ভাবিয়া ঈশ্বরী॥
জানিলেন মহামায়া সর্ব্ব বিবরণ।
দ্রুতক্রমে হরিপৃষ্ঠে কৈলা আরোহণ॥
কোন কোন সখীগণে লইয়া চামর।
চতুর্ভিতে বাও করে দেখিতে সুন্দর॥
কোন কোন সখী সর্ব্বে হৈয়া হরষিত।
তাম্বূল লইল করে কর্পূর সহিত॥
কোন কোন সখী সবে কটোরা ভরিয়া।
পীযুষ লৈয়াছে হেমাধার আচ্ছাদিয়া॥
এই মতে নারায়ণী করিলেক গতি।
উপস্থিত হৈলা যথা পূজে নরপতি॥
স্বর্ণ ঘট নারায়ণী সম্মুখে রাখিয়া।
সিংহাসনোপরি দেবী বসিলেন্ত গিয়া॥
ধরণী লোটাই রাজা পড়িল চরণে।
দুর্গা-পদ ভাবিয়া শঙ্করদাসে ভণে॥

কামোদ রাগ।

নমো নমো নারায়ণি নমো আদ্যা শক্তি।
জা হোন্তে জগতের জীব হইল উৎপত্তি॥
সত্ত্ব রজঃ তম ইন্দ্রে জাহা অর্চ্চা করে।
কার শক্তি আছে হেন পদ অর্চ্চিবারে॥

ধ্যানে নহি পাএ জাহা মুনিঋষিগণে।
হেন পদাম্বুজ আহ্মি দেখিল নয়নে॥
ধন্য ধন্য মাএ মোরে ধরিল উদরে।
আজু হোন্তে এন দগ্ধ হইল শরীরে॥
তুয়া পদে ভক্তি জেন থাকে নিরন্তর।
দাসের কিঙ্কর জ্ঞানে দেহি এই বর
এই মতে নর-কান্তে কৈল যদি স্তুতি।
তুষ্ট হৈয়া নৃপস্থানে বলিলা পার্ব্বতী॥
বর লও শুন পুত্র কলিঙ্গাধিকারী।
পুত্র লাভ হোক তোর সম সম্বরারি॥
মহা ধনবন্ত হৈয়া সুখে রাজ্য কর।
মম প্রতি ভক্তি তোর রৌক নিরন্তর॥
মম নাম লএ জেই হৈয়া একচিত্ত।
তার উত্তমাঙ্গে আমি বাস করি নিত্য॥
এ বলিয়া কৈলাসেতে করিলেন গতি।
ভবানীশঙ্করে গাএ ভাবি ভগবতী॥

মালসী।

মা বলি ডাকিএ আহ্মি ভএ হেতু কৃতান্ত।
থর থর কম্পে দেহ প্রাণী নহে শান্ত॥
দাসের দাস জানি তব কিঙ্কিত্যধিষ্ঠাতা ভব
সংসারেতে আহ্মি দাস দুষ্কৃতি অত্যন্ত।
বিষ তুল্য বিষএত মন তাহে হৈল রত
নামরসামৃত-পানে শ্রান্ত বাসে স্বান্ত॥
ন জানামি তন্ত্রার্চ্চন ভক্তি জাপ স্তব ধ্যান
মানবের কুলে আহ্মি জন্মিল দুরন্ত।
ভবানীশঙ্করে ভণে কৃপা কর দীন জ্ঞানে
মৃত্যু হোক বক্তে্র জপি কালী ত্রিপুরান্ত॥

ঘোষা।

দুর্গে মা বলিয়া ডাকি আহ্মি দীনে।

দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর বৃজিনের অরি।
সুধারসজ্ঞানে পান কর বক্তু্র ভরি॥

আজ্য সংযোগেতে তিল তাম্রপাত্রে করি।
দক্ষযজ্ঞ-বিনাশিনী ইতি মন্ত্র স্মরি॥
জ্ঞানবন্ত পুরোহিতে করিয়া ভকতি।
প্রজ্বলিত কৃশানুতে করিল আহুতি॥
দেবী অন্তর্ধ্যানে অর্চ্চা কৈল সঙ্কলন।
স্বর্ণ ঘট শিরে তুলি লএ ততক্ষণ॥
মহোৎসব করি ঘট নিল মুখ্য ঘরে।
সেই ঘটের আপ দ্বিজে লএ তাম্রাধারে॥
সুরাস্বাদি মন্ত্র পাঠে করি অভিষেক।
কস্তুপঙ্ক আদি মঙ্গে দিলেক তিলক॥
কপাল কণ্ঠেতে আর উভয় বাহুমূলে।
ক্রমে ক্রমে তিলক দিলেক কুতূহলে॥
আশীর্ব্বাদ-মন্ত্রে দ্বিজে দিল আশীর্ব্বাদ।
করযোড়ে লএ রাজা দেবীর প্রসাদ॥
তদন্তরে মহারাজা আনন্দ হইয়া।
নটপুত্র আদি বিদায় কৈল ধন দিয়া॥
ব্রাহ্মণ সবার প্রতি কৈল বহু দান।
ভট্ট সকলেরে রাজা করিল সম্মান॥
মানসে করিয়া ভক্তি আনি শুদ্ধ সোনা।
পুরোহিত স্থানে দিল যজ্ঞের দক্ষিণা॥
এই মতে আনন্দিতে ভাবিয়া পার্ব্বতী।
সুখে রাজ্য-ভোগ করে কলিঙ্গাধিপতি॥
নিত্য নিত্য দুর্গার পদ করএ অর্চ্চন।
নীলাম্বরের প্রস্তাব এবে শুন দিয়া মন॥
ভবানীর পদাম্বুজ-মকরন্দ আশে।
অলি প্রাএ ভ্রমি রৈছে শ্রীশঙ্কর দাসে॥

দেখ রে সখি নন্দের নন্দন কাহ্নু।
মুখে মৃদু হাসি বাহে মোহন বাঁশী
অগ্রে চালাইয়া ধেনু॥
শিরে মোহন চূড়া মালতীর বেড়া
ময়ূরপুচ্ছ তাহে শোভে।
দেখ চূড়ার মাঝে পরে অলিরাজে
রস-মকরন্দ লোভে॥

দেখ মুখ-ইন্দু ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু
শরীর অত্যন্ত কালা।
তিলক কপালে অতি শোভা করে
গলে দোলে বনমালা ॥
কটির উপর শোভে পীতাম্বর
তাহে কাঞ্চন-কিঙ্কিণী।
নূপুর শোভে পদে রুনুঝুনু নাদে
গমন অঞ্জন জিনি ॥
ওই রূপ দেখি লাগি রৈল আঁখি
নিমেষ করিতে নারি।
শঙ্করদাসে ভণে রূপ ভাবি মনে
মৃত্যু হোক হরি স্মরি ॥

ঘোষা।

দেখ রে সখি নন্দের নন্দন কাহ্ন ॥

দুর্গা নামাক্ষরদ্বয় বদ নিরবধি।
যদি সে তরিবে ভব-মায়া-রজ্জু ছেদি ॥
নীলাম্বর নামে এক ইন্দ্রের নন্দনে।
ভ্রমিবারে শ্রদ্ধা তার জন্মিলেক মনে ॥
জনক-জননীর পদে করি নমস্কার।
চলিলেক নীলাম্বর গ্রাম ভ্রমিবার ॥
স্বর্গগ্রাম ভ্রমি ব্রজ কৈল অবনীতে।
আচম্বিত হৈল দেখা লোমশ সহিতে ॥
নমস্কার করিলেক মুনির চরণে।
মুনি বোলে কোন স্থানে চলিছ আপনে ॥
নীলাম্বরে বোলে আহ্মি করিএ ভ্রমণ।
পথশ্রমে আসিয়াছি তোহ্মার সদন ॥
বিশ্রাম করিতে চাহি তোহ্মার এই স্থানে।
মুনি বোলে বৈস বাপু আনন্দিত মনে ॥
কুশাসনোপরে বসিলেক নীলাম্বর।
মুনিরে জিজ্ঞাসা করে যোড় করি কর ॥
কি কারণে আপনে না কর গৃহবাস।
সত্যক্রমে কহো মোরে জানি নিজ দাস ॥
মুনি বোলেনাহ্ম আউ জীবন সংশএ।
কথ দিনান্তরে মৃত্যু হইবে নিশ্চএ ॥
গৃহ বান্ধি কি করিব অবশ্য মরণ।
পুনর্ব্বার নীলাম্বরে করে নিবেদন ॥
আউ কথ দিন সংখ্যা হএ আপনার।
শুনিবারে শ্রদ্ধা মনে জন্মিছে আহ্মার ॥
মুনি বোলে দেখ লোম সর্ব্ব কলেবরে।
এক ইন্দ্রের পরমাউ এক লোমে ধরে ॥
তোহ্মার জনক ইন্দ্রে অত্র ভাল জানে।
লোমসংখ্যা করি জাও জিজ্ঞাসিয় তানে ॥
মুনির বচন শুনি বোলে নীলাম্বরে।
লোমসংখ্যা করিবারে কেবা শক্তি ধরে ॥
আছোক আউর সংখ্যা লোমের সংখ্যা নাই।
পরম পুরুষ তুহ্মি জানিলাম গোঁসাই ॥
এক বার দাস জ্ঞানে মোরে কৃপা কর।
সন্ধান করিয়া দেয় হইতে অমর ॥
মুনি বোলে শুন আহ্মি কহি উপদেশ।
তূর্ণব্রজে চলি জাও জথাতে মহেশ ॥
একচিত্ত হৈয়া যদি তান সেবা কর।
অমর করিবে তোহ্মা প্রভু দিগম্বর ॥
চলিলেক নীলাম্বর বন্দি তপোধন।
কৈলাসেতে নন্দী সনে হৈল দরশন ॥
নন্দী স্তুতি করি বোলে করযোড় করি।
তোহ্মা আজ্ঞা হৈলে প্রভু দেখিবারে পারি ॥
নন্দী স্থানে বিদায় হইয়া নীলাম্বর।
উপনীত হৈল যথা ত্রিজগদীশ্বর ॥
করযোড়ে বন্দিলেক হরের চরণ।
নমো নমো মৃত্যুঞ্জিত দেব ত্রিনয়ন ॥
কৃপা কর মহাদেব জানিয়া কিঙ্কর।
মানসে হইছে শ্রদ্ধা হইতে অমর ॥
গ্রীবাম্বরে পঙ্কজাঙ্ঘ্রি, বন্দম ভূয়োভূয়ঃ
শরণাগতেরে প্রভু ত্যাগ না করিয় ॥
স্তুতি শুনি মহাদেবের দয়া উপজিল।
করে ধরি নীলাম্বর আলিঙ্গন করিল ॥
হরে বোলেন শুন বাক্য ইন্দ্রের তনয়।
পুষ্প যোগাইয় মোর পূজার সময় ॥

কপালীর আজ্ঞা পাই ইন্দ্রের নন্দন।
প্রতি দিন তোলে পুষ্প প্রবেশি কানন ॥
নিত্য সুখভোগ করে কৈলাসশিখরে।
অর্চ্চের সমএ পুষ্প যোগায় নীলাম্বরে ॥
এক দিন দশাশুভ হৈল উপস্থিত।
বিপিনেতে দেখা হৈল ব্যাধের সহিত ॥
কলিঙ্গ রাজ্যের ব্যাধ নাম ধর্ম্মকেতু।
অটবীতে উপস্থিত পশু বধ হেতু ॥
গাণ্ডীব শর লৈয়া করে বধে পশুগণ।
মহাবলবন্ত ব্যাধ ভয় নাহি মন ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কেহো নারে খণ্ডাইতে।
সেই রঙ্গ নীলাম্বরে আছে নিরখিতে ॥
দেখিতে দেখিতে হৈল বেলা দ্বিপ্রহর।
পুষ্প তুলিবারে মনে নাহি নীলাম্বর ॥
পশু লৈয়া সেই ব্যাধ গেল নিজালএ।
পুষ্প হেতু নীলাম্বরে মনে পাইল ভএ ॥
ব্যাকুল হইয়া জাএ পুষ্প তুলিবারে।
পার্ব্বতী ভাবিয়া গাএ ভবানীশঙ্করে ॥

রাগ মন্দার।

ভয় পাই নীলাম্বরে পুষ্পসাঝি লৈয়া করে
চলিলেক পুষ্প তুলিবারে।
লঙ্গ নাগেশ্বর ফুল তুলিলেক বকুল
অন্তরে কম্পিত হৈয়া ডরে ॥
দ্রোণপুষ্প জাতি যুথী রাঙ্গন চম্পক মালতী
কদম্ব ধুস্তুর রাম্বুজ ফুল।
লইলেক বিল্বপাত কন্টক সংযুক্ত তাত
মনে বড় হইয়া ব্যাকুল ॥
পুষ্প লইয়া আশুক্রমে মিলিলেক নগোত্তমে
উপস্থিত প্রভুর সদনে।
নীলাম্বরে দেখি হর ক্রোধে কম্পে থরথর
শাপিবারে ইচ্ছা কৈলা মনে ॥
প্রভুর চরিত্র দেখি কহেন দেবী ইন্দুমুখী
অপরাধ ক্ষম এক বার।
শুন প্রভু দয়াময় বিস্তর পাইছে ভয়
শিশুবুদ্ধি ইন্দ্রের কুমার ॥
শুনিয়া দেবীর বাণী শান্ত হৈলা শূলপাণি
ব্রত কৈলা করিবারে পূজা।
ভণে দাস শ্রীশঙ্করে করিয়া যে করযোড়ে
মানসে ভাবিয়া দশভুজা ॥

ঘোষা।

হর দীনবন্ধু ॥

কি কহবো তোহ্মার মহিমা।
ব্রহ্মা বিষ্ণু পুরন্দরে দিতে নারে সীমা ॥
দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর জেই জনে স্মরে।
দুরিতে তাহার দেহে আশ্রয় নহি করে ॥
বটুকার তীরে হর গেলা শীঘ্রগতি।
স্নান করি দেহে ভস্ম দিলা পশুপতি ॥
বসিলেন মহাদেব অর্চ্চা করিবারে।
সেই স্থানে পুষ্পাদি যোগাএ নীলাম্বরে ॥
দেবার্চ্চা করেন হর ভাবি নিরঞ্জন।
ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব পুষ্প কৈলেন নিবেদন ॥
এইমতে ভোলানাথে সর্ব্ব পুষ্প দিয়া।
মালুরের দল লএ অঞ্জলি ভরিয়া ॥
বিল্বের কন্টক ছিল পত্রের সংযোগে।
কন্টকের ঘাও প্রভুর পাণিমাঝে লাগে ॥
ধারারূপে পড়ে রক্ত কন্টকের ঘাএ।
মহাক্রোধে হৈলা প্রভু তুল্য ধনঞ্জএ ॥
ক্রোধান্বিত হইয়া বোলেন মহেশ্বরে।
নিশ্চয় দিবাম শাপ নীলাম্বর তরে ॥
এই বার শাপ দিতে জে করে বারণ।
তার প্রতি শাপ অপি দিব এই ক্ষণ ॥
ভীতি পাই ভবানীএ না কৈল সিদ্ধান্ত।
নীলাম্বর প্রতি শাপ দিলেন ভূতকান্ত ॥
গচ্ছ গচ্ছ নীলাম্বর মমালয় ছাড়িয়া।
ধর্ম্মকেতু ব্যাধ ঘরে জন্ম লও গিয়া ॥
পশুবধে রঙ্গ দেখিয়াছ কুতূহলে।
এই হেতু কন্টক আছিল বিল্বদলে ॥

ব্যাধঘরে জন্ম তোর হইবে অবনীতে।
কৃশানুতে ত্যাগ প্রাণ যোষিৎ সহিতে॥
নীলাম্বরের শাপ হৈল শুনি সুরপতি।
কৈলাসেতে আসিলেন শচীর সঙ্গতি॥
গলবস্ত্রে পড়িলেক শম্ভুর চরণে।
দেবীর পদ ভাবিয়া শঙ্করদাসে ভণে॥

লাচাড়ী—কর্ণাট রাগ।

ক্রন্দন করএ শক্রে হরের চরণে।
সেবকের তরে প্রভু শাপ দিলা কেনে॥
মাতৃপিতৃত্যাগী পুত্রে স্বর্গভোগ ত্যাগিয়া।
তোহ্মার চরণ সেবে একচিত্ত হৈয়া॥
অজ্ঞানেক অপরাধ করিছে কুমার।
নিস্তার না কৈলে বন্ধু কেবা আছে আর॥
শচী বোলে ভোলানাথ দেহি পুত্রদান।
নহে পুনি বিদ্যমানে ত্যাগিবাম প্রাণ॥
ভকতবৎসল তুহ্মি বলিয়াছে বেদে।
কেনে শাপ দিলা প্রভু অল্প অপরাধে॥
হরে বোলে তেজ শোক ব্রজ কর ঘরে।
পুনর্ব্বার আসিবেক দ্বাদশাব্দান্তরে॥
হরের নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
শচী সঙ্গে গেল ইন্দ্র আপনা ভুবনে॥
শ্রীশঙ্করদাসে এই বাঞ্ছে মানসেতে।
হর-গৌরী স্মরি মৃত্যু হোক কালান্তেতে॥

ঘোষা।

বদ মন রামনাম বাণী।
অথে জড়ি রৈছে দেহ চপলে হইবে দাহ
যদি কর রামনাম ধ্বনি॥
"রা" শব্দশ্চ উমাকার "ম"কারস্ত মহেশ্বর
শিবদুর্গাত্মক নাম জান।
তারক ব্রহ্ম রাম নাম ধ্রুব বলিয়াছে যম
দুষ্কৃতি নিস্তারের কারণ॥

শুন শুন মূঢ় মন রাম নাম পরম ধন
ত্রিজগতে বন্ধু নাহি আর।
রাম নাম মহামন্ত্র স্থিতি করি বক্ষ্যন্ত্রে
রসনা-দণ্ডে নিত্য বাস্ত কর॥
কহেন শঙ্কর দীনে প্রভু রামচন্দ্র বিনে
কে তারিবে এই ভব-সিন্ধু।
রামপদে করি ধ্যান রাম বলি ত্যাগ প্রাণ
দুষ্কৃতির নাহি আর বন্ধু॥

ঘোষা।

বদ মন রাম নাম সুধাবাণী॥

দুর্গা নামাক্ষরদ্বয় জে করে স্মরণ।
অবিলম্বে দেহের কল্মষ হএ হন॥
হর গৌরীর পদাম্বুজে করি নমস্কার।
কায়া ত্যাগিবারে চলে ইন্দ্রের কুমার॥
বেদহস্ত করি কুণ্ড কৈল দেবগণ।
ক্রমে ক্রমে দারু চন্দন দিয়া তত ক্ষণ॥
মহা প্রজ্বলিত বহ্নি করিয়া সত্বর।
তার মাঝে পয়োদ্ভব দিলেক বিস্তর॥
ক্রমে ক্রমে সপ্ত বার প্রদক্ষিণ করি।
যোষিতা সহিতে হরি হর গৌরী স্মরি॥
বৈশ্বানরমধ্যে উভএ তেজিল জীবন।
প্রাণী লৈয়া নারায়ণী করিলা গমন॥
নীলাম্বরের প্রাণী রাখি নিদয়ার জঠরে।
আনন্দে চলিলা দেবী কৈলাস-শিখরে॥
এই মতে দশ মাস দশ দিনান্তরে।
প্রসব-বেদনা শুরু জন্মিল উদরে॥
সত্বরে মিলিল আসি জথ পরিবার।
শুভক্ষণে জন্মিলেক ব্যাধের কুমার॥
আনন্দ হইল রামা দেখি পুত্রমুখ।
পাশরিল জন্মের জথেক ছিল দুখ॥
নাভিচ্ছেদ করিয়া দিলেক জয়কার।
গর্ভস্নান করাইল ব্যাধের কুমার॥

সর্ব্বসুলক্ষণ শিশু জেহেন অনঙ্গ।
মহোৎসব করে ব্যাধে করি নানা রঙ্গ॥
পঙ্ক করিলেক মহীমধ্যে বারি দিয়া।
নৃত্য করে ব্যাধ সর্ব্বে পঙ্কে লোটাইয়া॥
এই মতে পঙ্কোৎসব করি ধর্ম্মকেতু।
চলিলেক পুত্রবক্ত্র দরশন হেতু॥
দেখিল বদন পূর্ণেন্দুর সমসর।
কামের কার্ম্মুক নিন্দে ভুরু মনোহর॥
খগচঞ্চু নিন্দিছে সুন্দর নাসিকাএ।
লোচন দেখিয়া কুরঙ্গিনী নিন্দা পাএ॥
আজানু-লম্বিত বাহু গ্রীবা বৃষস্কন্ধ।
পুত্র দেখি ধর্ম্মকেতু হইল আনন্দ॥
ষষ্ঠ দিন গত যদি হইল এই মতে।
ষষ্ঠ দেবী অর্চ্চিলেক মার্কণ্ড সহিতে॥
গত হইলেক যদি হরনেত্র ঋতু।
অন্ন দিয়া পুত্রের নাম রাখিল কালকেতু॥
যুগ্মমাসাধিকাব্দ হইল যদি কেতু।
চলিলেন ভবানী তার পত্নীর জন্ম হেতু॥
আত্মা রাখিলেন গিয়া পুষ্পকেতুর ঘরে।
জন্মিল সুন্দরী কন্যা দিগ্‌মাসান্তরে॥
কন্যা দেখি ব্যাধ হর্ষ হইল অত্যন্ত।
এবে কহি শুন কালকেতুর বৃত্তান্ত॥
মহা শিক্ষাবন্ত হৈল ব্যাধের নন্দন।
ধনুঃশর করে লৈয়া বধে পক্ষিগণ॥
জেই অস্ত্র মারে বীরে ব্যর্থ নাহি হএ।
এই মতে ধনু লৈয়া আনন্দে বেড়াএ॥
বৃক্ষাশ্রম ত্যাগি পক্ষী প্রবেশে কাননে।
করযোড়ে বোলে বীরে জনকের স্থানে॥
ভবানীশঙ্করে বোলে বন্ধু নাহি আর।
দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর ভরসা আম্মার॥

লাচাড়ী—ধরা। রাগ—সুহি।

গ্রীবাম্বরে করযোড়ে বলিলেক মহাবীরে
শুন হে জনক মহাশএ।
এবে মোরে কৃপা কর দদম্ব গাণ্ডীব শর
আনন্দে বঞ্চহ নিজালএ॥
বল মোর নহে খর্ব্ব দেখিবা জে বাহুদর্প
চলি গেলে বিপিন ভিতর।
শার্দ্দূল মহিষ আর হরি হরিণ কৃষ্ণসার
শরঘাতে করিমু সংহার॥
করী গণ্ডারাদি করি করে ধরিবারে পারি
ক্ষুদ্র পশুগণে কোন জনে।
তূর্ণ মোরে আজ্ঞা কর বিলম্ব না কর আর
কিছু চিন্তা না করিহ মনে॥*
ভবানীশঙ্করে ভণে উপাএ নাহি উমা বিনে
শুন শুন অএ মূঢ় চিত্ত।
দুর্গা নাম মহামন্ত্র স্থিতি করি বক্ত্র-যন্ত্র
রসনা-দণ্ডে বাদ্য কর নিত্য॥

মালসী।

আম্মার কি গতি হবে উপাএ না দেখি ভবে
দুষ্কৃতির প্রতি আর করুণা করিবেন কবে।
নাম হৈয়া বিস্মরণ এন প্রতি ধাএ মন
বুঝিলাম নিতান্ত কৃতান্তে মোরে প্রহারিবে॥
তুম্মি হরিহর ধর্ম্ম তব নামটি তারক ব্রহ্ম
সার জানিতে মানসেতে বলিয়াছেন গুরুদেবে।
পাইয়া অমূল্য রত্ন রাখিতে নারিলু যত্ন
বিষয় হেতু ভ্রম হইএ কি উপায় করি এবে॥
ভণে দাস শ্রীশঙ্করে এবে কৃপা কর মোরে
ভয় পাইয়া মা বলিয়া ডাকিএ অধম মানবে॥

ঘোষা।

ত্রাহি ত্রাহি মা তারিণি কালি॥

দুর্গানাম যুগ্মাক্ষর জেই জনে স্মরে।
কলুষে তাহার দেহে আশ্রয় নাহি করে॥
বীরে বোলে আজ্ঞা কর পিতা মহাশএ।
তোম্মার প্রসাদে মোর কিছু নাহি ভএ॥
আম্মি হেন পুত্র তোম্মার থাকিতে বিদিত।
বৃদ্ধকালে দুঃখ কর না হএ উচিত॥

পুত্রবাক্যে আনন্দ হইল ধর্ম্মকেতু।
সঙ্গতি লইল পুত্র পশু বধ হেতু॥
গাণ্ডীবাস্ত্র করে লৈয়া গেলেক কানন।
পিতা পুত্রে দুই জনে বধে পশুগণ॥
কালকেতু বোলে বাপু বৈস এই স্থান।
বিরাজে পশুএ আহ্মার অস্ত্রের সন্ধান॥
জনকাঙ্ঘ্রি স্পর্শ বীরে করি উত্তমাঙ্গে।
মহাদর্পে চলিলেক কার্ম্মুকাস্ত্র সঙ্গে॥
জেই দিগে জায় বীর গাণ্ডীব শর করে।
সবংশ সহিতে পশু বধএ সত্বরে॥
ব্যাঘ্র মহিষ আর হরিণ কৃষ্ণসার।
শরাঘাতে মহাবীরে করএ সংহার॥
বরাহ গয়াল গণ্ডা বধিলেক শরে।
ঈক্ষিলেক ধর্ম্মকেতু আপনা গোচরে॥
আপনা প্রসংশা ব্যাধ করে কুতূহলে।
মোর সম ভাগ্যবন্ত নাহি ব্যাধকুলে॥
এইরূপ বিক্রম ব্যাধকুলে আছে কার।
এই পুত্র হোন্তে ক্লেশ খণ্ডিব আহ্মার॥
এই মতে আনন্দ হইয়া দুই জন।
পশু লৈয়া নিজালয়ে করিল গমন॥
দেখিয়া নিদয়া রামা বড় তুষ্ট হৈল।
এবে সে আহ্মার দুঃখ বিধি খণ্ডাইল॥
এই মতে নিত্য নিত্য বধিয়া জে পশু।
প্রতি দিন দুই সন্ধ্যা অন্ন ভুঞ্জে আশু॥
শর গণ্ডাধিক ত্রয়োবিংশ গণ্ডা কড়ি।
অর্জ্জিলেক দুই জনে পশু পক্ষী মারি॥
বলিলেক ধর্ম্মকেতু নিদয়ার স্থানে।
পুত্রের সম্বন্ধ হেতু কি বোল আপনে॥
আনন্দ হইয়া রামা বলিলেক তবে।
এমন সম্পদ প্রভু হবে আর কবে॥
বিবাহের কার্য্যে প্রভু করহ আরম্ভ।
দ্রুতগতি চল প্রভু না কর বিলম্ব॥
পত্নীবাক্যে ধর্ম্মকেতু চলিল সত্বর।
ত্বরাএ গেলেক পুষ্পকেতুর গোচর॥
ধর্ম্মকেতু বোলে মিত্র করি নিবেদন।
মোর পুত্র তরে কন্যা কর সমর্পণ॥
পুষ্পকেতু বোলে কন্যা তবে করি দান।
তিন পণ কপর্দ্দ যদি মোরে কর মান॥
ধর্ম্মকেতু বোলে নব বুড়ি কড়ি দিব।
ততোধিক হইলে বিবাহ না করাইব॥
পুষ্পকেতু বোলে বাক্য রাখিলাম তোহ্মার।
জামাতারে আনহ বিলম্ব নাহি আর॥
তদন্তরে ধর্ম্মকেতু নিজালয়ে গিয়া।
চর্ম্মাধার হোন্তে কড়ি লইল গণিয়া॥
যুগ্ম দশ গণ্ডা কড়ি লইয়া সত্বরে।
চলিলেক বিবাহের সামগ্রী আনিবারে॥
অষ্ট বিংশ বট ব্যাধে দিয়া ততক্ষণ।
প্রথমে লইল শুভ্র তৈজস কঙ্কণ॥
থর সিন্দূর লইলেক পঞ্চ গণ্ডা দিয়া।
অষ্ট বটের গুয়া লএ আনন্দ হইয়া॥
চতুর্গণ্ডা কপর্দ্দে লইল যুগ্মাম্বর।
এক বটের চূর্ণ ব্যাধে লইল সত্বর॥
তাম্বূল লইল সপ্ত বট কড়ি দিয়া।
দ্রব্য লৈয়া ব্রজ কৈল গৃহ উদ্দেশিয়া॥
মহোৎসব করিয়া লইয়া পুত্রবর।
পুষ্পকেতুর স্থানে গিয়া মিলিল সত্বর॥
দেবীর পদ-সরোরুহ-মকরন্দ আশে।
অলির প্রাএ ঘুমিয়া রৈয়াছে শঙ্করদাসে॥

রাগ।

বাজাএ মঙ্গল-বাদ্য ব্যাধ সর্ব্বে মিলি।
সুস্বরে গায়ন করে দিয়া করতালি॥
ক্রম দারু দণ্ড লৈয়া বাহে ঢোল ডগ।
বাদ্যশব্দে ব্যাধ-বংশ হৈয়া গেল মগ্ন॥
চলিল ব্যাধিনী সব ভরিবারে নীর।
মৃগচর্ম্ম পরিধান দুর্গন্ধ শরীর॥
ক্রমে ক্রমে চলি জাএ হৈয়া হরষিত।
কটিমাঝে ঘট সাজে চূত পল্লবিত॥
জয়কার ধ্বনি দিয়া ঘট লৈয়া করে।
তড়াগের বারি ভরি আনিল সত্বরে॥

বন দিয়া ফুল্লরারে করাইল স্নান।
একখানি খর্পাম্বর কৈল পরিধান॥
শূকরের তৈলে কেশ করিয়া নির্ম্মল।
ঊর্দ্ধ করি বন্ধ করে শিরের কুন্তল॥
দগ্ধ মহী নিন্দিয়াছে সিন্দূরের রঙ্গ।
কপালে তিলক দিয়া বেশ করে অঙ্গ॥
তৈজসের শুভ্র খারু দিয়া দুই করে।
জয়কার ধ্বনি সবে দিলেক সত্বরে॥
ভবানীর পদাম্বুজ ভাবিয়া আনন্দে।
ভবানীশঙ্করদাসে ভূয়োভূয়ঃ বন্দে॥

ঘোষা।

অভেদ গৌরী শিব সীতা রাম।
একবার আম্মার পুরাও মনস্কাম॥

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করি তবে ব্যাধ পুষ্পকেতু।
জামাতার দক্ষিণে বৈসে কন্যাদান হেতু॥
বাহির করিল কন্যা লগ্ন শুভক্ষণে।
করযোড়ে প্রণমিল স্বামীর চরণে॥
তদন্তরে কালকেতু ধরি অষ্ট জনে।
উচ্চ করি রাখে মুখচন্দ্রিকা কারণে॥
চারি জনে লইলেক ফুল্লরা সুন্দরী।
প্রদক্ষিণ করিলেক সপ্ত পাক ফিরি॥
আননচন্দ্রিকা যদি কৈল এই মতে।
যুগ্ম গ্রহন্থি দুহে দিলেক গ্রাবীতে॥
যজ্ঞ করিবারে বহ্নি করিয়া স্থাপন।
দ্বিজে বোলে পুষ্পকেতু কর সম্প্রদান॥
দ্বিজবাক্যে পুষ্পকেতু আনন্দিত হৈল।
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনি জামাতারে দিল॥
জানুপরে ধরি মন্ত্রে বরণ করিয়া।
সম্প্রদান-বাক্যে কন্যা দিল উৎসর্গিয়া॥
খণ্ডাইতে নহি পারে বেদের নিয়ম।
কিছু মাত্র আজ্যে দ্বিজে করে পঞ্চহোম॥
তদন্তরে কালকেতু দম্পতি সহিতে।
বেদী আরোহণ কৈল আনন্দিত চিত্তে॥
হেনকালে কর্কশাএ নারীগণ লৈয়া।
মঙ্গল করিতে রামা আসিল চলিয়া॥
মন্দ মন্দ চলে রামা ধবদূর্ব্বা করে।
জয়ধ্বনি দিয়া দিল কন্যা-বরের শিরে॥
অনেক ব্যাধের নারী একত্র হইয়া।
সপ্ত গাছি সূত্র বান্ধে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া॥
পত্নী সঙ্গে গৃহপ্রবেশ কৈল বীরবর।
জায়া সঙ্গে জুয়া খেলা খেলাএ সুন্দর॥
চলিল কর্কশা রামা রন্ধন করিতে।
প্রকাশ করিল বহ্নি দারু সংযোগেতে॥
অপক্ব রম্ভার এক করিল ব্যঞ্জন।
রম্ভা-বৃক্ষের অন্তঃসার করিল রন্ধন॥
শাক ব্যঞ্জন রন্ধন করে কর্কশা সুন্দরী।
শূকরের তৈলমধ্যে সম্ভার যে করি॥
মৃগমেদ পক করে আশ্চর্য্য বিশেষ।
এই মতে অন্ন পক কৈল অবশেষ॥
রন্ধন করিল যদি কর্কশা ব্যাধিনী।
ভোজন করিতে বলিলেক বীরমণি॥
যথোপযুক্ত ভোজন করিয়া হরষিতে।
যামিনী বঞ্চিল ব্যাধে রমণী সহিতে॥
প্রভাতে মিলিলা আসি আপনার ঘরে।
পুত্রবধূ দেখি ধর্ম্মকেতু চিন্তা করে॥
ভবানীর পাদপদ্ম মনে করি সার।
ভবানীশঙ্কর দাসে বন্দে বারে বার॥

ইতি শুক্র বাসরে দিবাপালা সমাপ্ত॥

কর্ণাট রাগ। করুণ।

বিষাদ ভাবিয়া ব্যাধ বসিল ভূমিতে।
পত্নী সম্বোধিয়া বোলে কান্দিতে কান্দিতে॥
এবে সে আম্মার শুক্র জন্মিল ভাবনা॥
কোনরূপে বেদোদর করিব পালনা॥
হরনেত্রোদয়ে অন্ন দিনান্তে না মিলে।
হেন ক্লেশ-ভোগ বিধি লিখিছে কপালে॥
প্রভুর বচন শুনি বলিল নিরয়া।
চিন্তা কৈলে শুক্ত পায় আপনার কায়া॥

ক্লেশ-অরি জন্মিয়াছে আহ্মার কুমার।
যদি বিধি রক্ষা করে কি চিন্তা তোহ্মার॥
মহাবলবন্ত পুত্র বিক্রমেতে সিংহ।
অর্জ্জি ধন ক্লেশগণ করিবেক রিঙ্গ॥
পত্নীবাচে ধর্ম্মকেতু হইল আনন্দ।
শঙ্করদাসে গাএ ভাবি দেবীর পদারবিন্দ॥

পয়ার—ঘোষা।

রাম নাম জপ একবার।
বলিয়াছে বেদাগমে ত্রাণ হএ রাম নামে
দুষ্কৃতির বন্ধু নাহি আর॥
শুন শুন অএ জীব ভজ গৌরী সদাশিব
শ্রীরামচন্দ্র দয়ামএ।
তিন এক ব্রহ্ম হএ ধ্রুব তিন ভিন্ন নএ
জানিয়া ভজএ রাতুল পাএ॥
ব্যর্থ কাজে অহঃ জাএ নিদ্রা নিশি গত হএ
রামনাম লবে আর কবে।
ত্যাগিয়া সুরসামৃত গরলে হইলে রত
বুঝি যমদণ্ডে না বাঁচিবে॥
কহেন শঙ্করদাসে লোভাদি চতুর্থ পাশে
বন্দি হৈছে ধরা-কারাগারে।
তীক্ষ্ণ খড়্গ রাম-বাণী যদি বক্তে, কর ধ্বনি
তবে রজ্জু ছেদিবারে পারে॥

রামনাম জপ এক বার॥ ধুয়া॥

দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষরের মহিমা অপার।
কল্মষেরে ছেদ করে হৈয়া তীক্ষ্ণধার॥
ধর্ম্মকেতু বলিলেক পুত্র সম্বোধিয়া।
বিপিনেতে চল জাই গাণ্ডীব শর লৈয়া॥
কালকেতু বোলে বাপু কি কার্য্য তোহ্মার।
বিস্তর পশু পক্ষী আহ্মি পারি বধিবার॥
আনন্দে বঞ্চহ তুহ্মি আপনা মন্দিরে।
পশু পক্ষী বধি আহ্মি আনি দিব ঘরে॥

ধর্ম্মকেতু বোলে আহ্মি অবশ্য জাইব।
কিছু ধন সঞ্চয় হৈলে তবে ক্ষমা দিব॥
এ বলিয়া পিতা পুত্র চলি গেল বন।
ধনুঃশর লইয়া বধএ পশুগণ॥
ধর্ম্মকেতুর সম্মুখে মিলিল এক সিংহ।
সিংহ দেখি ব্যাধের মানসে হৈল রঙ্গ॥
কার্ম্মুকের সঙ্গে শর সংযুক্ত করিল।
ব্যাধের বিক্রম দেখি হরি ক্রোধ হৈল॥
নখে বিদারিয়া তার লইল জীবন।
দূরে থাকি দেখিলেক ব্যাধের নন্দন॥
ক্রোধ হৈয়া জাএ বীর সিংহ ধরিবারে।
পলাইল সেই সিংহ কালকেতুর ডরে॥
সিংহ না পাইয়া ব্যাধে দুঃখ ভাবি মনে।
বিস্তর ক্রন্দন করে জনক কারণে॥
স্কন্ধে লৈয়া জনকেরে করিল গমন।
ত্বরায় মিলিল আসি জননীর সদন॥
রোদন করিয়া কহে জননীর গোচরে।
পিতা ভঙ্গ কৈল সিংহ বিপিন ভিতরে॥
নিদয়াএ বোলে পুত্র না করিয় শোক।
পুত্র বিগুমানে মৃত্যু বড় শুভযোগ॥
কুণ্ড করি ধনঞ্জয় কর প্রজ্বলিত।
সহগামী হৈব আহ্মি স্বামীর সহিত॥
নিতান্ত বুঝিল ব্যাধে জননীর চরিত্র।
কুণ্ডস্থান করিলেক অত্যন্ত পবিত্র॥
বৈশ্বানরোজ্জ্বল হৈল দারু সংযোগেতে।
কুণ্ডে দাহ হৈল রামা ধবাঙ্গ সহিতে॥
এইরূপে সমস্কার করি দুই জন।
নিজালয়ে আসিলেক ব্যাধের নন্দন॥
মাসান্তকে শ্রাদ্ধ কর্ম্ম করি মহাবীরে।
ফুল্লরা সহিতে বঞ্চে আপনা মন্দিরে॥
নিত্য বধ করে পশু পশিয়া কানন।
সবংশ সহিতে পশু হারাএ জীবন॥
ভীতি পাইয়া গেল পশু সেই বন ছাড়ি।
একত্র হইয়া সবে এক যুক্তি করি॥
কংস নদীতটে শীঘ্র মিলিলেক গিয়া।
স্তুতি করে ভবানীর পদ উদ্দেশিয়া॥

নমো নমো নমো চণ্ডি মহিমা অপার।
কালকেতু-ভয় হোস্তে করহ নিস্তার॥
ত্রিজগতের জীব তুহ্মি করিছ সৃজন।
জগদম্বা নাম তোহ্মার হৈছে এ কারণ॥
যদ্যপিও জন্ম লভিয়াছি পশুযোনি।
জগতেরাস্তরে জন্ম না হইছে পুনি॥
কেহ্নে সুত জ্ঞান নাহি কর আহ্মরারে।
কুপুত্র হইলে কার মাএ ত্যাগ করে॥
এইরূপে স্তব যদি কৈল সর্ব্ব পশু।
পশু রক্ষা হেতু দেবী ব্রজ কৈলা আশু॥
উপস্থিত হৈলা পশু সভার বিদ্যমানে।
লোটাইয়া পড়িল পশু পঙ্কজ-চরণে॥
ক্রন্দন করিয়া পশু করে নিবেদন।
শঙ্করে বোলএ ভাবি অপর্ণার চরণ॥

করুণ ভাটিয়ার।

কান্দে পশু দেবীর চরণে।
পাই কালকেতুর ভএ দেহে প্রাণী স্থির নহে
আজ্ঞা কর জাইব কোন স্থানে॥
সুত দারা লৈয়া সাতে বঞ্চি সবে অটবীতে
ফল তৃণ আহার করিয়া।
তাহে দুষ্ট মহাবীরে কার্ম্মুক ধরিয়া করে
বধ করে তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়া॥
পাই কোন অপরাধ পশু বধ করে ব্যাধ
দারা পুত্র কিছু না রহিল।
এ বলিয়া পশু সবে ক্রন্দন করি গুরুরবে
ভূয়োভূয়ঃ চরণ বন্দিল॥
দেবী বোলেন পশুগণ এবে স্থির কর মন
সুখে বঞ্চ বিপিন ভিতরে।
গোধিকার রূপ হৈয়া বন-বাটে রৈমু গিয়া
ধন দিতে কালকেতু তরে॥
এ বলিয়া মাহেশ্বরী পশুগণ বিদায় করি
হইলেন স্বুবর্ণ-গোধিকা।
ভণে দাস শ্রীশঙ্করে ধন দিতে ব্যাধ তরে
বন-পন্থে শুইয়া রৈলা একা॥

মালসী।

করুণাং কুরু কৃপাময়ি মা।
ব্যর্থ লভিনু জনম মুই নরাধম
বারেক না ভজিলুম অম্বা শৈলজা॥
পরমাউ হৈলে ভুত আসিব অন্তক-দুত
নিগড়ে নিবে মোরে একা।
দণ্ড লৈয়া করে প্রহারিবে মোরে
উপায় বদ হে তারিণি সারদা॥
না দেখি উপায় ডাকিএ মাও মাও
পুরাও মনস্কামনা।
এবে কৃপা কর প্রাণ জাউক মোর
অন্তরে কর্য়া পঙ্কজাঙ্ঘ্রি ভাবনা॥
শঙ্করদাসে ভণে কিঙ্কর হেন জ্ঞানে
এক বার কর করুণা।
মমাঙ্গের এন আশু করি হন
ত্রাহি মাং ত্রাহি মাং শমন-যন্ত্রণা॥

ঘোষা।

কৃপাং কুরু কৃপাময়ি মা॥
মহাবীরে বোলে শুন ফুল্লরা সুন্দরী।
ভক্ষ্য হেতু তুর্ণ অন্ন দেয় পক্ক করি॥
প্রভুর বচনে রামা চলিল চপলে।
অন্ন ব্যঞ্জন পক্ক করিলেক কুতূহলে॥
মান দল লইয়া বসিল বীরমণি।
পরিবেষণ করি অন্ন দেহি সুবদনী॥
পুনঃ পুনঃ দেহি অন্ন ফুল্লরা কামিনী।
ফিরি নিরক্ষিতে অন্ন নাহি দেখে পুনি॥
এইরূপে সর্ব্ব অন্ন ভক্ষিলেক বীর।
স্থালী সমে ঢালি দিল বাসী অন্নের নীর॥
আনন্দ হইল বীর ভোজন করিয়া।
আচমনী করে বোলে শুন অএ প্রিয়া॥
প্রতি দিন এইরূপ যদি ভক্ষি অন্ন।
বাম পাণি দিয়া কর্ম্মী ধরিবাম তুর্ণ॥
ফুল্লরাএ বোলে নাথ তুহ্মি মহাবীর।
কার্ম্মুকাস্ত্র শিক্ষাতে আপনে বট ধীর॥

ব্যাধবংশে তোহ্মা সম বল কেবা ধরে।
আশু গতি কর পতি পশু বধিবারে॥
প্রিয়ার বচনে বীর হৈয়া হরষিত।
গাণ্ডীবাস্ত্র লৈয়া ব্রজ করিল ত্বরিত॥
শুভ দশা আসিয়া হইল উপস্থিত।
নানা মঙ্গল বীরে পঙ্খে চতুর্ব্বিত॥
এই মতে জাএ বীর ধনুঃ শর হাতে।
গোধিকার সঙ্গে দেখা হৈল আচম্বিতে॥
গোধিকারে সম্বোধিয়া বোলে মহাবীরে।
পশু প্রাপ্তি হৈলে তোহ্মা বান্ধিবাম শিরে॥
আশু যদি পশু নহি পাই অটবীতে।
তোহ্মারে বান্ধিয়া নিব ভক্ষণ করিতে॥
এ বলিয়া গোধিকারে দক্ষিণে রাখিয়া।
কাননেতে জাএ বীর গাণ্ডীবাস্ত্র লৈয়া॥
চতুর্দ্দিগে নিরক্ষিয়া ভ্রমে বনে বনে।
নিকটেতে আছে পশু না দেখে নয়নে॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে বীর হইল হতাশ।
পশু না পাইয়া বীর ভাবে বড় ত্রাস॥
ক্রন্দন করএ বীর কার্ম্মুকাস্ত্র লৈয়া।
তাতে দেখা দিলেন দেবী কুরঙ্গিণী হৈয়া॥
মৃগিণী দেখিয়া বীর হৈল হরষিত।
চপলেতে জোরে শর ধনুর সহিত॥
তাহা দেখি নারায়ণী হৈলা অন্তর্ধ্যান।
বীর বোলে বিধি মোরে দিল অপমান॥
কর হতে কার্ম্মুকাস্ত্র ত্যাগিয়া ভূমিতে।
ক্রমাশ্রমে বৈসে বীর কান্দিতে কান্দিতে॥
ভবানীর পদাম্বুজ ভাবিয়া আনন্দে।
ধরণীতে লোটাইয়া শঙ্করদাসে বন্দে॥

ভাগ লাচাড়ী।

বোলে বিধি হইল পাষণ্ড।
বেদ শাস্ত্র সর্ব্ব হৈল ভণ্ড॥
কেনে যাত্রা দেখিলাম পন্থে।
ব্যর্থ হৈল কর্ম্মদোষ হোন্তে॥
দক্ষিণেতে দেখিলাম দ্বিজ।
বৎসযুক্ত ধেনু করে ব্রজ॥
নারী সর্ব্বে পূর্ণকুম্ভ লৈয়া।
চলি জাএ বাম পাশে দিয়া॥
শব দাহ হেতু লৈয়া জাএ।
দ্রুতব্রজে শিবাগণ ধাএ॥
গণিকা চলিছে বাটে বাটে।
হয় বৃষ দেখিলাম নিকটে॥
আহ্মার স্পন্দিল দক্ষিণাঙ্গ।
সদযাত্রা বিধি কৈল ভঙ্গ॥
ক্ষুধা হেতু হইয়াছি ছন্ন।
কিরূপে মিলিব আজু অন্ন॥
জীবনের শ্রদ্ধা নাহি ভবে।
এবে কৃপা কর শ্রাদ্ধ দেবে (?)॥
এ বলিয়া কান্দে দীর্ঘরাএ।
ভবানীশঙ্কর দাসে গাএ॥

ঘোষা।

দারুণ বিধি হেন তোর না হএ উচিত।
শুভযাত্রা কেনে মোর কৈলে বিপরীত॥
কি করিব কথা জাব কোন উপাএ হবে।
আহ্মার লাঞ্ছন প্রাণী কব দিনে জাবে॥

পয়ার।

দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষরের মহিমা অপার।
দুরিতেরে ধ্বংস করে হৈয়া তীক্ষ্ণধার॥
কান্দিতে কান্দিতে বীর হইলেক শ্রান্ত।
গাণ্ডীবাস্ত্র লৈয়া করে গৃহে চলিলেন্ত॥
সেই স্বর্ণগোধিকা শুইয়া আছে একা।
নির্ভয় হইয়া ব্যাধে ধরিল গোধিকা॥
বন্ধ কৈল চতুরঙ্গ উলু রজ্জু দিয়া।
কিছু মাত্র শান্ত হৈয়া জাএ তাহা লৈয়া॥
গোধিকা রাখিল বীরে গৃহের ভিতরে।
সম্বাদ জানাইতে জাএ যোষিতের তরে॥

ভগ্ন গৃহমধ্যে যদি রৈলা নারায়ণী।
আপনার নিজরূপ ধরিলেন পুনি ॥
অনন্ত জে রূপ জার অনন্ত মহিমা।
কার শক্তি পারে রূপের করিবারে সীমা ॥
আহ্মি কিবা বর্ণিব রূপ জ্ঞানহীন জনে।
ধীর-বক্তে, কিছু মাত্র শুনিছি শ্রবণে ॥
সত্ব রজে নিত্য পূজে জাহার চরণ।
জেই পদ বক্ষেতে ধরিছে ত্রিনয়ন ॥
শরণ লইলে ত্যাগ না কর আপনে।
এইমাত্র ভরসা করিয়া আছি মনে ॥
জেইরূপে ভবানী রহিলা ভগ্ন গৃহে।
জেই মতে রত্নালঙ্কার ধারণ কৈলেন দেহে
দেবীর পাদপদ্ম স্বান্তে ভাবিয়া একান্ত।
কিছু মাত্র কহি শুন সে সব বৃত্তান্ত ॥
ভবানীশঙ্করে গাএ ভাবি নারায়ণী।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর দুর্গতিনাশিনী ॥

মালসী।

কি বর্ণিব মায়ের রূপ মন্নাধম দীনে।
জাহার রূপেরাভাএ ত্রিভুবন জিনে ॥
প্রাতরর্কেরাভা জিনি শোভে পদতল।
পদোপরে অলঙ্কারে করে ঝলমল ॥
পদনখে নিন্দিয়াছে ইন্দু দ্বিতীয়ার।
নখাগ্রেতে খগাগ্রজ হৈছে একত্তর ॥
মৃগেন্দ্র জিনিয়া কটি দেখিতে সুন্দর।
করিকুম্ভ জিনি স্তন অতি মনোহর ॥
মৃণাল জিনিয়া বাহু অতি সুলক্ষণ।
গ্রীবাএ নিন্দিছে পিতামহের বাহন ॥
বিম্বফল নিন্দিয়াছে অধরের বরণে।
গজমতি জিনি জুতি কর্য্যাছে দশনে ॥
খগচঞ্চু জিনিছে সুন্দর নাসিকাএ।
লোচন দেখিয়া কুরঙ্গিণী নিন্দা পাএ ॥
অনঙ্গের গাণ্ডীব জিনি ভুরুর ভঙ্গিমা।
তার মাঝে শোভে বিন্দু সিন্দুর রঙ্গিমা ॥
বড়হি উজ্জ্বল দেহ জিনি পুষ্পাতসী।
বদনের আভাএ নিন্দিছে পূর্ণ শশী ॥
ভবানীশঙ্করে এই বাঞ্ছে মানসেতে।
রূপ ভাবি প্রাণী মোর জাউক কালান্তেতে

পশ্য পশ্য পঙ্কজাঙ্ঘ্রি আনন্দে।
কনক মকর খারু সহিতে জে ঘুঙ্ঘুরু
নূপুর বাজ্যাছে পদারবিন্দে ॥১॥
কটিতে কিঙ্কিণী সাজে রুনুরুনু ঝুনু বাজে
বাজুমল তার বাহোপরি।
এক করে শঙ্খ ধরে কঙ্কণ শোভে আর করে
করাঙ্গুলে শোভে রত্ন অঙ্গুরি ॥২॥
শ্রবণেত কর্ণফুল করিয়াছে ঝলমল
গলে দোলে গজমতি হারে।
সুন্দর জে নাসিকাএ বেশর শোভ্যাছে তাহে
মুকুতা সহিতে দোলে অধরে ॥৩॥
শিরে রত্ন-মুকুট তাহে শোভে জটাজুট
কবরীতে চম্পকাদি ফুল।
পুষ্পের সৌরভ পাইয়া উন্মত্ত প্রায় হৈয়া
অলিরাজ ভ্রমে হৈয়া ব্যাকুল ॥৪॥
ভবানীশঙ্করে বহে মোর মনে হেন লএ
পদাম্বুজে অলি হৈবার তরে।
সরোরুহ পাইয়া জেন হইয়া আনন্দ মন
মকরন্দ পান করে ভ্রমরে ॥৫॥

ঘোষা।

কি কহবো ভবানীর রূপের মহিমা।
বেদাগমে জে রূপের করিতে নারে সীমা ॥
ভকতবৎসলা দেবী পতিতপাবনী।
ভক্তজন পুত্র তুল্য দেখেন নারায়ণী ॥
রত্নময় মন্দিরেতে হএ জার স্থান।
ভক্ত হেতু ভগ্নালএ হইলা অধিষ্ঠান ॥

পয়ার।

দুর্গানামে দুঃখ নাশে শুন মূঢ় চিত্ত।
বক্তৃ-যন্ত্রে রসনাদণ্ডে বাদ্য কর নিত্য॥
রত্নময় আভরণ দিয়া কলেবরে।
আজ্ঞা করিলেন দেবী বিশ্বকর্ম্মা তরে॥
শুন শুন বিশ্বকর্ম্মা আজ্ঞার বচন।
কাঞ্চুলী নির্ম্মাই দেয় অতি সুলক্ষণ॥
দেবীর বাক্যে বিশ্বকর্ম্মা হইল আনন্দ।
করযোড় করিয়া বন্দিল পদারবিন্দ॥
শ্বেত নেত পীতবর্ণ লইয়া অম্বর।
কাঞ্চুলিতে চিত্র করে অতি মনোহর॥
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল লিখিয়া বারে বার।
মৎস্য আদি লিখিলেক দশ অবতার॥
নারদাদি মুনিগণ করিয়া লিখন।
বিধাতাদি লিখিলেক জথ দেবগণ॥
যমুনার ভ্রাতা লেখে তিমিরারি ইন্দু।
তড়াগ লিখিয়া লেখে আর সপ্ত সিন্ধু॥
পুষ্পোদ্যান করিলেক অতি মনোহর।
কাঞ্চন বকুল আর চম্পক নাগেশ্বর॥
কদম্ব কুসুম আর শেফালী মালতী।
পারিজাত কেতকী বান্ধুলি জাতি যূথী॥
এই মতে কাঞ্চলি জে করিয়া নির্ম্মাণ।
ভক্তিক্রমে দিল নিয়া দেবীর বিদ্যমান॥
কাঞ্চুলি দেখিয়া দেবী হৈলা কুতূহল।
দৃষ্টিতে সুচারু অতি করে ঝলমল॥
সে কাঞ্চুলি নারায়ণী দিলা বক্ষোপরে।
বিশ্বকর্ম্মা চলি গেল আপনার ঘরে॥
শঙ্করে বোলএ ভাবি অপর্ণার চরণ।
মাংস বেচে ফুল্লরা শুন দিয়া মন॥

মল্লার রাগ—ধরা।

মাংস-বোঝা শিরে করি
চলিল ব্যাধের নারী
ক্ষুধায় দুর্ব্বল হৈয়া অতি
পরিধানে জীর্ণাম্বর
ঘর্ম্ম বহে কলেবর
কান্দি কান্দি বোলে রূপবতী॥
হাহা রে দারুণ ধর্ম্মে
এই লিপি ছিল কর্ম্মে
এথ ক্লেশে কেবা ধরে প্রাণ।
খুধাএ দেহ হৈল ছন্ন
দিনান্তে না মিলে অন্ন
কথ আর দিবা অপমান॥
শুনহ মহিষেশ্বর
তুহ্মি নিদারুণ বর
কি কারণে পাশরিলা মোরে।
কৃপা কর ধর্ম্মরাজ
তিলেক না কর ব্যাজ
আজ্ঞা কর চমূ সবার তরে॥
এ বলিয়া সে যুবতী
চলে মন্দ মন্দ গতি
কটিমাঝে দিয়া বাম করে।
বেলা হৈছে দ্বিপ্রহর
আতপ হৈয়াছে বর
থেনে থেনে বৈসে দ্রুমতলে॥
ভবানীশঙ্করে কহে
দেবীপদ-সরোরুহে
মন মোর বঞ্চোক বিরাজে।
পঙ্কোদ্ভব পাই জেন
হইয়া আনন্দ মন
মকরন্দ পিএ অলিরাজে॥

মালসী।

নিতান্ত জানিলুম এক ব্রহ্ম নারায়ণি।
তুহ্মি বিনে ত্রিভুবনে অন্য নাহি পুনি॥
সত্ত্ব রজঃ তম আর
মীনাদি দশাবতার
বিষ্ণোজাদিগেশ্বর তুহ্মি সনাতনী।

বিকর্ত্তন আদি নব
তুহ্মি ধনঞ্জয় দেব
তুহ্মি আপরূপী গঙ্গা ত্রিবাটগামিনী ॥
সাবিত্রী কমলা বাণী
তুহ্মি বট ইন্দ্রেন্দ্রাণী
সর্ব্বদেবদেবী তুহ্মি নিরান্তরূপিণী ।
ভবানীশঙ্করে ভণে
কৃপা কর দাস জ্ঞানে
অবিরত বক্ত্রে কালার নাম করি ধ্বনি ॥

ঘোষা ।

* ভজ এক ব্রহ্ম নারায়ণী ॥

দুর্গা নামাক্ষরদ্বয় স্থিতি জার হৃদে ।
তাহার বিপদ্ নাহি বলিয়াছে বেদে ॥
মহীরুহাশ্রমে রামা বিশ্রাম করিয়া ।
মন্দ মন্দ গতি চলে মাংস-বোঝা লৈয়া ॥
নিদাঘ কালের রৌদ্র অগ্নিশিখা উঠে ।
শ্রমযুক্ত হৈয়া উপস্থিত হৈল হাটে ॥
ক্রমে ক্রমে মাংস বিক্রয় করি সুবদনী ।
একে একে কপর্দ্দক লইলেক গণি ॥
গণ্ডার খর্গ দ্বিজ সর্ব্বে লএ কুতূহলে ।
শার্দ্দূলের চর্ম্ম লএ তপস্বী সকলে ॥
তাহার যথার্থ মূল্য লইল ব্যাধিনী ।
হেন সমে উপস্থিত হৈল বীরমণি ॥
বীর বোলে আহ্মার বচন শুন প্রিয়া ।
পশু প্রাপ্তি না হইল বিপিন ভ্রমিয়া ॥
সুবর্ণ-গোধিকা এক পাইছি পন্থেতে ।
যত্নক্রমে বন্ধ করি রাখিছি গৃহেতে ॥
আজু তার মেদ তুহ্মি করহ রন্ধন ।
অবশ্য তাহার মাংস করিব ভোজন ॥
দ্রুতত্রাসে জাও প্রিয়া বিলম্ব না কর ।
ক্ষুধা হেতু দেহ মোর কম্পে থরে থর ॥
ধব-বাচে দুঃখিত হইল সোমবক্ত্রা ।
সখীর স্থান উদ্দেশিয়া করিলেক যাত্রা ॥
তূর্ণত্রাসে গেল রামা সখীর গৃহদ্বারে ।
প্রাণ-সখি বলি রামা ডাকে উচ্চস্বরে ॥
ক্রোধ হৈল ব্যাধিনীএ উচ্চ স্বর শুনি ।
ফুল্লরারে সম্বোধিয়া বলিলেক পুনি ॥
কেনে বা ডাকসি এথ করিয়া আবস্ত ।
এবে শুনি বদ বাচ না কর বিলম্ব ॥
ফুল্লরাএ বোলে সখি নিবেদি চরণে ।
আহ্মার দুঃখের কথা শুনহ শ্রবণে ॥
মোর পাপ কর্ম্মযোগে বিধি বাদী হৈল ।
পশু পক্ষী কিছু মাত্র প্রাপ্তি না হইল ॥
এক গোটা গোধিকা পাইয়াছে প্রাণেশ্বরে ।
রন্ধন করিতে তাহা বলিছেন আহ্মারে ॥
কৃপা করি যদি মোরে দেয় খড়্গাখানি ।
মাংস কুটি পুনর্ব্বার দিব শীঘ্র আনি ॥
তাহা শুনি ব্যাধিনীএ ক্রোধ হৈল বর ।
ত্রয়োদশ বট কড়ি দিতে নহি পার ॥
দুই মাসাবধি কড়ির বৃদ্ধি নহি দেও ।
মুখে লজ্জা নাহি তোর খড়্গা নিতে চাও ॥
ফুল্লরাএ বোলে সখি ক্রোধ ক্ষমা কর ।
অবশ্য দিবাম কড়ি যুগ্ম দিনান্তর ॥
গৃহ হোন্তে ব্যাধিনীএ আনি দিল খড়্গা ।
খড়্গা লৈয়া ফুল্লরা গৃহেতে গেল শীঘ্র ॥
গৃহদ্বার মুক্ত করি প্রবেশিল ঘরে ।
অতি সুলক্ষণা কন্যা দেখিল গোচরে ॥
রূপের আভাএ দীপ্তি করে গৃহখান ।
রূপ দেখি ফুল্লরা হইল কম্পবান ॥
চিত্তে দৃঢ় করি রামা কহে মন্দ মন্দ ।
শঙ্করে বোলএ ভাবি দেবীর পদারবিন্দ ॥

লাচাড়ি—রাগ ।

পরিচয় দেহি মম স্থানে ।
কাহার দুহিতা তুহ্মি
কোন তোহ্মার হয়ে স্বামী
ভবালয়ে আসিয়াছ কেনে

হীনবংশ ব্যাধ-ঘরে
বাস করিবার তরে
হেন বুদ্ধি কে দিছে তোম্মারে।
বিলম্বের কার্য্য নহে
গচ্ছ গচ্ছ স্ববালয়ে
কেনে ক্লেশ চাও ভুঞ্জিবারে ॥
তব বর্ণ পুষ্পাভসী
বক্ত্র নিন্দে পূর্ণ শশী
অঙ্গে রত্ন অলঙ্কার সাজে।
তোম্মার রূপেরাভায়ে
মহাদেব মোহ পায়ে
তুম্মি কেহ্নে ভগ্নালয় মাঝে ॥
শুন হে নিতান্ত বাণী
প্রভুর মর্ম্ম আম্মি জানি
পরদারে রত নহে ধ্রুব।
ব্যর্থ আশা কর কেনে
লজ্জা পাবে এই ক্ষণে
গচ্ছ গচ্ছ যথা তব ধব ॥
কহেন শঙ্কর দীনে
উপায় নাহি উমা বিনে
শুন শুন অরে মূঢ় চিত্ত।
দুর্গানাম মহামন্ত্র
স্থিতি করি বক্ত্র-যন্ত্র
রসনায়ে বাগু কর নিত্য ॥

রাগ—বেলোয়ার।

অয়ে রামা শুন শুন মম নিবেদন।
মম সম দুঃখিত নাহিক একজন ॥
বিধাতা সৃজিছে আম্মা অর্থারি করিয়া।
ষষ্ঠ ঋতু কষ্ট মোর শুন মন দিয়া ॥
মম ক্লেশ-বাচ যদি শুনে সাধু জনে।
অশ্রুপাত হইয়া দুঃখিত হয়ে মনে ॥

ঘোষা।

শুন রামা মম নিবেদন ॥

ফুল্লরায়ে বোলে বাক্য শুন রূপবতি।
জথ ক্লেশে প্রভু সঙ্গে করিয়ে বসতি ॥
মেষ রাশিমধ্যে ভাস্করোদয় হয়ে জবে।
জথ ক্লেশ ক্রমে আম্মি বর্ণি এই ভবে ॥
আতপ প্রতাপ হয়ে ধনঞ্জয় সমা।
হেন সমে মাংস লৈয়া ভ্রমি আম্মি বামা ॥১॥
দিবাকর বৃষস্থ হয়েন জেই মাসে।
আম্মা'র বিপত্তি দেখি শক্র সর্ব্বে হাসে ॥
বিপিনেতে জাএ প্রভু কার্ম্মুকাস্ত্র লৈয়া।
ক্ষৌণীতে লোটাই আম্মি ক্ষুধাতুর হৈয়া ॥২॥
মিথুনস্থ জেই মাসে হয়ে তিমিরারি।
বিপিনেতে জাএ ধব কার্ম্মুকাস্ত্রধারী ॥
হাহাকার করে প্রাণে ক্ষুধার কারণে।
নিরক্ষিয়া থাকি ধব আসিব কথ ক্ষণে ॥৩॥
কর্কটস্থ লোকচক্ষু হয়ে জেই কালে।
কোন দিন অনশন কোন সমে মিলে ॥
কাদম্বিনী নিত্য অনিবার বৃষ্টি করে।
জীবন পতন হয়ে মন্দিরাভ্যন্তরে ॥৪॥
সিংহেতে উদয় জখন হয়ে প্রভাকর।
সেই মাসে জে দিবসে মেঘে করে ঝর ॥
গৃহে বন পতন হয়ে ধারারূপ হৈয়া।
দুই জন বঞ্চি মান-দল মুণ্ডে দিয়া ॥৫॥
বিকর্ত্তন কন্যাতে জখনে করেন গতি।
সেই মাসে অর্চ্চে লোকে দেবী ভগবতী ॥
নানা মহোৎসব করে জথ ভক্তগণ।
মাংস-বোঝা লৈয়া আম্মি করিয়ে ভ্রমণ ॥৬॥
তুলাস্থ মার্ত্তণ্ড দেব হয়ে জেই ক্ষণে।
প্রতি দিন প্রভু প্রাতঃকালে জায়ে বনে ॥
বাসী মাংস বিক্রী আম্মি করি ঘরে ঘরে।
ক্ষুধাতে জে মম প্রাণ কম্পে অভ্যন্তরে ॥৭॥
বিচ্ছাতে জখনে ভানু হয়ে উপস্থিত।
গৃহমধ্যে বঞ্চি দেহে অম্বর বর্জ্জিত ॥

মন্দ মন্দ শীত তাতে অবিরত করে।
হেন সমে বঞ্চে প্রভু গহন ভিতরে ॥৮॥
ধনুস্থ হইলে রবি হিম হয়ে গুরু।
ত্রিযামা বঞ্চিয়ে দুহে বক্ষে রাখি উরু ॥
গহনেতে জায়ে প্রভু গাণ্ডীবাস্ত্র ধরি।
অহান্তে আসিয়ে আঙ্কি মাংস বিক্রী করি ॥৯॥
মকরেতে সূর্য্যোদয় হয়ে জেই মাসে।
নিরবধি বঞ্চি উভয় এই মত ক্লেশে ॥
মৃগচর্ম্ম নিত্য নিত্য করি পরিধান ॥
মৃগচর্ম্ম-শয্যায় নিত্য করি শয়ন ॥১০॥
অর্কদেব জখন কুম্ভেতে করে ব্রজ।
দোলোপরে অর্চ্চে লোকে বসুদেবাত্মজ ॥
আবির খেলায়ে লোকে আনন্দিত মনে।
হেন সমে প্রাণনাথ বঞ্চ ঘোর বনে ॥১১॥
মীনস্থ জখনে আসি হয়ে তীক্ষ্ণতেজ।
মানসেতে গুরুভার হয়ে মনসিজ ॥
খুধাএ কাতর হৈয়া প্রভু বনে জাএ।
অন্নের কারণে আঙ্কি না দেখি উপাএ ॥১২॥
গচ্ছ গচ্ছ অএ রামা বলি বারে বারে।
এমন কুবুদ্ধি তোরে দিল কোন ছারে ॥
ভবানীশঙ্করে গাএ অভয়ার দাস।
একবার নারায়ণি পূর্ণ কর আশ ॥

মালসী।

পুনঃ করি নিবেদন চরণে করুণামহি।
দুরিত দুরন্তানলে অঙ্গ মোর দাহ করে
শীতল চরণে ছায়া দেহি ॥
বলি আঙ্কি করযোরে
কেহ্নে মায়া কর মোরে
একবার শুন নিবেদন।
পদে স্পর্শ কর যদি
ত্রাণ হৈব ভব-নদী
নির্ম্মল পদ না হবে মলিন ॥
পতিত-পাবনী নামে
বলিয়াছে বেদাগমে
কেহ্নে না পশ্য এ পতিতেরে।
পতিতে শরণ লৈলে
তাকে ত্যাগ করিবারে
কোন্ তন্ত্রে বলিছে তোহ্মারে ॥
কি দুষ্কৃতি কি সুকৃতি
সভার ঘটে বট স্থিতি
কেহ্নে অম্বে ব্যর্থ মায়া কর।
হৃৎপদ্মে অদৃশ্য হৈয়া
রহিয়াছ লুকাইয়া
নিতান্ত তাগিতে নহি পার ॥
শঙ্করে বোলে করপুটে
স্থিতি আছ মম ঘটে
খেদ হৈল পদ অদর্শনে।
করুণাং করু মে কিন্তু
কালান্তেতে হোক মৃত্যু
দুর্গামন্ত্র জপিয়া বদনে ॥

ঘোষা।

দুর্গে পুনঃ পুনঃ করি নিবেদন ॥

দুর্গা দুর্গা ইতি ধ্বনি করে জেই প্রাণী।
অঙ্গেরাজ্য হৃঙ্গ হএ আগমের বাণী ॥
ফুল্লরাএ জথ কহে দেবীর গোচর।
মৌন হৈয়া রৈলা দেবী না দিলা উত্তর ॥
ক্রোধ হৈয়া পুনর্ব্বার বলিলা ব্যাধিনী।
নিতান্ত জানিলুম তুহ্মি বর দুশ্চারিণী ॥
মম প্রাণনাথে নহি করে পরদার।
লাঘব হইয়া জাইবে ঘরে আপনার ॥
প্রাণেশ্বরে মোর বাক্য না করে লঙ্ঘন।
অবশ্য তোহ্মারে আজি করিবে লাঞ্ছন ॥
বিবিধ প্রকারে তোরে করিব প্রহার।
অখনে লৈ জাবো তোর সর্ব্ব অলঙ্কার ॥

দেবী বোলেন ব্যর্থ মন্দ বোল কি কারণে।
পতি তোর শুদ্ধমতি জ্ঞান কর মনে ॥
শুন শুন কহি এবে সর্ব্ব আদি অন্ত।
জেইরূপে আহ্মা বশ কৈল তোর কান্ত ॥
তড়াগের জীবনেতে আহ্মি করি স্নান।
অকস্মাৎ মহাবীর হৈল বিদ্যমান ॥
বীর বোলে সুন্দরী আগচ্ছ মোর সনে।
অবশ্য তোহ্মারে আহ্মি রাখিব জত্তনে ॥
ভূয়োঃভূয়ঃ প্রতিজ্ঞা করিছে তোর স্বামী।
আহ্মার দাসীত্ব কর্ম্ম করিবারে তুহ্মি ॥
এরূপে আনিছে মোরে বিনয় করিয়া।
প্রতীত না হইলে তুহ্মি চাও জিজ্ঞাসিয়া ॥
দেবীর বাক্যে ফুল্লরাএ গুরু চিন্তা পাইল।
অকস্মাৎ শিরে জেন বজ্রপাত হৈল ॥
ত্রাস হেতু লোচনের বনপাত হএ।
মনে মনে ভাবে রামা কি হোক উপাএ ॥
বিধাতায় উপস্থিত কৈল শত্রু গুরু।
জীবনের কার্য্য নাহি মৃত্যু দেখি চারু ॥
রামমন্ত্রিসুতা-পতিরাগ্রজ-অনুজা।
তাহান নন্দনাত্মজ হএ জেই রাজা ॥
তাহান রিপুর কণ্ঠে স্থিতি জাহা হএ।
তাহা ভক্ষি প্রাণী আহ্মি তেজিব নিশ্চএ ॥
অগ্রে বুঝি আসি গিয়া প্রাণনাথের মর্ম্ম।
অবশ্য ত্যাগিব প্রাণ উদ্দেশিয়া ধর্ম্ম ॥
এই মত মানসেতে কল্পনা জে করি।
পতি বিদ্যমানে গিয়া মিলিল সুন্দরী ॥
ক্রন্দন-লোচনে কহে প্রভুর গোচরে।
অপর্ণা ভাবিয়া গাএ ভবানীশঙ্করে ॥

রাগ মাউরী।

কেহ্নে তোহ্মার জন্মিল কুমতি
কেমন পাতকী জনা
দিল তোরে কুমন্ত্রণা
হরিবারে অন্যের যুবতী ॥
পর-দার করে জেই
তার শুভ গতি নাই
যমালয়ে অবশ্য গমন।
বিস্তর প্রহার করি
তাহার কেশেতে ধরি
কুম্ভীপাকে করএ ক্ষেপণ ॥
কুম্ভমাঝে তীক্ষ্ণ শরে
সর্ব্ব অঙ্গ ছেদ করে
কৃমি কীটে করে দন্তঘাত।
অবিরত সেই নরে
পুরীষ আহার করে
কথ কৈব জথ উৎপাত ॥
নরক কুণ্ডেরোপরে
উঠিতে নাহি পারে
বজ্র প্রহার করে দণ্ড লই।
জেই করে পরদার
এরূপ লাঞ্ছন তার
অবিরথ ডাকে পরিত্রাহি ॥
ভবিষ্যতে গতি এই
পরকালের কথা কহি
শুন প্রভু সাবধান হৈয়া।
বালি বানরেশ্বরে
ভ্রাতৃবধু বল করে
রাম-শরে গেল ধ্বংস হৈয়া ॥
লক্ষ্মণের সীমন্তিনী
চন্দ্রকথা সুবদনী
হরিলেক চন্দ্রসেন-সুতে।
ক্রোধাত্যন্ত হৈয়া মনে
সুমিত্রার নন্দনে
তাকে বধ কৈল অস্ত্রাঘাতে ॥
আহ্মার বচন ধর
ভ্রমবুদ্ধি দূর কর
জার প্রেম নাহি স্বামী সনে।
সঙ্গে অল্প পুমানের
কে বাঞ্ছিছে দিন চির
নিতান্ত ভাবিয়া দেখ মনে ॥

তাতে এক বিঘ্ন আছে
কলিঙ্গে শুনিলে পাছে
বরহি হইবে অথান্তর।
আহ্মারে দুর্গতি করি
তোহ্মারে লৈ জাবো ধরি
ভণে দাস ভবানীশঙ্কর॥

রাগ বরাড়ি—ধুয়া।

বুঝিলাম তব সর্ব্ব মর্ম্ম।
কেহ্নে তোকে বোলে হরি
জগত ঈশ্বর করি
কিছু নহি বুঝ ধর্ম্মাধর্ম্ম॥
শুন প্রভু দামোদর
অন্তরে কপট তোর
বক্ত্রে বাচ বদ হাসি হাসি।
নহি তুহ্মি মমাপন
অন্য প্রতি থাকে মন
ব্যর্থ রাধা বলি পুরবাসী॥
মোহন বাঁশীর স্বরে
আর না ডাকিয় মোরে
আর না আসিয় মোর ঘরে।
আপনে বঞ্চহ যথা
আমিহ না জাবো তথা
ভণে দাস ভবানীশঙ্করে॥

ঘোষা।

বন্ধু বুঝিলাম তোর সর্ব্ব মর্ম্ম॥

দুর্গানাম যুগ্মাক্ষর বদে জেই জনে।
যমে বোলে দায় মোর নাহি তার সনে॥
কালকেতু বোলে প্রিয়া তাও কি কারণে।
বরহি আশ্চর্য্য বাক্য শুনি তোমা স্থানে॥
রামা বোলে প্রাণনাথ বাক্য মিথ্যা নহে।
ধর্ম্ম উদ্দেশিয়া আহ্মি কহিলাম নিশ্চয়ে॥
বীরে বোলে যদি কন্যা না দেখি নয়নে।
তোহ্মারে লাঘব করিবাম এই ক্ষণে॥
রামা বোলে শাস্তি মোর হইব অবশ্য।
যদি বিদ্যমানে কন্যা নেত্রে নহি পশ্য॥
চলিলেক মহাবীর গজব্রজ জিনি।
নিজালএ উপস্থিত সঙ্গতি কামিনী॥
গৃহেতে প্রবেশ কৈল যোষিত সহিতে।
অতি সুলক্ষণা কন্যা দেখিল বিদিতে॥
দাণ্ডাইছে সেই কন্যা শুক্ল তেজময়এ।
প্রকাশ করিয়া আছে সমস্ত আলএ॥
বীরে বোলে শুন কন্যা আহ্মার বচন।
কি কারণে ভগ্নালয়ে হৈয়াছে আগমন॥
কাহার দুহিতা তুহ্মি কাহার দয়িতা।
কথাতে নিবাস কর হও কার মাতা॥
কোন বর্ণ হও তুহ্মি কি নাম তোহ্মার।
নিতান্ত করিয়া কহো সর্ব্ব সমাচার॥
বীর-বাক্যে নারায়ণী না কৈলা সিদ্ধান্ত।
মহাক্রোধ হইলেক বীর বলবন্ত॥
কার্ম্মুকেতে গুণ দিয়া করিল টঙ্কার।
ধনু সংযোগেতে অস্ত্র চাহে মারিবার॥
নিতান্ত বুঝিলেন দেবী বীরের চরিত্র।
পদ্মাবতীর বক্ত্র দিগে প্রকাশ কৈলা নেত্র॥
বর দিতে তাকে আহ্মি হৈছি অধিষ্ঠান।
ধ্বংসিবারে চাহে মোরে হানি তীক্ষ্ণ বাণ॥
পদ্মা বোলে বিলম্বের কার্য্য নাহি আর।
চপলেতে পরিচয় দেহি আপনার॥
বীর সম্বোধিয়া বোলেন জগতজননী।
ভবানীশঙ্করে গাএ ভাবী নারায়ণী॥

কামোদ রাগ।

কার্ম্মুকাস্ত্র কেহ্নে লৈছ করে।
জগদম্বা নাম মোর পতি ত্রিজগতেশ্বর
জন্ম মোর নগেন্দ্রের ঘরে॥

শুন পুত্র কালকেতু
আক্সার মায়ার হেতু
পশু প্রাপ্ত না হইল তব।
পশু পক্ষী লুকাইয়া
গোধিকা সদৃশ হৈয়া
বন-বাটে ছিলুমাক্ষি ধ্রুব॥
তুক্ষি ভ্রম মাত হৈয়া
মমাঙ্গে কার্ম্মুক দিয়া
বন্ধ কৈলা ভক্ষিবার কাজে।
গাণ্ডীবের অগ্রে করি
আক্ষারে আনিলা ধরি
ত্যাগ কৈলা ভগ্নালয়-মাঝে॥
পূর্ব্বজন্মান্তরে তোর
সুকৃত আছিল বর
এই হেতু দিলুম দরশন।
অধিষ্ঠান হৈলু এবে
আর ক্লেশ নাহি পাবে
মনে ভক্তি করি লও ধন॥
বলিলেক বীরবরে
যদি কৃপা কর মোরে
দাসের কিঙ্কর হেন জ্ঞানে।
দশভুজা ত্রিনয়নী
রূপা হও নারায়ণী
তবে সে প্রতীত জাই মনে॥
অকস্মাৎ দিগ্‌কর্ত্তা
হইলা জগতমাতা
সেবকের প্রতীত কারণে।
অবনীতে লোটাইয়া
করপুটাঞ্জলি হৈয়া
স্তুতি করে ব্যাধের নন্দনে॥
ভবানীশঙ্করে কহে
দেবী-পদ-সরোরুহে
মন মোর রহোক বিরাজে।
পঙ্কোদ্ভব পাই জেন
হইয়া আনন্দ মন
মকরন্দ পিয়ে অলিরাজে॥

স্তব।

প্রণমহো ত্রাহি দুর্গে দুর্গতিনাশিনী।
নরাধম দাস জ্ঞানে ত্রাহি মাং তারিণী॥
ভবানীর পদাম্বুজ একদৃষ্টে হেরি।
স্তুতি করে মহাবীরে দৃঢ় ভক্তি করি॥
নমো কালি চতুর্ভুজা কজ্জলবরণি।
নমো নমো ত্রিনয়নী বিকটদশনি॥
নমো হরবক্ষে আরোহিণি ত্রাহি কালি।
নমো তীক্ষ্ণাসিধারিণি নমো মুণ্ডমালি॥
নমো নমো ত্রাহি উমা নমো আদ্যা শক্তি।
নমো নমো জগদম্বে মনে করি ভক্তি॥
নমো পুষ্পাতসীবর্ণাভয়া দিকৃপাণি।
নমো নমো ত্রিলোচনি পার্ব্বতি ভবানি॥
নমো ক্লেশধ্বংসা চণ্ডী মৃগেন্দ্রবাহিনী।
নমো দশ হস্তে খড়্গাদি অস্ত্রধারিণী॥
নমো নমো সত্ত্বাদি ত্রিগুণরূপা উমা।
নমো মীনাদি দশাবতাররূপা শ্যামা॥
নমো নমো মার্ত্তণ্ডাদি নবরূপা গৌরী।
নমো বিড়োজাদি দিকৃপালিনী শঙ্করী॥
নমো বীতিহোত্ররূপা কালী কাত্যায়নী।
নমো অম্বুরূপা কালী শম্ভুর ঘরিণী॥
নমো গঙ্গারূপা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
পাপী নিস্তার হেতু হৈলা ত্রিবাটগামিনী॥
নমো লক্ষ্মী বাণী স্বাহা স্বধারূপা চণ্ডী।
নমস্তে সাবিত্রী শচী নমো বিন্ধখণ্ডী॥
নমোরগ কূর্ম্ম করি রূপা নারায়ণী।
ধরাধর হেতু হৈলা অধোনিবাসিনী॥
নমস্তে সত্যাদি যুগরূপিণী চণ্ডিকা।
নমো বসন্তাদি ষট্‌ ঋতুরূপাম্বিকা॥
নমো নিদ্রা ক্ষুধা তৃষ্ণারূপিণী ভবানী।
নমো বাড়বাদি তীর্থরূপিণী রুদ্রাণী॥
নমো জগন্নাথ আদি মূর্ত্তিরূপাপর্ণা।
নমো শালগ্রাম শিলারূপিণী সম্পূর্ণা॥
নমো প্রতিপৎ আদি তিথিরূপা জয়া।
নমো অশ্বিন্যাদি নক্ষত্ররূপিণী অভয়া॥

নমো নমো বিশ্বস্তাদি যোগরূপা শিবা।
নমো বার করণরূপা নমো নিশি দিবা॥
নমস্তে পর্ব্বতরূপা দেবী ত্রিনয়নী।
নমো মহীরুহরূপা লোটাইয়াবনী॥
নমো সর্ব্বামররূপা দেবী ক্ষেমঙ্করী।
নমো সর্ব্বদেবীরূপা ত্রিজগতেশ্বরী॥
নমো নর বানর পশু পক্ষিরূপা গৌরী।
নমঃ স্ত্রীপুমানরূপা স্বয়ম্ভু-সুন্দরী॥
নমো সর্ব্বজীবরূপা দেবী সনাতনি।
সৃষ্টি সৃজন হেতু হৈলা নিরঞ্জনরূপিণি॥
তুহ্মি বিনে ত্রিভুবনে নাহিক দ্বিতীয়।
হেন জ্ঞানে চরণে নমামি ভূয়োভূয়ঃ॥
ন জানামি তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র ধ্যানার্চ্চন।
কেবল দুষ্কৃতি আহ্মি ভক্তিহীন জন॥
শরণ লইনু এবে পদাম্বুজে তব।
মূঢ়াত্মজ জ্ঞানে কিঞ্চিতাধিষ্ঠাতা ভব॥
করযোড় করি বর মাগিএ চরণে।
নিরবধি দুর্গা নাম দেহি মোর বদনে॥
চাতক সদৃশ মোর জন্মিছে পিপাসা।
কাদম্বিনীরূপে মোর পূর্ণ কর আশা॥
কিঙ্করের কিঙ্কর জ্ঞানে দেহি এই বর।
ভ্রম জেন নহি হই দুর্গা যুগ্মাক্ষর॥
হে করুণাময়ি মা করুণাং কুরু কিন্তু।
প্রাপ্তিকালে হরগৌরী স্মরি হোক মৃত্যু॥
ভবানীশঙ্করে বোলে উপাএ নাহি আর।
তন্ত্র উক্ত কালীর নাম ভরসা আহ্মার॥

মালসী।

সার কেবল তোহ্মার চরণ।
ভাবি দেখিলাম স্বান্তে
বর্ত্তমান কাল অন্তে
আর বন্ধু নাহি অন্য জন॥
অহঙ্কপা অনুক্ষণ
স্থির নহে মোর মন
বৈবস্বত-গুরু-ভীত পাইয়া।
সেই ভয় তরিবার
উপায় নাহি দেখি আর
রহিয়াছি চরণ ধেয়াইয়া॥
জেনরূপ চাতকে
মেঘেরাশে বন্ধ থাকে
মেঘে বর্ষে বা না বর্ষে বন।
মহাজ্বালা পিপাসাএ
যদি তার প্রাণ জাএ
অন্য নীর না করে ভক্ষণ॥
মন আহ্মি কৈলাম দৃঢ়
কৃপা কর বা না কর
জাহা ইচ্ছা লএ তোহ্মার মন।
পাই যদি নানা ক্লেশ
প্রাণী মোর হএ শেষ
না লইমু অন্যের শরণ॥
কহেন শঙ্করদাসে
জন্মাবধি গেল ক্লেশে
শরীরে না সহে অপমান।
বলি আহ্মি করযোড়ে
এবে কৃপা কর মোরে
কালী বলি জাউক মোর প্রাণ

ঘোষা।

সার কেবল তোহ্মার চরণ॥

দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষরের মহিমা অপার।
কল্মষেরে ছেদ করে হৈয়া তীক্ষ্ণধার॥
উমাজ্ঞি দেখিয়া বীরের হৃদে হৈল জ্ঞান।
আপনে ভারতী বক্তে হৈলা অধিষ্ঠান॥
পুনঃ পুনঃ স্তুতি করি বন্দে ভূয়োভূয়ঃ।
তুহ্মি বিনে বন্ধু আর নাহিক দ্বিতীয়॥
যদি বালকের প্রতি কিছু কৃপা কর।
তুয়া পদে ভক্তি রৌক দেহি এই বর॥
দেবী বোলেন শুন বাক্য অএ বীরবর।
আজু হোন্তে তুহ্মি মোর পুত্র সমসর॥

ধন লও শুন পুত্র বলিএ তোহ্মারে।
একচিত্ত হৈয়া নিত্য অর্চ্চিয় আহ্মারে॥
গুজরাট বিপিনে নির্ম্মাই দিব পুরী।
সুখে রাজ্য কর তথা হৈয়া দণ্ডধারী॥
গলবস্ত্র হৈয়া বীরে কৈল যুগপাণি।
বীর হস্তে রত্নাঙ্কুরী দিলা নারায়ণী॥
বিষণ্ণবদনে বীরে পুনর্ব্বার কহে।
এই পিত্তলের মুল্য কড়ি কত হএ॥
ধন দিয়া কিঙ্করেরে কৈলা অসন্তুষ্ট।
এই ধনে নষ্ট না হইব মোর কষ্ট॥
বীর-বাক্যে হাস্যাননে বলিলেন ভবানী।
কেবল ছাওয়াল তুহ্মি শুন বীরমণি॥
মনে জ্ঞান কর ধন পিত্তলের তুল্য।
ষষ্ঠাযুত তঙ্কা হএ অঙ্কুরির মুল্য॥
সোমদত্তের স্থানে জাও না ভাবিয় শঙ্কা।
অঙ্কুরীর মূল্য দিব ছয়াযুত তঙ্কা॥
ফুল্লরাএ বোলে মাও করি নিবেদন।
বিপদ্ ঘটিবে যদি শুনয়ে রাজন॥
এই হেতু মানসেতে ভীত বাসি বড়।
বিপদে করিবা রক্ষা জানিয়া কিঙ্কর॥
দেবী বোলেন দাসি তোর নাহিক অশুভ
শক্র-হস্তে বদ্ধ হৈলে নিস্তারিব ধ্রুব॥
পত্নী ধব উভয়ে বন্দিল পদাম্বুজ।
মৃগেন্দ্রারোহিয়া দেবী করিলেন ব্রজ॥
স্বপ্ন কহিলেন সোমদত্তের গোচরে।
ছয়াযুত তঙ্কা গণি দিয় বীর তরে॥
ভবানীর পঙ্কজাঙ্ঘ্রি মনে ধ্যান করি।
গমন করিল বীরে লইয়া অঙ্কুরী॥
সোমদত্তের পুরীতে হইল উপস্থিত।
বীর আগমনে সোম আসিল বিদিত॥
সোম হস্তে ধন দিয়া বোলে মহাবীরে।
ধন রাখি আশু মুল্য দেহত আহ্মারে॥
সোমদত্তে বোলে বাপু শুনহ বচন।
অঙ্কুরীর মূল্য পাইবে কড়ি চারি পণ॥
বীরে বোলে জান তুহ্মি অঙ্কুরীর মর্ম্ম।
শীঘ্র করি দেহ মোরে উল্লঙ্ঘিয়া ধর্ম্ম॥

সোমদত্ত বোলে বাপু কৈলাম পরিহাস্য।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ মূল্য আমি দিবাম অবশ্য॥
ভবানীর রত্নাঙ্কুরী জানিলেক তত্ত্ব।
ছয়াযুত তঙ্কা গণি দিল সোমদত্ত॥
তঙ্কা পাই মহানন্দ হৈল বীরবর।
ধন দিয়া পাঠিলেক বিস্তর কিঙ্কর॥
ভবানীর পাদপদ্ম ভাবি একমনে।
দেবীর প্রস্তাব শ্রীশঙ্করদাসে ভণে॥

ইতি গুরু-বাসরে রাত্রিপালা সমাপ্ত।

রাগ পাহিরা।

পাইয়া বিস্তর ধন
আনন্দিত হৈয়া মন
বস্ত্রাধারে লইল বান্ধিয়া।
কিঙ্কর সভার তরে
আজ্ঞা কৈল মহাবীরে
মমালয়ে গচ্ছ ধন লৈয়া॥
জথেক কিঙ্করগণ
হর্ষযুক্ত হৈয়া মন
ধন-বোঝা তুলি লৈল শিরে।
মানসেতে ভক্তি করি
ত্রাহি দুর্গা দুর্গা স্মরি
অগ্রে গতি কৈল মহাবীরে॥
শ্বেত নেত পীতাম্বর
পট্ট সাড়ি মনোহর
লএ বীরে আনন্দিতমনে।
দিব্য গজমতি হার
নানা রত্ন অলঙ্কার
লইলেক ফুল্লরার কারণে॥
হেম তাম্র রজতের
তৈজস জে কাংস্যাধার
লইল যথার্থ মূল্য দিয়া।
লৈয়া দিবা দোলা হয়
জাএ বীর নিজালয়
স্বাস্তেতে আনন্দ বর হৈয়া॥

ভবানীশঙ্করে ভণে
ভাবি দেখিলাম মনে
দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর সার।
দুর্গা দুর্গা ইতি বাণী
বক্তে, নিত্য কর ধ্বনি
দুষ্কৃতির বন্ধু নাহি আর॥

ঘোষা।

জগদম্বে অবলম্ব স্থান দেহি মোরে।
সরোরুহাঙ্ঘ্রিতে জেন পাংশু প্রাএ রহে মন
কৃপাং কুরু মম্নাধম তরে॥

দুর্গা দুর্গা ইতি বাক্য জেই জনে বদে।
তাহার আপদ নাহি বলিয়াছে বেদে॥
নিজালয়ে বীর যদি উপস্থিত হৈল।
দিব্য পট্টাম্বর বীরে পরিধান কৈল॥
ফুল্লরার হেতু দিল বস্ত্র আভরণ।
এবে কহি শুন গুজরাটের বিবরণ॥
দেবী বোলেন বিশ্বকর্ম্মা গচ্ছ এইক্ষণে।
পুরী নির্ম্মাইয়া দেহ গুজরাট স্থানে॥
দেবীর বাক্য বিশ্বকর্ম্মা করি শিরোধার্য্য।
নির্ম্মাণ করএ তূর্ণ গুজরাট রাজ্য॥
স্ফটিকের স্তম্ভ সব করিয়া স্থাপন।
দিব্য গৃহ রচে জেন অমরা ভুবন॥
ক্রমে ক্রমে গৃহ সর্ব্ব রচিয়া সত্বরে।
বিশ্বকর্ম্মা ব্রজ কৈল যক্ষিনী গোচরে॥
তদন্তরে মহাবীরে চলে মনোরঙ্গে।
দিবা পাক বান্ধিলেক নিজ উত্তমাঙ্গে॥
কনক-জড়িতাম্বর করি পরিধান।
যাত্রা কৈল উমাঙ্ঘ্রি মানসে করি ধ্যান॥
ফুল্লরাএ বোলে প্রভু করি নিবেদন।
এই স্থানে আজু নিশি করহ বঞ্চন॥
বীরে বোলে ভবানী নির্ম্মাই দিছেন পুরী।
দোলা আরোহণ কর শুনহ সুন্দরী॥
প্রভুর বচনে রামা আনন্দ হইল।
শুভক্ষণে যাত্রা করি দোলা আরোহিল॥
নানান মঙ্গল-বাদ্য করিয়া জে ধ্বনি।
দোলা আরোহণ কৈল ব্যাধ-কুলমণি॥
সুন্দরী ফুল্লরা রামা ব্রজ কৈল অগ্রে।
পশ্চাতে চলিল বীর ভাবি ত্রাহি দুর্গে॥
পুরী প্রবেশিল বীরে করিয়া মঙ্গল।
কিঙ্করেরে আজ্ঞা কৈল ছেদিতে জঙ্গল॥
চলিল বিস্তর লোক কুঠার লৈয়া করে।
ছেদিয়া কণ্টক শাখী ত্যাগিল অন্তরে॥
দিব্য স্থান করিলেক অতি পরিষ্কার।
দেখিয়া আনন্দ হৈল ব্যাধের কুমার॥
তদন্তরে মহাবীরে করিলেক স্নান।
দিব্য পীতাম্বর বীরে কৈল পরিধান॥
দুর্গামণ্ডপেতে গেল করিতে অর্চ্চন।
চূত পল্লবিত ঘট করিল স্থাপন॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি রচনা করিল।
রক্তজবা আদি পুষ্প তাম্রাধারে দিল॥
ত্রাহি দুর্গা স্মরিয়া মানসে কৈল ধ্যান।
দুর্গা মন্ত্র জাপ করে মুদিয়া নয়ন॥
ভবানীর পঙ্কজাঙ্ঘ্রি হইল স্পন্দন।
জ্ঞান হৈল জননীর সর্ব্ববিবরণ॥
গতি কৈলেন ভগবতী হৈয়া হরসিত।
কালকেতু বিদ্যমানে হৈলা উপস্থিত॥
শ্রীবাম্বরে করযোড়ে ভক্তি করি মনে।
লোটাই পরিল বীর পঙ্কজ-চরণে॥
উত্তিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ পুত্র বলিলা ভবানী।
কি হেতু স্মরণ মোরে আশু বদ বাণী॥
কালকেতু বোলে মাও দেহি মোরে প্রজা।
প্রজা না হইলে লোকে নহি বোলে রাজা॥
কৃপান্বিত হৈছ আহ্মি কিঙ্করের তরে।
প্রজা দিয়া কর রাজা আহ্মি অধমেরে॥
দেবী বোলেন প্রজা আহ্মি আনি দিব ধ্রুব।
প্রজানাথ করি দিব আজ্ঞাকারী তব॥
চলিলেন নগেন্দ্রজা মৃগেন্দ্রারোহণে।
অন্তগত হৈল অর্ক খগাগ্রজ সনে॥

উপস্থিত হৈলা দেবী প্রজানাথপুরে।
উমাঙ্ঘ্রি ভাবিয়া গাএ ভবানীশঙ্করে॥

সুহি রাগ।

ক্ষণদার্দ্ধ সময়েতে তীক্ষ্ণাসি লইয়া হাতে
মহাভয়ঙ্করীরূপা হৈলা।
হইয়া উন্মত্ত বেশ মুক্ত কৈলা দীর্ঘ কেশ
রসনা দন্ত প্রকাশ করিলা॥
কলেবর অত্যন্ত কালা গলে দোলে মুণ্ডমালা
পরিধানাম্বর ত্যাগ কৈলা।
গতি করি ধীরে ধীরে স্বপ্ন কহিবার তরে
প্রজানাথের সিয়রে বসিলা॥
জাগ জাগ প্রজানাথ আর নিদ্রা জাও কথ
সিয়রে বসিছি আহ্মি চণ্ডী।
গচ্ছ গচ্ছাবিলম্বেতে গুজরাট নগরেতে
তথা গেলে ক্লেশ জাবে খণ্ডি॥
প্রজাগণ লও সঙ্গে বঞ্চিবা জে নানা রঙ্গে
দ্বাদশাব্দ নহি দিবা কর।
কালকেতু পুণ্যবান্ ব্যাধ নহি কর জ্ঞান
মোর পুত্র জান বীরবর॥
বলি আহ্মি বারে বার মনে করি অহঙ্কার
যদি নাহি গচ্ছ প্রজা সাতে।
মনে মা করিয় গর্ব্ব ধ্রুব ধ্বংস হৈব সর্ব্ব
দেখ এই তীক্ষ্ণ খড়্গ হাতে॥
কহেন শঙ্কর দীনে উপায় নাহি উমা বিনে
শুন শুন অএ মূঢ় চিত্ত।
দুর্গানাম মহামন্ত্রে স্থিতি করি বক্ত্র-যন্ত্রে
রসনা-দণ্ডে বাদ্য কর নিত্য॥

মালসী।

শমন-ভয়ে ডাকিএ মা বলিয়া।
গুরু ভীত পাইয়া ডাকি মা বলিয়া
চাও নয়ন-কোণে ফিরিয়া॥
ভব-কারাগারে তব মায়া-ডোরে
আহ্মারে তপাণি বন্ধিয়া।
বৈবস্বত-করে সমর্পি আহ্মারে
আনন্দে রৈলে পাসরিয়া॥
দারুণ বৃত্তান্ত তারিব অত্যন্ত
সুকৃতি-রহিত জানিয়া।
নিবোদ্ধার অঙ্কেতে বঞ্চিব কেমতে
উপায় বদ হে অভয়া॥
কহেন শঙ্করে কৃপা কর মোরে
কিঙ্করের কিঙ্কর জানিয়া।
দেহি এই বর মৃত্যুকালে মোর
প্রাণী জাউক কালী বলিয়া॥

ঘোষা।

শমন-ভয় ত্রাণ কর মোরে॥

স্বপ্ন দেখি মণ্ডলে মানসে পাইল ভীত।
ত্রিযামান্তে বিকর্ত্তন হইল উদিত॥
প্রজালোক প্রজানাথে করিয়া সঙ্গতি।
মহাবীর স্থানেতে মিলিল শীঘ্রগতি॥
প্রজা সঙ্গে প্রজানাথে গলবস্ত্র হৈয়া।
বীরেরে প্রণাম করে ভূমি লোটাইয়া॥
প্রজানাথে বোলে রাজা করি নিবেদন।
প্রজা সব তুয়া পদে কৈলু সমর্পণ॥
পুত্রতুল্য আহ্মারা সবারে দৃষ্টি কর।
তুহ্মি বিনে সংসারেতে বন্ধু নাহি আর॥
এই রাজ্যে না দেখি তত্তুল্য ভাগ্যবান্।
আপনে ভবানী জাকে হৈছেনাধিষ্ঠান॥
মহাবীর বোলে বাক্য শুন প্রজাকান্ত।
কিছু চিন্তা না করিয় বলিল নিতান্ত॥
দেবীর বরে অর্থের অভাব নাহি মোর।
দ্বাদশাব্দ মম স্থানে নহি দিয় কর॥
তদন্তরে মহাবীরে আনি দিব্যাম্বর।
প্রজানাথ তরে ভূষা করিল বিস্তর॥
মুখ্য প্রজাগণ তরে দিল নানা বস্ত্র।
যোদ্ধা সকলেরে দিল নানাবিধি অস্ত্র॥

এইরূপে ভূষা যদি কৈল বীরবরে।
প্রজা লৈয়া প্রজানাথ চলিল সত্বরে ॥
দিব্য দিব্য মন্দির রাজিয়া তত ক্ষণ।
যথাযুক্ত স্থানে স্থানে বৈসে সর্ব্বজন ॥
সে রাজ্যেতে কৃপান্বিত হৈলা নারায়ণী।
দেবীর প্রসাদে লোক হৈল বর ধনী ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ চারি বর্ণ।
আনন্দিতে হেমাধারে অশন করে অন্ন ॥
আর জথ ভিন্ন জাতি বৈসে স্থানে স্থানে
ক্লেশ শোক রহিত জে আনন্দিতমনে ॥
জার জেই যুক্ত কর্ম্ম করে সর্ব্বজন।
দেখিয়া আনন্দ হৈল মহাবীরের মন ॥
ছত্রধারী হইলেক বীর কালকেতু।
বিস্তর রাখিল সৈন্য রিপুভীত হেতু ॥
চমূ সর্ব্বে আনন্দিতে ধনুঃশর হাতে।
অস্ত্রশিক্ষা করে নিত্য বিস্তার ভূমিতে ॥
নিত্য নিত্য উৎসব করএ মহাবীরে।
অপর্ণা ভাবিয়া গাএ ভবানীশঙ্করে ॥

মন্দার রাগ।

জেইরূপে বীরবরে আনন্দে বসতি করে
কহি শুন সেই বিবরণ।
ভক্তিযুক্ত একচিত্ত দিগ্‌দণ্ড মধ্যে নিত্য
অর্চ্চা করে অম্বিকাচরণ ॥
জয়ঢোল করতাল দগরের বাদ্য তাল
করতাল ভেউর শতে শত।
সুললিত বাজে কাড়া খঞ্জার আর মন্দিরা
পিনাক তম্বুরা আদি জথ ॥
মানসে নাহিক শঙ্কা নিত্য বাহে জোর ডঙ্কা
সুললিত শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি।
উভ সন্ধ্যা বীরবরে এইরূপে উৎসব করে
বক্তে নিত্য বদে দুর্গাবাণী ॥
বিপ্রে করে বেদপাঠ মঙ্গল পড়য়ে ভট
দুর্গার গুণ গাএ একচিত্ত।
বাজাইয়া মৃদঙ্গ মানসে হইয়া রঙ্গ
নর্ত্তকী সকলে করে নৃত্য ॥
ভবানীশঙ্করে কহে দেবীর পদ-সরোরুহে
মনে মোর রহউক বিরাজে।
পঙ্কজ পাইয়া জেন হইয়া আনন্দমন
মকরন্দ পিএ অলিরাজে ॥

ঘোষা।

মা অভয়া ভবানী হে তুহ্মি সে ভরসা।
বালক প্রতি ভগবতী পূর্ণ কর আশা ॥

দুর্গা নামাক্ষরদ্বয় জপে জেই নরে।
দুরিতে তাহার দেহে আশ্রয় নহি করে ॥
এইমতে মহাবীরে করে সুখভোগ।
আনন্দে নিবাস করে জথ প্রজালোক ॥
অবিরত করে বীরে দুর্গানামধ্বনি।
প্রজা সবে বদয়ে দুর্গা দুর্গেতি বাণী ॥
তাতে এক দুষ্ট আসি হৈল উপস্থিত।
ভারু দত্ত নাম সপ্ত যোষিৎ সহিত ॥
একজন পুষিতে নারে সপ্ত নারী সঙ্গে।
গৃহ বান্ধি নগরেতে বসিলেক রঙ্গে ॥
শুন শুন কহি এবে তাহার প্রকৃতি।
সত্য বাচ সহিতে শত্রুতা ভাব অতি ॥
পরোপদ্রবের হেতু চিন্তে অবিরত।
এই হেতু মিলে অন্ন ভানু হৈলে গত ॥
ভারুদত্তে বোলে প্রিয়া করহ রন্ধন।
বীর স্থানে জাবো আহ্মি করিয়া ভোজন।
রমণী এ বোলে প্রভু শুন নিবেদন।
তোহ্মার সমান দুঃখী আছে কোন জন ॥
জথ প্রজা বসিয়াছে বীরের নগরে।
স্বর্ণাধারে অন্ন ভক্ষে দেখ ঘরে ঘরে ॥
মতি তোর বিপরীত সর্ব্বলোকে ঘোষে।
দিনান্তে না মিলে অন্ন প্রকৃতির দোষে ॥
তোহ্মার সমান দুঃখী কেবা আছে ভবে।
গত দিন অনশন আজু কথা পাবে ॥
পত্নীবাক্যে ভারুদত্ত চলিল ত্বরিতে।
কথ বট ভগ্ন কপর্দ্দক লৈয়া সাথে ॥

পুত্র সঙ্গে জাএ ভারু ত্বরিত গমন।
দোকানী সভার স্থানে মিলে ততক্ষণ॥
ভারু বোলে দোকানী আহ্মারে দেয় অন্ন।
কপর্দ্দক কালুকা আনিয়া দিব তূর্ণ॥
পসারীএ বোলে তোর বাক্য নহে সত্য।
মিথ্যাবাদীর বচন মানসে নহি প্রত্য॥
চক্ষু প্রকাশিয়া ভারু কম্পে থরে থর।
তোহ্মা থাকি অবশ্য লইব আহ্মি কর॥
অকস্মাত গেল আহ্মি বীরের সদন।
বীরে মোরে ছাড়ি দিল নিজার্দ্ধ আসন॥
বোলে তুহ্মি কুলবন্ত আহ্মার রাজ্যেতে।
তোহ্মারে রাখিব প্রজা থাকি কর লৈতে॥
ভারু-বাক্যে পসারী মানসে পাইল ভীত।
ত্বরাযুতে মাপি চাউল দিলেক ত্বরিত॥
এই মতে ভক্ষ্যের সামগ্রী সব লৈয়া।
মৎস্যের দোকানে ভারু মিলিলেন্ত গিয়া॥
ভাল ভাল মৎস্য সব বাছি বাছি তোলে।
ভারুর চরিত্র দেখি ডোমনিএ বোলে॥
শুন ভারুদত্ত তোর হইয়াছে কুদিন।
কপর্দ্দ না দিয়া ব্যর্থ কেনে লও মীন॥
অবশ্য লাঘব আজি হবে মোর করে।
আহ্মা ভাণ্ডি জাইবারে না পারিবে ঘরে॥
এ বলিয়া ডোমনারী মৎস্য ধরি টানে।
ভগ্ন কড়ি পতন হৈল সনিয়াম্বর হোনে॥
লজ্জা পাই ভারুদত্ত চলিল গৃহেতে।
মীনহীন ভক্ষ্য দ্রব্য লইয়া সহিতে॥
এই মতে ভারুদত্তে পোষএ উদর।
আর এক দিনে গেল বীরের গোচর॥
বসিয়াছে মহাবীর দিব্য সভা করি।
সভামধ্যে বৈসে ভারু যোগাসন ভিরি॥
স্বর্ণপাত্র পূর্ণ করি লইয়া চন্দন।
সভাতে দিবারে গন্ধ চলিল ব্রাহ্মণ॥
ভবানীর পদ্মাম্বুজ ভাবিয়া মানসে।
একচিত্ত হৈয়া ভণে শ্রীশঙ্করদাসে॥

ঘোষা।

অভেদ গৌরী শিব সীতা রাম।
একবার আহ্মার পুরাও মনস্কাম॥

প্রজানাথ-ললাটেতে গন্ধ দিল অগ্রে।
তদন্তরে পাইলেক নৃপ পাত্রবর্গে॥
ক্রোধ হৈয়া ভারুদত্তে দিলেক উত্তর।
বুঝিলাম অএ ব্যাধ বিবেচনা তোর॥
কুলবন্ত হই আহ্মি হই সভাপতি।
মমাগ্রেতে দিলে গন্ধ মণ্ডলের প্রতি॥
জেমত মনুষ্য তুহ্মি তেমন জানিবে।
কিরূপ মনুষ্য আহ্মি তুহ্মি কি বুঝিবে॥
শূদ্রমধ্যে নাহি দত্তকুল সমসর।
আহ্মাকে না জান তুহ্মি কেবল বর্ব্বর॥
পূর্ব্বে পশুবধ কৈলা কার্ম্মুকাস্ত্র করে।
ফুল্লরা বেচিছে মাংস নগরে নগরে॥
পরধন পাইয়া জর্ম্মিছে অহঙ্কার।
আজু হোন্তে কালরূপী হইলুম তোহ্মার॥
ভারু-বাক্যে ক্রোধান্বিত হৈয়া বীরবরে।
ডাক দিয়া বলিলেক পদাতির তরে॥
বীরবাক্যে ভারুদত্ত বন্ধন করিয়া।
নির্ব্বাস প্রহার করে ক্ষৌণী লোটাইয়া॥
প্রজানাথে বোলে রাজা করি নিবেদন।
অপমান পাইল এবে রক্ষএ জীবন॥
জীবন সংশয় হৈছে রক্ষ ভারুদত্ত।
বুঝিলুম স্বভাব তার তুল্য উনমত্ত॥
মণ্ডলের বাক্য শুনি ভারু ছাড়ি দিল।
ত্যাগিয়া দেহের পাংশু সত্বরে চলিল॥
নগর বাহিরে দেখে বীরের খাসী জাএ।
লাম্ফ দিয়া সেই খাসী ধরিল ত্বরাএ॥
ব্রজ কৈল ভারুদত্ত ভাবি অপমান।
ত্বরাএ মিলিল গিয়া নৃপ বিদ্যমান॥
কান্দি কান্দি ভারুদত্তে কহে কাকুবাণী।
ভবানীশঙ্করে গাএ ভাবি ত্রিনয়নী॥

রাগ—পাহিরা।

রাজা ব্যাধ হৈল গুজুরার কান্ত।
মহাবীর কালকেতু শুন রাজা তোহ্মা হেতু
কিছু ভীতি নহি বাসে স্বান্ত ॥
মনে গর্ব্ব হৈছে তার করি বর অহঙ্কার
সিংহাসনে বৈসে ব্যাধপুত্র।
পুরীর মহিমা জথ তাহা বা কহিব কথ
উত্তমাঙ্গে ধরে রাজচ্ছত্র ॥
মানসে নাহিক শঙ্কা নিত্য বাহে জোর ডঙ্কা
করতাল ভেউর জয়ঢোল।
মৃদঙ্গ খঞ্জরী কারা বাজে আর মন্দিরা
দুই সন্ধ্যা করে মহারোল ॥
পূর্ব্বে সেই বীরবরে গাণ্ডীবাস্ত্র লৈয়া করে
পশু বধে বিপিন মাঝারে।
ফুল্লরা তাহার নারী মাংস লৈয়া শিরোপরি
বেচিয়াছে নগর বাজারে ॥
কহেন শঙ্কর দীনে উপায় নাহি উমা বিনে
শুন শুন অএ মূঢ় চিত্ত।
দুর্গা নাম মহামন্ত্র স্থিতি করি বক্ত্র-যন্ত্র
রসনা-দণ্ডে বাগু কর নিত্য ॥

মালসী।

ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি মাং অভয়া।
অভয় সঙ্গে রৈল মন ভৃত্যতুল্য হৈয়া ॥

বিষতুল্য বিষএত মন তাহে হৈল রত
দুর্গা-নাম-পীযূষ-রস রৈলুম পাসরিয়া।
বলবন্ত কলমসে মন ভোলাইল মিথ্যা রসে
কি সিদ্ধান্ত দিব অন্তে যমালয়ে গিয়া ॥
কীট পতঙ্গাদিগণ মতিভ্রম ক্রমে জেন
উজ্জ্বল বীতিহোত্রে পড়ে ঘুমিয়া ঘুমিয়া।
কহে দাস শ্রীশঙ্কর আর বন্ধু নাহি মোর
অন্তকালে হোক মৃত্যু দুর্গানাম জপিয়া ॥

ঘোষা।

ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি মাং অভয়া ॥

দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর জান মহামন্ত্র।
জাহা শ্রেষ্ঠ করিয়াছে বেদাগম তন্ত্র ॥
পুনর্ব্বার ভারুদত্তে বোলে ষোড়করে।
ব্যর্থ রাজপদ বিধি দিয়াছে তোহ্মারে ॥
একচ্ছত্রে জেই নৃপে রাজ্য নাহি করে।
অবনীতে সেই রাজা ব্যর্থ প্রাণ ধরে ॥
ক্রোধ হৈল মহারাজা তুল্য বীতিহোত্র।
অদ্য দিবসেতে বলি দিব ব্যাধপুত্র ॥
গচ্ছ গচ্ছ কোটোয়াল সর্ব্বসৈন্য লৈয়া।
মোর বিদ্যমানে আন বন্ধন করিয়া ॥
পঞ্চ পাত্রে বোলে রাজা করি নিবেদন।
ভট্টবেশ করিয়া পাঠাও দুই জন ॥
তত্ত্ব বুঝি আসিবারে কিবা মিথ্যা সত্য।
ভারুর বচন রাজা মনে নহে প্রত্য ॥
দুই চরের তরে আজ্ঞা কৈলা নরেশ্বর।
ভট্টবেশে সত্বরে চলিল দুই চর ॥
বিনোদপুর সিগাপুর আর চণ্ডীর হাট।
গ্রাম সব ত্যাগিয়া মিলিল গুজরাট ॥
ক্রমে ক্রমে সর্ব্বপুরী করিয়া ভ্রমণ।
উপস্থিত হৈল গিয়া বীরের সদন ॥
জয়মঙ্গল বলি ভট্টে আশীর্ব্বাদ করে।
বসিবারে আসন দিলেক বীরবরে ॥
মহাবীরে বোলে ভট্ট আসিয়াছ কেনে।
ভট্ট বোলে আসিয়াছি তোহ্মার দরশনে ॥
তদন্তরে মহাবীর আনন্দ হইয়া।
ভট্ট বিদায় করিলেক মুদ্রাম্বর দিয়া ॥
চলিলেক দুই ভট্ট আশীর্ব্বাদ করি।
সত্বরে মিলিল জথা কলিঙ্গাধিকারী ॥
ভূমিগত হইয়া বন্দিয়া নরকান্ত।
একে একে কহে গুজুরাটের বৃত্তান্ত ॥
ভবানীশঙ্করে গাএ ভাবী নারায়ণী।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর দুর্গতিনাশিনী ॥

ঘোষা ।

কালী হরি হর বদ ।
তিন এক ব্রহ্ম হএ অপি নহে ভেদ ॥
হরকালী বনমালী জপে জেই নরে ।
তারে দেখি ভয় বাসে বুজিন্ত্বধিকারে ॥
জথ জীবে ত্রাস ভাবে শমনের ভএ ।
দুর্গাভক্তের কি মহিমা শমনে ডরাএ ॥

পয়ার ।

চরে বোলে শুন রাজা মোর নিবেদন ।
সিংহাসনে বসি আছে ব্যাধের নন্দন ॥
একবক্তে, তার বাক্য বলিতে না পারি ।
ততোধিকৈশ্বর্য্য হৈছে গুজুরাধিকারী ॥
দিব্য দিব্য গৃহ সব বান্ধিছে বিস্তর ।
স্ফটিকের স্তম্ভ সর্ব্ব দেখিতে সুন্দর ॥
দুই সন্ধ্যা নানা বাগু বাজএ বিশেষ ।
নর্ত্তকীএ নৃত্য করে করি অঙ্গবেশ ॥
বিস্তর দেখিলু সৈন্ত করে ধনুর্ব্বাণ ।
ক্রমে ক্রমে রাখিয়াছে বন্দুক কামান ॥
মত্ত করিবর হয় দেখিলু অসংখ্য ।
ভারুর বচন জান সকলি প্রত্যক্ষ ॥
চরের বচনে রাজা ক্রোধ হৈল মন ।
আজু বলি দিব আহ্মি ব্যাধের নন্দন ॥
গচ্ছ গচ্ছ সর্ব্ব সৈন্ত না কর বিলম্ব ।
বাগুভাণ্ড লও সঙ্গে করি মহারম্ভ ॥
চলিলেক সৈন্তগণ লৈয়া ধনুর্ব্বাণ ।
ক্রমে ক্রমে লইলেক বন্দুক কামান ॥
লক্ষে লক্ষে তুরঙ্গম মত্ত করিবর ।
একে একে চলিলেক পদাতি বিস্তর ॥
কর্ণাল ভেউর বাগু অতি বর ভাল ।
মন্দিরা বাজাএ কাচা কাংস্য করতাল ॥
দগরের চারু ধ্বনি আর জয়ঢোল ।
শ্রবণেতে তালি লাগে করি মহারোল ॥
এইমতে বাগুধ্বনি করি ততক্ষণ ।
অস্ত্র-করে চলে সেনা হৈয়া ক্রোধমন ॥
একে একে ত্যাগ কৈল সর্ব্ব রাজবাট ।
উপস্থিত হইল নগর গুজুরাট ॥
ব্যূহ করি এক স্থানে রৈল সর্ব্বজন ।
একাযুক্তি হৈয়া বুদ্ধি স্থির কৈল মন ॥
দেবীদাস দুর্গাদাস দুই প্রধান চর ।
বার্ত্তা হেতু পাঠাইল যথা বীরবর ॥
বীর সম্বোধিয়া বলিলেক দুই চরে ।
দুর্গাপদ ভাবি গাএ দাস শ্রীশঙ্করে ॥

বরাড়ি রাগ ।

ধুয়া ।

মনুভদ্রবাজ, এবে তোর কি হবে উপাএ ।
মহাক্রোধান্বিত হৈয়া
কাম্মু কাস্ত্র করে লৈয়া
আসিয়াছে সুমিত্রাতনএ ॥
ত্যাগ করি অন্ন বন
অহঃক্ষপা অনুক্ষণ
ব্যর্থ তোর মায়ে তপ কৈল ।
আপনে বৈকুণ্ঠেশ্বর
ব্যর্থ সে দিলেক বর
ব্যর্থ পুরী শূন্তে নির্ম্মাইল ॥
বিড়োজাদি দেব যথ
ভীতি পাইয়া মানসেত
নহি আইসে তোহ্মার নিকটে ।
আস্তাছে লক্ষ্মণ বীর
ছেদিবারে তোর শির
এবে বদ্ধ হইলা সঙ্কটে ॥
গ্রীবাএ অম্বর দিয়া
করপুটাঞ্জলি হৈয়া
ভজ গিয়া লক্ষ্মণচরণে ।
যথাশক্তি আছে তোর
আশু আসি যুদ্ধ কর
ভবানীশঙ্করদাসে ভণে ॥

ঘোষা।

রাজা এবে তোর কি হবে উপায়॥

দুর্গা দুর্গা শব্দ জার বক্তে নিঃসরএ।
কল্মষেরে দাহ করে হৈয়া ধনঞ্জএ॥
চরে বোলে শুন ধর্ম্মকেতুর নন্দন।
রাজা মোরে পাঠাইয়াছে তোমার সদন॥
যদি সে কল্যাণ চাও দদস্ব এ কর।
নহে যুদ্ধ কর যদি শক্তি থাকে তোর॥
দূতবাক্যে ক্রোধ হৈয়া বোলে বীরমণি।
কদাচিত তাকে কর নাহি দিব পুনি॥
যদি যুদ্ধ করে রাজা বড় ধন্য ধন্য।
গাণ্ডীবাস্ত্র লইয়া বধিমু তার সৈন্য॥
দুর্গার প্রসাদে আহ্মি নহি বাসি ডর।
বধিমু সকল সৈন্য হানি তীক্ষ্ণ শর॥
বীরবাক্যে উভয় দূত করিল গমন।
সেনাপতি স্থানে কহে বীরের বচন॥
ক্রোধ হৈয়া সেনাপতি কম্পে থরে থর।
বীর-সৈন্য সঙ্গে যুদ্ধ করিল বিস্তর॥
ক্রমে ক্রমে বীর-সৈন্য সর্ব্ব পরাজিয়া।
পুরীমধ্যে গেল সৈন্য কার্ম্মুকাস্ত্র লৈয়া॥
পুষ্পকেতু সহিতে আছিল বহু রণ।
বন্দী হৈল পুষ্পকেতু দৈবের কারণ॥
দূতে বার্ত্তা কহে কালকেতুর গোচর।
ক্রোধে ধনঞ্জয় তুল্য হৈল বীরবর॥
লাম্প দিয়া উঠিলেক ধনু লৈয়া করে।
ফুল্লরাএ জানিলেক থাকি অন্তঃপুরে॥
ব্যাকুল হইয়া রামা চলিল চপল।
প্রভুর চরণে পড়ে আউলাই কুন্তল॥
ফুল্লরাএ বোলে প্রভু ক্ষেমা দেও রণ।
রাজকর দিয়া সুখে বঞ্চি দুই জন॥
বীর বোলে ব্যর্থ প্রিয়া বাধা কর কেনে।
কি করিতে পারে মোরে রাজসৈন্যগণে॥
দুর্গার পঙ্কজাঙ্ঘ্রি আহ্মি ধরিছি অন্তরে।
শত্রু সবে পরাজিতে না পারিবে মোরে॥
গ্রহবৈগুণ্যতাক্রমে যদি বন্ধ করে।
অবিলম্বে জগদম্বে নিস্তারিবে মোরে॥
এই মতে মহাবীরে কান্তা শান্ত করি।
ত্বরমানে গেল রণে ধনুর্ব্বাণ ধরি॥
সিংহনাদ করিলেক করি বীরদর্প।
বলিতে লাগিল জেন গর্জ্জে কাল সর্প॥
শুন শুন কলিঙ্গ-চমু আহ্মার বচন।
তোর নৃপ সম মূঢ় নাহিক ভুবন॥
যথেক ঐশ্বর্য্য মোর ভবানীর বরে।
রাজ্য করি আছি আহ্মি বিপিন ভিতরে॥
তাতে আসি হিংসা করে দুরন্ত কলিঙ্গ।
এই ক্ষণে সর্ব্ব সৈন্য রণে দিবে ভঙ্গ॥
এ বলিয়া কার্ম্মুকেতে জুড়িলেক শর।
শরাঘাতে চমুনাথ হইল জরজর॥
অস্ত্রবৃষ্টি করিলেক সৈন্যের উপরে।
লক্ষে লক্ষে পড়ে সৈন্য সমর ভিতরে॥
সহিতে না পারে অস্ত্র দৃঢ় হৈয়া পড়ে।
ভঙ্গ দিয়া শেষ সৈন্য পলাইল ডরে॥
জেই পথে মহাবীরে করে আগমন।
সেই বাটে লুকি দিয়া রহে সেনাগণ॥
রণ জিনি কালকেতু হৈল হরষিত।
ক্লেশদশা আসিয়া হইল উপস্থিত॥
দুর্গানাম মানসে হইল বিস্মরণ।
ধনুর্ব্বাণ ত্যাগি গৃহে করিল গমন॥
শূন্যহস্তে জাএ বীর অহঙ্কার করি।
চতুর্দ্দিকে রাজসৈন্য ধরিলেক বেড়ি॥
হস্ত-পদ বদ্ধ কৈল দিয়া দৃঢ় পাশ।
ফুল্লরা ক্রন্দন করে হইয়া নৈরাশ॥
ভবানীশঙ্করে এই বাঞ্ছে মানসেতে।
দুর্গা স্মরি প্রাণী মোর জাউক কালাস্তেতে॥

করুণ ভাটিয়ার।

কান্দে রামা ফুল্লরা যুবতী।
কেশ দুই ভাগ করি
কোটালের চরণে ধরি
লোটাইয়া পড়িলেক ক্ষিতি॥

কহির রাজার ঠাই
কোন অপরাধ পাই
পতি মোর করিছেন বন্ধন।
বিপিনে করিয়া পুরী
আনন্দে বসতি করি
হরি না আনিছি রাজধন ॥
শুনহ নৃপতি-চর
এবে ক্রোধ ক্ষেমা কর
অবশ্য দিবাম রাজকর।
বলি আম্মি করজোরে
প্রভু দান দিয়া মোরে
সম্বাদ জানাও দণ্ডধর ॥
কোটোয়ালে [বোলে] রামা
শোক তুম্মি কর ক্ষমা
নৃপাজ্ঞা লঙ্ঘিতে নাহি পারি।
কহিব ভূপতি তরে
যদি রাজা আজ্ঞা করে
ক্ষণদান্তে দিব মুক্ত করি ॥
নিষ্ঠুর বচন শুনি
দুঃখ ভাবি সুবদনী
গৃহে গেল কান্দিয়া কান্দিয়া।
ভবানীশঙ্করে ভণে
এই বাঞ্ছা করি মনে
মৃত্যু হোক দুর্গানাম জপিয়া ॥

ঘোষা।

বদ মন রাম নাম বাণী।
অএ মন দুরাচার ভবে বন্ধু নাহি আর
রাম বলি ত্যাগ কর প্রাণী ॥
দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর বৃজিনের অরি।
সুধারস জ্ঞানে পান কর বক্ত্র ভরি ॥
বিবিধ প্রকারে বীর করিয়া বন্ধন।
চপলে লইয়া গেল রাজার সদন ॥
দেখি আনন্দিত হৈল কলিঙ্গাধিপতি।
বহু মুদ্রাম্বর দিল বাহিনীর প্রতি ॥

নৃপে বোলে সৈন্যগণ কহো সমাচার।
কোন রূপে বন্দী কৈলা ব্যাধের কুমার ॥
চমূনাথে বোলে রাজা শুন নিবেদন।
বহু যুদ্ধ করিছিল ব্যাধের নন্দন ॥
বিস্তর প্রকারে আম্মি সন্ধান করিয়া।
বন্দী করি ব্যাধ-সূনু আনিছি বান্ধিয়া ॥
কথাতে রাখিব আজ্ঞা কর নরেশ্বর।
রাজা বোলে কারাগারে আশু বন্দী কর ॥
এত অহঙ্কার তার ব্যাধপুত্র হৈয়া।
কালুকা ছেদিমু তারে তীক্ষ্ণাসি লইয়া ॥
নৃপবাক্য কোটোয়ালে শিরোধার্য্য করি।
কারাগারালয়ে ব্যাধ লইয়া গেল ধরি ॥
বন্দী করে কালকেতু নানান প্রকারে।
লোহার ছিকল দিল গ্রীবার উপরে ॥
বৃহৎ দারুর রন্ধ্রে চরণ রাখিয়া।
বীর বন্দী করিল দুরন্ত কোটালিয়া ॥
এই মতে স্থানে স্থানে বান্ধি কলেবর।
গুরু এক শিলা দিল বক্ষের উপর ॥
বন্দী করি ক্ষপাপতি হইল বাহির।
বন্ধনে বেদনা পাই কান্দে মহাবীর ॥
ক্লেশ খণ্ডিবার যোগ হইল তখন।
দুর্গা নাম মানসেতে হইল স্মরণ ॥
ত্রাহি দুর্গা বলিয়া রোদন করে বীরে।
ভবানী ভাবিয়া গাএ দাস শ্রীশঙ্করে ॥

কর্ণাট রাগ।

কান্দে বীর কালকেতু কারাগার ঘরে।
বন্ধনে যন্ত্রণা পাই ত্রাহি দুর্গা স্মরে ॥
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা বোলে চারি বেদে।
আম্মা ক্লেশ দেহ অম্বে কোন অপরাধে ॥
যদি প্রাণী জাএ মোর কারাগার ঘরে।
তোম্মার অকীর্ত্তি লোকে ঘুষিবে সংসারে ॥
মৃগ বধি সুখে ছিলুম গোলাট নগরে।
বুঝিলাম ধন দিলা লাঞ্ছনের তরে ॥
একবার ত্রাণ মোরে কর ইন্দুমুখী।
মাএ পুত্র বধ করে এমন নাহি দেখি ॥

জাউক পাপিষ্ঠ প্রাণ ভীত নহি করি।
তব অপযশ রৈল ত্রিজগত ভরি ॥
এ বলিয়া অভয়াঙ্ঘ্রি মানসে বন্দিযা।
কাকু করে মহাবীরে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥

অথ পঞ্চাশাক্ষর স্তব।

ঘোষা।

বন্দম নারায়ণী ত্রিজগতেশ্বরী।
বন্ধনের ক্লেশ আর সহিতে না পারি ॥
অনন্ত মহিমা তোম্মার অনন্ত আকার।
অন্ধ গৃহে বন্ধন দেহে করিলা আন্ধার ॥
আজ্ঞা প্রতি হইয়াছে রাজাদিত্যাত্মজ।
অম্বে মোরে রক্ষা কর আশু করি ত্রজ ॥
ইন্দুবক্ত্রা ভয়ত্রাতা আম্মি কাকু করি।
ইন্দ্রিয়ের ক্লেশ আর সহিতে না পারি ॥
ঈশান-অবলা এবে ত্যাগিয়া কপট।
ঈশ্বরী শঙ্করী মোরে নিস্তার সঙ্কট ॥
উষা অনিরুদ্ধ হেতু যুদ্ধ ছিল বর।
উদ্ধারিলা বাণ-প্রাণ হস্তে চক্রধর ॥
উপদ্রবানেক পাই বন্ধন কারণে।
উমা অম্বে অবিলম্বে পশু সকরুণে ॥
ঋণক্রমে দিন গত যত্তপিহ হৈল।
ঋপু মোর ভবে আর কেহ নহি ছিল ॥
ঋক্ অথর্ব্ব যজুঃ সাম দিগাঙ্ক সহিতে।
ঋতু মিশাইয়া ধন দিলা মোর হাতে ॥
৯লা [লীলা] ক্রমে মেঢ্র ধ্বংস কৈলা বিড়োজার।
৯লাএ [লীলায়] সুরথে রাজ্য পাইল আপনার ॥
ৡন [লীন] কৈলা কথ ভক্ত পঙ্কজ অঙ্ঘ্রিতে।
ৡপি[লিপি] ছিল আম্মি দাস বন্ধনে মরিতে ॥
একালয়ে রাজভয়ে তুয়া পদ ভাবি।
এবে আইস রক্ষ দাস দক্ষাত্মজা দেবী ॥

ঐরাবতবক্ত মাতঃ কৃপা করি মনে।
ঐশ্বর্য্য অনেক মোরে দিলা কি কারণে ॥
ওয়ঁা ওয়ঁা শব্দ করে জর্ম্মি মাত্র নরে।
ওই মত শক্তি নাহি শব্দ করিবারে ॥
ঔকার বর্ণবাচকের দয়িতার চরণ।
ঔষধে বিপদ্ নাশে বেদের বচন ॥
অঙ্গোত্তমে পঙ্কজাঙ্ঘ্রি প্রেস একবার।
অভয় নাশি বন্ধন ধ্বংসি জাউক আন্ধার ॥
অধম কিঙ্কর যদি রাজহস্তে মার।
অকারণে পতিতপাবনী নাম ধর ॥
কলেবরে স্থির নহে মম অঘ প্রাণ।
কলিঙ্গের ভীতি হোন্তে কর পরিত্রাণ ॥
খীনবল হৈল মোর বন্ধন কারণে।
খড়্গ হাতে ক্ষপান্তেতে ছেদিব রাজনে ॥
গ্রীবামাঝে নররাজে দিছে লৌহ পাশ।
গাও নারিবারে নারি আছে মাত্র শ্বাস ॥
ঘোরতর অন্ধকার বন্দিশালা গৃহে।
ঘৃণা করে কলেবরে ক্লেশ নহি সহে ॥
ঙমা কালী মুণ্ডমালী উগ্রের দয়িতা।
ঙদ্ধার অধম নর হৈয়া কৃপান্বিতা ॥
চণ্ডালের সমসর দুষ্ট দণ্ডধরে।
চর্ম্ম মেদ করি ছেদ প্রহারিছে মোরে ॥
শ্রদ্ধা পূর্ণ কৈলা তার ধনপুত্র বরে।
ছত্রধারী কৈলা মোরে লাঞ্ছনার তরে
যন্ত্রণার হেতু মোর স্থির নহে প্রাণ।
জগদম্বে অবিলম্বে কর পরিত্রাণ ॥
ঝর ঝর রক্ত পড়ে বন্ধনের ঘাএ।
ঝাটে আইস মরে দাস কারাগারালএ ॥
ঞি [নি]য়মেতে গোলাটেঙ্গে সহিতে যুবতী।
ঞি [নি]শ্চিন্তাএ ভগ্নালয়ে করিলুম বসতি ॥
টোন শর ধনু মোর দদম্ব এ আশু।
টঙ্কারিয়া ধনু শরে পুনি বধম পশু ॥
ঠাকুরাণী সনাতনী কৃপামনে ঈক্ষ।
ঠাই দেহি পদ বহি নাহি মোর লক্ষ্য ॥
ডর হোন্তে রক্ষা কর দেবী দশভুজা।
ডঙ্কা বাহি চলি জাই লজ্জা পাউক রাজা ॥

চক্রাদিভির্ব্বাস্তক্রমে নৃপ করি মোরে।
চঙ্গপ্রাএ রঙ্গ দেখাইলা জগতেরে ॥
আনন্দিতে বাম হাতে ধরিলুম কুঞ্জর।
আননে স্মরিতে বাচ শক্তি নাহি মোর ॥
তাড়নাএ প্রাণী জাএ বন্ধন-মন্দিরে।
ত্রাণ কর ক্লেশ আর না সহে শরীরে ॥
থর থর করি মোর কম্পে অসু স্বান্ত।
থাকিতে জননী মোরে বধে নরকান্ত ॥
দুঃখ হোস্তে ত্রাণ হইতে লক্ষ্য নাহি আর।
দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর ভরসা আহ্মার ॥
ধন দিয়া পূজা লৈয়া রাজা করি মোরে।
ধ্বংস কর কি কারণে কলিঙ্গের করে ॥
নাহি পারি দেহ লাড়ি পার্শ্ব ফিরাইতে।
নয়নের ধারা মোর বহে এক স্রোতে ॥
প্রাণী জাইতে বন্ধনেতে যদি থাকে লিপি।
পদ হেরি শীঘ্র মরি দুর্গামন্ত্র জপি ॥
ফিরি ফিরি কাকুতি করি মাগি এই বর।
ফিরি চাও গৌরী মাও জানিয়া কিঙ্কর ॥
বন্ধুহীন আহ্মি দীন জন্মিছি সংসারে।
বান্ধব সোদর ভবে না দিছ আহ্মারে ॥
ভয়ার্ণবত্রাতা ভব ভবানী জননী।
ভূপতির ভীতি হতে রক্ষ নারায়ণী ॥
মায়ে যদি পুত্র বধিবারে শ্রদ্ধা কর।
মহেশের সগোচর লজ্জা পাবে বর ॥
জেই মতে প্রাণী রহে চিন্তহ উপায়।
জেইরূপে এই নৃপে অপমান পায় ॥
রণ হেতু ভীতি কিছু না ছিল আহ্মার।
রাজদল বাহুবলে করিলু সংহার ॥
লজ্জা পাই শেষ সৈন্য রৈল পলাইয়া।
লাঞ্ছন করিল মোরে হীনাস্ত্র পাইয়া ॥
বলবন্ত নরকান্ত নহে মম হোনে।
বন্দী হইলাম তবাকৃপার কারণে ॥
শিবানী ভবানী অম্বা ডাকি বারে বার।
শঙ্করীর অঙ্ঘ্রি বিনে উপায় নাহি আর ॥
ষষ্ঠ ঋতু কষ্ট পাইলু গোলাট ভুবন।
শস্ত্রহাতে বিপিনেতে করিলু ভ্রমণ ॥
সিংহাদি পশু বধি কৈলু গুজারণ।
সেবক হেন করি জ্ঞান দিলা রত্ন ধন ॥
হস্তিপৃষ্ঠে আরোহিছি দেখিলেক সর্ব্বে।
হীনজন জ্ঞান কেন না করিলা পূর্ব্বে ॥
ক্ষণান্তরে প্রাণ মোর জাবে ক্লেশ শোকে।
ক্ষৌণীতে কলঙ্ক তোহ্মার ঘুষিবেক লোকে ॥
বিন্দু শর যুক্তাক্ষর স্তব সুধাময়।
দুর্গাঙ্ঘ্রি ভাবিয়া শ্রীশঙ্করদাসে গায় ॥

ইতি পঞ্চাশাক্ষর স্তব সমাপ্ত ॥

বীর কালকেতু জননী জননী বলি ডাকে।
কি তোহ্মার কঠিন হিয়া,বালকেরে ক্লেশ দিয়া
কিরূপে পাসরি মাএ থাকে ॥
জননীর সগোচরে যদি অপবাদ করে
মাএ যদি ভুজযুগে বান্ধে।
দৃঢ় দণ্ড লৈয়া করে যদি সে প্রহার করে
তথাচ জননী বলি কান্দে ॥
পুত্রের কাকুতি শুনি
কোলে তুলি লএ পুনি
পুনর্ব্বার স্তন দে বদনে।
বল দেখি এই সংসারে
অপরাধী তনয়েরে
ত্যাগ করিয়াছে কোন জনে ॥
শুনিয়াছি ধীর-বক্তে
বল্যাছে আগম তন্ত্রে
দুঃখ নাশে দুর্গা নাম স্মরণে।
হেন নাম ব্যর্থ কর
ত্যাগ করি অধম নর
এ বরি আশ্চর্য্য ভাবি মনে ॥
ভবানীশঙ্করে ভণে
নিতান্ত জান্যাছি মনে
দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর সার।
দুর্গা দুর্গা ইতি বাণী
বক্তে নিত্য কর ধ্বনি
দুষ্কৃতির বন্ধু নাহি আর ॥

ঘোষা।

জননী জননী বলে ডাকে ॥
দুর্গা নামাক্ষরদ্বয় বদ নিরবধি।
কৃতান্তের যন্ত্রণা হোন্তে নিস্তার হবে যদি ॥

এই মতে কালকেতু করএ ক্রন্দন।
ভবানীর পঙ্কজাঙ্‌ঘ্রি স্পন্দিল তখন ॥
জানিলেন ভগবতী সমস্ত বৃত্তান্ত।
বীর বন্দী করিয়াছে কলিঙ্গের কান্ত ॥
জেই কর্ম্মে নিযোজিত করিছেন জাহাবে।
অবশ্য করিতে হয়ে খণ্ডাইতে নারে ॥
এই হেতু বোলেন দেবী পদ্মা সম্বোধিয়া।
কোন ভক্তে ভাবে মোরে পশুএ গণিয়া ॥
দেবীর বাক্যে পদ্মাবতী হইল হরিষ।
চপলে মেলিয়া দেখে গ্রহস্থ জ্যোতিষ ॥
ক্রমে ক্রমে অঙ্ক সব ভূমিতে রাখিয়া।
নির্জ্জরার স্থান পদ্মা দেখিল গণিয়া ॥
তদন্তয়ে জিহ্মগাদি পাতালে গণিল।
অবশেষে পদ্মাবতী গণএ অখিল ॥
ক্ষোণীমধ্যে জথ নৃপ আছে ক্রমে ক্রমে।
একে একে পদ্মাবতী গণিল নিভ্রমে ॥
কালকেতু ক্লেশ পাএ জানিল কারণ।
দেবী সম্বোধিয়া পদ্মা করে নিবেদন ॥
গুজুরাটে রাজা হএ বীর কালকেতু।
কলিঙ্গে করিছে বন্দী রাজকর হেতু ॥
পদ্মাবাক্যে নারায়ণী ক্রোধ হৈলা মন।
যুদ্ধসাজ করি দেবী করিলা গমন ॥
হেনকালে করযোড়ে বলে পদ্মাবতী।
অজ্ঞানে করিছে দোষ কলিঙ্গাধিপতি ॥
তোহ্মার সেবক হেন তত্ত্ব নাহি জানে।
স্বপ্ন কহি বন্ধন মুক্ত করহ আপনে ॥
পদ্মাবাক্যে নারায়ণী ক্রোধ সংকলিলা।
অকস্মাৎ মহাভয়ঙ্করী মূর্ত্তি হৈলা ॥
নিশীথিনী কালে নিদ্রা জাএ নরপতি।
তাহার শিয়রে দাণ্ডাইলা ভগবতী ॥
ক্রোধানলে দর্পবাচে বোলে মহামাএ।
জেই মতে নরকান্তে স্বান্তে ভীতি পাএ
ভবানীশঙ্করে বোলে উপায় নাহি আর।
দুর্গামন্ত্র জপি মৃত্যু হউক আহ্মার ॥

রাগ।

স্বপ্ন কহে নারায়ণী ক্রোধ হইয়া বড়।
অধর কম্পিত দন্ত করে করমর ॥
জাগ জাগ নরপতি যদি দেখ ভাল।
মহাবীরের বন্ধন মুক্ত করহ তৎকাল ॥
ভাল নিন্দ জাও বেটা দুষ্ট দণ্ডধর।
মোর পুত্র বন্দী করি কারাগার ঘর ॥
বোল দেখি কোন দোষ করিয়াছে বীরে।
মোর বরে রাজ্য করে বিপিন ভিতরে ॥
সর্ব্বরাজ্য ভোগ তুহ্মি হৈয়া দণ্ডধর।
তথাপিহ তারে হিংসা করসি বর্ব্বর ॥
বন্দী হোন্তে বীর মুক্ত কর শীঘ্রগতি।
নহে পুনি প্রাণী হারাইবে নরপতি ॥
পশ্য এই তীক্ষ্ণাসি আহ্মার বাম করে।
সপুরী সহিতে ধ্বংস করিব তোহ্মারে ॥
এ বলিয়া ব্রজ কৈলা কারাগারালয়ে।
দুর্গারাঙ্‌ঘ্রি ভাবিয়া শঙ্করদাসে গাএ ॥

মন্দার রাগ।

কারাগার মন্দিরেত দেবীরাগমন মাত্র
বীরের বন্ধন ধ্বংস হৈল।
দেখিয়া জগতমাও ধরিয়া যুগল পাও
লোটাইয়া ভূমিতে পড়িল ॥
কাকু করি পানিযোড়ে
কান্দি কান্দি বোলে বীরে
কেহ্নে মাও মোরে দেয় ক্লেশ।
দুরন্ত কলিঙ্গ মোরে বন্দী কৈলা কারাগারে
বন্ধনেতে প্রাণী হএ শেষ ॥

মুই যদি জানিতু তবে এমন লাঞ্ছন হবে
তবে কেন্হে লইলুম ধন বর।
নহি চাহি রাজপদ করিবাম পশু বধ
কৃপা করি দদস্ব এ শর॥
থলু এই ত্রিযামান্তে দুরন্ত কলিঙ্গকান্তে
তীক্ষ্ণাসিএ ছেদিব আহ্মারে।
কর এবে এই কার্য্য এই গুজুরাট রাজ্য
সমর্পণ কর তার তরে॥
শুন অম্বে নারায়ণী তবে রক্ষা পাএ প্রাণী
মহাদুষ্ট কলিঙ্গের হাতে।
ভবানীশঙ্করে ভণে দুর্গা দুর্গা জপ্যাননে
প্রাণী মোর জাউক কালান্তেতে॥

মালসী।

অভয়া ভবানী মোরে পশ্য সকরুণে।
দুষ্কৃতিরোপায় নাহি পঙ্কজাঙ্ঘ্রি বিনে॥
এণ-রসে রৈল মন বিভাবরী দিনে।
লৌহ কণ্টকেতে জেন আহার করে মীনে॥
আপনা চরিত্র আহ্মি বুজিছি আপনে।
নিতান্ত কালান্তে প্রহার করিবে শমনে॥
উর্দ্ধ বাটে কণ্টক রোপিলু স্থানে স্থানে।
তরণের পন্থ আমি না দেখি নয়নে॥
শঙ্করদাস প্রতি কিন্তু পশ্য নয়ন-কোণে।
মৃত্যু হৌক দুর্গামন্ত্র জপিয়া বদনে॥

ঘোষা।

দুর্গে আহ্মা পশ্য সকরুণে॥
দুর্গা মন্ত্র বদ বক্ত নিতান্ত নিভ্রমে।
আশুক্রমে কালান্তে জাইবে নগোত্তমে॥

এই মতে করজোড়ে বীরে কাকু করে।
দেবী বোলেন শুন পুত্র বলিএ তোহ্মারে
ভয়ঙ্করীরূপা আহ্মি হইয়া এই ক্ষণে।
থলু স্বপ্ন বলিয়াছি কলিঙ্গের স্থানে॥
দুঃখ পাইছ গ্রহবৈগুণ্যতার কারণ।
আর ক্লেশ নাহি পুত্র শুনহ বচন॥
বীরে বোলে ব্যর্থ অম্বে মায়া কর কেনে।
গ্রহ আদি সর্ব্বরূপা বটহ আপনে॥
বীর-বাক্যে হাসিয়া বলিলা নারায়ণী।
আর লজ্জা নহি দিয় শুন বীরমণি॥
নিজ স্থানে গচ্ছ পুত্র প্রভাত সমএ।
এ বলিয়া গেলেন দেবী আপনা আলএ॥
ত্রিযামান্তে অহকান্তে প্রকাশ করিল।
ভীতি পাই নিদ্রা ত্যাগি কলিঙ্গ জাগিল॥
পাত্র সম্বোধিয়া কহে স্বপ্নের বচন।
সামান্য মানব নহে ব্যাধের নন্দন॥
দেবীর কিঙ্কর হএ এই বীরবর।
অজ্ঞানেতে অপরাধ করিলুম বিস্তর॥
গচ্ছ গচ্ছ কোটোয়াল কারাগার ঘরে।
কালকেতু আন আশু আহ্মার গোচরে॥
রাজার বচনে চলিলেক ক্ষপাপতি।
কারাগার-মন্দিরেতে মিলে দ্রুতগতি॥
অঙ্গের বন্ধন মুক্ত হৈয়াছে আপনে।
তাহা দেখি কোটোয়ালে ভাবে মনে মনে॥
বুঝিলাম মহাবীর বড় ভাগ্যবন্ত।
ভবানী সদয়যুক্ত আছেন একান্ত॥
আগচ্ছ আগচ্ছ বীর আমার সঙ্গতি।
তলপ করিছে তোহ্মা কলিঙ্গাধিপতি॥
এ বলিয়া কোটোয়ালে ধরি বীরের করে।
আশুগতিক্রমে গেল ভূপতি গোচরে॥
নৃপ তরে মহাবীরে না কৈল বন্দনা।
রাজা বলে দেখ পাত্র তার বিবেচনা॥
পাত্রে বোলে বীরের শিরে আছেন ঈশ্বরী।
যদি সে বুঝিতে চাও আন এক করী॥
রাজা বলে আন গজ বিলম্ব না কর।
রাজবাক্যে সাক্ষাতে আনিল করিবর॥
মাতঙ্গ দেখিয়া বীরে বন্দিল হাসিয়া।
মৃত্যু হৈল সেই করী দুই খণ্ড হৈয়া॥
ভবানী ভাবিয়া বীরে আপ লৈয়া করে।
অভিষেক করিলেক মতঙ্গমোপরে॥

জীবন্ত হৈয়া করী উঠিলেক পুনি।
তাহা দেখি বড় ধন্দ হৈল নৃপমণি॥
রাজা বোলে মহাবীর কৈলুম অপরাধ।
এ বলিয়া দিল রাজা নানান প্রসাদ॥
বীর বোলে দুঃখ পাইলুম গ্রহদোষ হেতু।
তদন্তরে দোলা আরোহিল কালকেতু॥
মহানন্দে মহাবীর করিল গমন।
এবে কহি শুন ভাড়ু দত্তের বিবরণ॥
ভাড়ু বোলে শুন প্রিয়া দুঃখ নাহি আর।
বীর বন্দী করিয়াছি রাজকারাগার॥
আজুকা কাটিব তারে খড়্গ লৈয়া করে।
আহ্মাকে করিব রাজা গুজুরা নগরে॥
এ বলিয়া ভাড়ুদত্ত চলিলেক রঙ্গে।
পন্থেতে হইল দেখা মহাবীর সঙ্গে॥
কালকেতু দেখি ভাড়ু ভীতি পাইল মনে।
পাপী ত্রাস পাএ জেনান্তক দরশনে॥
দ্রুতব্রজে ভাড়ু দত্ত চাহে পলাইবার।
বীরে বোলে ধর তারে কিবা দেখ আর॥
পন্নগ দেখিয়া জেন রোষয়ে খগেন্দ্র।
হরি ক্রোধ হএ জেন দেখিয়া গজেন্দ্র॥
কীর্ত্তিবাসানঙ্গ দেখি জেন ক্রোধ হৈল।
ভেক দেখি কদ্রুসূনু জেহেন রুষিল॥
তেন মত ক্রোধ হৈল গুজুরার পতি।
দূত পাঠাইয়া ভাড়ু ধরে দ্রুতগতি॥
কর্কশ বন্ধনে ভাড়ু করিয়া বন্ধন।
উপস্থিত হৈল বীর আপনা ভুবন॥
ভবানীশঙ্করে বোলে এই বাঞ্ছা করি।
কালান্তেতে মৃত্যু হোক দুর্গামন্ত্র স্মরি॥

রাগ ভূপালি।

ভাড়ুদত্ত হেতু দ্রুত আনিল নাপিত।
প্রহার করিয়া ভাক বৈসাইল ভূমিত॥
দুগ্ধ-মূত্র ঢালি দিয়া শিরের উপরে।
বাম পদ দিয়া শেষ মার্জ্জনা জে করে॥
খুর-ঘাএ মেদ জাএ কুন্তল সহিতে।
রোদন করএ ভাড়ু রক্ত পড়ে স্রোতে॥
এক পার্শ্বে রাখি গোপ ত্যাগে আর পাশে।
ভাড়ুর লাঞ্ছন দেখি মহাবীর হাসে॥
এই মতে ভাড়ু দত্ত করিয়া লাঞ্ছন।
শিরোপরে ঘোল ঢালি দিল ততক্ষণ॥
তদন্তরে জবা পুষ্পের মালা গলে দিয়া।
পুরী হোন্তে বাহির কৈল গ্রীবাএ ধরিয়া॥
নগর ভ্রমএ ভাড়ু ঢোলে দণ্ড দিয়া।
ভবানীশঙ্করে গাএ অপর্ণা ভাবিয়া॥

ঘোষা।

অভেদ গৌরী শিব সীতা রাম।
একবার আহ্মার পুরাও মনস্কাম॥

দুর্গা নামাক্ষরদ্বয় জে করে স্মরণ।
অবিলম্বে দেহের কল্মষ হএ হন॥
এই মতে ভাড়ু দত্ত অপমান পাইয়া।
নিজালয়ে জাএ পুনর্ব্বার খেউরি হইয়া॥
আপনার স্বগৃহে হইল উপস্থিতি।
সীমন্তিনী বোলে কেনে এথেক দুর্গতি॥
ভাড়ু দত্ত বোলে প্রিয়া কি ভাব মনেতে।
মুণ্ডন করিছি আহ্মি গঙ্গাসাগরেতে॥
মিথ্যা বাক্যে ভাড়ু দত্তে ভাণ্ডিল রমণী।
এবে কহি শুন মহাবীরের কাহিনী॥
ভাড়ু দত্ত লাঞ্ছনা করিয়া মহাবীর।
স্নান দেবার্চ্চা করি হইল সুস্থির॥
এই মতে সুখ ভোগ করে বীরমণি।
দ্বাদশ বৎসর ভোগ হইল অবনী॥
আর এক দিন অর্চ্চে অপর্ণার চরণ।
তাম্রাধারে জবা পুষ্প করিয়া স্থাপন॥
একচিত্তে জপ করে মুদিয়া জে আখি।
তথা গিয়া উপস্থিত হৈলা ইন্দুমুখী॥
দেখিয়া জগতমাতা ব্যাধের নন্দনে।
ক্ষৌণী লোটাইয়া পড়ে পঙ্কজ-চরণে॥

দেবী বোল্লেন শুন পুত্র অএ বীরবর।
কৈলাসেতে চল এবে হৈল শাপান্তর ॥
পাকশাসনের সুনু পূর্ব্বজর্ম্মে ছিলা।
ধূর্জ্জটীর স্থানে নিত্য পুষ্প জোগাইলা ॥
কণ্টক সংযোগে দিলা বিল্বদল আনি।
কণ্টকের ঘাও প্রভুর লাগিলেক পানি ॥
প্রভুর শাপে জর্ম্ম তোর শুন কালকেতু।
মেদিনীতে বঞ্চিতে বৎসর যুগ্ম ঋতু ॥
দ্বাদশাব্দ অদ্যাবধি হইলেক গত।
আনন্দে আগচ্ছ পুত্র যথা ভোলানাথ ॥
কৃশানুতে ত্যাগ প্রাণ সঙ্গে লৈয়া জায়া।
এ বলিয়া নিজালয়ে গেলেন মহামায়া ॥
প্রজানাথ ডাকিয়া বলিল বীরমণি।
কৈলাসে জাইতে আজ্ঞা করিছেন জননী ॥
জেন আহ্মি প্রজালোক করিছি পালন।
দর্ম্ম উদ্দেশিয়া তুহ্মি রাখিবা তেমন ॥
প্রজালোক ডাকিয়া বলিল বীরবরে।
সুখে রাজা বঞ্চ গালি না দিয় আহ্মারে ॥
জন মাত্র প্রজারে বলিল মহাবীরে।
বিড়োজার বজ্র জেন পাত হৈল শিরে ॥
করযোড়ে কহে প্রজা ক্রন্দননয়নে।
দুর্গাপদ ভাবিয়া শঙ্করদাসে ভণে ॥

লাচাড়ি—কর্ণাট রাগ।

প্রজা সঙ্গে প্রজানাথে বোলে কাকু করি।
বয়ান বাহিয়া পড়ে নয়নের বারি ॥
তুহ্মি ধর্ম্মবন্ত বট শুন মহাশয়।
হেন রাজা না পাইব দয়ালু হৃদয় ॥
কেহে ছাড়ি জাও প্রভু অনাথ করিয়া।
কথ দিন বঞ্চ আহ্মা সবাকে হেরিয়া ॥
পালনা করিয়া কেহে করএ নৈরাশা।
মেঘ বিনে চাতকের কে খণ্ডাবো পিয়াসা ॥
সোম বিনা অশ্বিন্যাদি না শোভে গগনে।
রাজা বিনে প্রজা লোক বঞ্চিব কেমনে ॥

বীরে বোলে এথা কেনে বলহ আহ্মারে।
প্রাপ্তিকালে কারে কেহো রাখিতে না পারে ॥
শাপান্তর হৈল মোর রহিম কেমতে।
না কান্দিয় জাও প্রজা আপনা গৃহেতে ॥
বীরবাক্যে প্রজা সবে শিরে মারে ঘাও।
শঙ্করে বোলএ ভাবি ত্রিজগত-মাও ॥

ঘোষা।

মা অভয়া ভবানী হে তুহ্মি সে ভরসা।
বালক প্রতি ভগবতী পূর্ণ কর আশা ॥

বীর বোলে প্রজানাথ শুনহ বচন।
সুখে রাজ্য কর তুহ্মি বসি সিংহাসন ॥
দুর্গা নাম অনুক্ষণ হৃদেতে রাখিয়।
বিপদেতে ত্রাহি দুর্গা বলিয়া ডাকিয় ॥
দুর্গার চরণে ভক্তি করিয় একান্ত।
শত্রু সবে পরাজিতে নারিবে নিতান্ত ॥
প্রজানাথ-হস্তে প্রজা করি সমর্পণ।
পুরী হোন্তে নিঃসরিল ব্যাধের নন্দন ॥
বেদহস্ত কুণ্ডমধ্যে দগ্ধ দারু দিয়া।
অবিলম্বে বীতিহোত্র উজ্জ্বল করিয়া ॥
বহ্নিমধ্যে পয়োস্তব দিলেক বিস্তর।
বৈশ্বানর প্রদক্ষিণ কৈল বীরবর ॥
সপ্ত বার প্রদক্ষিণ করি এই মতে।
অগ্নিতে পতন হৈল কলত্র সহিতে ॥
অকস্মাৎ উপস্থিত হইল বিমান।
শিব স্থানে উভ জীব করিল প্রয়ান ॥
বন্দিলেক উমা উগ্র করি যোড়করে।
মণিকর্ণ নাম তার রাখিলা শঙ্করে ॥
পরম সানন্দে বঞ্চে ইন্দ্রের নন্দন।
অবিরত সেবে হর-গৌরীর চরণ ॥
আর এক দিনে হরে শৈলজা সহিতে।
পাশা খেলা খেলেন মণিকর্ণের বিদ্বিতে ॥
দেবী জিনিলেন হর হৈলেন পরাজয়।
পুনর্ব্বার খেলিতে চায় প্রভু দয়াময় ॥

দেবী বোলেন খেলিবারে কেহে ইচ্ছা কর।
পরাজয় হইলা জিনিলু বারে বার ॥
হরে বোলেন গৌরী আজি কেহে মিথ্যা কএ।
সাক্ষী করিয়াছি আজ্ঞি ইন্দ্রের তনএ ॥
দেবী বোলেন সাক্ষী দেউক বিড়োজানন্দনে।
ব্যর্থ মিথ্যাবাদী মোরে বোল কি কারণে ॥
দেবীর বাক্যে ভীতি পাইল শক্রের কুমার।
উভয় সঙ্কট প্রাপ্তি হইল আহ্মার ॥
ভয় পাই মণিকর্ণে ভাবে মনে মনে।
যথার্থ কহিলে শাপ দিব পঞ্চাননে ॥
ক্ষণান্তরে মনে ভাবি দিলেক সিদ্ধান্ত।
নিবেদন শুন মোর উমা ভূতকান্ত ॥
সমতুল্য ছিল খেলা নাহি পরাজএ।
মিথ্যা সাক্ষী শুনি ক্রোধ হইলা মহামাএ ॥
মণিকর্ণ সম্বোধিয়া বলিলা মৃগাক্ষী।
বিড়োজার সুত হৈয়া দিলে মিথ্যা সাক্ষী ॥
উজানী রাজ্যেতে রঘুপতি সদাগর।
ধনপতি নামে জর্ম্ম লভ তার ঘর ॥
মণিকর্ণে বোলে মাও কথ জর্ম্মান্তরে।
পুনর্ব্বার আসিবাম চরণ গোচরে ॥
দেবী বোলেন এক জর্ম্ম বঞ্চিবা অবনী।
কথ দিনান্তরে এথা আসিবা জে পুনি ॥
তদন্তরে মণিকর্ণে ভার্য্যা লইয়া করে।
কায়া ত্যাগ কৈল বহ্নিকুণ্ডের ভিতরে ॥
দেব সর্ব্বে মিলিয়া করিল হরিধ্বনি।
উভ জীব লইয়া চলিলা নারায়ণী ॥
রঘুপতির গৃহে রাখিলেন মণিকর্ণ।
দিনে দিনে হএ রামার গর্ভের জে চিহ্ন ॥
জর্ম্মিলেক দশ মাস দিগ্ দিনান্তরে।
আনন্দ হইয়া সাধু মহোৎসব করে ॥
পঞ্চ দিন গত যদি হইল এই মতে।
ষষ্ঠী দেবী অর্চ্চিলেক মার্কণ্ড সহিতে ॥
অর্দ্ধ অব্দে করিলেক অন্নপ্রাশন।
ধনপতি নাম রাখে করি শুভক্ষণ ॥
চতুর্দ্দশ মাস যদি হৈল ধনপতি।
তার পত্নীর জর্ম্ম হেতু চলিলা পার্ব্বতী ॥
নিধিপতি নামে সাধু ইছানী নগরে।
আত্মা রক্ষা কৈলা তান পত্নীর জঠরে ॥
পরম সুন্দরী কন্যা রতিরূপ ধরে।
জর্ম্মিলেক দিগ্ মাস নব দিনান্তরে ॥
ষষ্ঠ দিনে ষষ্ঠী অর্চ্চি ষষ্ঠম মাসেতে।
লহনা তাহান নাম রাখিল হরষিতে ॥
এবে কহি শুন ধনপতির বিবরণ।
শঙ্করে বোলএ ভাবি অপর্ণার চরণ ॥

ইতি শুক্র বাসরে দিবাপালা সমাপ্ত ॥

মালসী।

দেহি মোরে অবলম্ব স্থান।
সরোরুহ পদতলে
বঞ্চি জেন কুতূহলে
দাসজ্ঞানে হও অধিষ্ঠান ॥
নিদারুণান্তক-চর
উরগেন্দ্র সমসর
করিয়াছে বিস্তার আনন।
আহ্মার অদৃশ্য হৈয়া
রহিয়াছে নিরক্ষিয়া
রসনা তার কম্পে ঘন ঘন ॥
আচম্বিত আসি মোর
ডংশিবেক কলেবর
বিষ-ঘাতে লৈয়া জাবো প্রাণ।
এ নরাধম দাস জানি
কৃপাং কুরু নারায়ণী
ভয় হোন্তে কর পরিত্রাণ ॥
কহেন শঙ্করদাসে
বদ্ধ করি মায়াপাশে
ভবার্ণবে করিছ ক্ষেপণ।
বোল কি উপায় করি
কিঞ্চিত নয়নে হেরি
তুহ্মি যদি না করু মোচন ॥

ঘোষা।

দেহি মোরে অবলম্ব স্থান।

দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর জেই জীবে স্মরে।
কলুষে তাহার দেহে আশ্রয় নহি করে॥
পুত্র সঙ্গে রঘু সাধু করএ বসতি।
বিবাহের উপযুক্ত হৈল ধনপতি॥
যোগ্য পুত্র দেখি সাধু হইল আনন্দ।
নিধিপতি স্থানে কৈল সম্বন্ধের নির্ব্বন্ধ॥
শুভযাত্রা করিয়া চলিল ধনপতি।
বিবাহ করিল গিয়া লহনা যুবতী॥
হরসিতে নানা মতে করি শঙ্খধ্বনি।
নিজালয়ে আসিলেক সঙ্গে সীমন্তিনী॥
কলত্র সহিতে ধনপতি সদাগর।
নিশ্চিন্তাএ সুখ ভোগ করে নিরন্তর॥
এইরূপে কথ দিন গত যদি হৈল।
জনক জননী তান কাল প্রাপ্তি পাইল॥
শ্রাদ্ধকর্ম্ম ধনপতি করি মাসান্তরে।
নানাবিধি দান করি দিল ব্রাহ্মণেরে॥
বেদবিহিত ক্রিয়া করি গৃহে গেল তবে।
রূপবতীর জর্ম্মের কথা শুন কহি এবে॥
রূপবতী নামে কন্যা স্বর্গ-বিদ্যাধরী।
কৈলাসেতে নৃত্য করে অঙ্গবেশ করি॥
আনন্দিতে অথেক গন্ধর্ব্বগণ মিলি।
তাঁয়া তাঁয়া তেহি তোঁহ দেহি করতালি॥
দৃমিকি দৃমিকি করি বাজাএ মৃদঙ্গ।
দৈবযোগে অকস্মাৎ হৈল তালভঙ্গ॥
শাপ দিলা নারায়ণী রূপবতীর তরে।
অবনীতে লভ জর্ম্ম রম্ভার উদরে॥
শাপ পাই জর্ম্ম লভিলেক রূপবতী।
খুল্লনা তাহান নাম রাখে লক্ষপতি॥
পরম সুন্দরী কন্যা কি দিব উপমা।
অবনীতে অবলা নাহিক তান সমা॥
এথাকারে উজানীতে সাধু ধনপতি।
কৈতর খেলাইতে জাএ জ্ঞাতির সঙ্গতি॥
সনাতন দিবাকর চলিল সত্বর।
সোমদত্ত রাঘব বণিক পরাসর॥
জনে জনে হিরণ কৈতর লৈয়া সঙ্গে।
বট-মহীরুহাশ্রমে গেল মনোরঙ্গে॥
রাঘব দত্তে ধনপতি সম্বোধিয়া বোলে।
প্রতিজ্ঞা করিয়া কৌতর উড়াও সকলে॥
ধনপতি বোলে রাঘব এথ বোল কেনি।
তোহ্মা থাকি এথ কেবা আছএ নির্দ্ধনী॥
সোমদত্তে বোলে সাধু বিবাদ না কর।
প্রতিজ্ঞা করিয়া দুহে উড়াও কৌতর॥
রাঘব দত্তে বোলে যদি হই পরাজয়।
তিন লক্ষ তঙ্কা আহ্মি দিবাম নিশ্চয়॥
ধনপতি বোলে এই সভা বিদ্যমানে।
ছয় লক্ষ তঙ্কা আহ্মি দিব এই ক্ষণে॥
ক্রোধ হৈয়া রাঘবে কৈতর পাখে ধরি।
জ্ঞাতি সভা বিদিতে কৌতর দিল ছাড়ি॥
দুর্ব্বল হইল কৌতর নহি জাএ দূরে।
ঘুমিয়া পড়িল কৌতর ভূমির উপরে॥
তদন্তরে কৌতর উড়াএ ধনপতি।
চলিলেক কবুতর হৈয়া বাউগতি॥
উড়িতে উড়িতে গিয়া গগনে পশিল।
লজ্জা পাই রাঘব দত্তে হেট মুণ্ড কৈল॥
ধনপতি বোলে তঙ্কা দেহি এই ক্ষণে।
নহে লাঘব হইবে জ্ঞাতি বিদ্যমানে॥
ধনপতির বাক্যে রাঘব ক্রোধানল হইয়া।
ছগনেত্র লক্ষ তঙ্কা দিলেক গাণয়া॥
জয় পাই আনন্দ হইয়া সদাগরে।
সেই তঙ্কা বিবর্জিয়া দিল জ্ঞাতি তরে॥
তদন্তরে চলিল কৈতর উদ্দেশিয়া।
ভবানীশঙ্করে গাএ অপর্ণা ভাবিয়া॥

রাগ—পাহিরা।

তদন্তরে ধনপতি চলিল চপলগতি
ঊর্দ্ধ দৃষ্টে কৌতর হেরিয়া।

উড়িয়া সে কবুতর লক্ষপতির গৃহোপর
পড়িলেক ঘুমিয়া ঘুমিয়া ॥
সঙ্গতি করিয়া দ্বিজ সদাগরে কৈল ব্রজ
কবুতর আনিবার কারণে।
মানসে আনন্দ হৈয়া কবুতর নিরক্ষিয়া
মিলিলেন্ত লক্ষপতি স্থানে ॥
জীব সভার কপালেত ধাতাএ লেখিছে জথ
খণ্ডাইতে কেহো নহি পারে।
সখীগণ সঙ্গে করি সুন্দরী খুল্লনা নারী
চলিয়াছে স্নান করিবারে ॥
খঞ্জন-গমনে জাএ দেখি সাধু মোহ পাএ
পঞ্চশরে স্বরে কৈল বল।
হেরিয়া সে রূপবতী দাণ্ডাইল ধনপতি
মনসিজে হইয়া ব্যাকুল ॥
ভবানীশঙ্করে কহে দেবী-পদ-সরোরুহে
মন মোর রহৌক বিরাজে।
পঙ্কোদ্ভব পাই জেন হইয়া আনন্দ মন
মকরন্দ পীএ অলিরাজে ॥

ঘোষা।

বোল হে বড়াই কে চলিছে যমুনার কূলে।
কাহার সুন্দরী নারী গোপীগণ সঙ্গে করি
চলিয়াছে মন কুতূহলে ॥
বক্তে, নিন্দিয়াছে ইন্দু কপালে সিন্দূরবিন্দু
কটিমাঝে পূর্ণ কুম্ভ সাজে।
হেরিতে ও রূপখানি হরি নিলা মোর প্রাণী
জিজ্ঞাসা না কৈলুম মুই লাজে ॥
বড়াই বোলে শুন কহি বৃকভানুর সুতা এই
কুম্ভ ভরিবারে চলি জাএ।
শুনহ নাগর কানু রাধা বলি পূর বেণু
বাঁশীরবে আসিব এথাএ ॥
বড়াইর সন্ধান পাইয়া অধরে মুরলি দিয়া
রাধা রাধা বোলে শ্যামরাএ।
শুনিয়া বাঁশীর ধ্বনি আসিলেক বিনোদিনী
ভবানীশঙ্কর দাসে গাএ ॥

ঘোষা।

কে চল্যাছে যমুনার তীরে ॥

দুর্গা নামাক্ষরদ্বয় স্থিতি জার হৃদে।
তাহার বিপদ নাহি বলিয়াছে বেদে ॥
খুল্লনারে দেখিয়া সাধু ব্যাকুল হইল।
পুরোহিত সম্বোধিয়া কহিতে লাগিল ॥
শুন শুন দ্বিজবর ব্রূহি সত্য বাণী।
স্নান করিবারে জাএ কাহার নন্দিনী ॥
দেখিয়া ও রূপ মোর চিত্ত স্থির নহে।
সাধুর বচন শুনি দ্বিজবরে কহে ॥
লক্ষপতি সাধুর দুহিতা এই হএ।
অবিবাহিতা সাধুসুতা জানম নিশ্চএ ॥
তব ভাগ্যে থাকে যদি বিধির নির্ব্বন্ধ।
খলু লক্ষপতি সাধু করিব সম্বন্ধ ॥
কন্যা দেখি সদাগরের শান্ত নহে মন।
অন্তঃপুরীমধ্যে সাধু গেল ততক্ষণ ॥
লক্ষপতি সহিতে হইল দরশন।
করযোড়ে সদাগরে বন্দিল চরণ ॥
সম্ভ্রম করিয়া লক্ষপতি সদাগরে।
করে ধরি বৈসাইল নিজাসনোপরে ॥
কর্পূর তাম্বূল দিল সুবাসিত জল।
সাধু বোলে ব্রূহি বাপু তোহ্মার মঙ্গল ॥
ধনপতি বোলে তোহ্মার চরণ-প্রসাদে।
কিছু ক্লেশ নাহি মোর বক্ষম নির্ব্বাদে ॥
লক্ষপতি বোলে বাপু করি নিবেদন।
কি কারণে এথাতে হৈয়াছে আগমন ॥
হেন সমে দ্বিজবরে দিলেক উত্তর।
কৌতর উদ্দেশে আসিছিল সদাগর ॥
আর কিছু নিবেদন আছে তোহ্মা স্থান।
তান হস্তে তোহ্মার দুহিতা কর দান ॥
লক্ষপতি বোলে মোর কন্যা ভাগ্যবতী।
বিধি যদি ভালে লেখি থাকে হেন পতি ॥
কিন্তু মনে দুঃখ লাগে লহনার কারণ।
ভ্রাতৃকন্যা আহ্মার জে না হএ সুজন ॥

বিপ্রে বোলে ভবাত্মজা চারু রূপ ধরে।
ধ্রুব শুভদৃষ্টি করিবেক সদাগরে॥
স্বামীর মানস থাকে জেই জায়া প্রতি।
সপত্নীএ কি করিবে হিংসা করি অতি॥
নির্জ্জরার গুরুদেব যস্ত কেন্দ্র হএ।
কুগ্রহে কি করে তারে শুন মহাশএ॥
বিপ্রবাক্যে আনন্দ হইল লক্ষপতি।
বোলে কন্যা সমর্পিব সাধুর পুত্র প্রতি॥
তদন্তরে ধনপতি কৌতর লইয়া।
নিজালয়ে গেল লক্ষপতি প্রণমিয়া॥
বিবাহেরোত্তর কৈল লহনার তরে।
শুনিয়া লহনা রামা কান্দে উচ্চস্বরে॥
দেবীর পদ-সরোরুহ-মকরন্দ আশে।
অলিপ্রাএ ঘুমিয়া রৈয়াছে শঙ্কর দাসে॥

কর্ণাট রাগ।

ক্রন্দন করএ রামা শিরে হানি ঘাত।
কেহে মোর মুণ্ডে প্রভু বজ্র কৈলে পাত॥
সহিতে নারিব সপত্নীর ধনঞ্জএ।
অবিরত দগ্ধ মোরে করিব নিশ্চএ॥
সেই বহ্নি ধ্বংসিবারে নাহি পারে বনে।
হেন বৈশ্বানর প্রভু আন কি কারণে॥
সন্তানলে দগ্ধ হৈয়া মৃত্যু নহে চারু।
অকস্মাৎ মৃত্যু হৈলে এই ভয় গুরু॥
শুন প্রাণনাথ থলু দৃঢ় কৈলু মনে।
অকস্মাৎ মৃত্যু আন্ধি চিন্তিব অথনে॥
মার্জ্জারভক্ষকে থরে রাথার জে পতি (?)।
তাহান কণ্ঠেরোপরে জাহা হএ স্থিতি॥
তাহা ভিক্ষা করিয়া লইব করযোড়ে।
গণ্ডুষ করিয়া প্রাণ ত্যজিব সত্বরে॥
এইরূপে লহনাএ করএ ক্রন্দন।
শঙ্করে বোলএ ভাবি ভবানীর চরণ॥

ঘোষা।

চলিল কাহ্নু রাধিকার মন্দিরমাঝে।
চরণে নূপুর বড়হি সুন্দর
রুনুঝুনু রুনু বাজে॥
দেখ পীত ধটি শোভা করে কটি
ধটিরোপরে কিঙ্কিণী।
শ্রবণে সুন্দর মকর কুণ্ডল
রূপ নব মেঘ জিনি॥
শিরোপরে চূড়া মালতীর বেড়া
অলি পড়ে মধুলোভে।
বনমালা গলে নানা রত্ন দোলে
কপালে তিলক শোভে॥
মুখে মৃদু হাসি বাহে মোহন বাঁশী
শ্রীরাধা রাধা বলিয়া।
খেনে বাঁশী ফুরে খেনে নৃত্য করে
দেহ হালিয়া চলিয়া॥
অঙ্গ-বেশ করি ব্রজ কৈলেন হরি
রাধিকার মন্দির হেরি।
কহেন শঙ্কর মৃত্যু হৌক মোর
হরি হর গৌরী স্মরি॥

ধুয়া।

কাহ্নু রাধিকার মন্দিরমাঝে॥

দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর বদে জেই প্রাণী।
অঙ্গেরাজ্য হুঙ্গ হএ আগমের বাণী॥
অঙ্গ পূত হৈয়া সাধু নান্দীমুখ করে।
জয় জয় শব্দ হৈল পুরীর ভিতরে॥
যাত্রা করে সদাগরে আনন্দিত হৈয়া।
রত্নময় মুকুট শিরেরোপরে দিয়া॥
দৃমিকি দৃমিকি বাজে মৃদঙ্গের তাল।
জয়ঢোল দগড় বাদ্য বড়ই বিশাল॥
মঙ্গল পাঠ করে ভট্টে বড়ুহি সুন্দর।
অঙ্গবেশ করিয়া নাচএ নৃত্যকর॥

দোলা আরোহিয়া সাধু করিলেন গতি।
পন্থে দেখা হৈল ক্ষুদ্র ভৃত্যের সঙ্গতি ॥
অতি খর্ব্ব লোক সেই বাক্য কহে বড়।
মোর সম বীর নাহি অবনী ভিতর ॥
রাবণ কুম্ভকর্ণ আদি অষ্টাদশ বীর।
মোর সঙ্গে সমরে হইতে নারে স্থির ॥
আগুক্রমে অগ্রে দেয় রাজবাটের কর।
তবে সে ছাড়িয়া দিমু শুন সদাগর ॥
ক্ষুদ্র ভৃত্যের বাক্যে সাধু হাসিতে লাগিল।
তাম্বূল সহিতে গুয়া তার হস্তে দিল ॥
তদন্তরে সদাগরে করিল গমন।
এবে কহি শুনহ রম্ভার বিবরণ ॥
হরষিতে রম্ভা রামা লৈয়া নারীগণ।
জল ভরিবারে জাএ করি শুভক্ষণ ॥
মনুষ্য পাঠাই দিল প্রতি বাড়ী বাড়ী।
ত্বরাএ চলিল জথ সদাগরের নারী ॥
স্বর্ণরেখা শশিমুখী সারদা সুন্দরী।
কমলা বিমলা আর মদনমঞ্জরী ॥
সোনকা কনকা আর রাঘবের ঘরিণী।
ত্রিলোচনী আদি জথ বণিক-রমণী ॥
এই সর্ব্ব নারীগণ করিয়া সঙ্গতি।
জল ভরিবারে রম্ভা জাএ শীঘ্রগতি ॥
কহেন শঙ্করদাসে এই বাঞ্ছা করি।
অন্তকালে মৃত্যু হোক দুর্গামন্ত্র স্মরি ॥

কামোদ রাগ।

জল ভরিবারে জাএ রম্ভা সুবদনী।
অগ্রেতে চলিছে জথ মঙ্গল-বাদ্যধ্বনি ॥
রত্ন অলঙ্কারে দেহ করিছে শোভিত।
কাকমাঝে স্বর্ণ ঘট চূত-পল্লবিত ॥
চতুর্দ্দিগে পট্টাম্বর বেষ্টিত করিয়া।
তার মধ্যে নারী সর্ব্ব চলে হর্ষ হৈয়া ॥
মাতঙ্গ জিনিয়া গতি জাএ ধীরে ধীরে।
আনন্দে গেলেক রম্ভা ভাগীরথীর তীরে ॥
পূর্ণ স্বর্ণ ঘট তটে রাখি সুবদনী।
যব দূর্ব্বা দিল তাহে দিয়া জয়ধ্বনি ॥
এই মতে জথ সর্ব্ব বণিকের নারী।
স্বর্ণ ঘট পূর্ণ করি লইলেক বারি ॥
পুনর্ব্বার জয়ধ্বনি দিয়া নারীগণে।
নিজালয়ে আসিলেক মঙ্গল-বিধানে ॥
ভবানীর যুগল চরণ-অরবিন্দে।
ধরণীতে লোটাই শঙ্কর দাসে বন্দে ॥

মালসী।

একবার শ্রবণে শুনি দুর্গা নাম কর ধ্বনি।
দুর্গা বিনে দুষ্কৃতির উপায় নাহিক পুনি ॥
গদক্রমে দুর্গা নাম বক্তে, বদ সর্ব্বপ্রাণী।
অঙ্গেরাজ্য হ্রস্ব হএ শ্রবণমাত্র নামখানি ॥
সত্ত্ব রজে নিত্য পূজে নামের কিছু মর্ম্ম জানি।
দুর্গা দুর্গা জপিয়া যোগেন্দ্র হৈলেন শূলপাণি ॥
জেই ভক্ত জনে বোলে দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
বিমানেতে আরোহিয়া সে জাবে কৃতান্ত জিনি
ভবানীশঙ্করে বোলে যখন আত্মার জাবে প্রাণী
তখন্ নি শুনিব আস্কি দুর্গানাম মধুর বাণী ॥

ঘোষা।

ত্রাহি দুর্গা নাম কর ধ্বনি ॥

দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষরের মহিমা অপার।
দুরিতেরে ছেদ করে হৈয়া তীক্ষ্ণধার ॥
জল ভরি অন্তঃপুরে রম্ভা যদি গেল।
ধনপতি সদাগর উপস্থিত হৈল ॥
ঘট দীপ করে লৈয়া পতিবতী নারী।
মঙ্গল করিয়া বর আনিলেক বাড়ী ॥
বেদীর নিকটে করিয়াছে দিব্যাসন।
বসিলেক ধনপতি আনন্দিত মন ॥
লক্ষপতি সদাগরে নান্দীমুখ করি।
জামাতার দক্ষিণে বৈসে আসন উপরি ॥

অন্তঃপুরে রম্ভা রামা হরষিত হৈয়া।
স্নান করাইল কন্যা গঙ্গোদক দিয়া॥
স্নান করি পট্টাম্বর কৈল পরিধান।
কি কহব সে কন্যার রূপের বাখান॥
কুন্তল দেখিয়া তান শিরের উপর।
লজ্জাএ চামরী গেল বিপিন ভিতর॥
অতি অপরূপ ভুরুর ভঙ্গিমা দেখিয়া।
অন্তর্ধান হৈল কাম কার্ম্মুক লইয়া॥
অত্যন্ত প্রকাশ চারু দেখিয়া লোচন।
লজ্জা পাই কুরঙ্গিণী প্রবেশে কানন॥
খগচঞ্চু নিন্দিছে সুন্দর নাসিকাএ।
অধর দেখিয়া বিম্ব ফলে নিন্দা পাএ॥
গজমুতি জিনি জ্যোতি শোভিয়াছে দন্ত।
মৃণাল জিনিয়া বাহু সুন্দর অত্যন্ত॥
অতি সুলক্ষণ গ্রীবা দেখি হংসরাজে।
লজ্জা পাই ডুব দিল সরোবর মাঝে॥
চম্পাকলিকাঙ্গুল নখ অর্দ্ধচন্দ্র।
কক্ষ দেখি গুরু লজ্জা পাইল মৃগেন্দ্র॥
অতি সুলক্ষণ কন্যা কি কব বিশেষ।
রত্নময় অলঙ্কারে করে অঙ্গবেশ॥
ঊর্দ্ধ করি বন্ধ কৈল শিরের কুন্তল।
মুকুট শোভ্যাছে তাহে অতি ঝলমল॥
কপালে সিন্দূরবিন্দু নাসিকায় বেসর।
শ্রবণেতে কর্ণফুল অতি মনোহর॥
গ্রীবাএতে শোভা করে গজমুতি হার।
বাহুমূলে বাজুমল সহিতে শোভে তার॥
করেতে কঙ্কণ শোভে করাঙ্গুলোপরে।
রত্নময় জড়িত অঙ্গুরী শোভা করে॥
কটিতে কিঙ্কিণী শোভে পঞ্চ মকর-খারু।
সুললিত ধ্বনি করি বাজ্যাছে ঘুঙ্ঘুরু॥
কাঞ্চন-নূপুর শোভা করে অঙ্ঘ্রি মাঝে।
গমন করিতে রামা রুনুঝুনু বাজে॥
বক্ষোপরে শোভা করে বিচিত্র কাঞ্চুলী।
পট্টাম্বর উপরে ওরনি দিল তুলি॥
শুভক্ষণে যাত্রা করে খুল্লনা সুন্দরী।
ভবানীশঙ্করে গাএ ভাবিয়া ঈশ্বরী॥

কাহ্নু দরশনে বৃন্দাবনে চল বিনোদিনী।
তব ভাগ্য সমসর
গোকুলে নাহিক আর
শুন বৃকভানুর নন্দিনী॥
রসের নাগর হরি
রহিয়াছে পন্থ হেরি
রাধারূপ ধ্যাই মনে মনে।
সদাএ মুরলী ধরে
রাধা-মন্ত্র বক্তে স্মরে
রাধা বিনে অন্য [নাহি] জানে॥
রাধা বোলে ক্রহি দূতি
কিরূপে করিব গতি
শাশুড়ী ননদী জাগে ঘরে।
দূতি বোলে বিনোদিনী
কাকে কুম্ভ লও পুনি
চল জল ভরিবার ছলে॥
দূতীর সন্ধান পাইয়া
কাকমাঝে কুম্ভ লৈয়া
চলে রাধা কাহ্নু দরশনে।
ভণে দাস শ্রীশঙ্কর
ভবের বন্ধু নাহি আর
রাধা কৃষ্ণ জপহ বদনে॥

ঘোষা।

বৃন্দাবনে চল বিনোদিনী॥

দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষরের মহিমা অপার।
ছুরিতেরে ছেদ করে হৈয়া তীক্ষ্ণধার॥
দিব্যাসনে আরোহিয়া চলিল সুন্দরী।
স্বামীকে প্রণাম করে করযোড় করি॥
আসন সহিতে সাধু রাখে উচ্চ করি।
সপ্ত বার প্রদক্ষিণ করিল সুন্দরী॥
আনন-চন্দ্রিকা যদি হৈল এই মতে।
যুগ্ম গ্রহছি তবে দিলেক গ্রীবাতে॥

আহুতি করিতে বহ্নি করিয়া স্থাপন।
দ্বিজে বোলে লক্ষপতি কর সম্প্রদান॥
পুরোহিত-বাক্যে লক্ষপতি সদাগরে।
পাদ্যাদিভিঃ দিল সাধু জামাতার করে॥
জানুপরে ধরি মন্ত্রে করিয়া বরণ।
নানান প্রকারে দিল বস্ত্র আভরণ॥
দ্বিজ-বদনোক্ত বাচ ব্রূহি সদাগরে।
এইমতে আনন্দিতে সম্প্রদান করে॥
সমর্পণ কৈল কন্যা জামাতার হাতে।
পুরোহিত দ্বিজে হোম কৈল কৃশানুতে॥
জৌতুক দিলেক জথ কত কৈব তারে।
দারা সঙ্গে আরোহিল বেদীর উপরে॥
হেন কালে রম্ভা রামা সীমন্তিনী সঙ্গে।
যব দূর্ব্বা করে লৈয়া চলিলেক রঙ্গে॥
মন্দ মন্দ গতি চলে হৈয়া হরষিত।
কন্যা বর নিকটে হইল উপস্থিত॥
জয়কার ধ্বনি দিয়া নারীগণ সঙ্গে।
ধান্য দূর্ব্বা দিল কন্যা বরেরোত্তমাঙ্গে॥
এইমতে মঙ্গল করিয়া আনন্দিতে।
গৃহে আনিলেক কন্যা জামাতা সহিতে॥
জামাতা দুহিতা উভ জুয়া খেলাইয়া।
রন্ধন করিতে রম্ভা জাএ হর্ষ হৈয়া॥
ভবানীশঙ্করে বোলে উপায় নাহি আর।
দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর ভরসা আম্মার॥

ঘোষা।

অভেদ গৌরী শিব সীতারাম।
একবার আম্মার পুরাও মনস্কাম॥

দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর জপে জেই নরে।
বৃজিনে তাহার দেহে আশ্রয় নহি করে॥
দারু সংযোগেতে বহ্নি করি প্রজ্বলিত।
আজ্যেতে সম্ভারি শাক রান্ধিল ত্বরিত॥
নারিকেল চূর্ণ করি পিষ্টক মিশাইয়া।
সন্দেশেরাকৃতি কৈল ঘৃতে সম্ভারিয়া॥
অম্বল রন্ধন কৈল মেথি দিয়া তাএ।
দিব্য তৈলে মীন রন্ধন করিল রম্ভাএ॥
রোহিত মৎস্য রন্ধন কৈল রাখি শস্যোস্তবে।
অজা কবুতর-মাংস পক্ক কৈল তবে॥
জাতিফল লবঙ্গাদি দিয়া ততক্ষণ।
ক্রমে ক্রমে রাখে ব্যঞ্জন দিয়া আচ্ছাদন॥
পিষ্টক রচিল রামা শর্করা সহিতে।
ক্ষেপণ করিল পিষ্টক উনাইয়া ঘৃতে॥
নানান প্রকারে পিষ্টক রচিয়া সুন্দরী।
পয়োমধ্যে রাখিলেক স্বর্ণাধারে করি॥
অন্ন পক্ক কৈল রামা সর্ব্ব অবশেষে।
ভোজন করিতে সাধু বসিল হরিসে॥
স্বর্ণ থালে অন্ন দদস্বএ রম্ভা রাণী।
ভোজন করিয়া সাধু কৈল আচমনি॥
তদন্তরে সদাগরে তাম্বূল ভক্ষিয়া।
পালঙ্কেতে নিদ্রা জাএ জায়া সঙ্গে লৈয়া॥
ক্ষণদান্তে তীক্ষ্ণতেজ হইল উদয়।
নিদ্রা হোন্তে জাগিলেক সাধুর তনয়॥
খুল্লনারে কোলে করি ক্রন্দন করে রম্ভা।
ভবানীশঙ্করে বোলে ভাবি জগদম্বা॥

লাচাড়ী—সুহি রাগ।

কান্দে রম্ভা কন্যা কোলে করি।
কন্যা আর নাহি ঘরে
কিরূপে পাশরি তোরে
তিলেক বিচ্ছেদ হৈতে নারি॥
পুত্র তুল্য লাগে স্নেহ
স্থির নহে মোর দেহ
অবিরথ তেহোর লাগিয়া।
দুরন্ত সপত্নী-করে
সমর্পণ করি তোরে
কিরূপে রহিব পাসরিয়া॥

থাকিয়া মায়ের কোলে
খুল্লনা কান্দিয়া বোলে
উপায় চিন্তহ এক বার।
সপত্নীর কথা শুনি
স্থির নহে মোর প্রাণী
কেহ্নে মোরে চাও বধিবার ॥
রম্ভা বোলে কর্ম্মলিপি
খণ্ডাইতে নারে অপি
তাহা আহ্মি পারি কি করিতে।
দৃঢ় ভক্তি করি হৃদে
সেবিয় স্বামীর পদে
সতিনী নারিব পরাজিতে ॥
ভবানীশঙ্করে ভণে
উপায় নাহি উমা বিনে
শুন শুন অএ মূঢ় চিত্ত।
দুর্গা নাম মহামন্ত্রে
স্থিতি করি বক্তৃ-যন্ত্রে
জিহ্বা-দণ্ডে বাস্ত কর নিত্য ॥

মালসী।

শিব দুর্গা বদ মন বদনে।
পঙ্কজ-চরণ করহ ভজন
দুষ্কৃতিরোপায় আর নাহিক ভুবনে।
জানহ নিতান্ত জিনিতে কৃতান্ত
আর উপায় নাহি ত্রিভুবনে।
রাশি রাশি তৃণ প্রাপ্তি মাত্র জেন
চপল দহে হুতাশনে।
দেহের বৃজিন ধ্বংসএ তখনে
দুর্গা দুর্গেতি স্মরএ জখনে ॥
তরিত দুরন্ত জরিল অত্যন্ত
নিশ্চিন্তে রৈলে কি কারণে।
দুর্গা নাম সার বান্ধব নাহি আর
ভূয়ো বলিছে আগম পুরাণে ॥

তরণী পাইয়া ত্যাগ কি লাগিয়া
ভবার্ণব না দেখ নয়নে।
ভবার্ণবাগজন্য তাহাতে তরঙ্গ
তরণী বিনয়া তরিবে কেমনে ॥
দুর্গা-যুগ্মাক্ষর ভার কথ বড়
সদাএ জপিতে আননে।
না বুঝ অখনে বুঝিবে তখনে
জখনে প্রহার করিবে শমনে ॥
কহেন শঙ্কর হৈয়াছে নিগড়
লোভাদি রজ্জুর বন্ধনে।
এই দৃঢ় পাশ না হএ বিনাশ
দুর্গা-নাম-তীক্ষ্ণাসি ক্ষেপণ বিহনে ॥

ঘোষা।

দুর্গা নাম বদহ বদনে ॥

দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর বৃজিনের অরি।
সুধারস জ্ঞানে পান কর বক্তৃ ভরি ॥
এইরূপে রম্ভা রামা কান্দিয়া কান্দিয়া।
পুনর্ব্বার দুহিতারে কহে বুঝাইয়া ॥
স্বামী উগ্রচ্যুত হএ স্বামী হএ ধাতা।
ধবাধিক নহি হএ অথেক দেবতা ॥
জেই জনে ভক্তি করে স্বামিচরণেতে।
শুভ ধ্রুবাশুভ তার নাহিক নিশ্চিতে ॥
স্বামিবাক্য কদাচিত ব্যর্থ না করিবে।
জেই আজ্ঞা করে স্বামী সেরূপ চলিবে ॥
এ বলিয়া কন্যা শান্ত করিয়া তখন।
গলে ধরি কপালেতে করিল চুম্বন ॥
প্রণমিয়া মাও বাপ খুল্লনা যুবতী।
পতি সঙ্গে নিজালয়ে করিলেক গতি ॥
উপস্থিত হৈল যদি আপন মন্দিরে।
বজ্রপাত হৈল জেন লহনার শিরে ॥
মনেতে বিষাদ ভাবি লই গেল ভগিনী।
শ্রীবৎস রাজার এবে শুনহ কাহিনী ॥

প্রচণ্ড প্রতাপ রাজা আছিলেক স্বর্গে।
আনন্দে নিবাস করে লৈয়া বন্ধুবর্গ॥
ছায়াগর্ভোদ্ভবে তানে করিলেক দৃষ্টি।
দিনে দিনে নাশ পাএ সকল জে সৃষ্টি॥
মত্ত মাতঙ্গম আদি জথ পশুগণ।
আহার করিতে গেলে নহে আগমন॥
নানা অমঙ্গল হৈল পুরীর ভিতরে।
আচম্বিতাগ্নি এ দহে নগরে নগরে॥
তাল বেতাল রহে মাত্র রাজার সঙ্গতি।
তাহা দেখি চিন্তিত হইল নরপতি॥
শারী শুক দুই পক্ষী ছিল বড় জ্ঞানী।
বুঝাই বলিল রাজা সেই পক্ষী আনি॥
শনিগ্রহ হেতু মোর হইছে লাঞ্ছন।
কথ দিন বঞ্চ তোরা গিয়া ঘোর বন॥
পুনর্ব্বার বিধি যদি মোরে কৃপা করে।
অবশ্য আসিবা পক্ষী আহ্মার গোচরে॥
পক্ষী বোলে বঞ্চিবাম বিপিন ভিতরে।
দৈবযোগে কোন জনে যদি বন্দী করে॥
কিরূপে আসিব যদি হএ বিপরীত।
যদি মুক্ত থাকি এথা আসিব নিশ্চিত॥
এ বোলিয়া সত্য করি পক্ষী ছাড়ি দিল।
উড়িতে উড়িতে পক্ষী কাননে পশিল॥
বিক্রম রাজ্যেতে ব্যাধ ছিল একজন।
নিত্য নিত্য পক্ষী বন্দী করে সে কানন॥
সেই বনমাঝে জাল দিলেক সত্বরে।
পক্ষীর আহার রাখি জালের ভিতরে॥
যদ্যপিহ জ্ঞানবন্ত হএ দুই জন।
তথাচ পক্ষীর বুদ্ধি না জাএ খণ্ডান॥
চলিলেক দুই পক্ষী আহার দেখিয়া।
জালের উপরে পড়ে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া॥
জালে বন্দী হইল পক্ষী বিধির নিয়ম।
ব্যাধ আসি ধরিলেক জেন কাল যম॥
পক্ষী বোলে ব্যাধ মোর রক্ষহ জীবন।
আহ্মাকে লইয়া চল রাজার সদন॥
চৌদ্দ শাস্ত্র মুখাগ্রত পারি পঠিবারে।
আহ্মারাকে পাইলে তঙ্কা দিবেক তোহ্মারে।
পক্ষীর বচনে ব্যাধ হর্ষ হৈয়া মন।
দুই পক্ষী লইয়া গেল নৃপতি-সদন॥
পক্ষী দেখি ব্যাধেরে জিজ্ঞাসে নরনাথে।
ক্রমি ব্যাধ পক্ষিপ্রাপ্তি হইল কথাতে॥
নৃপ-বাক্যে দুই পক্ষী দিলেক সিদ্ধান্ত।
পরিচয় আহ্মারার শুন নরকান্ত॥
ভবানীশঙ্করে গাএ ভাবি নারায়ণী।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর দুর্গতিনাশিনী॥

রাগ—গান্ধার।

পক্ষী বোলে মহারাজা কর অবধান।
ব্যাধ ঠাই জিজ্ঞাসা করহ কি কারণ॥
চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র আহ্মারার বদনে।
আপনার পরিচয় দিবাম আপনে॥
শ্রীবৎস নামে রাজা স্বর্গেতে বসতি।
শনিগ্রহ হেতু হৈল নানান দুর্গতি॥
সেই মহারাজা পালিছিল আহ্মারারে।
সর্ব্বশাস্ত্র মুখাগ্রত পারি পঠিবারে॥
সত্য করি নৃপাত এ দিলেক ছাড়িয়া।
ব্যাধে বন্দী করিলেক কাননে পাইয়া॥
ব্যাধ-হস্তে বদ্ধ হৈয়া ভয় পাইলু মনে।
সর্ব্ব দুঃখ গেল এবে তোহ্মা দরশনে॥
আপনে ধার্ম্মিক বট শুন নৃপমণি।
তব কীর্ত্তি ব্যাপি আছে সমস্ত অবনী॥
আনন্দে বঞ্চিমু এথা নাহি আর ভয়।
শুনিয়াছি তব গুরু দয়ালুহৃদয়॥
দেবীরাঙ্ঘ্রি-সরোরুহে মকরন্দ আশে।
অলি প্রাএ ঘুমিয়া রৈয়াছে শঙ্করদাসে॥

মালসী।

নিতান্ত বলি হে।

তারিণী নামটি সার জ্ঞান কর মিথ্যা আর।
ভবানীর অঙ্ঘ্রি বহি গতি নাহি দুষ্কৃতির॥

ত-বর্গের তৃতীয়াক্ষরে দেহি কেবল হ্রম্বোকার।
ক-বর্গের ত্রয়াক্ষরে আর্ক মাত্রাকার সার॥
এই যুগ্মাক্ষর মন্ত্র নহি জপে জেই নর।
নিরোদ্ধারান্তেতে তার লাঞ্ছন হইবে বড়॥
ভবানীশঙ্করে বোলে শুন স্বাস্ত হে বর্ব্বর।
ভবনদী তরিবে যদি দুর্গা দুর্গা দুর্গা স্মর॥

পয়ার।

ত্রাহি ভবানীর নাম সার॥

দুর্গা নামাক্ষরদ্বয় জপ নিরবধি।
কৃতান্তের দণ্ড হোন্তে নিস্তার হবে যদি॥
পক্ষীর বচনে রাজা উল্লাসিত মন।
ব্যাধেরে বিদায় কৈল দিয়া বহু ধন॥
ঘৃতের সহিতে অন্ন পক্ষীরে জে দিয়া।
কোটোয়াল স্থানে রাজা বলিল ডাকিয়া॥
ত্বরায় চলিয়া জাও ধনপতি স্থানে।
ডাকিয়া আনহ সাধু মোর বিগুমানে॥
নৃপেরাজ্ঞা শিরোধার্য্য করি কোটোয়াল।
ধনপতি স্থানে গিয়া মিলিল তৎকাল॥
কোটোয়ালে বোলে সাধু গচ্ছ তূর্ণ করি।
আজ্ঞা করিয়াছেন রাজা বিক্রমকেশরী॥
কোটোয়াল-বাক্যে সাধু আশু কৈল ব্রজ।
উপস্থিত হইলেক জথা নররাজ॥
প্রণাম করিয়া সাধু বোলে যোড়করে।
কেহ্নে আজ্ঞা করিয়াছ কিঙ্করের তরে॥
রাজা বোলে শুন বাক্য সাধুর নন্দন।
তোহ্মা সম যোগ্য সাধু নাহি একজন॥
দুই পক্ষিরাজ দেখ সাক্ষাতে তোহ্মার।
গৌড়ে গচ্ছ সোবর্ণ-পিঞ্জর আনিবার॥
করযোড়ে পুনর্ব্বার বোলে ধনপতি।
তব আজ্ঞা লঙ্ঘিবারে কাহার শকতি॥
এ বলিয়া প্রণাম করিয়া নরকান্ত।
নিজালয়ে আসিলেক সাধু ধনবন্ত॥
লহনার করেতে খুল্লনা সমর্পিয়া।
বলিতে লাগিল সাধু বিনয় করিয়া॥
মোর বাক্য শুনহ লহনা সীমন্তিনী।
যতনে পালিও তোর খুল্লনা ভগিনী॥
খুল্লনার প্রতি যদি স্নেহ থাকে তব।
বাক্য-বশ তোহ্মার হইব আহ্মি ধ্রুব॥
লহনাএ বোলে কেহ্নে চিন্তা পাও কান্ত।
প্রাণ তুল্য করি আহ্মি রাখিব নিতান্ত॥
প্রিয়া-বাক্যে আনন্দ হইয়া ধনপতি।
যাত্রা করি গৌড়রাজ্যে করিলেন গতি॥
এথাকারে লহনাএ ভাবে মনে মন।
এই সমে খুল্লনারে দিবাম লাঞ্ছন॥
এত ভাবি গেল সখী ব্রাহ্মণার পাশে।
অপর্ণা ভাবিয়া গাএ শ্রীশঙ্করদাসে॥

কর্ণাট রাগ—লাচাড়ি।

লহনাএ বোলে সখি করি নিবেদন।
সপত্নীর রূপ দেখি স্থির নহে মন॥
কি কহবো অএ সখি রূপের উপমা।
মীনকেতনের পত্নী নহে তান সমা॥
সোমকলা সমসর রূপ বৃদ্ধি পাএ।
এবে আহ্মি কি করিব চিন্তহ উপাএ॥
এই যৌবনের কালে যদি আইসে পতি।
গৃহবাস না করিব আহ্মার সঙ্গতি॥
জেইরূপে সপত্নীর জাতিভ্রষ্ট হএ।
তাহার সন্ধান সখি করহ নিশ্চএ॥
নহে বধ হৈব আহ্মি তোহ্মা বিগুমানে।
সারদাজ্ঞ্রি ভাবিয়া শঙ্করদাসে ভণে॥

পয়ার—ঘোষা।

বদ মন রামনাম বাণী।
রা-শব্দশ্চ উমাকার
মকারস্ত মহেশ্বর
জানং কুরু নমোগ্র ঈশানী॥

শুন হে পামরানন
মিথ্যা বাচ বদ কেন
রাম-নাম-পিউস কর পান।
অএ রে পাপ শ্রবণ
রাম নাম নিত্য শুন
অন্য বাচ কোন প্রয়োজন ॥
পাপ আখি কি বা কর
রাম নাম সদাএ হের
রামময় পশ্য এ সংসার।
কহেন শঙ্কর দীনে
প্রভু রামচন্দ্র বিনে
দুষ্কৃতির বন্ধু নাহি আর ॥

ধুয়া।

বদ মন রাম-নাম বাণী ॥

দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর জে করে স্মরণ।
চপলেতে দেহের কল্মষ করে হন ॥
ব্রাহ্মণীএ বোলে সখি না কর ক্রন্দন।
তাহার উফায় আহ্মি চিন্তিব অখন ॥
এক সতার ভয়ে তুহ্মি কান্দ কি কারণ।
সপ্ত সপত্নীকে করিয়াছি বিড়ম্বন ॥
এক সতা ছিল প্রভুর প্রাণের সমানে।
ঔষধ করিয়া তাকে বধিছি পরাণে ॥
কেহো অজা চড়াইতে জাতি হৈল নাশ।
প্রেমানন্দে ধব সঙ্গে করম নিবাস ॥
চিন্তা পরিহর সখি কথ বড় কাজ।
অবিলম্বে ওহারে পাঠাও বনমাঝ ॥
এক পত্র লেখি সদাগরের লিখন।
জেই মতে খুল্লনা ছাগল রাখে বন ॥
এই মতে খুল্লনারে দেয় তুহ্মি কষ্ট।
ত্যাগিবেক সদাগরে হৈলে জাতিভ্রষ্ট ॥
লহনাএ বোলে সখি লএ মোর মন।
আহ্মি কি বলিব তোহ্মার বুদ্ধি বিচক্ষণ ॥
আশুক্রমে লেখ সখি সদাগরের লিপি।
এই ক্ষণে অজা সনে পাঠাই দিব অপি ॥
তাহা শুনি ব্রাহ্মণী লিখনী লৈয়া করে।
সদাগরের লিপি লেখে উভ পত্নী তরে ॥
শুনহ খুল্লনা রামা আহ্মার বচন।
অজা রক্ষা হেতু তুহ্মি গচ্ছহ কানন ॥
পুনঃ পুনঃ লেখিলেক লহনার স্থানে।
সর্ব্ব ধন জন মোর রাখিবে যতনে ॥
যদি স্বইচ্ছাএ বনে না জাএ খুল্লনা।
করেতে লইয়া দণ্ড করিবে তাড়না ॥
এ বলিয়া মিথ্যা লিপি লেখি ততক্ষণে।
লহনার হস্তে দিল হরষিত মনে ॥
পত্র নিয়া দিল রামা খুল্লনার সদনে।
মহীমধ্যে বসিলেক ক্রন্দন-নয়নে ॥
খুল্লনাএ বোলে দিদি না বুঝি লক্ষণ।
কি কারণে করিয়াছ বিরস বদন ॥
লহনাএ বোলে মোর প্রাণী নহে শান্ত।
কি হেতু তোহ্মারে ক্রোধ করিয়াছে কান্ত ॥
এ বলিয়া লহনা কান্দয়ে দীর্ঘ রাএ।
দুর্গার পদ ভাবিয়া শঙ্করদাসে গাএ ॥

ইতি শুক্রবাসরে রাত্রিপালা সমাপ্ত ॥

রাগ পাহিরা।

কান্দে রামা লহনা বাইনানী।
হৃদেতে কপট করি
খুলনার গলে ধরি
কান্দি কান্দি বোলে সুবদনী ॥
কি কারণে সদাগরে
ক্রোধ হৈল তোর তরে
তর্জ্জিয়া যে লেখিছে বিস্তর।
অজা সব চড়াইতে
গিয়া ঘোর অটবীতে
বিধি এথ কৈল অথান্তর ॥
সাধুর বাক্য ব্যর্থ করি
রাখিবারে নহি পারি
নহি গেলে ক্রোধ হৈব তোরে।

কিরূপে ধরাইমু হিয়া
বিপিনেতে তোরে দিয়া
খুল্লনাতে কি বলিব মোরে ॥
শুনিয়া খুল্লনা কহে
মোর মনে নহি লএ
কোনে আনিছিল এই পত্র।
রামা বোলে জেই লোকে
লিপি আনি দিল মোকে
ব্রজ করি গেল সেই দ্রুত ॥
কহেন শঙ্কর দীনে
উফাএ নাহি উমা বিনে
শুন শুন অএ মূঢ় চিত্ত।
দুর্গা নাম মহামন্ত্রে
স্থিতি করি বক্ত্র-যন্ত্রে
রসনা-দণ্ডে বান্ধ কর নিত্য ॥

ঘোষা।

রাগ বেলোয়ার।

দারুণ বিধি কি লেখিল আহ্মার কপালে।
জেন কুতা করিছিল কদ্রুএ বিনতারে ॥
পাকশাসনের করী নীলবর্ণ হৈল।
কুতা হেতু বিনতাএ দাসীত্ব করিল ॥

পয়ার।

দুর্গা নামাক্ষরদ্বয় বহে জেই নরে।
দুরিতে তাহার দেহে আশ্রয় নহি করে ॥
খুল্লনাএ বোলে দিদি কহ মিথ্যা কথা।
অনুমানে বুঝিলাম তোহ্মার হবে কুতা ॥
খুল্লনার বাক্যে রামা হৈল ক্রোধমন।
ব্যর্থ মোর অকীর্ত্তি করসি কি কারণ ॥
তোর স্বামী লেখিয়াছে অজা রাখিবারে।
সত্য মিথ্যা পড়ি দেখ অক্ষরে অক্ষরে ॥
খুল্লনাএ বোলে প্রভুর আছি দুই ভার্য্যা।
এক জনের তরে বোল মুখে নাহি লজ্জা ॥
সত্য যদি প্রাণনাথে লেখিছে লিখন।
ছেলি লৈয়া দুই জন সঙ্গে জাইমু বন ॥
প্রভুর ঐশ্বর্য্য ভোগ করি দুই জনে।
এক জনে অজা রাখিবেক কি কারণে ॥
খুল্লনার বাক্যে রামা কম্পে থরে থরে।
লাম্প দিয়া ধরিলেক কুন্তল উপরে ॥
পতন করিল রামা ক্ষৌণীর উপরে।
দুঃখ পাই সুন্দরী কান্দএ উচ্চস্বরে ॥
মুক্ত কবরীতে ধরি লোটাইল মহী।
আর নি বলিবে মন্দ তূর্ণ তাহা ক্রহি ॥
পুনর্ব্বার তুলিলেক কেশেতে ধরিয়া।
বিস্তর প্রহার কৈল করে দণ্ড লৈয়া ॥
উচ্চস্বরে কান্দি শেষে হইলেক শান্ত।
বলে আহ্মি কি করিব ঘরে নাহি কান্ত ॥
লহনাএ বোলে তোর নাহিক নিস্তার।
এ বলিয়া কাড়ি লএ সর্ব্ব অলঙ্কার ॥
অজা সব গণি রামা দিলেক সত্বরে।
আশু গতি কর এবে বিপিন ভিতরে ॥
দুঃখ ভাবি সুন্দরীএ করএ ক্রন্দন।
বন্ধু বান্ধব কেহো নাহিক সদন ॥
পরিধান হেতু আনি দিল জীর্ণাম্বর।
অজা লৈয়া জাএ রামা গহন ভিতর ॥
ভবানীশঙ্করে গাএ ভাবি নারায়ণী।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর দুর্গতিনাশিনী ॥

ঘোষা।

মা অভয়া ভবানি হে তুহ্মি হে ভরসা।
বালক প্রতি ভগবতী পূর্ণ কর আশা ॥

দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর স্থিতি জার হৃদে।
তাহার বিপদ্ নাহি বলিয়াছে বেদে ॥
খর্ব্ব জীর্ণাম্বর রামা করি পরিধান।
অজা সর্ব্ব লৈয়া সঙ্গে করিল পয়াণ ॥

এক হাতে দণ্ড আর কর বক্ষোপরে।
ছাগল সহিতে গেল গহন ভিতরে॥
ছাগল রক্ষিতে নারে হইল দুর্ব্বল।
ক্ষুধাএ কাতর হৈয়া ভক্ষে বন-ফল॥
অহাস্ত হইল বনে মনে পাইল ভীত।
খগাগ্রজ সহিতে মার্ত্তণ্ড অস্তমিত॥
চতুর্দ্দিকে উচ্চস্বরে শিবা করে রব।
চপলেতে একত্র করিল অজা সব॥
সর্ব্বাজা লইয়া গৃহে চলিল সুন্দরী।
উপস্থিত হইল আসিয়া নিজ পুরী॥
ঘরের ভিতরে ছেলি রাখিয়া তৎকাল।
তৃণ লৈয়া গৃহদ্বারে দিল ধুম্রজাল॥
তদন্তরে খুল্লনাএ কান্দিয়া কান্দিয়া।
ঢেকিশাল মন্দিরেতে রহিল বসিয়া॥
খুদ্রান্ন করেতে লৈয়া লহনা সুন্দরী।
ঢেকিশাল-গৃহে দিল মান-দলে করি॥
জীবন লইয়া ভগ্ন নারিকেলাধারে।
বসিলেক খুল্লনা ভোজন করিবারে॥
একে ত খুদের অন্ন অনেক দাহন।
মুখে দিলে সেই অন্ন না জাএ ভক্ষণ॥
দিনান্তের ক্ষুধাযুক্তে দেহ হৈছে ছন্ন।
কিছু মাত্র ভক্ষি শেষে ত্যাগিলেক অন্ন॥
নারিকেলাধার-নীরে করি আচমন।
ভয় হেতু মন্দস্বরে করএ ক্রন্দন॥
একখানি জীর্ণাসন পাড়িয়া সুন্দরী।
শয়ন করিল দুই জানু বক্ষে করি॥
পিপীলিকা-দন্তঘাতে হইল অসুখী।
শেষ যামিনীতে নিদ্রা জাএ শশিমুখী॥
বিকর্ত্তনোদিত হৈল ত্রিযামা অন্তরে।
জাগিয়া লহনা বৈসে দিব্যাসনোপরে॥
দেখে সর্ব্ব অজা রৈছে গৃহের ভিতর।
খুল্লনী খুল্লনী বলি তর্জ্জএ বিস্তর॥
কিছু নহি শুনে রামা নিদ্রার কারণে।
ঝারি হোস্তে বন ঢালি দিলেক বদনে॥
আখি প্রকাশিয়া রামা পঞ্চে উর্দ্ধাননে।
ভীতি পাএ এনী জেনান্তক দরশনে॥
আস্তে ব্যস্তে দাণ্ডাএ পরিয়া জীর্ণাম্বর।
লহনার স্থানে বোলে করি যোড় কর॥
বিস্তর হৈয়াছে জ্বর দেখ মমাঙ্গেতে।
ছেলি লইয়া কিরূপে জাইমু কাননেতে॥
অখনে নারিব আহ্মি জাইব বৈকালে।
তাহা শুনি লহনা অধিক ক্রোধে জলে॥
ছেলি উপবাসী রাখি রহিয়াছ ঘরে।
কি কারণে চাও তুহ্মি মরিবার তরে॥
খুল্লনাএ বোলে ক্রোধ কেহ্নে কর দিদি।
মোরে ক্লেশ দেয় তোহ্মা বিড়ম্বিব বিধি॥
ভয়যুক্ত হইয়া চলে লইয়া ছাগল।
অঙ্গে বস্ত্র নাহি জেন চলিছে পাগল॥
নগরের লোক সর্ব্বে একদৃষ্টে চাহে।
অধানন হৈয়া রামা ছেলি লৈয়া জাএ॥
বিপিনেতে ছাগল রক্ষএ রামা একা।
মাতৃসখী ব্রাহ্মণীর সঙ্গে হৈল দেখা॥
ব্রাহ্মণীএ বোলে কেহ্নে কানন ভিতর।
খুল্লনাএ বোলে সতা কৈল অথান্তর॥
এ বলিয়া ব্রাহ্মণীর চরণে ধরিয়া।
রোদন করএ রামা ক্ষৌণী লোটাইয়া॥
শঙ্করদাস রৈছে দেবীরাজ্ঞি আশা করি।
চাতক রহিছে জেন মেঘ পানে হেরি॥

করুণ ভাটিয়ার।

ব্রহি মোর কি হবে উফাএ।
অভাগিনী খুল্লনারে
বিহা দিয়া সাধুর তরে
বিস্মৃতি হইল বাপ মাএ॥
গৌড়ে গেল প্রাণনাথে
সমর্পি সপত্নী-হাতে
মিথ্যা লিপি লেখিয়া লহনী।
ঝারি নানান প্রকারে
অজা গণি দিল মোরে
বনে ছেলি রাখি পুনি পুনি॥

শেষ হৈলে প্রভাকর
খুদ্রান্ন আহার মোর
খুধার কারণে কিছু খাই।
জীর্ণাম্বর দেহে দিয়া
বক্ষোপরে ভুজ থুইয়া
প্রভাতে বিপিনে চলি জাই॥
প্রাণ তুল্য সমসর
ছিল আহ্মি মা-বাপের
নির্দ্দয়া হইল কি কারণে।
ব্রাহ্মণীএ বোলে রামা
ক্রন্দন করহ ক্ষমা
জাই আহ্মি রম্ভার সদনে॥
ভবানীশঙ্করে ভণে
ভাবি দেখিলাম মনে
দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর সার।
দুর্গা দুর্গা ইতি বাণী
বক্ত্রে নিত্য কর ধ্বনি
দুস্কৃতিরোকায় নাহি আর॥

জাও বাছা হনুমান রাম-পদে কহ নিবেদন।
মহাদুষ্ট দশাননে রাখিল অশোক-বনে
কথ আর ভুগিব লাঞ্ছন॥
জেই দিন নিশাচরে হরিয়া আনিল মোরে
তদবধি ত্যজি অন্ন-পানি।
ধূলাএ দিয়া গড়াগড়ি বক্ষিএ ক্রন্দন করি
আহার হৈছে রাম-নাম-বাণী॥
দুরন্ত রাক্ষস-চরে কান্দিলে প্রহার করে
শুন বাপু পবন-সন্ততি।
রাম হেন পতি জার এথেক অবস্থা তার
কথ আর ভুগিব দুর্গতি॥
হনুমানে বোলে মাও এবে শোক ক্ষমা দাও
জাই আহ্মি রামের সদন।
বন্ধ করি এই সিন্ধু পার হৈব দীনবন্ধু
বধিবেক দুরন্ত রাবণ॥
কহেন শঙ্কর দীনে বন্ধু নাহি রাম বিনে
ভাবি দেখিলাম মানসেতে।
জবে কাল হবে অন্ত জপি রামনাম মন্ত্র
মৃত্যু মোর হোক অকস্মাতে॥

ঘোষা।

রাম-পদে কহো নিবেদন॥

খুল্লনাএ বোলে মাও বলি যোড়করে।
অবিলম্বে গচ্ছ তুহ্মি জননীর গোচরে॥
ধনপতি স্বামী জার পিতা লক্ষপতি।
সপত্নীর হাথে তার এথেক দুর্গতি॥
জনক জননী স্থানে কহো সমাচার।
অন্নক্লেশ অঙ্গে মোর নহি সহে আর॥
দুঃখিত হইয়া দ্রুত চলিল ব্রাহ্মণী।
উপস্থিত হৈল জথা রম্ভা সুবদনী॥
রম্ভা বোলে কহ সখি কেহ্নে আগমন।
ব্রাহ্মণীএ বোলে তুহ্মি জীয় কি কারণ॥
আহ্মি জানি তোহ্মার হইয়াছে পরলোক।
তে কারণে খুল্লনাএ ভুঞ্জে দুঃখ শোক॥
তবাত্মজা-ধব ব্রজ করিছে বিদেশ।
সপত্নীএ লহনা জে দেহি গুরু ক্লেশ॥
তুহ্মি নহি জান লহনা কি দুষ্ট শিষ্ট।
নানান প্রকারে খুল্লনারে দেহি কষ্ট॥
ছেলি রাখে বনমাঝে দেখিলু সাক্ষাত।
তাহা শুনি রম্ভা শিরে মারে করঘাত॥
সপত্নীর হস্তে বিহা হৈল দৈবযোগে।
প্রাণ তুল্য কন্যা মোর হেন ক্লেশ ভোগে॥
বাল্যকালাবধি কন্যা পালিলুম যতনে।
এথেক লাঞ্ছন হৈল আহ্মি বিদ্যমানে॥
বস্ত্র সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া শরার্ণব।
ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ত্যাগিবাম ধ্রুব॥
এ বলিয়া রম্ভা রামা করএ রোদন।
হেন সময়ে কামদেবে দিল দরশন॥
কামে বোলে কেহ্নে বা ক্রন্দন কর আই।
রম্ভা বোলে আহ্মার জীবনের কার্য্য নাই॥
তো হোন্তে অধিক স্নেহ আছিল খুল্লনা।
সপত্নী-হস্তেতে অখন ভোগএ যন্ত্রণা॥

ছেলি রাখে বনমাঝে দেখিছে ব্রাহ্মণী।
সম্বাদ আনহ নহে ত্যাগিবাম প্রাণী॥
কামদেবে বোলে মাও চলিলুম অখন।
এ বলিয়া ভৃত্য লৈয়া করিল গমন॥
লহনার বিদ্যমানে উপস্থিত হৈয়া।
নমস্কার কৈল জ্যেষ্ঠ ভগিনী জানিয়া॥
মনে ভীতি পাই রামা হইল ব্যাকুল।
বসিতে আসন দিল ভক্ষিতে তাম্বূল॥
কপট করিয়া বোলে হৈল সুপ্রভাত।
কামদেব ভ্রাতৃ আজু দেখিলু সাক্ষাত॥
শৃণু ভ্রাতঃ আশু ব্রূহি রাজ্যের মঙ্গল।
খুল্লপত্নী খুল্লতাত আছে নি কুশল॥
কামদেবে বোলে সুখে আছি সর্ব্ব জন।
খুল্লনা ভগিনী কেহ্নে না দেখি অখন॥
রামা বোলে পত্র লেখিছিল সদাগরে।
চিরদিন খুল্লনা ছাগল রক্ষিবারে॥
বাক্য রক্ষা হেতু আজু গিয়া আছে বনে।
প্রাণ তুল্য করি আহ্মি রাখিব অখনে॥
এই হেতু প্রভু যদি ক্রোধ করে মোরে।
আর নহি দিব তানে অজা রক্ষিবারে॥
এই মতে লহনাএ বোলে মিথ্যা বাণী।
হেন সমে ছেলি সঙ্গে আসিল খুল্লনী॥
ভগিনী দেখিয়া ক্রোধ হইল কুমার।
লহনার তরে করে বহু তিরস্কার॥
বড় নিদারুণী তুই বড়হি জে দুষ্ট।
কোন দোষে ভগিনীরে দেহি এথ কষ্ট॥
মনে জ্ঞান কর এহার নাহিক বান্ধব।
জ্যেষ্ঠ না হইতে যদি করিতু লাঘব॥
এই সে কারণে তোকে বিধি বিড়ম্বিল।
বয়স হইল গত সন্তান না হইল॥
আজু হোন্তে তোর সর্ব্ব মায়া হৈল গদ।
এবে কি করিবে দুষ্টা তূর্ণ তাহা বদ॥
লহনাএ বোলে কেহ্নে বদ ক্রোধ-বাণী।
ভিন্ন জন নহে মোর খুল্লনা ভগিনী॥
ছেলি রাখে ধব-বাক্য রক্ষার কারণে।
স্বপ্রাণের সমান করি রাখিব অখনে॥
এ বলিয়া খুল্লনারে করি পরিষ্কার।
দিব্য বস্ত্র পৈরাএ পৈরাএ অলঙ্কার॥
কপট করিয়া রামা আইস আইস বোলে।
কপালেতে চুম্ব দিয়া তুলি লৈল কোলে॥
লহনার চরিত্র দেখি কামদেব হাসে।
পুনর্ব্বার লহনারে বোলে পুটবাসে॥
গলবস্ত্র হৈয়া আহ্মি বলি বারে বার।
খুল্লনার প্রতি ক্লেশ নহি দিয় আর॥
লহনাএ বোলে ভাই চিন্তা পরিহর।
নিশ্চিন্তাএ নিজালয়ে তুহ্মি ব্রজ কর॥
পুনর্ব্বার পত্র যদি লেখে প্রাণনাথে।
খুল্লনা রাখিয়া আহ্মি জাবো অটবীতে॥
সত্য সত্য প্রতিজ্ঞা করিলুম তোহ্মা সনে।
রামা-বাক্যে প্রতীত হইল সাধুর মনে॥
নিজালএ গেল সাধু কিঙ্কর সহিতে।
মঙ্গল-সংবাদ কৈল জননী বিদিতে॥
বার্ত্তা শ্রুতিমাত্র রম্ভা হৈল হর্ষ মন।
স্নান করিয়া রামা করিল অশন॥
বিধিলিপি খলু কেহো খণ্ডাইতে নারে।
পুনর্ব্বার বিস্মৃতি হইল দুহিতারে॥
নিজ গৃহে গেল যদি সাধুর নন্দন।
খুল্লনারে বোলে রামা তর্জ্জন-বচন॥
তোর ভ্রাতার তিরস্কার নহি সহে অঙ্গে।
গহনেতে গচ্ছ তূর্ণ অজা লৈয়া সঙ্গে॥
লহনার বাক্যে রামা করএ ক্রন্দন।
শঙ্কর বোলএ ভাবি অপর্ণার চরণ॥

সুহি রাগ।

উভ পাণি এক করি
বলিল খুল্লনা নারী
এবে ক্রোধ ক্ষমা দেয় মন।
বলি আহ্মি করযোড়ে
দাসী করি রাখ ঘরে
আর মোরে না দিয় লাঞ্ছন॥

যদি নহি লাগে মায়া
তুয়াধীন মম কায়া
খড়্গ লৈয়া কর দুইখান।
মরণ ইচ্ছিল আহ্মি
আনন্দে বঞ্চহ তুহ্মি
আর নহি দিয় অপমান॥
মোর ভাই কামদেবে
বিস্তর বলিল ভবে
সত্য তুহ্মি কৈলা তান সনে।
পৃষ্ঠ দিয়া গৃহে জাএ
বিস্তর বিলম্ব নহে
তাতে বোল ছেলি লৈ জা বনে॥
এ বলিয়া সে সুন্দরী
দেশ দুই ভাগ করি
পড়িলেক লহনার চরণে।
ক্রোধ থাকে মানসেতে
শাস্তি কর নিজ হাতে
জাহা ইচ্ছা লএ তোহ্মার মনে॥
ভবানীশঙ্করে কহে
দেবী-পদ-সরোরুহে
মন মোর মধোক বিরাজে।
পঙ্কোদ্ভব পাই জেন
হইয়া আনন্দ মন
মকরন্দ পীয়ে অলিরাজে॥

মালসী।

ত্রাহি মাং তারিণি শমন-ভয় হোন্তে
শরণ লইলু বনজাঙ্ঘ্রিতে।
না হএ উচিত শমন-হস্তেত
শরণাগতেরে যন্ত্রণা দিতে॥
শমনের চর গমন সত্বর
আসিব আহ্মার কাল অন্তেতে।
কণ্ঠেতে বান্ধিয়া কেশেতে ধরিয়া
লৈবেক নিয়া যম জথাতে॥
মানস তুরঙ্গ বিলয়া তুরুত
সুকৃত না হৈল ভ্রমক্রমেতে।
কিছু মাত্র আর উপাএ নাহি মোর
সিদ্ধান্ত দিবারে কৃতান্ত সাতে॥
ছাড়িয়া কপট বিষম সঙ্কট
ত্রাণ না করিলে কোন রূপেতে।
অবনী ভিতর বৃজিনী সুতের
ভরসা বা আর আছে কথাতে॥
ভবানীশঙ্করে করি যোড় করে
এই ভিক্ষা মাগে তব অঙ্ঘ্রিতে।
দেহি এই বর দুর্গা যুগ্মাক্ষর
নিঃসন্দেহ নিত্য রসনাগ্রেতে॥

ঘোষা।

ত্রাহি ত্রাহি মাং তারিণি কালি॥

দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষরের মহিমা অপার।
কল্মষেরে ছেদ করে হৈয়া তীক্ষ্ণধার॥
এইরূপে লহনার চরণে ধরিয়া।
কাকু করে খুল্লনাএ কান্দিয়া কান্দিয়া॥
উঝটি মারিয়া ত্যাগ করিয়া অন্তরে।
লহনা বসিল গিয়া দিব্যাসনোপরে॥
নাসিকার রক্ত পড়ে পদ-নখ-ঘাএ।
ক্লেশ পাই খুল্লনা কান্দএ দীর্ঘ রাএ॥
এতেক লাঞ্ছনা ভোগ ছিল মোর কর্ম্মে।
কেমনে সহিছে তোরে নিদারুণ ধর্ম্মে॥
তাহা শুনি রামা ক্রোধ হইল প্রচণ্ড।
পুনর্ব্বার প্রহার করে করে লৈয়া দণ্ড॥
দুইখানি জীর্ণাম্বর খুল্লনারে দিয়া।
দিব্যাম্বর অলঙ্কার লইল কাড়িয়া॥
এই মতে লাঞ্ছন করিয়া সুবদনী।
করে ধরি গৃহ হোন্তে বাহির কৈল পুনি॥
ভয় পাইয়া পুনর্ব্বার লইয়া সর্ব্বাজা।
চপলেতে খিলিমিতে জাএ রন্তাজা॥

এই মতে প্রতি দিন ছাগল চরাএ।
গ্রীষ্মকালে অর্কতাপে ঘর্ম্ম বহে গাএ ॥
ঘোরতর বৃষ্টি যদি হৈল বর্ষাকালে।
বারি নিবারণ করে গুরু শাখি-তলে ॥
জলৌকা বেড়িয়া ধরে সর্ব্ব কলেবরে।
শিবা সর্ব্বে রব করে গহন ভিতরে ॥
শরতেতে এই মতে নানা দুঃখ পাএ।
খুধাএ কাতর হৈয়া বন-ফল খাএ ॥
হিমকালে শীতে ভীতে দেহে হৈল জ্বর।
কাননে বসতি করে বর্জ্জিত অম্বর ॥
শিশিরেতে এই মতে রক্ষএ ছাগল।
চলিতে না পারে রামা হইল দুর্ব্বল ॥
বসন্তেতে পীকে নাদে ভ্রমরে ঝঙ্কারে।
দুঃখের উপরে দুঃখ সহিতে না পারে ॥
বন-ফল ভক্ষি মাত্র রহিছে জীবন।
বোলে এবে কৃপা কর অর্কের নন্দন ॥
এই মতে ষষ্ঠ ঋতু ছেলি রাখে বনে।
ক্লেশ খণ্ডিবার যোগ হইল তখনে ॥
শ্রমযুক্ত নিদ্রা জাএ খুল্লনা যুবতী।
অন্তরীক্ষে তাহারে জানিলা ভগবতী ॥
আপনার নিজ দাসী দেখি ক্লেশযুতা।
কৃপান্বিতা হৈলেন মাতা দেবী শৈলসুতা ॥
দেখিলেন মহীরুহাশ্রমে রৈছে অজা।
লুকাই রাখিলেন তাহা দেবী নগেন্দ্রজা ॥
ক্ষণান্তরে খুল্লনার নিদ্রা হৈল ভঙ্গ।
অজা না দেখিয়া রামার জর্ম্মিল আতঙ্ক ॥
অধানন হৈয়া ভএ কান্দএ সুন্দরী।
বোলএ শঙ্করদাসে ভাবিয়া শঙ্করী ॥

কর্ণাট রাগ।

কান্দএ খুল্লনা রামা মনে পাই ভয়।
এবে আহ্মি কি করিব না দেখি উফায় ॥
অজা না দেখিলে সতা অগ্নিতুল্য হৈব।
কেমনে জাইব গৃহে কি বোল বলিব ॥
যত্তপি মারিছে পূর্ব্বে রহিছে জীবন।
এবে শেষ পত্নী-হস্তে আহ্মার মরণ ॥
সপত্নী-হস্তেতে মৃত্যু সহন না জাএ।
এবে আহ্মি কি করিব না দেখি উফাএ
শুন পঙ্কোদ্ভব-বন্ধু-সুত মোর বাণী।
এবে কৃপা কর ক্লেশ নহি সএ প্রাণী ॥
যদি দূত পাঠাইয়া না দেয় এই ক্ষণে।
আপনার মৃত্যু আহ্মি চিন্তিব আপনে ॥
গব্যার্ণব মথনান্তে জাহা হৈলোদ্ভব।
তাহা ভক্ষি প্রাণী আহ্মি ত্যাগিবাম ধ্রুব ॥
এই মতে কান্দে রামা আউলাইছে কুন্তল।
বয়ান বাহিয়া পড়ে নয়নের জল ॥
ভবানীশঙ্করে বোলে বন্ধু নাহি আর।
দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর ভরসা আহ্মার ॥

রাখোয়াল কান্দে বিপিনেতে ধেনু হারাইয়া।
অকস্মাৎ প্রজাপতি
ধেনু বৎস সঙ্গতি
মায়া করি রাখে লুকাইয়া ॥
না দেখি গোধেনু পশু
কান্দে সর্ব্ব ব্রজ-শিশু
গোবিন্দাজ্যি ধ্যাই মানসেতে।
কৃপা কর কৃপাসিন্ধু
তুহ্মি বিনে নাহি বন্ধু
নহি বধ হৈব গহনেতে ॥
কান্দি কান্দি রাখোয়ালে
ত্রাহি ত্রাহি কৃষ্ণ বোলে
কৃপাং কুরু প্রভু দয়াময়।
গোবর্দ্ধনধারী জেন
রক্ষা কৈলা গোপগণ
এই বার চিন্তহ উফায় ॥
বাজাইয়া মোহন বংশী
ব্রজ কৈলেন বলী ধ্বংসি
মিলিলেন্ত রাখোয়াল স্থানে।
বৎস সহিতে ধেনু
পুনর্ব্বার সৃজিলেন কানু
লজ্জা পাইলেন বেদ্ধাননে ॥

ধেনু পাইয়া ব্রজশিশু
গোবিন্দ বন্দিয়া আশু
স্তুতি করে বিবিধ প্রকারে।
ভবানীশঙ্করে কহে
মোর মনে হেন লএ
রাধাকৃষ্ণ স্মরি মরিবারে॥

ঘোষা।

রাখোয়াল কান্দে বিপিনেতে ধেনু হারাইয়া॥

দুর্গা নামাক্ষরদ্বয় বদে জেই প্রাণী।
তাহার বিপদ নাহি আগমের বাণী॥
এইরূপে খুল্লনাএ করএ ক্রন্দন।
কি কারণে বিধি মোরে কৈলে বিড়ম্বন॥
জন্ম অবধি কিছু না করিলুম পাপ।
তবে কেনে বিধি মোরে দেহি মনস্তাপ॥
অত্তাপি বিপিনেতে একাকি বসতি।
পিতৃ তুল্য দেখিয়াছি জথ অজপতি॥
ক্রন্দন শুনিয়া দেবী বলিলা পদ্মারে।
আজ্ঞা অর্চ্চা কর আজু কানন মাঝারে॥
গতি কৈল পদ্মাবতী অমলাদি সঙ্গে।
কাননেতে অর্চ্চে দেবী অতি মনোরঙ্গে॥
শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্ম আর জয়কার ধ্বনি।
ধ্বনি শুনি চমকিত হইল খুল্লনি॥
বাদ্মশব্দ ভেদি জাএ কণ্টক ভাঙ্গিয়া।
আকুল হইয়া ধাএ কান্দিয়া কান্দিয়া॥
তুর্ণব্রজে উপস্থিত হৈল সেইখানে।
পঞ্চ কন্তা অর্চ্চে চণ্ডী মঙ্গলবিধানে॥
খুল্লনারে দেখিয়া পরম রূপবতী।
জিজ্ঞাসা করেন অমলাদি পঞ্চ সতী॥
কোন বংশে জর্ম্ম তোর কথাতে বসতি।
ভয় ত্যজি তুর্ণ তাহা বদ রূপবতি॥
দেখিয়া বদন তোর পরম সুন্দর।
কুমুদ-বন্ধুএ লজ্জা পাইল বিস্তর॥
সহস্রভুজেরাত্মজার কান্তের জনকে।
ভুরু দেখি নিন্দা পাএ তাহার কার্ম্মুকে॥

দেখিয়া তোহ্মার চারু যুগল নয়ন।
কুরঙ্গিণী বিস্তর পাইল অপমান॥
মৃগাদ-নারীর পতির জনক সারথি।
তাহার আত্মজ হএ জেই মহামতি॥
নাসিকা দেখিয়া তোর বড়হি সুন্দর।
তাহার চঞ্চুএ নিন্দা পাইল বিস্তর॥
ভাস্কর-জনক-কান্তার পিতৃ মহাশএ।
তাহান বাহন জান জেই জন হএ॥
দেখিয়া সুন্দর তোর দশনের জুতি।
তাহার দন্তের মুক্তা নিন্দা পাএ অতি॥
যুধিষ্ঠির নৃপতিরাগ্রজ জনকের।
জন্তার সদৃশ বর্ণাধর হএ তোর॥
হেম পুরীমধ্যে জেই নিবাস করএ।
তার পিতৃপিতামহ জেই জন হএ॥
সেই দেবে জারোপরে করে আরোহণ।
তোর গ্রীবা দেখি নিন্দা পাএ সেই জন॥
অহির রিপুর পতিরাম্বার বাহন।
নিন্দা পাএ তোর কটির দেখিয়া লক্ষণ॥
তোর রূপে নিন্দা পাএ দেবের কুমারী।
কি কারণে অটবীতে বঞ্চসি সুন্দরি॥
মুক্ত লেশ কি কারণে ক্রন্দন-নয়ান।
জীর্ণাম্বর কেন বা করিছ পরিধান॥
পঞ্চকন্তা-বাক্যে রামা বোলে করযোড়ে।
উমাজ্যি ভাবিয়া গাএ ভবানীশঙ্করে॥

রাগ গান্ধার।

খুল্লনাএ বোলে মাও শুনহ উত্তর।
নিবেদন করি আহ্মি অবধান কর॥
বর্ণিক-কুলেতে জর্ম্ম বাপ লক্ষপতি।
ধনপতি স্বামী মোর উজানীতে স্থিতি॥
দুর সপত্নী মোরে প্রহার করিয়া।
ছাগল রক্ষিতে বনে দিছে পাঠাইয়া॥
গৌড় নগরেতে প্রভু গেল গতাব্দেতে।
তদবধি বঞ্চি আহ্মি এই কাননেতে॥

ক্লেশ হেতু নিদ্রা মোর হৈল এই বনে।
অকস্মাৎ ছেলি হরি নিল কোন জনে॥
পদ্মাবতী বোলে তুহ্মি অর্চ্চ নগেন্দ্রজা।
এই ক্ষণে ধ্রুবারণ্যে পাইবে সর্ব্বাজা॥
খুল্লনাএ বোলে মাও অর্চ্চি নারায়ণী।
কাহার খণ্ডিছে ক্লেশ ব্রুহি তাহা শুনি॥
শঙ্করে বোলএ জান দুর্গানাম সার।
দুঃখ নাশে দুর্গা-নামে উপায় নাহি আর॥

ঘোষা।

ত্রাহি ত্রাহি মাং তারিণি দুর্গে।
দুরিতেরে ধ্বংস করে নাম-তীক্ষ্ণ-খড়্গে॥
দুর্গানাম যুগ্মাশর জেই জনে লয়।
কিল্বিষেরে দগ্ধ করে হৈয়া ধনঞ্জয়॥
পদ্মাবতী বোলে শুন দুর্গার মাহাত্ম্য।
মনে দ্বিধা না ভাবিয় হও একচিত্ত॥
মুনির কলত্র বল কৈল বিড়োজাএ।
মুনির শাপে যোনি তান হৈল সর্ব্বগাএ॥
ভক্তিভাবে অর্চ্চে ইন্দ্রে অপর্ণার চরণে।
লজ্জার্ণব হোন্তে ত্রাণ পাইল তত্ক্ষণে॥
সুরথে পাইল ক্লেশ বনবাস করি।
অর্চ্চিয়া চরণাম্বুজ প্রাপ্তি হৈল পুরী॥
ভবানী অর্চ্চিয়া রাম অযোধ্যাধিপতি।
রাবণ বধিয়া উদ্ধারিলেন সীতা সতী॥
মঠমধ্যে কলিঙ্গ নৃপতি কৈল পূজা।
পুত্র অর্থ বর তানে দিলেন দশভুজা॥
কালকেতু নামে ব্যাধ ছিল একজন।
নরেশ্বর হৈল দুর্গা করিয়া অর্চ্চন॥
শুনিয়া এ সব বাক্য খুল্লনা যুবতী।
সরোবর-বনে স্নান কৈল শীঘ্রগতি॥
পদ্মাবতী নৈবেদ্যাদি করিল রচনা।
চণ্ডিকা অর্চ্চন হেতু বসিল খুল্লনা॥
চূত-পল্লবিত ঘট স্থাপনা করিয়া।
উপরে চান্দোয়াম্বর দিল টানাইয়া॥

শঙ্খ ঘণ্টা আদি ধ্বনি করিয়া তখন।
পদ্মাবতী বোলে কন্যা শুনহ বচন॥
দুর্গানাম আগমোক্ত জান মহামন্ত্র।
চক্ষু মুদি জপ মন্ত্র জাতা উক্ত তন্ত্র॥
পদ্মারোপদেশে দুর্গা ভাবএ খুল্লনা।
চলিলেন জগতমাতা খণ্ডাইতে যন্ত্রণা॥
রোহিণীর সুতাসুত জেই জন হএ।
তাহার জনক তাত জেই মহাশএ॥
তাহান বাহন-রিপু হএ জেই জন।
তার পৃষ্ঠে নারায়ণী কৈলেন আরোহণ॥
কোন কোন সখী সবে লইয়া চামর।
চতুর্ভিতে বাও করে দেখিতে সুন্দর॥
কোন কোন সখী সবে কটোরা ভরিয়া।
পিউব লৈয়াছে হেমাধার আচ্ছাদিয়া॥
এইরূপে সহচরী সঙ্গে নারায়ণী।
উপস্থিত হৈলা যথা অর্চ্চএ খুল্লনী॥
দণ্ডবৎ হৈয়া রামা পড়িল ভূমিত।
দেবী বোলেন বর মাগ মনের বাঞ্ছিত॥
চরণে পড়িয়া রামা বোলএ কান্দিয়া।
বোলএ শঙ্করদাসে অপর্ণা ভাবিয়া॥

মল্লার রাগ।

নিবেদন করিএ চরণে।
জাহাভীষ্ট মম মনে কিবা নহি জান আপনে
ব্যর্থ মায়া কর কি কারণে॥
জথ জীব ত্রিভুবনে সৃজন করি আপনে
জগদম্বা নাম ধর তুহ্মি।
আজ্ঞা প্রতি কি কারণ তুহি আ না কর জান
জগতেরান্তরে নহি আহ্মি॥
বুঝিলাম সর্ব্ব মর্ম্ম ক্লেশ-লিপি ছিল কর্ম্ম
যদি সে বা খণ্ডাইতে নার।
কাকুতি করিয়া বলি দনুজ এ সর্ব্ব ফেলি
সন্তা-হস্তে প্রাণী রক্ষা কর॥

কহেন শঙ্কর দীনে উকাএ নাহি উমা বিনে
শুন শুন অএ মূঢ় চিত্ত।
দুর্গানাম মহামন্ত্র স্থিতি করি বক্ত্র-যন্ত্র
জিহ্বা-দণ্ডে বাস্ত কর নিত্য ॥

মালসী ।

ভো জন, ভব তরিতে ভবানীর চরণ ভজ।
কালী ভজ কালী পূজ অন্য কাজ সকলি ত্যেজ।
বলিয়াছে বেদাগমে সত্য কেবল কালীর নাম
মিথ্যা ইব ধনজন সুখ দারাত্মজাগ্রজ ॥
কালীর নাম কেমন ধন কালান্তে বুঝিবে মন
কেশে ধরি জখন প্রহারিবে প্রভাকরাত্মজ।
ভবানীশঙ্করে ভণে কালী ভজে জেই জনে
আশু ক্রমে নগোত্তমে বিরাজে করিবে ব্রজ ॥

মন ভবানীর চরণ ভজ ॥

খুল্লনাএ বোলে মাও করি নিবেদন।
যদি দাসী প্রতি কিছু কৃপা থাকে মন ॥
এই বর দেহি তুয়া পদে য়োক ভক্তি।
ভবাঙ্ঘ্রি বহিয়া জেন অন্য নহে মতি ॥
হাসিয়া বলিলা দুর্গা খুল্লনার তরে।
মনসিজ তুল্য সুত হোক তবোদরে ॥
স্বামীর শুভ দৃষ্টিতে জে থাক নিরন্তর।
অদ্যাবধি মম প্রতি ভক্তি রোক তোর ॥
শঙ্খ সিন্দুরে তোহ্মার জর্ম্ম হোক গত।
বিদ্যমানে দেখ অজা গচ্ছহ গৃহেত ॥
এ বলিয়া নারায়ণী চলিলা ত্বরিত।
লহনার সিয়রেতে হৈলা উপস্থিত ॥
জাগ জাগ সাধুর পত্নী শুনহ শ্রবণে।
খুল্লনাএ বনে ছেলি রাখে কি কারণে ॥
আশুক্রমে আন ঘরে তেজ অহঙ্কার।
নহে পুনি মম হস্তে হইবে সংহার ॥
মঙ্গলচণ্ডী হই আহ্মি জগন্তের আই।
নাশি দুষ্ট রক্ষি শিষ্ট আহ্মার কার্য্য এই ॥

স্বপ্ন দেখি লহনা হইল চমকিত।
দুবলারে সঙ্গে করি চলিলা ত্বরিত ॥
উপস্থিত হইল খুল্লনা জেইখানে।
তাহা দেখি পঞ্চ কন্যা চলিল বিমানে ॥
খুল্লনার করে ধরি লহনাএ কহে।
অপরাধ কর ক্ষমা গচ্ছ নিজ গৃহে ॥
আনন্দে নিবাস কর আপনা মন্দিরে।
আর না পাঠাইব তোহ্মা ছেলি রক্ষিবারে ॥
খুল্লনাএ বোলে আহ্মি অজা চড়াইব।
ছেলি রক্ষা নহি কৈলে প্রভু ক্রোধ হৈব ॥
আর না জাইব গৃহে বঞ্চিব কাননে।
লহনাএ বোলে ক্রোধ ক্ষমা কর মনে ॥
দুবা বোলে শুন মাও মোর নিবেদন।
জ্যেষ্ঠ ভগিনীর কথা না কর লঙ্ঘন ॥
লহনাএ করে ধরে দুবা ধরে পাএ।
সঙ্কোচিত হৈয়া রামা জাএ নিজালএ ॥
সর্ব্ব অজা দুবলাএ দিয়া স্থানে স্থানে।
রন্ধনের সামগ্রী করি দিল ত্বরমানে ॥
স্নান করি লহনা পড়িয়া দিব্যাম্বর।
ত্বরাএ চলিয়া গেল পাকশাল ঘর ॥
দারু সংযোগেতে বহ্নি কৈল প্রজ্বলিত।
নিরামিষ ব্যঞ্জন পক্ক করিল ত্বরিত ॥
রোহিত মীনাদি পক্ক করিয়া হরিষে।
সুগন্ধি তণ্ডুল পক্ক কৈল অবশেষে ॥
ভক্ষ্য পাত্রাসন বন দিল দুবা চেড়ী।
ভোজন করিতে বৈসে খুল্লনা সুন্দরী ॥
স্বর্ণ থালে দিব্য অন্ন লইয়া লহনা।
একত্রে ভোজন তবে করে দুই জনা ॥
খুল্লনারে সম্বোধিয়া বোলে লহনাএ।
উমাঙ্ঘ্রি ভাবিয়া দীন শঙ্করদাসে গাএ ॥

শ্রীরাগ।

শুন শুন প্রাণ-জইন আহ্মার বচন
রোহিত মীনের মুণ্ড করহ ভক্ষণ ॥

প্রভুর বাক্যে ছেলি রাখি পাইছ বড় দুঃখ।
তদবধি তোর দুঃখে বিদরএ বুক ॥
রামা বোলে দুঃখ পাইলু দৈবের লিখিত।
তো হোন্তে অধিক মোর কে আছে ব্যথিত ॥
তুহ্মি ভক্ষ মীনমুণ্ড কিছু নাহি শঙ্কা।
বড় তুষ্ট হৈল আহ্মি পাইল লক্ষ তঙ্কা ॥
অন্যে অন্যে সম্ভাষা করএ দুই জনে।
রোহিত্-মুণ্ড বিড়ালে নেহালে তত ক্ষণে ॥
চলিল মার্জ্জার মীনমুণ্ড অনুসারে।
আচম্বিতে মীনমুণ্ড কামড়াইয়া ধরে ॥
দ্রুতগতি গেল নহি দেখে কোন জনে।
অনুশোচন করে রামা মৎস্যের কারণে ॥
ভগিনীর হেতু মীন করিলুম রন্ধন।
পাপিষ্ঠ মার্জ্জারে মৎস্য করিল ভক্ষণ ॥
খুল্লনাএ বোলে দিদি কথ বড় কথা।
তোহ্মার সাদরে তুষ্ট হইলু সর্ব্বথা ॥
তোহ্মার স্নেহের কথা কহন না জাএ।
দুর্গার পদ ভাবিয়া শঙ্করদাসে গাএ ॥

—— -

জাও উদ্ধব গোকুলেতে কাহ্নু আন গিয়া।
মনসিজানলে নিত্য দহে মোর হিয়া ॥
জেই দিন প্রাণনাথ গেল মথুরাএ।
তদবধি নীরান্ন ত্যাগিছে রাধিকাএ ॥
অনুক্ষণ দেখ মোর ভূমিতে শয়ন।
কৃষ্ণমন্ত্র জপি মাত্র রহিছে জীবন ॥
বোল উদ্ধব কি দোষে ত্যাগিছে নারায়ণে।
কোন অপরাধ কৈল তাহার চরণে ॥
ভবানীশঙ্করে এই বাঞ্ছে মানসেতে।
রাধাকৃষ্ণ স্মরি মৃত্যু হোক কালান্তেতে ॥

——

ঘোষা।

জাও উদ্ধব, গোকুলেতে কাহ্নু আন গিয়া ॥

দুর্গা নামাক্ষরদ্বয় জপ নিরবধি।
কৃতান্তের শুক্র ভীত নিস্তার হবে যদি ॥

তদন্তরে উভয়ে করিয়া আচমন।
কর্পূর তাম্বুলানন্দে করিল ভক্ষণ ॥
এই মতে দুই জনে করে নানা সুখ।
প্রভুর বিচ্ছেদে মাত্র মনে পাএ দুঃখ ॥
পুষ্পদস্বামিএ ক্লেশ পাইয়া খুল্লনা।
উমাঙ্ঘ্রি ভাবিয়া বোলে ঘুচাও যন্ত্রণা ॥
তোহ্মার প্রসাদে সর্ব্ব দুঃখ গেল হরি।
এবে সে আহ্মার রিপু হৈল সম্বরারি ॥
অন্তরীক্ষে নারায়ণী জানিলেন কারণ।
বিরহে কাতর হৈছে খুল্লনার মন ॥
গৌড়রাজ্যে ব্রজ কৈলেন ত্রিজগতমাতা।
সাধুরে কহেন স্বপ্ন জেন পাএ চিন্তা ॥
জাগ জাগ অএ ধনপতি সদাগর।
কোন সুখে নিদ্রা জাও খট্টার উপর ॥
বাড়ীতে হৈয়াছে তোর বড় অথান্তর।
খুল্লনাএ রাখে ছেলি কানন ভিতর ॥
বিলম্ব করিয়া তুহ্মি কর কোন কাজ।
জাতিনাশ হৈলে পাছে পাইবে বড় লাজ ॥
সত্য সত্য ব্রুহি আহ্মি শুনহ বচন।
লহনাএ করিয়াছে এই বিড়ম্বন ॥
স্বপ্ন ব্রুহি নারায়ণী হৈলা অন্তর্ধান।
জাগিয়া ক্রন্দন করে সাধু গুণবান্ ॥
স্বপ্ন দেখি ব্যাকুল হইল ধনপতি।
সোবর্ণ পিঞ্জর সাধু লয় শীঘ্রগতি ॥
শুভযাত্রা করি সাধু করিল গমন।
উজানীতে নৃপ স্থানে দিল দরশন ॥
সোবর্ণ পিঞ্জর রাখি নৃপ বিদ্যমানে।
ক্ষৌণী লোটাইয়া বন্দে রাজার চরণে ॥
আনন্দ হইল রাজা স্বর্ণপিঞ্জর দেখি।
তার মধ্যে রাখিল সুন্দর দুই পাখী ॥
রাখিলেন পক্ষিরাজ আপনার গোচরে।
অবিরত ধর্ম্মবাচ কহে পিকস্বরে ॥
নৃপে বোলে গৃহে গচ্ছ সাধুর নন্দন।
পুনর্ব্বার সদাগরে বন্দিল চরণ ॥
আশুক্রমে ব্রজ করি গেল নিজালয়ে।
লহনার তরে বার্ত্তা খিজে আসি কহে ॥

লহনাএ বোলে শুন খুল্লনা যুবতী।
স্বামী সম্ভাষিতে তুহ্মি চল শীঘ্রগতি॥
লহনার বাক্যে রামা হৈল আনন্দিত।
অঙ্গবেশ করি গেল স্বামীর বিদিত॥
খুল্লনার স্থানে বলিলেক সদাগরে।
দুর্গা-পদ ভাবিয়া গাএ দাস শ্রীশঙ্করে॥
ইতি শনিবাসরে দিবাপালা সমাপ্ত॥

সুহি রাগ।

কি কারণে আসিছ সুন্দরি।
কাহার দুহিতা তুহ্মি কোন তোর হএ স্বামী
ক্রহি রামা লজ্জা পরিহরি॥
ত্যাগিয়া আপন পতি অন্যেতে ভুঞ্জিতে রতি
কোনে তোরে দিল হেন যুক্তি।
মুখে তোর নাহি লাজ ত্যাগ কর এই কাজ
স্বামিপদে কর গিয়া ভক্তি॥
স্বামী ব্রহ্মা হরি হর স্বামী দেব পুরন্দর
স্বামী জান নারীর বান্ধব।
যদি পাপমতি কর নিস্তার নাহিক তোর
কুম্ভিপাকে হইবে লাঘব॥
ভবানীশঙ্করে কহে দেবী-পদ-সরোরুহে
মন মোর রহোক বিরাজে।
বনজ পাইয়া জেন হইয়া আনন্দ মন
মকরন্দ পিএ অলিরাজে॥

ঘোষা।

অভেদ গৌরী শিব সীতা রাম।
একবার আহ্মার পুরাও মনস্কাম॥

দুর্গা দুর্গা শব্দ জার বক্তে নিঃসরএ।
অবিলম্বে দেহের কল্মষ ধ্বংস হএ॥
এইমতে সদাগরে গর্জিল অত্যন্ত।
লজ্জার কারণে রামা না কৈল সিদ্ধান্ত॥
সদাগরে বোলে রামা শুণ সত্য ক্রহি।
ধনপতি আন্ন দারে রত নহি॥

সাধু বোলে গচ্ছ রামা যথা তোর স্বামী।
ধনপতি সদাগর নহি পরগামী॥
সাধুর নিষ্ঠুর বাক্য শুনি আচম্বিতে।
অধানলে গৃহে গেল রুদিতে রুদিতে॥
কান্দি কান্দি কহেন লহনা বিদ্যমান।
কি কারণে দিলে মোরে এথ অপমান॥
তোর বাক্যে গেল আহ্মি প্রভু সম্ভাষিতে।
বিস্তর বলিল মন্দ না পারি কহিতে॥
এই অপমানে জীবনের নাহি আশ।
বাণ চতুর্গুণ করি করিবাম গ্রাস॥
অন্তরে আনন্দ হৈল লহনা যুবতী।
কপট করিয়া বোলে খুল্লনার প্রতি॥
আনন্দে বঞ্চহ গৃহে কিছু চিন্তা নাই।
তোর হেতু প্রাণনাথকে বলিব বুঝাই॥
এ বলিয়া অঙ্গরাগ করে ততক্ষণ।
উত্তমাঙ্গে দিব্য খোপা করিল বন্ধন॥
রত্ন অলঙ্কার অঙ্গে দিল স্থানে স্থান।
দিব্য পট্টাম্বর রামা কৈল পরিধান॥
স্বর্ণ ঝারি পূর্ণ বারি করিয়া লইল।
করিপতি জিনি রামা আনন্দে চলিল॥
সদাগর বিদ্যমানে হৈল উপস্থিত।
গ্রীবাম্বরে বন্দিলেক লোটাই ভূমিত॥
স্বামী বন্দি সুন্দরী দাণ্ডাইল বাম পাশে।
ক্রোধানল হৈয়া সাধু ভার্য্যারে জিজ্ঞাসে॥
স্বপ্ন দেখিলাম আহ্মি গৌড় নগরেতে।
খুল্লনাএ ছেলি কেহে রাখে অটবীতে॥
রামা বোলে প্রভু তুহ্মি লেখিছিলে পত্র।
পত্র দিয়া সেই লোক চলি গেল ক্রত॥
কথ দিন বিপিনিতে রক্ষিল ছাগল।
ভগিনীর ক্লেশে ত্যাগি ছিলুমাম্ন জল॥
পুনর্ব্বার গৃহে আনি রাখিছি যতনে।
নিতান্ত বলিল আহ্মি তোহ্মার চরণে॥
মিথ্যা বাক্য শুনি ক্রোধ হৈল সদাগর।
লাম্প দিয়া ধরিলেক কুন্তল উপর॥
ক্রন্দন করএ রামা পড়িয়া চরণে।
উমাঙ্ঘ্রি ভাবিয়া দীন শঙ্করদাসে ভণে॥

কামোদ রাগ।

কেহে প্রভু ক্রোধ কর মোরে।
বিবাহ করিয়া খুল্লনারে সমর্পিয়া মোর করে
তুহ্মি গেলা পঞ্জরানিবারে ॥
এক দুষ্ট কথা হোনে আসি মোর বিগুমানে
মিথ্যা পত্র আনি মোরে দিল।
আহ্মি সেই লিপি পাইয়া না দেখিল বিমর্শিয়া
দুষ্টে দুষ্ট কর্ম্ম করি গেল ॥
দুঃখ দেখি ভগিনীর প্রাণী মোর নহে স্থির
আপনে চলিয়া গেলুম বনে।
বিস্তর কাকুতি করি আনিলু করেতে ধরি
তবে শান্ত হৈল মোর মনে ॥
স্বল্প কাল সপত্নীর বুদ্ধি নহি হৈছে স্থির
দোষ মোরে দিবেক নিতান্ত।
সপত্নীর বাক্য শুনি প্রতীত না জাইবে পুনি
যদি ধর্ম্ম পাবে প্রাণকান্ত ॥
ভবানীশঙ্করে ভণে ভাবি দেখিলাম মনে
দুর্গানাম যুগ্মাক্ষর সার।
দুর্গা দুর্গেতি বাণী নিত্য বক্ত্রে কর ধ্বনি
দুষ্কৃতির উফায় নাহি আর ॥

মালসী।

ভজ রে ভজ রে মন পঙ্কজ-চরণখানি।
গদগদ বদনে বদ দুর্গানাম মধুর বাণী ॥
দিবসেক বার দুর্গা যুগ্মাক্ষর
জেই জনে করে ধ্বনি।
তাহার কালান্তে আপনে কৃতান্তে
দেহি পাদ্যার্ঘ আচমনি ॥
বিকর্ত্তন-সুত- ভীতে জীব জথ
কম্পমান পুনি পুনি।
কিমাশ্চর্য্য দেখ কম্পিত অন্তক
দুর্গা-ভক্তের নাম শুনি ॥
কহেন শঙ্কর মাগি এই বর
করিয়া যুগলপাণি।
ভক্তের দাস হৈয়া অর্ঘ লভি দিয়া
করুণাং কুরু নারায়ণি ॥

ঘোষা।

ভজ পঙ্কজ-চরণখানি ॥

লহনা এ বোলে প্রভু না হএ সম্ভব।
দোষ বিনে ব্যর্থ মোরে কৈঁলে লাঘব ॥
আর না রাখিব আহ্মি এ ছার জীবন।
বেদ ঋতু দিক্ সঙ্গে করিব ভক্ষণ ॥
লহনার কপট-বচন শুনি সাধু।
উত্তর দিলেক তবে হাসি মৃদু মৃদু ॥
বুঝিলাম তোহ্মার বড় দয়ালু হৃদয়।
ক্রন্দন সম্বলি প্রিয়া গচ্ছ নিজালয় ॥
সম্বাদ জানাও গিয়া খুল্লনার তরে।
ভক্ষ্য হেতু অন্ন পক্ক করুক সত্বরে ॥
নিতান্ত বুঝিল রামা সদাগরের মর্ম্ম।
এবে সে পাষণ্ড মোরে হইলেক ধর্ম্ম ॥
অপমান পাই রামা করিলেক গতি।
উপস্থিত হৈল জথা খুল্লনা যুবতী ॥
লহনাএ বোলে রামা বড় ভাগ্য তোর।
রন্ধন করিতে আজ্ঞা কৈল প্রাণেশ্বর ॥
খুল্লনাএ বোলে দিদি বলি করপুটে।
দেখাইয়া দেয় মোরে বসিয়া নিকটে ॥
এই মতে সম্ভাষা করিয়া জ্যেষ্ঠ সতা।
মানসেতে ভাবে রামা ত্রিজগতমাতা ॥
দাসী প্রতি ভগবতী কিছু কৃপাং কুরু।
ব্যঞ্জনার আজু তূর্ণ হৌক রস চারু ॥
এ বলিয়া রন্ধালএ গেলেক ত্বরিত।
দারু-সংযোগেতে বহ্নি কৈল প্রজ্বলিত ॥
এক স্বান্তে করি ভক্তি ভবানীর চরণ।
প্রথমেতে শাক বেঞ্জন করিল রন্ধন ॥
নারিকেল চূর্ণ করি পিঠাল মিশাইয়া।
বরা করিলেক পয়োন্তবে সন্তালিয়া ॥
অম্বল রন্ধন কৈল মেথি দিয়া পুনি।
দিব্য তৈলে খরল মীন রান্ধে সুবদনী ॥
রোহিত মৎস্য রন্ধন কৈল রাখি শক্তোভবে।
আজ্য দিয়া অজা-মাংস পাক কৈল তবে ॥

জাতি ফল লবঙ্গাদি দিয়া ততক্ষণ।
ক্রমে ক্রমে রাখে বেঞ্জন দিয়া আচ্ছাদন
পিষ্টক রচিল রামা শর্করা সহিতে।
ক্ষেপণ করিল তাহা উনাইয়া ঘৃতে॥
নানান প্রকারে পিষ্টক রচিয়া সুন্দরী।
পয়োমধ্যে রাখে স্বর্ণ-কটোরাতে করি॥
অবশেষে রান্ধি অন্ন রাখে হরষিতে।
আসিল দুবলা চেড়ী পত্রাসন দিতে॥
ভবানীশঙ্করে বোলে এই আশা করি।
কালান্তেতে মৃত্যু হৌক দুর্গামন্ত্র স্মরি॥

মন্দার রাগ।

পরিধান পট্ট শাড়ী
চলিলেক দুবা চেড়ী
অঙ্গে শোভে নানানালঙ্কার।
কটিমাঝে লৈয়া পিড়ি
করে শোভে স্বর্ণ-ঝাড়ি
রাখে স্থান করি পরিষ্কার॥
রজতাসন সম্মুখে
সুবর্ণের বেড় রাখে
তাহার উপরে হেমথাল।
আচমনি-পাত্রে দিয়া
চলিল আনন্দ হৈয়া
জথাতে বসিছে সদাগর॥
করপুটাঞ্জলি করি
বলিলেক দুবা চেড়ী
গচ্ছ নাথ ভোজন করিতে।
মাতঙ্গম জিনি গতি
চলিলেন ধনপতি
বসিলেন রজতাসনেতে॥
চলিল খুল্লনা নারী
অন্ন পরিবেষণ করি
দুর্গা-মন্ত্র মানসেতে স্মরে।
খঞ্জনের গতি জাএ
দেখি সাধু মোহ পাএ
দিল অন্ন স্বর্ণ থালোপরে॥

পিউসের রস জেন
অন্ন ব্যঞ্জন হৈছে তেন
ভোজন করিল ধনপতি।
আচমনি করি বনে
ভাবে সাধু মনে মনে
বুঝি ভার্য্যা গুরু গুণবতী॥
কহেন শঙ্কর দীনে
উপায় নাহি উমা বিনে
শুন শুন অএ মূঢ় চিত্ত।
দুর্গা নাম মহামন্ত্রে
স্থিতি করি বক্ত্র-যন্ত্রে
রসনা-দণ্ডে বাদ্য কর নিত্য॥

মালসী।

ত্রাহি মাং তারিণি দুর্গে ত্রাহি মাং তারিণি।
দুষ্কৃতির মূলাধার তুম্হি নারায়ণি॥
ধর্ম্ম-পন্থ নানা মত যদ্যপিহ জানি।
কদাচিত নহে রত মানস বৃজিনী॥
অধর্ম্মেতে অন্ধে গতি জানিএ নিতান্ত।
নিত্য তাহে রত হএ মমাধম স্বান্ত॥
জীব সভার মূলাধারে বসতি তোম্হার।
জাহে ইচ্ছা তাহে কর উপাএ নাহি আর॥
নরাধম দাস জ্ঞানে না কৈলে করুণা।
যম-চরে ধ্রুব মোরে করিবে তাড়না॥
দাস শঙ্করের প্রতি কিছু কর দয়া।
দুর্গামন্ত্র স্মরি বক্ত্রে ত্যাগ করি কায়া॥

ধুয়া।

ত্রাহি মাং তারিণি দুর্গে ত্রাহি মাং তারিণি॥

দুর্গা নামাক্ষরদ্বয় বদ নিরবধি।
কৃতান্তের ভীতি হোন্তে নিস্তার পাবে যদি॥
হরষিতে ভোজন করিয়া সদাগরে।
সেবকেরে আজ্ঞা কৈল শয্যা রচিবারে॥

দিব্য তুলি রচিলেক খট্টার উপরে।
তারোপরে শুভ্র পাটি অতি শোভা করে।
বিচিত্র শয্যাতে বালিশ দিয়া হরষিতে।
নানা সুগন্ধি পুষ্প রাখে চতুর্দ্দিতে॥
বিচিত্র চান্দোয়া শোভে তাহার উপরে।
শুভ্রাম্বর দিয়া চতুর্দ্দিতে বেষ্টিত করে॥
চন্দ্রাতপের চতুর্দ্দিকে ধবল চামর।
পবনে ঢুলাএ অতি দেখিতে সুন্দর॥
এই মতে দিব্য শয্যা রচিয়া সত্বরে।
সদাগর স্থানে গিয়া জানাইল কিঙ্করে॥
চলিলেক ধনপতি আনন্দ অন্তরে।
বাসরালয়েতে বৈসে পালঙ্ক উপরে॥
কর্পূর তাম্বূলানন্দে করিয়া ভক্ষণ।
দুবলা ডাকিয়া বোলে সাধুর নন্দন॥
দেবীর পদ ভাবিয়া রৈয়াছে শঙ্করদাসে।
চাতক রহিছে জেন মেঘাম্বুর আশে॥

ঘোষা।

জাও রে দূতি বৃন্দাবনে আন বিনোদিনী।
ত্রাহি আজুকার ক্ষপা কিরূপে বঞ্চিব একা
বিনে বৃকভানুর নন্দিনী॥
বলির রাধার ঠাঁই দেখিবে যদি কাহাই
অবিলম্বে গচ্ছহ তথাএ।
তোমার বিরহে শ্যাম মরে হেন দেখিলাম
শ্বাস মাত্র আছে নাসিকাএ॥
দূতী বোলে শুন কানু রাধা বলি বাহ বেণু
বাঁশী-রবে না রহিব ঘরে।
আম্মিহ বলিব তাকে যদি তব ভাগ্য থাকে
রাধা লৈয়া আসিব সত্বরে॥
দূতীর সন্ধান পাইয়া করমাঝে বংশী লৈয়া
আইস রাধা বলিয়া ফুকরে।
দূতীর করেতে ধরি চলে রাধা সুন্দরী
ভণে দাস ভবানীশঙ্করে॥

ঘোষা।

বৃন্দাবনে আন বিনোদিনী॥

দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর জে করে স্মরণ।
অবিলম্বে দেহের কল্মষ করে হন॥
সাধু বোলে দুবলা চলহ শীঘ্রগতি।
বাসরেতে আন গিয়া খুল্লনা যুবতী॥
দুবা বোলে শুন নাথ বলিতে না পারি।
বিস্তর পাইছে ক্লেশ খুল্লনা সুন্দরী॥
সাধু বোলে গচ্ছ দুবা না কর ছলনা।
বিনয় করিয়া শীঘ্র আনহ খুল্লনা॥
দেখিয়া ও রূপ প্রাণী স্থির নহে অঙ্গে।
কার্ম্মুক সংযোগে শর হানিল অনঙ্গে॥
চিত্ত স্থির নহে মোর কাহারে কহিব।
অম্বুজ নিকটে অলি কেমনে বঞ্চিব॥
দুবা বোলে সদাগর বলিব অবশ্য।
ভিন্ন জন নহি আম্মি তোম্মার মনিষ্য॥
এ বলিয়া গেল দুবা খুল্লনার সদন।
বোলে তব দুঃখ এবে হইল মোচন॥
মন্দ মন্দ স্বরে বোলে হাসিতে হাসিতে।
সাধুএ করিছে আজ্ঞা বাসরে জাইতে॥
খুল্লনাএ বোলে দুবা কেহে ভাণ্ড মোরে।
একান্ধ ছাগল রাখাইছে সদাগরে॥
দুবলাএ বোলে কন্যা তোর বুদ্ধি নাই।
জীর্ণাম্বর সঙ্গে ব্রজ কর সেই ঠাঁই॥
সেই বস্ত্র দেখাইব সদাগর তরে।
পুনর্ব্বার লাঞ্ছনা করিব লহনারে॥
দুবলার বাক্যে রামা আনন্দহৃদএ।
কর বাড়াইয়া জেনার্ণবসুধু পাএ॥
চাতক হরিষ জেন মেঘ বরিষনে।
তেনমত খুল্লনা আনন্দ হৈল মনে॥
হরষিতে সুবদনী বেশ করে অঙ্গ।
সাধুএ করিছে আজ্ঞা মনে বড় রঙ্গ॥
দিব্য পট্টাম্বর রামা কৈল পরিধান।
কি কহবো খুল্লনার রূপের বাখান॥

কুন্তল করিল বদ্ধ উর্দ্ধ করি খোপা।
তাহার উপরে দিল চম্পকের থোপা॥
মালতীর মালা তাহে দিল বেড়াইয়া।
ভ্রমর রহিছে জেন মধুগন্ধ পাইয়া॥
কর্ণে কর্ণফুল শোভে নাসিকায় বেসর।
গ্রীবাএ মুক্তার হার দেখিতে সুন্দর॥
মৃণাল-বাহুতে স্বর্ণ তারে করে শোভা।
বাজুবন সহিতে দোলএ স্বর্ণঝাবা॥
করেতে কঙ্কণ কর-পল্লব উপরে।
নানা রত্ন-জড়িত অঙ্গুরি শোভা করে॥
মৃগেন্দ্র জিনিয়া শোভে ক্ষীণ কক্ষখানি।
তাহার উপরে শোভে সোনার কিঙ্কিণী॥
চরণে মকর-খারু ঘুঙ্গুরু সহিত।
তার নীচে নূপুর বাজএ সুললিত॥
নানা বেশ করি বক্ষে দিলেক কাঞ্চুলি।
কাঞ্চন-জড়িতাম্বর শিরে দিল তুলি॥
শিরেতে ঘোম্টা দিয়া চলিল খুল্লনা।
সেই রূপ দেখি মোহ জাএ মুনি জনা॥
খুল্লনার রূপ দেখি লহনাএ কান্দে।
শিরে করঘাত মারি আপনাক নিন্দে॥
এই মতে অঙ্গবেশ করিয়া খুল্লনা।
সম্ভাষা করিতে গেল জথাতে লহনা॥
বলিলেক লহনা দুবলা সম্বোধিয়া।
কোন দিকে জাএ রামা অঙ্গবেশ করিয়া॥
লহনার বাক্যে দুবা বোলে জোড়করে।
সাধুএ করিছেন আজ্ঞা জাইতে বাসরে॥
কপট করিয়া দুয়ো বলিল লহনী।
ভবানীশঙ্করে গাএ ভাবি নারায়ণী॥

রাগ—পাহিরা।

অএ রামা কোনে তোরে দিয়াছে কুবুদ্ধি।
না জিজ্ঞাসি মোর তরে
চলিছ বাসর-ঘরে
কিছু নাহি বুঝ শুদ্ধাশুদ্ধি॥
মিথ্যা বাক্য নহে শুনি
সাধুর মর্ম্ম আহ্মি জানি
হৃদে তার গরলের ভাণ্ড।
বক্ত্র হোন্তে সুধা দিয়া
তুষিবেক তোর হিয়া
পশ্চাতে হইবে লণ্ডভণ্ড॥
সাধু বড় নরাধম
জেন কালরূপা যম
চপলে এ প্রাণ লৈতে পারে।
কেহ্নে করিয়াছ গতি
সহিতে নারিবে রতি
কেনে জাও ক্লেশ ভুগিবারে॥
বিস্তর কাকুতি করি
আহ্মার করেতে ধরি
আপনে বলিল সদাগরে।
মনে পাই গুরু ভএ
না গেলুম বাসরালএ
সত্য সত্য বলিলু তোহ্মারে॥
কেবল অবোলা তুহ্মি
তেকারণে বলি আহ্মি
মোর বাচ না কর লঙ্ঘন।
ভণে দাস শ্রীশঙ্করে
করিয়া জে করযোড়ে
মনে ভাবি অপর্ণার চরণ॥

ঘোষা।

দুতী কি হবে উপাএ।
বাঁশী-রবে রাধা বলি ডাকে শ্যামরাএ॥
তাহাতে নিষেধ করে দারুণ ননদী।
শান্ত মোর নহে শান্ত কিরূপে প্রবোধি॥
দুতি বোলে লজ্জা ভীতি ত্যাগিলে সে পারি।
যদি ভয় কর আর না পাবে মুরারি॥
হেরিয়া রৈয়াছে পথ ওই নীলমণি।
চাতক রৈয়াছে জেন হেরি কাদম্বিনী॥

দূতীবাক্যে চলে রাধা ত্যাগি লাজ-ভএ।
গোবিন্দের চরণাম্বুজ ভাবিয়া হৃদএ॥

ধুয়া।

বোল দূতি কি হবে উপাএ॥

দুর্গা নামাক্ষরদ্বয় জে জনে স্মরে।
কল্মষ তাহার দেহে আশ্রয় নহি করে॥
লহনার বাক্যে রামা মনে ভাবে দুঃখ।
হেরিয়া রহিল রামা দুবলার মুখ॥
দুবা বোলে শুন রামা আগচ্ছ সত্বর।
যদি নহি জাও ক্রোধ হৈব সদাগর॥
যদ্যপিহ পঙ্কোদ্ভব থাকে বনোপরে।
বাঁচিবারে নাহি পারে অলিরাজ তরে॥
পঙ্কজ ভেদিয়া মধু পান করে অলি।
ধব-হস্তে কোন রূপে বাঁচিবে সুন্দরি॥
রামা বোলে দুবা তোক্ষার বিচক্ষণ বুদ্ধি।
বুঝিলাম এই কর্ম্মে তুক্ষি বট সুধী॥
খুল্লনার তরে দুবা বোলে বুঝাইয়া।
আক্ষার সুহৃদ্বাক্য শুন মন দিয়া॥
প্রথমে বাসর-গৃহে হৈলে উপস্থিত।
ধীরে ধীরে জাইয় খট্বার সন্নিহিত॥
বাম পার্শ্বে দাণ্ডাইবে কটি বক্র করি।
ঘোমটা দিতে কুচ দেখাইবে সুন্দরি॥
কুচ দেখি কামাতুর হৈব সদাগর।
যদি সে তোক্ষার বক্ষে দিতে চাহে কর॥
পাণি দিয়া পয়োধর করি আচ্ছাদন।
বিরস করিয় রামা আপনা আনন॥
মনসিজ-শরে লুব্ধ হৈয়া ধনপতি।
তোক্ষার স্থানেতে সাধু যদি মাগে রতি॥
দুঃখ সব নিবেদিবে শুনহ খুল্লনা।
পুনর্ব্বার লহনারে করিব তাড়না॥
বিস্তর কাকুতি যদি করে সদাগরে।
মন্দ মন্দ হাস্য তুক্ষি করিও অধরে॥
আনন্দ হইল রামা দুবলার বচনে।
দুর্গার পদ ভাবিয়া শঙ্করদাসে ভণে॥

মন্দার রাগ।

জাএ রামা বাসরে চলিয়া।
মানসেতে হৈয়ানন্দ চলে গতি মন্দ মন্দ
খেনে খেনে পড়এ ঢলিয়া॥
খেনে দ্রুতগতি জাএ জেন খঞ্জ পক্ষী ধাএ
কামভাবে হৈয়াছে ব্যাকুল।
স্বর্ণ-কটোরাতে করি চন্দন লৈয়াছে ভরি
হেমাধারে কর্পূর তাম্বূল॥
জাতি যুথী বকুল সুগন্ধি মালতী ফুল
রাজন জে চম্পক সহিতে।
গ্রথিয়া মোহন মালা লৈছে লক্ষপতির বালা
সাধুর গ্রীবাএ তাহা দিতে॥
এইরূপে অনঙ্গের সঙ্গে লৈয়া পঞ্চ শর
দাসী সঙ্গে রামা চলি জাএ।
কার্ম্মুকে যুড়িয়া বাণ হানিবেক মর্ম্মস্থান
জেন সাধু হৃদে বেথা পাএ॥
কহেন শঙ্কর দীনে উপাএ নাহি উমা বিনে
শুন শুন অএ মূঢ় চিত্ত।
দুর্গা নাম মহামন্ত্র স্থিতি করি বক্তৃ-যন্ত্র
রসনাদণ্ডে বাজ্য কর নিত্য॥

রাগ ভূপালী।

দেখ সুবদনী জাএ এ কি বড় শোভা।
দেখিলে সে রূপ পাএ মুনি-মন লোভা॥
কুন্তল দেখিয়া তান শিরের উপর।
লজ্জাএ চমরী গেল বিপিন ভিতর॥
অতি বড় সুলক্ষণ দেখিয়া নয়ন।
লাজে কুরঙ্গিনী বনে করিল গমন॥
যুগল ভুরুর ভঙ্গি দেখি রতি-বর।
কার্ম্মুক লইয়া সেই হইল অন্তর॥
গ্রীবার লাবণ্য অতি দেখিয়া সুন্দর।
রাজহংসে ডুব দিলোদকের ভিতর॥
দুবলার করে ধরি গেলেক বাসরে।
দেখে সাধু নিদ্রা জাএ খট্বার উপরে॥

বলিলেক খুল্লনাএ দুবা সম্বোধিয়া।
ভণএ শঙ্করদাসে অপর্ণা ভাবিয়া॥

রামকিরী রাগ।

হে দুবা, কি কারণে আসিলু বাসরে।
বুঝিলাম অএ সখি আহ্মার বিলম্ব দেখি
ক্রোধে নিদ্রা [জাএ] সদাগরে॥
জনম অবধি আহ্মি সঙ্গতি করিয়া স্বামী
না বলিছি রসারস বাণী।
কিরূপে জাগাবো এবে ক্রহি কোন বুদ্ধি হবে
দেহে মোর স্থির নহে প্রাণী॥
দেহে যদি দেম হাত জাগিবেক প্রাণনাথ
কামাতুর জানিব আহ্মাএ।
আহ্মার উপায় চিন্ত কিরূপে জাগিব কান্ত
কিরূপে বা লজ্জা রক্ষা পাএ॥
খুল্লনার বাক্য শুনি দুবলাএ বোলে পুনি
শুন রামা তাহার সন্ধান।
ভবানীশঙ্করে ভণে এই বাঞ্ছা করি মনে
দুর্গা স্মরি জাউক মোর প্রাণ॥

মালসী।

ধিক্ ধিকেন্দ্রিয়েশ্বর ব্যর্থ তুহ্মি নাম ধর।
রাজধর্ম্ম কিছু মাত্র নাহি তোর কলেবর॥
নিজ বশে ইন্দ্রিয় তোর কেহে এনে
নিয়োজিত কর।
কি কারণে আপনে আপনাঙ্গে হানএ শর॥
আছে যম দণ্ডধর হএ তোর অধিকার।
করিবে জখন প্রহার তখন দোহাই
দিবে কার॥
সুহৃদ্‌বচন ধর আছে এক উপায় বর।
শুনহ ইন্দ্রিয়েশ্বর ইন্দ্রিয়কে আদেশ কর॥
বসাএ কলম কর বক্ত্রামৃতে কজ্জলধার।
আকার দেহি ককারের দেহীকার
ল-কারোপর॥

কালীর নাম যুগ্মাক্ষর সদাএ নয়নে হের।
কালি কালীত্যাদি ধ্বনি শ্রবণেতে শ্রবণ কর॥
ভণে দাস শ্রীশঙ্কর কেবল কালী-নামটি সার।
নিত্য জপ বদনেতে মিথ্যা জ্ঞান কর আর॥

ত্রাহি ত্রাহি মাং তারিণি কালি॥

দুর্গা নামাক্ষরদ্বয় স্থিতি জার হৃদে।
তাহার বিপদ্ নাহি বলিয়াছে বেদে॥
দুবা বোলে করে লও চন্দনের বাটী।
বিন্দু বিন্দু করিয়া অঙ্গেতে দেও ছিটি॥
ধবল চামরে বাও কর শীঘ্রগতি।
এই ক্ষণে জাগিবেক তব নিজ পতি॥
দুবলার বাক্যে রামা দিলেক চন্দন।
চামর লইয়া বাও করে ঘন ঘন॥
জাগিয়া দেখিল সাধু আসিছে সুন্দরী।
অন্তরীক্ষে আপনে জানিলা মাহেশ্বরী॥
দেবী বোলেনানঙ্গ বিলম্ব নহি কর।
চপলেতে গাণ্ডিবেতে যোড় পঞ্চ শর॥
অবনীতে মম দাসী খুল্লনা যুবতী।
ধব সাথে বাসরেতে ভুঞ্জিবারে রতি॥
দেবীর বাক্যে মনসিজ যুড়ি পঞ্চ বাণ।
আনন্দে হানিল দুহাকার মর্ম্মস্থান॥
কাম ভাবে কাতর হইয়া সদাগরে।
হাস্যাননে খুল্লনার অঞ্চলে চাপি ধরে॥
পালঙ্ক নিকটাসনে বসিল সুন্দরী।
খুল্লনারে বোলে সাধু বহু কাকু করি॥
কি কারণে কৈলা পিয়া বিরস বদন।
পুষ্পধন্বা-হস্তে মোর রক্ষহ জীবন॥
এ বোলিয়া করে ধরি তুলি লইল কোলে।
কেনে মায়া কর প্রভু খুল্লনাএ বোলে॥
বিনয় করিয়া সাধু পুনরপি কহে।
অম্বিকা ভাবিয়া শ্রীশঙ্করদাসে গাএ॥

ভাগ লাচাড়ি।

প্রিয়া খুল্লনা রে প্রিয়া খুল্লনা
কেহ্নে তুহ্মি ভাব অভিমান।
আহ্মারে দেয় রে প্রাণদান॥
ইন্দুমুখে হাস বিন্দু বিন্দু।
আহ্মারে নিস্তার কাম-সিন্ধু॥
এই মনে লাগে বড় দুঃখ।
একবার হের মোর মুখ॥
কেনে দুঃখ ভাবনি সুন্দরি।
কিবা আহ্মি দিতে নহি পারি॥
আজু হোনে তুহ্মি মোর প্রাণ।
হাসি মোরে বাক্য কর দান॥
এ বোলিয়া বোলে করে ধরি।
মোর দিব্য শুন রে সুন্দরি॥
খুল্লনাএ বোলে প্রাণনাথ।
ব্যর্থ কেনে ধর মোর হাত॥
ভণে দাস ভবানীশঙ্করে।
পুনি রামা বোলে সাধুর তরে॥

বরাড়ি রাগ।

প্রাণনাথ আহ্মি জানি তব সর্ব্ব মর্ম্ম।
কোনে তোরে বোলে হরি জগত-ঈশ্বর করি
কিছু নহি বুঝ ধর্ম্মাধর্ম্ম॥
অন্তরে কপট থুইয়া মুখে বোল হাসিয়া
কি কারণে ভাণ্ডাও আহ্মারে।
গরল-ভাণ্ডেরোপরে সুধা রাখি যাচ মোরে
এই পীউস ভক্ষিলে সে মরে॥
মোহন বংশীর স্বরে আর ন ডাকিয় মোরে
আর না আসিয় মোর ঘরে।
আপনে বঞ্চহ যথা আহ্মিহ না জাবো তথা
ভণে দাস ভবানীশঙ্করে॥

পয়ার।

খুল্লনাএ বোলে প্রভু কেহ্নে কর মায়া।
মনে বোলে এই ক্ষণে ত্যাগ করি কায়া॥
আপনার নিজাক্ষরে লেখিয়া লিখন।
ছেলির সহিতে মোরে পাঠাছিলে বন॥
দুই ভার্য্যা সংসারেতে নাহি কার ঘরে।
এক্ষন অবস্থা বোল কোনে কারে করে॥
দাসী তুল্য জানি মোরে কৈলে বিড়ম্বন।
দাসীরে বা হেন কে বা করিছে লাঞ্ছন॥
পাটেশ্বরী লহনা শুইয়া আছে ঘরে।
তান গৃহে জাও প্রভু ছাড়ি দেও মোরে॥
বড়হি সুন্দরী সেই নানা রস জানে।
সেইখানে গেলে তুষ্ট হইবে আপনে॥
পক্ক ফল ত্যাগি কেহ্নে অপক্কেতে মন।
অন্ন ছাড়ি শুকান্ন কে করএ ভক্ষণ॥
এক্ষনি সুন্দরী তোহ্মার থাকিতে বিদিত।
দাসী প্রতি মন কর না হএ উচিত॥
ক্ষমা কর প্রাণনাথ মোর অপরাধ।
ঠাকুরাণী শুনে যদি ঠেকিব প্রমাদ॥
অন্ন না মিলিব পাছে হবে উপবাস।
আশুগতি প্রাণপতি গচ্ছ তান পাশ॥
পূর্ব্বে মোর তরে আজ্ঞা করিছ আপনে।
পুনরপি ছেলি আহ্মি রাখিব কাননে॥
সাধু বোলে প্রাণেশ্বরি না হএ উচিত।
কি কারণে তুহ্মি মোরে বল বিপরীত॥
কুতা করি ক্লেশ দিছে লহনা দুর্ব্বাদী।
ব্যর্থ সে আহ্মারে তুহ্মি কর অপরাধী॥
এই মতে কাকুবাণী বোলে সদাগরে।
চণ্ডিকা ভাবিয়া গাএ ভবানীশঙ্করে॥

চৌপদ লাচাড়ি।

শুন হে সুন্দরি অএ প্রাণেশ্বরি।
হেরি মুখ তোর চিত্ত নিল হরি॥
খঞ্জন-নয়ন দেখিয়া অঞ্জন।
কামপাশে বন্দী হইলেক মন॥

নাসিকা উপরে রতন-বেসরে।
লম্বিত হইয়া দোলএ অধরে ॥
এক্ষনি বয়ানে দিবারে চুম্বনে।
সাধ করে মনে বদ হর্ষানন্দে ॥
বক্ষের উপরে যুগল মালুরে।
পানি দিতে বোলি ঘুচাও কাঞ্চুলী ॥
কর বাহুমূলে ধরি মোর গলে।
হাসিয়া বদনে দেহি আলিঙ্গনে ॥
রামা বোলে সাধু নহি চিন্ত মধু।
কলিকা কমলে না ডংসে ভ্রমরে ॥
প্রকাশ পঙ্কজে পড়ে অলিরাজে।
আছে গৃহমাঝে নাহি কর ব্যাজে ॥
বোলএ শঙ্করে দেবীর কিঙ্করে।
ভবানীর চরণে করি আরাধন ॥

বার মাস।

নিবেদন শুন প্রাণনাথ ॥

খুল্লনাএ বোলে বাক্য শুন প্রাণনাথ।
সপত্নী করিল মোরে জথ উৎপাত ॥
দুষ্ট-হস্তে সমর্পিয়া গেলা ভিন্ন দেশ।
একাব্দ অবধি আহ্মি পাইল জথ ক্লেশ ॥
বৈশাখেত হইল মোর গ্রহ বৈবস্বতা।
কুগ্রহের সমসর হইল দুষ্ট সতা ॥
অম্বরালঙ্কার মোর সর্ব্ব লইল কাড়ি।
বিস্তর প্রহার কৈল করে লৈয়া বাড়ি ॥
শুনহ কহি জথ দুঃখ হইল জ্যৈষ্ঠ মাসে।
আহ্মার লাঞ্ছন হেরি রিপু সব হাসে ॥
জীর্ণাম্বর পরিধান কান্দিতে কান্দিতে।
বিপিনেতে জাই আহ্মি ছাগল সহিতে ॥
আষাঢ়েতে অর্কতাপ বড়হি প্রখর।
কোন কোন দিন তাতে মেঘে করে ঝড় ॥
হেন সমে কাননেতে বঞ্চি একাকিনী।
এক সমে নহি গেলে মারে নিদারুণী ॥
নিত্য নিত্য করে বৃষ্টি শ্রাবণ মাসেতে।
ভাল বস্ত্রখানি নাহি দিয়ারে দেহেতে ॥
শীতের কারণে মোর কম্পে কলেবরে।
উনমত্তপ্রাএ সন্ধ্যাকালে আসি ঘরে ॥
ভাদ্র মাসে ছেলি সঙ্গে যদি গেলুম বনে।
জলৌকা বেড়িয়া ধরে আহ্মার চরণে ॥
কাদম্বিনী নিত্য বৃষ্টি করে ধারাক্রমে।
বন নিশারণ করি মহীরুহাশ্রমে ॥
আশ্বিন মাসেত লোকে হইয়া আনন্দিতা।
গৃহে গৃহে অর্চ্চা করে নগেন্দ্রদুহিতা ॥
দুর্গার উৎসব করে হরষিত হইয়া।
হেন সমে জাই আহ্মি বনে অজা লৈয়া ॥
তারকাখ্য-রিপু মাসে জথ পাইলুম ক্লেশ।
কহিতে আখির বারি পড়এ বিশেষ ॥
নিত্য নিত্য খুদেরান্ন ভক্ষিএ কেবল।
চলিতে না পারি অঙ্গ হইল দুর্ব্বল ॥
আঘ্রান মাসেতে বড় মনে পাইলুম ভীত।
শিখীশ্বর-অম্বার জনক উপস্থিত ॥
তান ভএ একখানি মাগিলুম অম্বর।
আছোক দিবেক বস্ত্র মারিল বিস্তর ॥
পৌষেতে প্রবল হইল পঙ্কোদ্ভব-অরি।
ক্ষপা গত হএ মোর জানু বক্ষে করি ॥
ছায়াধবোদয় হৈলে গহনেতে জাই।
ক্ষুধাতুর হইয়া বিপিনে ফল খাই ॥
মাঘ মাসে এইরূপে পাইলুম উৎপাত।
কোন দোষে এথ ক্লেশ দিলা প্রাণনাথ ॥
ঢেকিশালা-ঘরে বঞ্চি জীর্ণাসনোপরে।
এথ ক্লেশ করি ক্রহি প্রাণী কে বা ধরে ॥
ফাল্গুন মাসেত লোকে হইয়া আনন্দ।
দোলোপরে পূজা করে রাধিকা-গোবিন্দ ॥
হরির উৎসব লোকে করে নানা রঙ্গে।
অটবীতে বঞ্চি আহ্মি অজা লইয়া সঙ্গে ॥
বৃত্রারির সুহৃর সারথি মহামতি।
তাহান তনয়-সখা জেই ঋতুপতি ॥
সেই কাল উপস্থিত হৈল মধু মাসে।
ভবানী সদয় মোরে হৈলেন বনবাসে ॥
দুর্গার প্রসাদে দুঃখ হইল মোচন।
আর চিন্তা নাই তোহ্মার দেখিলুম চরণ ॥

ভবানীর পাদপদ্ম মনে করি সার।
ভবানীশঙ্করদাসে বন্দে বারে বার ॥

রাগ পাহিরা।

বোলে সাধু খুল্লনার তরে ॥
আর না বোলিয় তুহ্মি
স্বপ্ন দেখিয়াছি আহ্মি
দুঃখ দিছে লহনা বাম্বানী।
বোল তানে আনি ধরি
লাঘব করিতে পারি
জেই আজ্ঞা করহ আপনি ॥
বলিলেক সদাগর
অপমান ত্যাগ কর
বান্ধি দিলু আপনার কর।
না হইয় বিমুখ
যদি মনে না জাএ দুঃখ
জাহা ইচ্ছা তাহা মোরে কর ॥
এই মতে সদাগরে
বলিলেক বারে বারে
লহনাএ শুনে বসি দ্বারে।
লহনাএ বোলে স্বামি
এক্ষন না জানি আহ্মি
এবে তুহ্মি গেলা ছারেখারে ॥
শুন শুন প্রাণনাথ
কেনে কর যোড়হাত
সাধু বোলে মরিবে নিশ্চএ।
এ বোলিয়া সাধুমণি
মারিবারে জাএ পুনি
খুল্লনাএ ধরিলেক পাএ ॥
ক্রোধ দেখি অতিশএ
লহনা পাইল ভএ
গৃহে গেল কান্দিতে কান্দিতে।
খুল্লনার করে ধরি
বিস্তর কাকুতি করি
পুনি সাধু লাগিল কহিতে ॥
কামে মোরে কৈল জর
এবে প্রিয়া ক্ষমা কর
বিহ্বল হইলু সদাগর।
প্রভুর কাকুতি দেখি
হাসে রামা চন্দ্রমুখী
বোলে প্রভু জাহা ইচ্ছা কর ॥
শুনি প্রিয়ার বচন
সাধুর আনন্দ মন
ভুজে জেন পাইলেক ইন্দু।
ভবানীশঙ্করে কহে
দেবী-পদ-সরোরুহে
তুহ্মি পরে নাই মোর বন্ধু ॥

ঘোষা।

রাগ বেলোয়ার।

রাধা কাহ্নু কুঞ্জবনে কেলি করে।
দেখিয়া সকল গোপী ফিরি গেল ঘরে ॥
সখিগণ সম্বোধিয়া বলিল শ্রীমতী।
হরি লইয়া কেলি করে রাধা ভাগ্যবতী ॥
আহ্মারা সভারে হরি দিল ফিরাইয়া।
কুঞ্জবনে কেলি করে রাধিকারে লৈয়া ॥

পয়ার।

খুল্লনার বাক্যে সাধু আনন্দিত মন।
মৃত দেহে জেহেন সঞ্চরিল জীবন ॥
দরিদ্রে পাইলে ধন জেনানন্দ হএ।
তেন মত হইলেক সাধুর তনএ ॥
গলে ধরি সুন্দরীর মুখে চুম্ব দিয়া।
আলিঙ্গন করি বোলে শুন প্রাণপ্রিয়া ॥
পূর্ব্বে দেখিছিলুম তোর স্তনের মণ্ডলে।
অকস্মাৎ কি কারণে দাবানল জ্বলে ॥
দূরে থাকি অঙ্গ মোর করিল দাহন।
হৃদে লাগি শীতল হইল কি কারণ ॥

তাহা শুনি সুন্দরীএ হাসে খলখল।
কামভাবে সদাগর হইল বিকল॥
খট্বার উপরে সাধু রাখিয়া যুবতী।
প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া ভুঞ্জিলেক রতি॥
সহিতে না পারে রামা হইল কাতর।
সুন্দরীএ বোলে প্রভু এবে ক্ষমা কর॥
তাহা শুনি সদাগর হৈল হরষিত।
অকস্মাৎ ঋতু তার হইল স্খলিত॥
ভার্য্যার অঙ্গ হোনে ছাড়ি দিল কর বাহু
সোমামৃত ভুঞ্জি জেন ছাড়ি গেল রাহু॥
তার পরে অঙ্গ শুচি হইয়া দুই জন।
কর্পূর তাম্বূল দোহে করিল ভক্ষণ॥
জায়া সঙ্গে লৈয়া সাধু সুখে নিদ্রা জাএ।
ত্রিযামান্তে হইলেক মার্ত্তণ্ড উদএ॥
ভবানীর পাদপদ্ম ভাবিয়া আনন্দে।
ভবানীশঙ্কর দাসে পদাম্বুজ বন্দে॥
ইতি শনিবার রাত্রিপালা সমাপ্ত।

ঘোষা।

চল জাই ওএ সখি রস-বৃন্দাবনে।
আশু ব্রজ কর রাধা কৃষ্ণ দরশনে॥
দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর জান মহামন্ত্র।
জাহা শ্রেষ্ঠ করিয়াছে বেদাগম তন্ত্র॥
নিদ্রাভঙ্গ হইলেক লহনা রূপসী।
ডাক দিয়া আনিলেক বৃদ্ধ দুবা দাসী॥
বাসরালয়েতে তুহ্মি চলহ সত্বর।
বেলাধিক হইছে জাগাও সদাগর॥
চলিলেক দুবা চেড়ী আনন্দ হইয়া।
খট্বাপরে দুহাকারে চাহে নেহালিয়া॥
নিদ্রাভোলে অচৈতন্য হইছে দুই জনা।
দেখিলেক ঋতুবতী হইছে খুল্লনা॥
তাহা দেখি দুবলা চলিল শীঘ্রগতি।
ত্বরায় জানাইল জথা লহনা যুবতী॥
দুবাএ বোলে শুনহ লহনা ঠাকুরাণী।
ঋতুবতী হৈছে দেখ তোহ্মার ভগিনী॥
দুবার বাক্যে সুবদনী বলিল ত্বরিতে।
হরিদ্রা আনহ চূর্ণ করিয়া সহিতে॥
চলিলেক লহনা দুবলা সঙ্গে লৈয়া।
বাসরগৃহেতে শীঘ্র মিলিলেন্ত গিয়া॥
অট্ট অট্ট হাসে রামা দাসী সঙ্গে করি।
জাগিলেক ধনপতি দেখিয়া সুন্দরী॥
তদন্তরে লহনা কপটানন্দ মনে।
সুরঙ্গ ঢালিয়া দিল সাধুর বসনে॥
সাধু বোলে শুন প্রিয়া লজ্জা দেও কেহ্নে
ভ্রমরে দংশিলে কমল প্রকাশে আপনে॥
সাধুর বাক্যে লহনাএ লাগিল হাসিতে।
গৃহ হোন্তে নিঃসরিল ভগিনী সহিতে॥
লহনাএ বোলে দুবা চল তূর্ণগতি।
চপলেতে আন গিয়া জথেক যুবতী॥
তাহা শুনি দুবা চেড়ী করিল গমন।
ডাকিয়া আনিল জথ সীমন্তিনীগণ॥
পঙ্ক করিলেক মহীমধ্যে বারি দিয়া।
অঙ্গমাঝে দোহ পঙ্ক হরষিত হইয়া॥
লহনারে ধরিয়া জথেক নারীগণে।
কুম্ভ হোন্তে দধি ঢালি দিলেক তখনে॥
এই মতে পঙ্কোৎসব করে হরষিতে।
দুই বাহু তুলি দুবা লাগিল নাচিতে॥
ক্ষণে ক্ষণে পৈরনাম্বর জাএ খসি।
হাসিয়া বিকল হইল জথেক রূপসী॥
এই মতে নারী সবে অতি মনোরঙ্গে।
তৈল হরিদ্রা দিল খুল্লনার অঙ্গে॥
স্নান করিবারে রামা করিল গমন।
শঙ্করে বোলএ ভাবি অপর্ণাচরণ॥

কামোদ রাগ।

জাএ রামা স্নান করিবারে।
করি মহা কোলাহল
বাজাই বিশাল ঢোল
গুরু গুরু বাজএ দগড়ের॥

বড়ছি সুনাদ ধ্বনি
সানাই বাহে পুনি পুনি
মৃদঙ্গের ধ্বনি ভালো বাজে।
লহনা চলিল অগ্র
পাছে জাএ নারীবর্গ
খুল্লনা সুন্দরী চলে মাঝে॥
সরোবর-তটে গিয়া
জয়কার ধ্বনি দিয়া
খুল্লনাএ স্নান কৈল নীরে।
আসিয়া জে অন্তঃপুরী
বস্ত্র পরিধান করি
প্রবেশিল আপনা মন্দিরে॥
ভবানীশঙ্করে কহে
দেবীর পদ-সরোরুহে
মন মোর রহুক বিরাজে।
পঙ্কোদ্ভব পাইয়া জেন
হইয়া আনন্দ-মন
মকরন্দ পীয়ে অলিরাজে॥

ছাড়িয়া যে রসামৃত
গরলেতে হইলে রত
বুঝি যমদণ্ডে না বাঁচিবে॥
কহেন শঙ্করদাসে
লোভ আদি চারি পাশে
বন্দী হৈলা নহি দিব ছাড়ি।
তীক্ষ্ণ খড়্গ রামবাণী
বদনেতে কর ধ্বনি
তবে পাশ ছেদিবারে পারি॥

ঘোষা।

রাম নাম জপ এক বার।
ভাবি দেখিলাম স্বান্তে
বর্ত্তমান বা কালান্তে
সুকৃতির বন্ধু নাই আর॥
শুন শুন অএ জীব
ভজ গৌরী সদাশিব
শ্রীরামচন্দ্র দয়ামএ।
তিন এক ব্রহ্ম হয়ে
অপি ভিন্নাভিন্ন নহে
জানিয়া ভজএ রাঙ্গা পাএ॥
ব্যর্থ কাজে অহ জাএ
নিদ্রা নিশি গত হএ
রাম নাম লবে আর কবে।

দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর জেই জনে স্মরে।
কল্মষেতে তাহার দেহে আশ্র[য়] নহি করে॥
এইরূপে বঞ্চে সাধু যোষিৎ সহিত।
জনকের শ্রাদ্ধ তান হৈল উপস্থিত॥
বিধিমত সামগ্রী করিয়া সদাগরে।
আমন্ত্রণ-লিপি লেখে বর্ণিকে[র] তরে॥
এক বিপ্র ডাকি সাধু বোলে হরষিতে।
পত্রখান লইয়া শীঘ্র গচ্ছ ইছানীতে॥
তদন্তরে চলি জারে চম্পক নগরে।
চতুর্দ্দশ শত বর্ণিক বঞ্চে তথাকারে॥
তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হএ চান্দ সদাগর।
তাঁন ঠাই কহিয় জে আজ্ঞার উত্তর॥
কংসারি অঙ্গদ সোমদেব পরাশর।
রুদ্রবুধ রাঘব দত্ত আর দিবাকর॥
এই সব বর্ণিকাদি সঙ্গতি করিয়া।
আসিবারে চান্দ সাধু বোলিবা বুঝাইয়া॥
পত্র লইয়া দ্বিজবর করিলেক গতি।
প্রথমে দিলেক বার্ত্তা জথা লক্ষপতি॥
আমন্ত্রণ শুনি সাধু হৈল হরষিত।
উজানীতে গেল দারা পুত্রের সহিত॥
তদন্তরে গেল দ্বিজ চম্পক নগর।
চান্দ স্থানে কহে ধনপতির উত্তর॥
পত্র দিয়া দ্বিজবর করিল গমন।
উজানীতে আসিয়া দিলেক দরশন॥

জ্ঞাতিবর্গ ডাকিয়া বোলিল সদাগর।
ধনপতি পাঠাইয়া দিছিল দ্বিজবর॥
পিতৃশ্রাদ্ধ করিবেক সাধুর নন্দন।
এই হেতু সভাকে করিছে আমন্ত্রণ॥
পরাশরে বোলে ভাই অবশ্য জাইব।
রাঘব দত্তে বোলে তথা গিয়া কি করিব॥
অন্ন না ভক্ষিব তার না ভক্ষিব জল।
বিপিনে দয়িতা তার রাখিছে ছাগল॥
পরীক্ষা দিবারে যদি পারত্ত যুবতী।
তবে সে ওহার স্থানে সর্ব্বে কর গতি॥
চন্দ্রধরে বোলে ভাই চলহ ত্বরিত।
জেমত উচিত হঞ করিব নিশ্চিত॥
এ বোলিয়া চলে বর্ণিক দোলা আরোহিয়া
ধনপতি স্থানে সর্ব্ব মিলিলেন্ত গিয়া॥
আইস আইস বোলিয়া সম্ভাষে সদাগরে।
করে ধরি বৈসাইল নিজাসনোপরে॥
জ্ঞাতিবর্গ দেখি সাধু হইল হরষিত।
তাম্বূল দিলেক আনি কর্পূর সহিত॥
সুবাসিত আপ দিল স্বর্ণ-ঝারি ভরি।
সভাকে সম্ভাষে সাধু কর যোড় করি॥
নাগ বন্দী দেখি সবে হেট মুণ্ড করে।
রাঘব দত্তে বোলিলেক সভার গোচরে॥
তোর বন তাম্বূল ভক্ষিব কোন জনে।
খুল্লনাএ ছেলি রক্ষা করিয়াছে বনে॥
পরীক্ষা দদস্ব ভার্য্যা যদি দেখ শুভ।
নহে তোর অন্ন জল না ভক্ষিব ধ্রুব॥
তাহা শুনি ধনপতি করিল গমন।
খুল্লনাতে কহিল সকল বিবরণ॥
ভবানীশঙ্করে বোলে উপায় নাহি আর।
বিপদেতে দুর্গা যুগ্মাক্ষর সার॥

রাগ ভুপালি।

ধনপতি বোলে প্রিয়া কোন উফাএ হবে।
তোম্মারে পরীক্ষা দিতে চাহে জ্ঞাতি সবে॥
পাপিষ্ঠ লহনা কৈল এথ অথান্তর।
শক্র-হস্তে লজ্জা মোরে দিলেক বিস্তর॥
খুল্লনাএ বোলে প্রভু চিন্তা পাও কেহে।
অবিলম্বে শুদ্ধ আন্ধি হইব এই ক্ষণে॥
যদ্যপি ছাগল রাখিয়াছি একেশ্বর।
অন্য ধব দেখিয়াছি পিতৃসমসর॥
জাহা ইচ্ছা করে মোরে দেউক পরীক্ষা।
যদি সতী হই বিধি করিবেন রক্ষা॥
ভবানী ভাবিয়া রামা করিলেন ব্রজ।
শঙ্করে বোলেন ভাবি দেবীর পদাম্বুজ॥

মালসী।

ভক্তি করি বদ বক্ত্র ভরি এহি শঙ্কর শঙ্করী।
মুদিয়া লোচন সদাএ কর ধ্যান
দিগম্বর দিগম্বরী॥
বিষয়-গরলে কেহে রত হইলে
রস-পীউস পাসরি।
হইলে কালান্ত আসিয়া কৃতান্ত-
চমূ নিবে লেসে ধরি॥
বান্ধি বন্ধে বন্ধে ত্যাগিবেক অন্ধে
নানা প্রকারে প্রহারি।
কুণ্ডের উপরে উত্তিষ্ঠিতে নারে
শিরে মারি বজ্র বারি॥
ঘটিছে নিকট বিষম সঙ্কট
এবে ভজ হরগৌরী।
কহেন শঙ্কর পতিত জনের
বান্ধবেশান ঈশ্বরী॥

ধুয়া।

ভজ জাহি শঙ্কর শঙ্করী॥
দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর জেই জনে বদে।
তাহার বিপদ্ নাই বোলিয়াছে বেদে॥
সভামধ্যে সুবদনী গেল শীঘ্রগতি।
হেন সমে নিষেধিল রাজ-নিশিপতি॥

কোটোয়ালে বোলে শুন বর্ণিক সকল।
বুঝি সভা সহিতে কি হইয়াছে পাগল॥
রাজা না জা[না]ইয়া শুদ্ধ করসি যুবতী।
প্রমাদ ঠেকিব যদি শুনে নরপতি॥
কোটোয়ালের বাক্য শুনি বোলে চন্দ্রধরে
চলহ বর্ণিক সব নৃপতি গোচরে॥
কোটোয়াল হেস্তে আজু রহিল জীবন।
নহে নৃপ-হস্তে হৈত সভার মরণ॥
এ বোলিয়া চলে সব মন্ত্রণা জে করি।
উপস্থিত হৈল জথা বিক্রমকেশরী॥
দূরে থাকি বন্দিলেক পড়িয়া ভূমিতে।
মন্দ মন্দ ব্রজে গেল নৃপ সন্নিহিতে॥
পুনরপি প্রণমিল নিকটেতে গিয়া।
যোড় হস্ত করি সর্ব্বে রহে দাণ্ডাইয়া॥
বর্ণিকের তরে কহে দণ্ড সুলক্ষণ।
আজ্ঞা বিনে কি হেতু করিছ আগমন॥
বোলিল বর্ণিক সর্ব্বে করি করযোড়ে।
অপর্ণা ভাবিয়া গাএ ভবানীশঙ্করে॥

ভাগ লাচাড়ি।

বর্ণিকে বোলেন রাজা করি নিবেদন।
কহিতে সেই সব বাচ ভয় বাসি মন॥
কি কহব মহারাজা সেই সব উত্তর।
ধনপতি সাধুর হইয়াছে অথান্তর॥
পঞ্জরের হেতু গেল গৌড় নগরেতে।
উভ পত্নী রাখিছিল আপনা গৃহেতে॥
তাতে পূর্ব্বযোষিতে কুবুদ্ধি সৃজি মনে।
ছেলি সঙ্গে সপত্নী পাঠাইছিল বনে॥
এক বৎসরারণ্যেতে বঞ্চিল যুবতী।
পরীক্ষা দিবারে চাহি শুন হে নৃপতি॥
খুল্লনার সতীত্ব চাহি জে বুঝিবার।
ত্রাহি ত্রাহি নরকান্ত কি আজ্ঞা তোহ্মার॥
নৃপে বোলে পরীক্ষা দিবারে শীঘ্র চল।
সন্দেহ বিচ্ছেদ করি খাও অন্ন জল॥

এহাতে নিষেধ আহ্মি না করিব পুনি
ভবানীশঙ্করে গাএ ভাবি নারায়ণী॥

মালসী।

ত্রাহি মাং তারিণী শ্যামা ভবানী।
কৃতান্তের ডরে কম্পিত অন্তরে
ত্রাহি মাং পূর্ণেন্দু-বদনী॥
তোহ্মার মায়ার রজ্জুএ নিগড়
করিয়া আহ্মারোভ পাশি।
মুদিয়া লোচন করিয়াছ ক্ষেপণ
অনঙ্গ-অর্ণব অবনী॥
দুরন্ত কলুষ কুম্ভীর সদৃশ
আসিয়া সাগর ধরণী।
সলিল ভিতরে গ্রাসিল আহ্মারে
নিস্তার কর হে জননি॥
ভবানীশঙ্কর তোহ্মার কিঙ্কর
হইয়াছে অনন্ত বৃজিনী।
তার বা না তার ভরসা আহ্মার
স্বনাম পতিতপাবনী॥

ঘোষা।

ত্রাহি ত্রাহি মাং তারিণী কালী॥

দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর বদ মূঢ় চিত্ত।
বক্ত্র-যন্ত্রে রসনা-দণ্ডে বাজ্য কর নিত্য॥
নৃপ-আজ্ঞা লৈয়া চলে জথ বর্ণিকগণ।
উপস্থিত হইল ধনপতির ভুবন॥
পরীক্ষা লইতে কন্যা করিলেক যাত্রা।
দুর্গা মগ্ন মানসে স্মরিয়া সোমবক্ত্রা॥
দ্রুতগতি আসিলেক সভার গোচরে।
বলিতে লাগিল কন্যা রাঘব দত্তের তরে॥
শুন শুন অএ রাঘব মম শ্রুব কথা।
জে পরীক্ষা আজ্ঞা কর লইব সর্ব্বথা॥

রাঘব দম্ভে বোলে রামা কেহ্নে কর গর্ব্ব।
আরোহণ কর দেখি মহাতীক্ষ্ণ খড়্গ॥
এ বোলিয়া রাঘব আনন্দ হইয়া মনে।
তীক্ষ্ণ অসি আনিয়া দিলেক ততক্ষণে॥
খড়্গ দেখি ব্যাকুল হইল ধনপতি।
খুল্লনাএ বোলে প্রভু স্থির কর মতি॥
দুর্গার প্রসাদে আহ্মি পাবো পরিত্রাণ।
এ বলিয়া সুবদনী করিলেক স্নান॥
ছায়া-ধব প্রদক্ষিণ করি সপ্ত বার।
অবনীতে লোটাই করিল নমস্কার॥
একস্বাস্ত হৈয়া রামা ভাবি ভগবতী।
করযোড় করি বোলে করিয়া প্রণতি॥
দুষ্কৃতি সুকৃতি জথ তোহ্মার গোচরে।
যদি পরগামী জান ধ্বংস কর মোরে॥
এ বলিয়া খুল্লনাএ খড়্গ নমস্কারি।
আরোহণ কৈল খড়্গ ভাবি মাহেশ্বরী॥
তীক্ষ্ণাসিএ সতীর চরণ স্পর্শ পাইয়া।
আপনার নিজ তেজ রৈল হানি হৈয়া॥
পিপীলিকা পড়ে যদি হএ দুই চির।
হেন খড়্গে সতী কন্যা হইলেক স্থির॥
লজ্জা পাই রাঘব দম্ভে পুনর্ব্বার কএ।
পুষ্পাধারে করি নীর আনিবা নিশ্চএ॥
সাঝি করে লৈয়া রামা গেল সরোবরে।
উমাঙ্ঘ্রি মানসে ভাবি বন্দে করযোড়ে॥
সাঝিমধ্যে আপ লৈয়া চলিল আনন্দে।
বিন্দুর প্রমাণ বারি নহি স্রবে রন্ধ্রে॥
অপমান পাই রাঘব বোলে ফিরি ফিরি।
জিহ্মগ রাখিয়া কুম্ভে উত্তিষ্ঠ অঙ্গুরি॥
আদিত্যাদি মন্ত্র লেখি অশ্বথের দলে।
তাহা বন্ধ করিলেক খুল্লনার ভালে॥
বড় বড়োরগ সর্ব্ব রাখি স্বর্ণ-ঘটে।
পন্নগ বন্দিয়া রামা বোলে করপুটে॥
যদি স্পর্শ করি থাকি অন্য পুমানাঙ্গ।
আশু ডংশ রিপু সর্ব্বে দেখউক রঙ্গ॥
এ বলিয়া অহির কুম্ভেতে দিয়া কর।
অঙ্গুরি তুলিয়া লৈল সভার ভিতর॥
মনে মনে ভাবে রাঘব কি হৌক উফাএ
লজ্জা ত্যাগি অধাননে পুনর্ব্বার কএ॥
তাম্রাধারে করি এবে আন পয়োদ্ভব।
বৈশ্বানরে কর পক্ব বলিল রাঘব॥
কাঞ্চন অঙ্গুরি তাহে করহ পতন।
কর দিয়া সুন্দরীএ তোলোক অখন॥
খুল্লনাএ বোলে তাহা কি বড় আশ্চর্য্য।
তাম্রকুণ্ডে করি আশু পক্ব কর আজ্ঞা॥
হবি পক্ব করি রাঘব রাখিয়া সভাতে।
সুবর্ণ অঙ্গুরি ক্ষেপণ করিল তাহাতে॥
চণ্ডিকা ভাবিয়া মনে খুল্লনা সুন্দরী।
তাম্রকুণ্ড হোন্তে রামা তুলিল অঙ্গুরি॥
এই মতে শুদ্ধ হএ খুল্লনা কামিনী।
জয়ধ্বনি দিলেক বণিক-সীমন্তিনী॥
রাঘব দম্ভে বোলে এবে কর জতুগেহ।
জিনিলে হইবে সতী নাহিক সন্দেহ॥
তাহা শুনি জতুগৃহ কৈল শীঘ্র করি।
তার মধ্যে প্রবেশিল খুল্লনা সুন্দরী॥
দারু গন্ধ সংযোগেতে দিল বহ্নি জ্বালি।
কলসে কলসে ঘৃত তাহে দিল ঢালি॥
অকস্মাৎ ধনঞ্জএ ছুইল আকাশ।
দেখি ধনপতি সাধু পাইলেক ত্রাস॥
কান্দি কান্দি পতন হৈল ক্ষৌণীর উপরে।
উমাঙ্ঘ্রি ভাবিয়া গাএ ভবানীশঙ্করে॥

করুণ ভাটিয়ার।

কান্দে সাধু হাহা প্রিয়া করি।
আততায়ী রাঘব দম্ভে
দাহ কৈল বীতিহোত্রে
প্রাণতুল্য খুল্লনা সুন্দরী॥
উত্তিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ প্রিয়া
স্থির নহে মোর হিয়া
আইস প্রিয়া আহ্মার নিকটে।

নহে জ্ঞাতি বিদ্যমানে
প্রবেশিব হুতাশনে
বিধি মোরে ক্ষেপিল সঙ্কটে ॥
কান্দে রম্ভা উচ্চস্বরে
করঘাত হানি শিরে
আইস কন্যা মায়ের কোলেতে।
লক্ষপতি কামদেব
দাসদাসীগণ সব
কান্দে লোক পড়িয়া ভূমিতে ॥
মনিষ্যে হাসিব করি
কান্দএ লহনা নারী
মনে ধর্ম্ম আরাধন করি।
আহ্মারে নি কৃপা হবে
খুল্লনা নি ধ্বংস পাবে
ভবে আর নাহি মোর বৈরী ॥
ভবানীশঙ্করে ভণে
ভাবি দেখিলাম মনে
দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর সার।
দুর্গা দুর্গা ইতি বাণী
নিত্য বক্তে কর ধ্বনি
দুষ্কৃতির বন্ধু নাহি আর ॥

কান্দে রাম সীতা না দেখিয়া।
বোল হে লক্ষ্মণ ভাই শোকানলে আহ্মা দহি
কোনে সীতা লৈ গেল হরিয়া ॥
প্রভুর বচন শুনি লক্ষ্মণ বলিল পুনি
কান্দি কান্দি চরণে পড়িয়া।
স্বর্ণ-মৃগ-কলেবর জখনে হানিলা শর
মৃগে ডাকে লক্ষ্মণ বলিয়া ॥
শুনি সীতা চিন্তা পাইল আহ্মারে পাঠাই দিল
আহ্মি আইল তোহ্মার সদনে।
শুন প্রভু রঘুবর তা বহি না জানি আর
নিবেদিলু তোহ্মার চরণে ॥
তাহা শুনি রঘুনাথ শিরে হানি করঘাত
উচ্চস্বরে বোলে সীতা সীতা।
উন্মত্তের প্রায় হৈয়া চাহে বন বিচারিয়া
মনে বড় হৈয়া শোকান্বিতা ॥
শুন অএ মহীরুহ সীতা দেখ্যাছ নি কহ
গজেন্দ্র-গমনে চলি জাইতে।
বিম্ব-ওষ্ঠী চারুনেত্রা দীর্ঘনাসী সোমবক্ত্রা
চিত্ত আহ্মি নারি দঢ়াইতে ॥
সত্য হেতু জনকের বনবাস হৈল মোর
শোকে কালপ্রাপ্তি হৈল পিতা।
মৃগ দেখি আচম্বিতে আহ্মি গেল ধনুহাতে
ঘোরারণ্যে হারাইলুম সীতা ॥
কান্দে রাম এ বলিয়া পাংশুমাঝে লোটাইয়া
সীতা বলি হৈল মুহ্যমান।
ভবানীশঙ্করে ভণে এই বাঞ্ছা করি মনে
রাম স্মরি জাউক মোর প্রাণ ॥

ঘোষা।

কান্দে রাম সীতা না দেখিয়া ॥

দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর বদে জেই প্রাণী।
অঙ্গেরাজ্য হৃঙ্গ হএ আগমের বাণী ॥
এই মতে ক্রন্দন করএ সদাগরে।
সাম্য হৈল ধনঞ্জয় কথ ক্ষণান্তরে ॥
বহি নিরক্ষএ রাঘব একদৃষ্টি হৈয়া।
আনন্দে বসিছে রামা অপর্ণা ভাবিয়া ॥
বণিক সকলে নিরক্ষএ জনে জন।
কিছু শুষ্ক না হইছে দেহের বসন ॥
বণিক সকলে বোলে শুন ধনপতি।
বুঝিলাম এই কন্যা হএ বড় সতী ॥
জয়ধ্বনি দিয়া কন্যা আন এবে শীঘ্র।
আনন্দে ভার্য্যার সঙ্গে দেহি অর্ক-অর্ঘ্য ॥
জ্ঞাতির বাক্যে সাধুর আনন্দ হৈল মনে।
চাতক আনন্দ জেন কাদম্বিনীর বনে ॥
শবের দেহেতে জেন সঞ্চরিল প্রাণ।
তেন মতানন্দ হৈল সাধু গুণবান্ ॥
উমাঙ্ঘ্রি মানসে ভাবি কহে শঙ্করদাসে।
দুর্গা নাম স্মরণ মাত্র সর্ব্ববিঘ্ন নাশে ॥

মালসী ।

শুন শুন মূঢ় মনে ॥
ত্রাহি মাং তারিণি কালী বদএ বদনে ।
মায়াজালে বদ্ধ হৈলে ক্ষৌণার্ণব-বনে ॥
সুত দারা সোদরের আশা কর কেহ্নে ।
নিজেন্দ্রিয় নিজ নহে ভাবি দেখ মনে ॥
যদ্যপিহ দশেন্দ্রিয় বশ আছে অখনে ।
মিথ্যা না বলিব জখন জিজ্ঞাসে শমনে ॥
মিথ্যা বাচ বলিয়াছি বলিব আননে ।
কুদৃষ্টিতে ছিলু রত বলিবে লোচনে ॥
করে বলিবেক লুব্ধ ছিলু পরধনে ।
কুবাটে করিছি ব্রজ বলিবে চরণে ॥
এইরূপে সাক্ষী দিব শমন-সদনে ।
প্রহারিবে যমদুতে ধরিয়া তখনে ॥
শঙ্করে বোলে কালী শব্দ বোলে জেই জনে ।
নগোত্তমে বাস হবে রত্ন-সিংহাসনে ॥

ঘোষা ।

ত্রাহি ত্রাহি মাং তারিণী কালী ॥
দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর জান মহামন্ত্র ।
জাহা শ্রেষ্ঠ করিয়াছে বেদাগম তন্ত্র ॥
তদন্তরে অগ্নি হোন্তে আনিয়া সুন্দরী ।
জয়কার দিল জথ বর্ণিকের নারী ॥
আনন্দিতে রম্ভা রামা সীমন্তিনী সঙ্গে ।
যবের সহিতে দূর্ব্বা দিল উত্তমাঙ্গে ॥
ঢোল দগর বাদ্য বাজএ বিশাল ।
মন্দিরা বাজএ আর কাংস্য করতাল ॥
দৃমিকি দৃমিকি করি বাজএ মৃদঙ্গ ।
নর্ত্তকীএ নৃত্য করে বেশ করি অঙ্গ ॥
হয়রূপ হৈল যদি খগাগ্রজপতি ।
অর্ঘ্য দেহি সদাগরে কলত্র সঙ্গতি ॥
যোষিৎ সহিতে সাধু পুর্ব্বানন হৈয়া ।
উভয়ের চতুর্হস্ত একত্র করিয়া ॥
জবাকুসুমাদি মন্ত্র উচ্চারি বদনে ।
আদিত্যার্ঘ্য দিল সাধু আনন্দিতমনে ॥
ভার্য্যার নাভির মূলে কর দিয়া ধরি ।
গর্ভন্দেহি সিনীবালি ইতি মন্ত্র পড়ি ॥
সুন্দরী লইয়া সাধু গৃহ প্রবেশিল ।
বর্ণিকের রমণীএ জয়কার দিল ॥
মার্ত্তণ্ডার্ঘ্য কর্ম্ম যদি হই গেল ভূত ।
পিতৃশ্রাদ্ধ হেতু সাধু হইলেক পূত ॥
ত্রিযামান্তে অর্কোদয় হইলেক পুনি ।
স্নান করি দেবার্চ্চা করিল সাধুমণি ॥
এই মতে যদি গত হৈল দিবসার্দ্ধ ।
বেদোক্ত বচনে সাধু কৈল পিতৃশ্রাদ্ধ ॥
জাহ্নবী-সলিল মাঝে পিণ্ড বিসর্জ্জিয়া ।
ভোজন করিতে বৈসে জ্ঞাতিবর্গ লইয়া ॥
লহনা খুল্লনা অন্ন লৈয়া স্বর্ণাধারে ।
ক্রমে ক্রমে দিল অন্ন বর্ণিক সভারে ॥
এই মতে আনন্দিতে করিয়া অশন ।
আচমনি করি তাম্বুল করিল ভক্ষণ ॥
সভা করি বসিলেক জথ সর্ব্ব জ্ঞাতি ।
খুল্লনারে সম্বোধিয়া বোলে ধনপতি ॥
রাঘবেরে ধ্রুব আহ্মি লাঘব করিব ।
খুল্লনাএ বোলে প্রভু না হএ সম্ভব ॥
যদ্যপিহ শত্রুভাবে দিলেক পরীক্ষা ।
রাঘবের হোন্তে মোর জাতি হৈল রক্ষা ॥
আর জ্ঞাতি হোন্তে তারে করহ সম্মান ।
আপনে রাঘব দত্তে পাইবে অপমান ॥
প্রিয়া-বাক্যে ধনপতি হর্ষ হৈয়া মন ।
রাঘবের তরে দিল নানা রত্ন-ধন ॥
সাধু বোলে রাঘব দত্ত কর অবধান ।
বর্ণিকের কুলে তুহ্মি গুরু বুদ্ধিমান্ ॥
খড়্গ পরীক্ষাদি চারি পরীক্ষা জে দিলা ।
দুষ্কৃতি সুকৃতি ভার্য্যা কিছু না বুঝিলা ॥
অবশেষে রাখিলে প্রচণ্ড হুতাশন ।
ততোধিক বুদ্ধিবন্ত আছে কোন জন ॥
তে কারণে রত্ন-ধন দিলুম তোহ্মা তরে ।
লজ্জা পাই রাঘব দত্তে হেট মুণ্ড করে ॥

পরাশরে বোলে সাধু ক্ষমা কর এবে।
সভামধ্যে রাঘবেরে কত লজ্জা দিবে॥
তদন্তরে জ্ঞাতিবর্গে সাধু সম্ভাষিয়া।
নিজালয়ে ব্রজ কৈল দোলা আরোহিয়া॥
আনন্দে বঞ্চএ সাধু উভ পত্নী লৈয়া।
শ্রীপতির জর্ম্মের কথা শুন মন দিয়া॥
ভবানীর যুগল চরণ-অরবিন্দে।
ধরণীতে লোটাইয়া শঙ্করদাসে বন্দে॥

ঘোষা।

দেখ রে গৌরাঙ্গ নাচে করে করতালি দিয়া।
খেনে খেনে ঢলি পড়ে রাম নাম বলিয়া॥
বদনে নিন্দিছে পূর্ণ শরতের ইন্দু।
উনাইয়া উনাইয়া পড়ে ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু॥
গোবিন্দের গুণ গাএ হৈয়া একচিত্ত।
ভক্ত সঙ্গে মনোরঙ্গে সদাএ করে নৃত্য॥
চৌদিগে ভকত সবে বোলে হরি হরি।
রাম নাম বলিতে ঝরে নয়নের বারি॥
ভবানীশঙ্করে এই বাঞ্ছে মানসেতে।
রাম বলি প্রাণী আহ্মার জাউক কালান্তেতে॥

ঘোষা।

গৌরাঙ্গ নাচে করে করতালি দিয়া॥

দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর বৃজিনের অরি।
সুধারস জ্ঞানে জীব বদ বক্তু ভরি॥
কৈলাসে বসিছেন চণ্ডী আনন্দিত চিত্ত।
গন্ধর্ব্ব সহিতে মালাধরে করে নৃত্য॥
দাং দাং দৃমি দৃমি বাজাএ মৃদঙ্গ।
নৃত্য করে মালাধরে মনে হৈয়া রঙ্গ॥
তা তা তেহি তেহি বাজে করতাল।
গন্ধর্ব্বে গায়ন করে শ্রুতি লাগে ভাল॥
তম্বুরা পিনাক আর বাহে কবিলাস।
নৃত্য করে মালাধরে হইয়া উল্লাস॥
এই মতে নৃত্য করে হালি ঢলি অঙ্গ।
দুর্গার মায়াএ তার তাল হৈল ভঙ্গ॥
দেবী বোলেন মালাধর শাপিলু তোহ্মারে।
শ্রীয়পতি নামে জর্ম্ম খুল্লনার উদরে॥
শাপ পাই মালাধরে শুভ পত্নী লৈয়া।
চলিলেক ভবানীর চরণ বন্দিয়া॥
বৈশ্বানরোজ্জ্বল কৈল গন্ধ দারু দিয়া।
প্রাণ ত্যাগ করিলেক দুই ভার্য্যা লৈয়া॥
তিন জীব লৈয়া দেবী চলিলা সত্বর।
খুল্লনারোদরে জর্ম্মাইলেন মালাধর॥
এবে কহি শুন জীব মন কুতূহলে।
জেইরূপে ধনপতি গেলেক সিংহলে॥
এক দিন বিক্রমকেশরী নরপতি।
আজ্ঞা কৈল মহারাজা কিঙ্করের প্রতি॥
গ্রীষ্মএ পীড়িত হৈয়া বোলে দণ্ডধরে।
চন্দন লেপিয়া দেয় মম কলেবরে॥
হেন সমে ভাণ্ডারি হইল উপস্থিত।
যুগপাণি হৈয়া বোলে নৃপতি বিদিত॥
চন্দন নাহিক আর তব ভাণ্ডারেতে।
আজ্ঞা কর সদাগর সিংহলে জাইতে॥
রাজা বোলে কোটোয়াল গচ্ছ শীঘ্রগতি।
আশুক্রমে আন এথা সাধু ধনপতি॥
নৃপেরাজ্ঞা শিরোধার্য্য করি কোটোয়ালে।
ধনপতি স্থানে গিয়া মিলিল চপলে॥
কোটোয়ালে বোলে শুন সাধুর তনয়।
তলপ করিছেন তোহ্মা নৃপ মহাশয়॥
চলিলেক ধনপতি হর্ষ-বিষাদিত।
নৃপ বিগুমানে গিয়া হৈল উপস্থিত॥
অবনীতে লোটাইয়া বন্দি নৃপমণি।
সম্মুখেতে দাণ্ডাইল করি যুগপাণি॥
শুন প্রভু নরেশ্বর মোর নিবেদন।
কিঙ্করের প্রতি আজ্ঞা হৈছে কি কারণ॥
ক্রোধ কৈয়া নরেশ্বরে বোলে সাধুর তরে।
চন্দন নাহিক কেহে আহ্মার ভাণ্ডারে॥
তোর পিতার প্রাণ জথ দিন ছিল দেহে।
সর্ব্ব দ্রব্য সম্পূর্ণ আছিল মম গৃহে॥

আহ্মা না জিজ্ঞাসি রঘুপতি সদাগরে।
সর্ব্ব দ্রব্য পূর্ণ করি রাখিছে ভাণ্ডারে ॥
জনকের বিক্রম তোর দেখিছু নয়নে।
সিংহ-ঘরে শৃগাল জর্ম্মিলে কি কারণে ॥
নৃপবাক্যে করযোড়ে বোলে ধনপতি।
ভবানীশঙ্করে গাএ ভাবিয়া পার্ব্বতী ॥

রাগ পাহিরা।

অএ রাজা! কেহ্নে ক্রোধ কর কিঙ্করেরে।
ক্রোধ ক্ষমা দেয় মন
অর্জ্জিয়াছি জথ ধন
সর্ব্ব আন তোহ্মার ভাণ্ডারে ॥
শুন শুন নৃপবর
হাস্তাননে বিদায় কর
চলি জাবো দেশ দেশান্তরে।
রাজা বোলে শুন কহি
অনুচিত কেহ্নে ক্রহি
গন্ধ চামর আনি দেহি মোরে ॥
সাধু বোলে নৃপ গুরু
এই বার ক্ষমাং কুরু
আজ্ঞা কর অন্য সাধুর তরে।
নাহি মোর সহোদর
পত্নী রাখি শূন্য ঘর
কিরূপে জাইব দেশান্তরে ॥
শুনিয়াছ নৃপমণি
আহ্মি কি বলিব পুনি
গৌড় রাজ্যে গেছিলু জখনে।
যোষিৎ লহনা দুষ্ট
সপত্নীকে দিল কষ্ট
ছেলি সঙ্গে পাঠাইয়া বনে ॥
শত্রুভাবে জ্ঞাতিগণে
জানাইয়া তোহ্মা স্থানে
পত্নী মোর দিলেক পরীক্ষা।
কি কহবো নৃপমণি
ওহার সতীত্ব জানি
বিধাতাএ করিলেক রক্ষা ॥
কহেন শঙ্কর দীনে
উফাএ নাহি উমা বিনে
শুন শুন অএ মূঢ় চিত্ত।
দুর্গা নাম মহামন্ত্র
স্থিতি করি বক্ত্র-যন্ত্র
রসনা-দণ্ডে বাদ্য কর নিত্য।

মালসী।

দেহি মোরে অবলম্ব স্থান।
সরোরুহ পদে জেন
পাংশু প্রাএ রহে মন
দাস জ্ঞানে হও অধিষ্ঠান ॥
নিদারুণান্তক-চর
উরগের সমসর
করিয়াছে বিস্তার আনন।
আহ্মার অদৃশ্য হৈয়া
রহিয়াছে নিরক্ষিয়া
জিহ্বা তার কম্পে ঘন ঘন ॥
অকস্মাৎ আসি মোর
ডংশিবেক কলেবর
বিষ-ঘাতে লৈয়া জাবে প্রাণ।
নরাধম দাস জানি
কৃপাং কুরু নারায়ণি
ভয় গোস্তে কর পরিত্রাণ ॥
কহেন শঙ্করদাসে
লোভ আদি চারি পাশে
ভব-কারাগারে কৈয়াছি বন্ধন।
বোল কি উফায় করি
কিঞ্চিৎ নয়নে হেরি
তুহ্মি যদি না কর মোচন ॥

ঘোষা।

জগদম্বে! দেহি মোরে অবলম্ব স্থান ॥

দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর জান মহামন্ত্র।
জাহা শ্রেষ্ঠ করিয়াছে বেদাগম তন্ত্র ॥
নরকান্তে বোলে শুন সাধু ধনপতি।
পাঠনেতে জাইবারে আছে কার শক্তি ॥
তুহ্মি হেন যোগ্য সাধু আছে কোন জন।
শীঘ্র করি আনি দেহি চামর চন্দন ॥
নৃপ-বাক্যে বোলে সাধু মনে করি ভক্তি।
তব আজ্ঞা লঙ্ঘিবারে কে বা রাখে শক্তি
বুঝিলাম সিংহলে অপি আহ্মার গমন।
দুই ভার্য্যা তবাঙ্ঘ্রিতে কৈলুম সমর্পণ ॥
পিতৃ তুল্য হও তুহ্মি আর বন্ধু নাহি।
দাসী জ্ঞানে পালনা করিবা ধর্ম্ম চাহি ॥
রাজা বোলে রক্ষিব ডুহিতা হেন জ্ঞানে।
আনন্দে গচ্ছহ তুহ্মি দক্ষিণ পাঠানে ॥
তোহ্মার সংহতে আহ্মি করিলাম দত্ত।
তবোভ কলত্র ধ্রুব করিবাম তত্ত্ব ॥
নৃপ বাচে ধনপতি হৈল হরষিত।
গ্রীবাম্বরে বন্দিলেক লোটাই ভূমিত ॥
অভয় তাম্বূল রাজা দিল সাধুর করে।
হরিষ বিষাদে সাধু আসিলেক ঘরে ॥
বসিলেক ধনপতি অসন্তুষ্টানন।
খুল্লনাএ বোলে কেহ্নে বিরস বদন ॥
সাধু বোলে শুন প্রিয়া না দেখি উফাএ।
সিংহলে জাইতে আজ্ঞা কৈল দণ্ডরাএ ॥
পুনঃপুনঃ নিষেধিলু না শুনে নৃপতি।
অবশ্য সিংহলে আহ্মি করিবাম গতি ॥
ধব-বাক্যে সুন্দরীএ চিন্তা পাইল মনে।
উমাঙ্ঘ্রি ভাবিয়া শ্রীশঙ্করদাসে ভণে ॥

রাগ গান্ধার।

খুল্লনাএ বোলে প্রভু জাইবা কেমতে।
পঞ্চ মাসের সন্তান আহ্মার জঠরেতে ॥
সপত্নীর মর্ম্ম প্রভু সর্ব্ব জ্ঞাতাপনে।
এই সমে কিরূপে বঞ্চিব তান সনে ॥
সপত্নীএ মোরে হিংসা করে অতক্ষপা।
জর্ম্মিয়াছে দুষ্ট সতা মম কালরূপা ॥
কোন রূপে বঞ্চিবাম সঙ্গে আততাই।
তুহ্মি বিনে সংসারেতে আর বন্ধু নাহি ॥
সাধু বোলে চিন্তা কেহ্নে করহ সুন্দরি।
তোহ্মারে প্রসন্ন আছেন ত্রিজগতেশ্বরী ॥
ভবানী সদয় নিত্য আছেন জাহারে।
শত্রু সবে ধ্রুব তারে পরাজিতে নারে ॥
সারদার পঙ্কজাঙ্ঘ্রি মনে করি সার।
দুষ্কৃতি শঙ্করদাসে বন্দে বারে বার ॥

ঘোষা।

অবোধ মন হে কালী হরি হর বদ।
তিন এক ব্রহ্ম ভাব আপ নাহি ভেদ ॥
হর কালী পরমাত্মা ব্রহ্ম ভেদ নরে।
তারে দেখি ভব পাশে দুঃখ দিক করে ॥
জগ জীবে ত্রাস পাবে কালের ভয়।
দুর্গাভক্তের কি মহিমা শমন ডরাএ ॥
ভবানীশঙ্কর দাসে এই বাঞ্ছা করি।
মৃত্যু হৌক হরিহর-গৌরীমন্ত্র স্মরি ॥

দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর হৈয়াছে তরণী।
দুষ্কৃতি নিস্তার হেতু অর্ণব [অবতীর্ণ] ধরণী।
সাধু বোলে শুন প্রিয়া কহি পুনর্ব্বার।
নরনাথে ধ্রুব তত্ত্ব করিব তোহ্মার ॥
মম সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করিছে দণ্ডধরে।
তোহ্মরা উভয় প্রতি তত্ত্ব করিবারে ॥
এই মতে প্রবোধ করিয়া সোমবক্ত্রা।
দৈবজ্ঞ আনিল সাধু গণিবারে যাত্রা ॥
সাধু বোলে মম বাচ শুন লগ্নাচার্য্য।
শুভযাত্রা গণি দেহ জাই সিংহল রাজ্য ॥

এ বলিয়া স্থান এক করিয়া পবিত্র।
হেমাধারে করিয়া দিলেক পূর্ণপাত্র ॥
স্বর্ণ ঘটপূর্ণ বারি চূত পল্লবিত।
সম্মুখে রাখিল দীপ করি প্রজ্বলিত ॥
বসিলেক লগ্নাচার্য্য হৈয়া হরিষ।
চপলে করিয়া মুক্ত গ্রন্থ জ্যোতিষ ॥
রাশি নক্ষত্র যোগ নিরক্ষি নয়নে।
ক্রমে ক্রমে সমস্ত গণিলা ভ্রম মনে ॥
লগ্নাচার্য্যে বোলে সাধু শুন মম বাচ।
অখনে তোহ্মার শুভ না হবে কদাচ ॥
অপি কষ্ট দিবে দুষ্ট গ্রহ বলবন্তে।
শুভ উপস্থিত হবে দ্বাদশাব্দ অন্তে ॥
সর্ব্ব বিপরীত দেখি নাহি শুভ লগ্ন।
দুঃখার্ণবে ডিঙ্গা সব হইবেক মগ্ন ॥
অবশ্য হইবা বন্দী কারাগার-ঘর।
এই বার ত্রস্ত না কারয় সদাগর ॥
সাধু বোলে জাইব আহ্মি রহিতে না পারি।
ভরসা করিছি আহ্মি দেব ত্রিপুরারি ॥
সাধুর বাক্যে বিদায় হইল লগ্নাচার্য্য।
স্নান করি কৈল সাধু দেবার্চ্চনা কার্য্য ॥
ভোজন করিতে গেল সাধু ধনপতি।
চলিল খুল্লনা রামা অর্চ্চিতে পার্ব্বতী ॥
সরোবর-সলিলেতে করিলেক স্নান।
দিব্য পট্টাম্বর রামা কৈল পরিধান ॥
চূত পল্লবিত ঘট মণ্ডলে স্থাপিয়া।
ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি উপহার দিয়া ॥
ভবানী অর্চ্চিবে[ল] রামা ভক্তি করি মনে।
উপস্থিত হৈলেন দেবী দাসীর সদনে ॥
অবনী লোটাই রামা পদাম্বুজে পড়ে।
হেন সমে লহনাএ কহে সাধুর তরে ॥
মোর দোষ নাহি প্রভু কৈলুম বারে বারে।
কৃত্যা করে খুল্লনাএ রাখিতে তোহ্মারে ॥
সদাএ বাঞ্ছএ আহ্মি তোহ্মার মঙ্গল।
পশ্চা গিয়া খুল্লনাএ চিন্তে অমঙ্গল ॥
ক্রোধ হৈল ধনপতি লহনার বচনে।
দ্রুতগতি গেল সাধু খুল্লনার সদনে ॥

পদে স্পর্শ করি ঘট ত্যাগিল অন্তরে।
ক্রোধক্রমে ভবানীর কম্পিত অধরে ॥
খুল্লনাএ বোলে মাও রক্ষহ জীবন।
দেবী বোলেন কি করিব তোহোর কারণ ॥
ক্রোধানলে ভস্ম করিবারে পারি ধ্রুব।
বদ্ধ করিয়াছ মোরে ভক্তি-পাশে তব ॥
নিমিষে করিয়া সৃষ্টি নিমিষে সংহারি।
ভক্তি-রজ্জু ছেদিবারে শক্তিএ না পারি ॥
দোষোচিত শাস্তি আছে বলিল তোহ্মারে।
কিছু শাস্তি না করিলে না জানিবে মূঢ়ে ॥
দক্ষিণাঙ্ঘ্রি স্থূল হৌক বাম আখি অন্ধ।
দেবীর বাক্যে খুল্লনাএ হইল বড় ধন্ধ ॥
পুনর্ব্বার খুল্লনাএ বন্দিল চরণে।
অন্তর্দ্ধান হৈলা দেবী হবি আরোহণে ॥
পুনঃ সঙ্কল্পিয়া রামা চলি গেল ঘরে।
খুল্লনারে সম্বোধিয়া বোলে সদাগরে ॥
স্নান করি অখনে করিলে কোন কর্ম্ম।
সত্য সত্য ক্রহ রামা উদ্দেশিয়া ধর্ম্ম ॥
রামা বোলে ক্রোধ হৈলা তত্ত্ব নহি জানি।
তোহ্মার মঙ্গল হেতু অর্চ্চিলুম ভবানী ॥
কার কুবুদ্ধিএ তুহ্মি পূজা কৈলা ভঙ্গ।
এই হেতু দেখ প্রভু ব্যাধি হৈছে অঙ্গ ॥
সাধু বোলে কি করিব কপালের লিপি।
হাস্যাননে বিদায় দেয় জাইবাম অপি ॥
পুনর্ব্বার খুল্লনাএ কহে সাধুর তরে।
অপর্ণা ভাবিয়া গাএ ভবানীশঙ্করে ॥

সুহি রাগ।

বোলে রামা করি পাণি যোরে।
নিশ্চএ যদি যাও ছাড়ি
বাধা করিবারে নারি
আহ্মা সমর্পিলা কার করে ॥
গৌড়ে গেলা একবার
লাঞ্ছন হইল মোর
পরীক্ষা দিলেক জাতি সবে।

কিন্তু শুভ ছিল কর্ম্মে
মোরে রক্ষা কৈল ধর্ম্মে
নহে অপযশ রৈত ভবে ॥
তোহ্মার চরণে ধরি
বলিএ কাকুতি করি
ছারা৷ যদি জাইবে নিতান্ত।
সপত্নী বরহি দুষ্ট
নিত্য মোরে দিবে কষ্ট
উকায় চিন্তএ অএ কান্ত ॥
পঞ্চ মাসের গর্ভ হএ
কষ্টের সময় নহে
কেহ্নে হেন কৈলে বিবেচনা।
আর কথা নিবেদিব
বুঝিলাম মর্ম্ম তব
সভা হন্তে ধ্বংসিবে খুল্লনা ॥
ভবানীশঙ্করে কহে
দেবীপদ-সরোরুহে
যদি স্বান্ত রাখ ভক্তিক্রমে।
শুনহ নিতান্ত কহি
ধ্বংসি অঙ্গ আত্ততাই
আনন্দে বঞ্চিবে নগোত্তমে ॥
ইতি রবিবাসরে দিবা পালা সমাপ্ত ॥

মালসী।

ত্রাহি মাং তারিণি কালি কালি করুণাময়ি।
দুরিত-দুরন্তানলে
দেহ মোর দাহ করে
শীতল চরণে ছায়া দেহি ॥
বলি আহ্মি করযোরে
কেহ্নে মায়া কর মোরে
একবার শুন নিবেদন।
পদস্পর্শ কর যদি
ত্রাণ হৈব ভবনদী
নির্ম্মলাজিম্ন না হবে মলিন ॥
পতিতপাবনী নাম
বলিয়াছে বেদাগম
কেহ্নে না পশ্য এ পতিতেরে।
পতিতে শরণ হৈলে
তাকে ত্যাগ করিবারে
কোন তন্ত্রে বলিছে তোহ্মারে ॥
কি দুষ্কৃত কি সুকৃতি
সভার ঘটে বট স্থিতি
ব্যর্থ অশে কেহ্নে মায়া কর।
কিছু না দেখিএ আখি
দেহে রৈছ দিয়া লুকি
নিশ্চএ ত্যাগিতে নহি পার ॥
ভবানীশঙ্করে কহে
তব পদ-সরোরুহে
মন মোর রঙেক বিরাজে।
সরোরুহ পাই জেন
হইয়া আনন্দ মন
মকরন্দ পীয়ে অলিরাজে ॥

ধুয়া।

ত্রাহি ত্রাহি মাং তারিণি কালি ॥

দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর বৃজিনের অরি।
সুধারস জ্ঞানে নিত্য বদ বক্তু ভরি ॥
খুল্লনাএ বোলে বাক্য শুন প্রাণকান্ত।
তোহ্মার সহিতে আহ্মি জাইব নিতান্ত ॥
সাধু বোলে গর্ভ তোহ্মার হইছে পঞ্চ মাস।
এই সমে কিরূপে জাইবে পরবাস ॥
এ বলিয়া লিখনি ধরিয়া নিজ করে।
লেখিলেক দুই ভার্য্যা আছে মোর ঘরে ॥
পঞ্চ মাসের সন্তান খুল্লনা-জঠরেতে।
নৃপাজ্ঞাএ জাই আহ্মি সিংহল দ্বীপেতে ॥
যদি সুতে ভগোদরে দুহিতা জর্ম্মএ।
সত্যভামা নামখানি রাখিবে নিশ্চএ ॥
দৈবযোগে জর্ম্মে যদি মম পিণ্ডদাতা।
শ্রীমন্ত নাম তুহ্মি রাখিবা সর্ব্বথা ॥

শরাঙ্কেতে কঠিনী প্রদান করাইয়া।
পাঠ হেতু বিপ্র-হস্তে দিবে সমর্পিয়া॥
গ্রহদোষ হেতু মম কর্ম্মবিপাকেতে।
যদি সে বিলম্ব হএ সিজ্ঝল দ্বীপেতে॥
অবশ্য বলিবা তুহ্মি স্থানে মমাত্মজ।
মমোদ্দেশে সিংহলেতে করে জেন ব্রজ॥
পত্র লেখি দিল সাধু সহিতে অঙ্গুরি।
পত্রাঙ্গুরি শিরে বান্ধি রাখিল সুন্দরী॥
সাধু বোলে যদি সুস্থ হএ গর্ব্ভোদ্ভব।
এই লিপি পুত্রহস্তে দিবে তুহ্মি ধ্রুব॥
তদন্তরে সদাগরে লহনা ডাকিয়া।
প্রিয় দর্প্যবাচে সাধু বোলে বুঝাইয়া॥
শুনহ লহনা রামা মম বাক্য ধর।
সাম্য মূর্ত্তি হও পূর্ব্বমতি দূর কর॥
যদি স্নাতে খুল্লনারে তুহ্মি হিংসা কর।
তোকে দিমু দাসীত্ব জে কর্ম্ম করিবার॥
নিতান্ত বলিল আহ্মি নাহি তোর চারু।
কহি শুন আর এক ভীতি আছে গুরু॥
নরনাথে মম সাতে করিয়াছে দণ্ড।
অবশ্য খুল্লনার প্রতি করিবেক তত্ত্ব॥
আত্ম মত করি যদি রাখ খুল্লনারে।
প্রাণ তুল্য আহ্মি নিত্য দেখিব তোহ্মারে
এ বলিয়া ভার্য্যার করে ধরি তত ক্ষণ।
অন্যে অন্যে উভয়কে কৈল সমর্পণ॥
যাত্রা করি পুরী হোন্তে সাধু বাহির-হৈল।
জিহ্মগে করিছে গতি সম্মুখে দেখিল॥
তৈল লৈয়া ভ্রমে তেলি নগরে নগরে।
মৃতা মাংস ভক্ষে দেখে গৃধিনী কুক্কুরে॥
শূন্য কুম্ভ কক্ষেতে লৈয়াছে ধবহীনা।
অশুভ দেখিয়া না করিল বিবেচনা॥
আচম্বিত বাম অঙ্গ করএ স্পন্দন।
তুর্ণব্রজে তরণী করিল আরোহণ॥
সপ্ত ডিঙ্গা পরিপূর্ণ করি ধনপতি।
কর্ণধার সঙ্গে সাধু করিলেক গতি॥
মধুকরেত্যাদি সপ্ত ডিঙ্গা লৈয়া সঙ্গে।
শঙ্কর ভাবিয়া সাধু চলিলেক রঙ্গে॥

মুনির ঘাট বাহি জাএ ইছালী নগর।
ছিলিমপুর কাচিমপুর গেল তদন্তর॥
মঙ্গলকোটা চামরী বাহিয়া কুতূহলে।
ইন্দ্রাণী নদীতে সাধু গেলেক চপলে॥
কুমুদঘাট গঙ্গেরপুর সপ্তগ্রাম বাহিয়া।
ত্রিবেণীতে গেল সাধু শঙ্কর ভাবিয়া॥
সেইখানে রাখিলেক সাগর-তরণী।
বোলয়ে শঙ্করদাসে ভাবি নারায়ণী॥

মালসী।

প্রণমহো ত্রাহি গঙ্গে পতিতপাবনি।
শ্রীকান্ত-চরণোদ্ভবা নাম তরঙ্গিণী॥
ষাইট সহস্র নরপতি ছিল অর্কবংশ।
তপোধন-শাপ হেতু হইছিল ধ্বংস॥
ভগীরথে পাতালে আনিয়া তব বন।
একে একে নিস্তার করিল পিতৃগণ॥
স্বর্গ প্রাপ্তি হএ জেই পান করে নীর।
শঙ্করে বোলএ তাহে মজোক শরীর॥

ঘোষা।

প্রণমহো ত্রাহি গঙ্গে পতিতপাবনি॥

দুর্গা নামাক্ষরদ্বয় বদ নিরবধি।
শ্রাদ্ধদেব-ভীতি হোন্তে নিস্তার হবে যদি॥
এই মতে গঙ্গা দেবী করিয়া স্তবন।
স্নান করি গঙ্গোদকে করিল তর্পণ॥
তটেতে উত্তিষ্ঠ হৈয়া অর্চ্চিয়া শঙ্কর।
পুনর্ব্বার তরণ্যারোহিল সদাগর॥
আনন্দে বাহিল ঘাট গরিয়া রাজার।
পাইকসারা ত্যাগি জাএ ঘাট কমলার।
নিমাই দত্তর ঘাট আদি বাহি কুতূহলে।
উপস্থিত হৈল ডিঙ্গা মকরা-সলিলে॥
আনন্দে করিল ব্রজ বাহিয়া তরণী।
তাহা দেখি ক্রোধ হইলেন জগতজননী॥

ক্রোধক্রমে ভবানীর কম্পএ অধর।
বীতিহোত্র-মিত্র ডাকি আনিলা গোচর॥
শুন ধনঞ্জয়-সখা আহ্মার সিদ্ধান্ত।
চপলে ডাকিয়া আন নির্জ্জরার কান্ত॥
এই মতে আজ্ঞা যদি কৈলেন নগেন্দ্রজা।
আশুক্রমে সে পবনে আনিল বিড়োজা॥
গ্রীবাম্বরে বন্দিলেক ভবানীর চরণ।
দেবী বোলেন শুন ইন্দ্র আহ্মার বচন॥
দেখ ধনপতি আহ্মা স্তুতি না করিয়া।
অহঙ্কারে চলিয়াছে তরণী বাহিয়া॥
তূর্ণাদেশ কর তুহ্মি কাদম্বিনী তরে।
মকরাতে জেন অনিবার বৃষ্টি করে॥
মহা ঘোরতর বাউ করোক পবনে।
ষষ্ঠ ডিঙ্গি মগ্ন কর অর্ণবের বনে॥
আজ্ঞা অনুরূপে ইন্দ্রে আনি মেঘগণ।
দেবীর পঙ্কজাঙ্ঘ্রিযুতে করিল সমর্পণ॥
দেবী বোলেন গচ্ছ মেঘ পবন সহিতে।
বৃষ্টি কার ষষ্ঠ ডিঙ্গা ধ্বংসহ ত্বরিতে॥
শুন বহ্নি-সখা শুন চাতক-বান্ধব।
প্রাণে না বধিয় সাধু করিয় লাঘব॥
দেবীরাজ্ঞা শিরোধার্য্য করি মেঘগণ।
চতুর্দ্দিতে আকাশেতে কৈল আচ্ছাদন॥
অহ সমে কাদম্বিনী করিল তিমির।
ধারারূপ করিয়া বর্ষএ অতি নীর॥
আপনার দেহ কেহ না দেখে আপনি।
ক্ষণে ক্ষণে কিছু প্রকাশ করে সৌদামিনী॥
মহাশব্দ করি মেঘে গর্জ্জে ঘন ঘনে।
বজ্রপাত করে শক্রে মকরার বনে॥
মহা ক্রোধান্বিত হৈয়া বৈশ্বানর-সখা।
টলমল করিয়া অস্থির কৈল নৌকা॥
ব্যাকুল হইয়া সাধু করএ ক্রন্দন।
শঙ্করদাসে বোলে ভাবি অপর্ণার চরণ॥

রাগ পাহিরা।

অএ কর্ণধার কি উপায় করিব অখনে।
অনিবার করে ঝর কম্প সর্ব্ব কলেবর
তাতে ক্রোধ করিছে পবনে॥
বলিলেক কর্ণধার উপায় নাহিক আর
বার্থ সাধু করিলা পয়ান।
কুগ্রহ হৈয়াছে অতি তথাচ করিলা গতি
বনমাঝে জাইতে সপ্রাণ॥
খুল্লনা সুন্দরী তোরে নিষেধিল বারে বারে
নিষেধ করিল লগ্নাচার্য্য।
যাত্রা করি বাহির হৈতে অমঙ্গল দেখিলে পন্থে
তথাপি ছাড়িয়া আইলা রাজ্য॥
বলিলেক সদাগর কর্ম্মে লিপি ছিল মোর
উদকেতে জাইতে জীবনে।
ধাতার অখণ্ড লিপি খণ্ডাইতে নারে অপি
ভুত বাচ শোচ কি কারণে॥
ভবানীশঙ্করে ভণে ভাবি দেখিলাম মনে
দুর্গানাম যুগ্মাক্ষর সার।
দুর্গা দুর্গেতি বাণী নিত্য বক্তে, কর ধ্বনি
দুষ্কৃতরোপায় নাহি আর॥

বিষ্ণুপদ।

ভাব মন, ত্রাহি মাং গোবিন্দ বন্ধু।
শুন অএ হরি দাস জ্ঞান করি
ত্রাণ কর ভব-সিন্ধু॥
দুরন্ত কল্মষ কুম্ভীর সদৃশ
আসিয়ার্ণব-ধরাতে।
সাগর ভিতরে গ্রাসিল আহ্মারে
ত্রাহি মাং হে জগন্নাথে॥
ভবানীশঙ্কর তোহ্মার কিঙ্কর
জার্ণলাতান্ত বৃজিনী।
তার বা না তার ভরসা আহ্মার
শিব রাম দুর্গা বাণী॥

ঘোষা।

ত্রাহি ত্রাহি মাং গোবিন্দ বন্ধু ॥

দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর জে করে স্মরণ।
অবিলম্বে দেহের কল্মষ করে হন ॥
সাধু বোলে কর্ণধার বোকায় নাহি আর।
লৌহ জিঞ্জির দিয়া ডিঙ্গা বান্ধ একবার ॥
সাধুর বাক্যে কর্ণধারে মনে ভীতি পাইয়া
বন্ধ কৈল সপ্ত ডিঙ্গা একত্র করিয়া ॥
তাহা দেখি পাবকের মিত্র ক্রোধ হৈল।
মহা বাউ আরম্ভিয়া রজ্জু ছেদ কৈল ॥
ছিন্নভিন্ন হৈয়া ডিঙ্গা জাএ চতুর্ভিতে।
ষষ্ঠ নৌকা মগ্ন কৈল মনিষ্য সহিতে ॥
মধুকর রহে মাত্র সাধুর সঙ্গতি।
রোদন করিয়া সাধু করিলেক গতি ॥
সাগর-সঙ্গম আদি বাহিয়া চপলে।
উপস্থিত হইল কপর্দ্দার্ণব জলে ॥
তরণীর গন্ধে ভাসিলেক সর্ব্ব কড়ি।
সাধুএ পশুএ জেন ভাসিছে সফরী ॥
কর্ণধার স্থানে কহে সাধুর কুমার।
বৃহৎ সফরী মীন হের কর্ণধার ॥
সাধুর বচন শুনি কর্ণধারে কহে।
কপর্দ্দি ভাসিয়া আছে মৎস্য কভো নহে ॥
লৌহ জাল পতন করিল তারোপরে।
কপর্দ্দক তুলিয়া লইল সদাগরে ॥
তদন্তরে বাহে ডিঙ্গা জথ পাইক লোকে।
উপস্থিত হৈল নৌকা শঙ্খদহোদকে ॥
সাগর-জীবনে শঙ্খে করিয়াছে গতি।
কোরাল মৎস্যের প্রাএ দেখে ধনপতি ॥
ধনপতি বোলে বাক্য শুন কর্ণধার।
মীন কোরাল হেন রূপ না দেখি আর ॥
কর্ণধারে বোলে এই শঙ্খ ভাসি জাএ।
জালে বন্দী করি আশু তোলহ নৌকাএ।
শঙ্খ সব লএ সাধু লৌহ জাল দিয়া।
তদন্তরে গতি কৈল তরণী বাহিয়া ॥

জোঁকাদহে উপস্থিত হৈল যদি নৌকা।
তাল-মগীরুহ প্রাএ ভাসিল জলৌকা ॥
বুদ্ধি স্থির করি কর্ণধার বুদ্ধিবন্তে।
জোঁকাননে বারি চূর্ণ দিল কুম্ভ হোন্তে ॥
জলৌকা অন্তর হৈল প্রাপ্তি চূর্ণগন্ধে।
কাথরা দহেতে সাধু গেলেক আনন্দে ॥
তরণীর গন্ধ পাই দিকপদ আগজ (?)।
নৌকা উদ্দেশিয়া আশু করিলেক ব্রজ ॥
বৃহৎ জন্তুক প্রাএ হৈল উপস্থিত।
কর্ণধারে অজা দগ্ধ করিল ত্বরিত ॥
দগ্ধ অজা ক্ষেপিলেক কাথরার বদনে।
নৌকা ত্যাগি দিকপদ চলিল হর্ষ মনে ॥
তদন্তরে শিশা (?) দহ গেল ধনপতি।
উড়ল মশক সব শব্দ করি অতি ॥
কর্ণধারে বোলে সাধু শুন আহ্মি বলি।
ধুম্রবাণ ছাড়ি দেয় মশক জাউক চলি ॥
কর্ণধার-বচন শুনিয়া সদাগরে।
ধুম্রবাণ ক্ষেপিলেক মশক উপরে ॥
তদন্তরে চলে সাধু মনে ভাবি শম্ভু।
উপস্থিত হইলেক কালীদহেরাম্বু ॥
মায়া করি নারায়ণী চলিলেন তখনে।
কমল সৃজিলা দেবী কালীদহের বনে ॥
বসিলেন জগদম্বা অম্বুজর দলে।
করী ধরি গ্রাস করেন মন কুতূহলে ॥
দেখিয়া পাইল ভয় সাধু ধনপতি।
ভবানীশঙ্করে গাএ ভাবিয়া পার্ব্বতী ॥

অএ কর্ণধার, এ কি বুর দেখি নানা রঙ্গ।
পঙ্কজের দলমাঝে পরম সুন্দরী সাজে
সরোজালঙ্কার শোভে অঙ্গ ॥
ক্ষণে করী ধরি গ্রাসে ক্ষণে অট্ট অট্ট হাসে
ক্ষণে করী উদ্গারি পেলাএ।
কোন খানে খাএ খেলা
ব্যাঘ্র হৈয়ে করি মেলা
খগ সঙ্গে ভুজঙ্গে খেলাএ ॥

কোনখানে খেলে হরি
সঙ্গতি করিয়া করী
সাইচান্ কৈতরে খাএ খেলা।
মনে শুক পাই ভীত
সর্ব্ব দেখি বিপরীত
মূষিক মার্জ্জারে করে মেলা॥
কহেন শঙ্কর দীনে
উদ্ধাএ নাহি উমা বিনে
শুন শুন অএ মূঢ় চিত্ত।
দুর্গা নাম মহামন্ত্র
স্থিতি করি বক্ত্র-যন্ত্র
জিহ্বা-দণ্ডে বাদ্য কর নিত্য॥

ঘোষা।

কমল উপরে নাচে বামা।
নূতন যৌবনী ষোল কলা পূর্ণ রামা॥
দুর্গা নামাক্ষরদ্বয় জেই জনে স্মরে।
কিল্বিষে তাহার দেহে আশ্র[য়] নহি করে॥
সাধুর বাক্যে কর্ণধারে একাদৃষ্টে হেরে।
কমলকুমারী কিছু নহি দেখে নীরে॥
কেহে বদ অএ সাধু অসত্য বচন।
কথাতে কুমারী কথা অম্বুজের বন॥
সাধু বোলে এ বড় আশ্চর্য্য লাগে মনে।
বিদ্যমানে দেখিয়া না দেখ বোল কেনে॥
ধর্ম্ম সাক্ষী করি যদি জিজ্ঞাসএ নৃপে।
যথার্থ না কহি তুম্মি বাচিবে কিরূপে॥
বুঝিলাম কর্ণধার শ্লেষ কর মোরে।
নদীর কুলেতে ডিঙ্গা চাপাও সত্বরে॥
সাধুর বচনে ভয় পাই মানসেতে।
বাহিয়া গেলেক ডিঙ্গা সিংহল দ্বীপেতে॥
দিব্যাম্বর সদাগরে পরিধান করিয়া।
নৃপ সম্ভাষিতে জাএ দোলা আরোহিয়া॥
পুরী সন্নিহিতে যদি গেল সদাগর।
পদব্রজে গেল সাধু ভূপতি গোচর॥
দূরে থাকি গ্রীবাম্বরে করি নমস্কার।
নিকটেতে গিয়া বন্দিলেক পুনর্ব্বার॥
নৃপে বোলে বৈস সাধু কহ সমাচার।
কোন দেশে বঞ্চ তুম্মি কাহার কুমার॥

ঘোষা।

গৌরী শিব সীতা রাম।

সাধু বোলে মহারাজা কর অবধান।
উজানী রাজ্যেতে হএ মোর নিজ স্থান॥
বিক্রমকেশরী নামে আছে নৃপবর।
সেই নৃপতির আম্মি হই সদাগর॥
ধনপতি নাম মোর শুন নরনাথ।
রঘুপতি সদাগর হএ মোর তাত॥
চন্দন চামর হেতু আসিছি পাঠনে।
কমল দেখিছি অথন কালীদহের বনে॥
পরম সুন্দরী কন্যা বসি পদ্মদলে।
করী ধরি গ্রাস করে মন কুতূহলে॥
নৃপ বোলে তব বাক্যে না জাই প্রতীত।
প্রতিজ্ঞা করহ তুম্মি আম্মার সহিত॥
ধনপতি বোলে যদি না দেখ সুন্দরী।
কারাগারে রাখিয় আম্মারে বন্দী করি॥
নৃপ বোলে অর্দ্ধ রাজ্য আম্মি কৈল পণ।
কালীদহে চল এবে সাধুর নন্দন॥
সাধু বোলে মহারাজা নিবেদি চরণে।
কর্ণধার সাক্ষী আছে জিজ্ঞাস আপনে॥
কর্ণধার সম্বোধিয়া বোলে দণ্ডধরে।
পার্ব্বতী ভাবিয়া গাএ ভবানীশঙ্করে॥

রাগ গান্ধার।

কহো কহো কর্ণধার হৈয়া পূর্ব্বানন।
ধর্ম্ম সাক্ষী করি বদ যথার্থ বচন॥
শাস্ত্রের নিয়ম বাচ শুনহ শ্রবণে।
মিথ্যা সাক্ষী সম পাপ নাহিক ভুবনে॥

সাক্ষী হেতু লোকে জখন করএ গমন।
স্বর্গে থাকি কম্পমান হএ পিতৃগণ॥
না জানি কি করে আজি আহ্মার সন্তানে।
সত্য কৈলে আনন্দে বঞ্চিব এইখানে॥
যদি তাতে মিথ্যা কহে ধর্ম্ম করি নষ্ট।
নরকে পতন হবে হৈয়া স্বর্গভ্রষ্ট॥
এই মতে চিন্তা পাএ জথ পিতৃগণ।
শুন শুন কর্ণধার আহ্মার বচন॥
শাস্ত্রের নিয়ম-বাক্য কৈলুম বারে বার।
জেইরূপে শুভ দেখ বদ কর্ণধার॥
নৃপতির বাক্য শুনি কর্ণধারে কহে।
চণ্ডিকা ভাবিয়া শ্রীশঙ্করদাসে গায়ে॥

ঘোষা।

বোল মনে রাম নাম বাণী।
বিষ তুল্য বিষয়েত কেহ্নে মন হৈলে রত
রাম বলি ত্যাগ কর প্রাণী॥
শুন হে পামর মুখ মিথ্যা বাচ কোন সুখ
রাম-নাম-পিউস কর পান।
অএ পাপ শ্রবণ রাম নাম সদাএ শুন
অন্য বাচ কোন প্রয়োজন॥
শুন হে লোচন মোর রাম-লিপি নিত্য হের
কুদৃষ্টিতে রত হৈলে কেহ্নে।
কহেন শঙ্কর দীনে প্রভু রামচন্দ্র বিনে
আর বন্ধু নাহি ত্রিভুবনে॥

ঘোষা।

বদ মন রাম নাম বাণী॥

দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর স্থিতি জার হৃদে।
তাহার বিপদ্ নাহি বলিয়াছে বেদে॥
কর্ণধারে বোলে রাজা করি নিবেদন।
উপস্থিত হৈলুম যদি কালীদহের বন॥

আহ্মা স্থানে সদাগরে বলিল ডাকিয়া।
করী গ্রাস করে কন্যা কমলে বসিয়া॥
সাধুর বদনে মাত্র শুনিছি শ্রবণে।
কমল-কুমারী নহি দেখিছি নয়নে॥
নৃপে বোলে কোটোয়াল গচ্ছ শীঘ্রগতি।
কারাগারগৃহে বন্দী কর ধনপতি॥
নৃপবাক্যে কোটোয়ালে ধরি সাধুর করে
পাশ দিয়া বান্ধি নিল কারাগার-ঘরে॥
সাধুর বিপত্তি দেখি কান্দে কর্ণধার।
বিধাতা করিল এথ লাঞ্ছন তোহ্মার॥
সাধুর সঙ্গতি লোক জথ জন ছিল।
ক্রন্দন করিয়া সর্ব্ব ভূমি লোটাইল॥
সাধু বোলে কর্ণধার না কর ক্রন্দন।
কি করিব জথ কিছু কর্ম্মের লিখন॥
গচ্ছ কর্ণধার মম ভৃত্যগণ লৈয়া।
অথনে বঞ্চহ গিয়া নৃপাধীন হৈয়া॥
যদি সুপ্রসন্ন বিধি হএ পুনর্ব্বার।
অবশ্য স্বদেশে জাইবে সঙ্গতি আহ্মার॥
তদন্তরে নিশীশ্বরে ধরিয়া সাধুরে।
লৌহের ছিকল দিল গ্রীবার উপরে॥
বৃহৎ দারুর রন্ধ্রে চরণ রাখিয়া।
সাধু বন্দী করিল দুরন্ত কোটালিয়া॥
এই মতে বন্দী হৈল সাধুর নন্দন।
শ্রীপতির জন্মের কথা শুন দিয়া মন॥
গর্ভ পূর্ণ হইল রামার দিক্ মাসান্তরে।
প্রসব-বেদনা গুরু জন্মিল জঠরে॥
বলিলেক খুল্লনা লহনা সম্বোধিয়া।
ভবানীশঙ্করে গাএ অপর্ণা ভাবিয়া॥

রাগ মন্দার।

খুল্লনা বোলে সতা সম্বোধিয়া।
গৃহ হোন্তে বাহির হৈতে
আচম্বিত জঠরেতে
বেদনা করএ কি লাগিয়া॥

দেখ এই বেদনাএ
দেহ ত্যাগি প্রাণী জাএ
জীবনের আশা গেল দূর।
চরণে ধরম তোর
উফায় চিন্তহ মোর
বিধি মোরে হইল নিষ্ঠুর॥
বলি আহ্মি যোড়করে
প্রাণনাথ আসিলে ঘরে
কহিঅ আহ্মার নিবেদন।
গদাধর-চরণেতে
এক গোটা পিণ্ড দিতে
আহ্মি পাপীর ত্রাণের কারণ॥
এ বলিয়া সে সুন্দরী
বিস্তর কাকুতি করি
ত্রাহি দুর্গা ত্রাহি দুর্গা স্মরে।
আপনে সদয় হৈয়া
বনবাসে বর দিয়া
কেহ্নে বধ করহ আহ্মারে॥
ভবে জখন জর্ম্ম হৈছে
অবশ্য মরণ আছে
তাহা ভীতি নহি বাসি গুরু।
এই ধন্ধ বাসি মনে
বর শাপ হএ কেনে
বুঝি মোর কর্ম্ম নহে চারু॥
ভবানীর অঙ্ঘ্রিদ্বয়
প্রণমিয়া ভূয়োভূয়ঃ
দুষ্কৃতি শঙ্করদাসে ভণে।
কৃপাং কুরু কৃপামহি
তবাঙ্ঘ্রি-পঙ্কজ বহি
আর বন্ধু নাহি ত্রিভুবনে॥

মালসী।

করুণাং কুরু কালি কমলিনি।
কালী কলাবতী কপালিনী সতী
কৈলাসবাসিনী কাত্যায়নী॥
কৃষ্ণা কালরাত্রি কালী জগদ্ধাত্রী
কাল-ভৈরবের সীমন্তিনী।
কামাখ্যা কঙ্কালী ক্রোধিনী কপালী
কামার্ত্তা কামিনী কপর্দ্দিনী॥
কৃশানু-ঘরিণী কলুষ-নাশিনী
কুলেশ্বরী গৌরী সনাতনী।
কুমারী কর্ম্মদা কমলা সারদা
কজ্জলবরণী ত্রিনয়নী॥
কহেন শঙ্কর কলেবর মোর
কল্মষে দহে অহোযামিনী।
কায়া ত্যাগিবার কিছু কৃপা কর
কালীমন্ত্র বক্তে, কর ধ্বনি॥

ঘোষা।

অম্বে! মাং করুণাং কুরু কালি॥

এই মতে খুল্লনাএ করিয়া কাকুতি।
উমাঙ্ঘ্রি মানসে ধ্যাই করে বহু স্তুতি॥
আপনার নিজ দাসী জানি ক্লেশযুতা।
হরি আরোহিয়া গতি কৈলেন শৈলসুতা॥
উজানী রাজ্যেতে দেবী হৈলেন অধিষ্ঠান।
খুল্লনাএ বোলে অম্বে কর পরিত্রাণ॥
শুভ দৃষ্টি কৈলা দেবী নিজ দাসীর তরে।
শুভ গ্রহ আসি সব মিলিল সত্বরে॥
শুভ ক্ষণে কুমার ক্ষৌণীতে পতন হৈল।
পুত্রানন দেখি রামা আনন্দিত হৈল॥
আজানু-লম্বিত বাহু সুন্দর বদন।
লোচনে নিন্দিয়া আছে কুরঙ্গ-নয়ন॥
সম্বরারি-কার্ম্মুক নিন্দিছে যুগ্ম ভুরু।
রাজহংসের গ্রীবা জিনি শোভে গ্রীবা চারু॥
সর্ব্বসুলক্ষণ হৈল সাধুর নন্দন।
উপস্থিত হৈল জেন দ্বিতীয় মদন॥
আনন্দ হৈল রামা দেখি পুত্রমুখ।
পাসরিল জর্ম্মের জথেক ছিল দুঃখ॥

ওঁয়া ওঁয়া শব্দ করে সাধুর কুমার।
নাভিচ্ছেদ করিয়া দিলেক জয়কার॥
ইছালীতে বার্ত্তা গেল জথা লক্ষপতি।
চলিলেক সাধু দারা পুত্রের সঙ্গতি॥
উজানী রাজ্যেতে গেল তুরিত-গমন।
আনন্দে দৌহিত্রানন কৈল দরশন॥
বণিক-রমণী সবে পরি অলঙ্কার।
ব্রজ কৈল খুল্লনার পুত্র দেখিবার॥
মহোৎসব হইলেক সাধুর ভবনে।
দুর্গার পদ ভাবিয়া শঙ্করদাসে ভণে॥

রাগ বরাড়ি।

কাহ্নাই লইয়া কি আনন্দ হইল
গোকুলে॥ ধুয়া॥

চলিল গোপের নারী
পরিধান পট্ট শাড়ী
অঙ্গে শোভে স্বর্ণ-অলঙ্কার।
ঊর্দ্ধ করি বান্ধি চুল
দিয়া চম্পকাদি ফুল
শিরে লৈল দধির পসার॥
শোভে বক্ত্র সম ইন্দু
কপালে সিন্দূরবিন্দু
কজ্জল-তিলক তাহে দিয়া।
চলে গোপ-সীমন্তিনী
খঞ্জন-গমন জিনি
অঙ্গখানি হালিয়া ঢালিয়া॥
মনে হৈয়া কুতূহলী
সখী সখীগণ মিলি
করে কর করি একত্তরে।
খেনে খেনে পিকস্বরে
আনন্দে গায়ন করে
মিলিলেক নন্দ-অন্তঃপুরে॥
যশোদার নিকটে গিয়া
জয়কার ধ্বনি দিয়া
চন্দ্রানন করি দরশন।
পুনি দিয়া জয়ধ্বনি
কোলে লৈয়া নীলমণি
করে ধরি মুখে দিল স্তন॥
এই মতে গোপীগণে
আনন্দ হইয়া মনে
কোল হোন্তে লএন কোলেতে।
দাস শ্রীশঙ্করে ভণে
কৃষ্ণ-কৃষ্ণাভেদ জ্ঞানে
মৃত্যু আহ্মার হৌক কালান্তেতে॥

ঘোষা।

কি আনন্দ কৈল গোকুলে॥

দুর্গা নামাক্ষরদ্বয় জপে জেই প্রাণী।
তাহার বিপদ্ নাহি আগমের বাণী॥
জথেক বণিক-বধূ আনন্দ হইয়া।
ধনপতি স্থানে আসি মিলিলেন্ত গিয়া॥
জয়কার ধ্বনি সর্ব্বে দিয়া ততক্ষণ।
খুল্লনার পুত্র-বক্ত্র কৈল দরশন॥
দেখিয়া সুন্দর শিশু হর্ষ হৈয়া মনে।
খুল্লনারে সম্বোধিয়া বলিল তখনে॥
তুহ্মি সম ভাগ্যবতী নাহিক সংসারে।
দেব তুল্য পুত্র জর্ম্মিয়াছে তবোদরে॥
মনিষ্যের হেন রূপ না দেখিছি আর।
শাপ হেতু জর্ম্মিয়াছে দেবের কুমার॥
তদন্তরে বাহিরেতে বণিক সকলে।
নানান উৎসব করে মন কুতূহলে॥
রাজবেশ্যা নৃত্য করে বাজাইয়া তাল।
ঢোল দগর বাদ্য বাজএ বিশাল॥
কাংস্য করতাল বাজে বাজএ মৃদঙ্গ।
মহীমধ্যে বারি দিয়া করিলেক পঙ্ক॥
মল্লযুদ্ধ প্রাএ ভৃত্য সর্ব্বে খাএ খেলা।
পঙ্কমধ্যে পড়ে কেহো অঙ্গে দিয়া ঠেলা॥
বণিক সকলে মিলি অতি মনোরঙ্গে।
দধির কুম্ভ লৈয়া করে ঢালি দেহি অঙ্গে॥

অন্তঃপুরীমধ্যে এথা বণিক-সুন্দরী।
এই মতে পঙ্কমধ্যে করে গড়াগড়ি॥
বৃদ্ধ দাসী দুবলা আনন্দ মানসেতে।
দুই বাহু উৰ্দ্ধ করি লাগিল নাচিতে॥
খেনে উৰ্দ্ধ করে কর খেনে কক্ষে ধরে।
ক্ষণে ক্ষণে পঙ্কেতে আছাড় খাই পড়ে॥
ক্ষণে ক্ষণে পরিধানাম্বর জাএ খসি।
হাসিতে লাগিল জথ বণিকের রূপসী॥
তদন্তরে নারী সর্ব্বে দেহ প্রক্ষালিয়া।
চূত-পল্লবিত ঘট লইল ভরিয়া॥
আনন্দে সকল নারী দিয়া জয়কার।
গর্ভস্নান করাইল সাধুর কুমার॥
পঞ্চ দিনান্তরে রামা হৈয়া হরষিত।
অর্চ্চিলেক ষষ্ঠী দেবী মার্কণ্ড সহিত॥
মহোৎসব করিয়া আনন্দ হৈয়া বড়।
আচার্য্য-পাণিতে ধন দিলেক বিস্তর॥
হরনেত্র-ঋতু যদি হইলেক গত।
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করি অন্ন দিল বদনেত॥
শ্রীয়মন্ত নাম রাখে শুভক্ষণ করি।
জয়ধ্বনি দিল জথ বণিক-সুন্দরী॥
উভ মাসাধিকাব্দ হইল যদি সাধু।
চলিলেন জগদম্বা জন্মাইতে বধু॥
শালবাণ নামে নৃপ সিংহল দ্বীপেতে।
আত্মা রক্ষা কৈলা তান কলত্রোদরেতে॥
আর এক আত্মা আনি উজানী নগরে।
রক্ষা কৈলেন বিক্রমকেশরী নৃপ-ঘরে॥
দিক্ মাস দশ দিন গত যদি হৈল।
যুগ্ম স্থানে উভ কন্যা জনম লভিল॥
শালবাণ নৃপতিএ আনন্দিত হৈয়া।
দুহিতার নাম রাখে সুশীলা করিয়া॥
বিক্রমকেশরীর যদি জর্ন্মিল তনয়া।
শুভ ক্ষণ করি নাম রাখিলেক জয়া॥
এই মতে দুই কন্যা জর্ন্মিলেক ভবে।
শ্রীপতির প্রস্তাব পুনি কহি শুন এবে॥
শুভ দৃষ্টি করিলেন দেবী ভগবতী।
দিনে দিনে বৃদ্ধি পাএ সাধু শ্রীয়পতি॥
মহা বলবন্ত হৈল ভবানীর কৃপাএ।
নিত্য নিত্য বালকের সঙ্গতি খেলাএ॥
মিষ্ট-বাচে শিশুগণ আনে ডাক দিয়া।
খেলারম্ভ করে সাধু প্রান্তরেতে গিয়া॥
প্রতি দিন শ্রীয়মন্তে খেলে নানা রঙ্গে।
আসিবার কালে বিরোধ করে শিশু সঙ্গে॥
জাইতে না পারে শিশু ধরে গিয়া করে।
বিস্তর প্রহার করে শিশুর উপরে॥
প্রহারিয়া শিশুগণ দিলেক ছাড়িয়া।
গৃহে গেল শিশুগণ কান্দিয়া কান্দিয়া॥
আপনা জননী স্থানে কান্দি কান্দি কহে।
উমাঙ্ঘ্রি ভাবিয়া শ্রীশঙ্করদাসে গাএ॥

ইতি রবি বাসরে নিশিপালা সমাপ্ত।

রাগ পাহিরা।

কান্দে শিশু মাএর গোচরে।
মহাদুষ্ট শ্রীয়মন্ত
হএ বড় বলবন্ত
প্রহারিছে আহ্মরা সভারে॥
বিস্তর কাকুতি করি
আহ্মরা সভাকে ধরি
প্রিয় বাক্যে লৈয়া জাএ দূরে।
বসিএ একত্র হৈয়া
নানা খেলা খেলাইয়া
শেষে প্রহার করে কলেবরে॥
ধাই যদি জাই ডরে
দ্রুত গিয়া করে ধরে
বাটে পতন করে আছাড়িয়া।
নহি পারি তার সঙ্গে
বেদনা পাইয়া অঙ্গে
গৃহে আসি কান্দিয়া কান্দিয়া॥

ভবানীশঙ্করে কহে
দেবী-পদসরোরুহে
করযোড়ে এই বর মাগি।
নগোত্তম স্থানে গিয়া
জর্ম্মি জেন পাংশু হৈয়া
নিত্য নিত্য পদাম্বুজে লাগি॥

মালসী।

চরণারবিন্দে দেহি ভক্তি।
ভাবি চাঙ্গলুম মনে পঙ্কজাঙ্ঘ্রি বিনে
আর দুষ্কৃতির নাহিক গতি॥
পঞ্জর-পদাম্বুজে মমেন্দ্রিয়রাজে
শুক প্রাএ নিত্য করোক বসতি।
নরাধম জ্ঞানে দাসের দাস পানে
করুণাং কুরু হে ভগবতি॥
পশু পক্ষী হইয়া জনম লভিয়া
তব পদে যদি করএ ভক্তি।
ভকতি-বিহীন নৃপ গণি দীন
পশু তুল্য নহে সেই ভূপতি॥
মম মতি মূঢ় প্রায় মাতঙ্গের
অন্ধের সঙ্গে হইছে সঙ্গতি।
ও পদ তেজিয়া কুবাটেতে দিয়া
কণ্টক ভাঙ্গিয়া করিছে গতি॥
তব পদাঙ্গুল- নখাঙ্কুশ দিয়া
যদি সে বারণ না কর মতি।
কাল ভবিষ্যতে বৈবস্বত-দুতে
আহ্মারে প্রহার করিব অতি॥
কহেন শঙ্কর করি করযোড়
একবার মোর শুন কাকুতি।
জানিয়া কিঙ্কর দেহি এই বর
মৃত্যু হোক মোর জপি পার্ব্বতী॥

ঘোষা।

দুর্গে! চরণারবিন্দে ভক্তি দেহি॥

দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর জেই জনে লএ।
এনে বোলে তার সনে নাহি মোর দাএ॥
এই মতে শিশুগণে করএ ক্রন্দন।
শুনিয়া জননী সর্ব্বে ক্রোধ হৈল মন॥
পুরী হোন্তে নিঃসরিল জথেক যুবতী।
দুরে থাকি দেখিলেক সাধু শ্রীয়পতি॥
মনে মনে ভাবে সাধু কি হৌক উফাএ।
এই কথা শুনিলে মারিব মোরে মাএ॥
মানসে চিন্তিয়া বুদ্ধি স্থির কৈল মতি।
বাট্-পাংশু সর্ব্বাঙ্গেতে দিয়া শ্রীয়পতি॥
দুর্ব্বলের প্রায় হৈয়া শয়ন কৈল বাটে।
আসিলেক শিশুরাম্বা সাধুর নিকটে॥
বলিতে লাগিল সাধু দেখি সর্ব্ব নারী।
বালকে মারিছে মোরে চলিতে না পারি॥
শুন শিশু সভার অগ্রে দ্রুত চলি জাও।
আহ্মার জননী স্থানে সম্বাদ জানাও॥
শ্রীপতির বাক্য শুনি সীমন্তিনীগণ।
ঈষৎ হাসিয়া দ্রুত করিল গমন॥
উপস্থিত হইল খুল্লনা বিদ্যমানে।
গদক্রমে বলিলেক অসন্তুষ্টাননে॥
শুন রামা তোহ্মার কুমার শ্রীয়মন্ত।
শিশু নহে জর্ম্মিয়াছে পরম দুরন্ত॥
ডাকি আনে সর্ব্ব শিশু প্রভাত সমএ।
খেলিবারে চলি জাএ আনন্দ-হৃদএ॥
খেলা অবশেষে নিত্য করএ বিরোধ।
শিশু সর্ব্বে নারে তারে করিতে প্রবোধ॥
শিশুগণ ধরি নিত্য করএ প্রহার।
কান্দি কান্দি গৃহে জাএ জথেক কুমার॥
আহ্মার সভার ক্রোধ-দৃষ্টি দেখি শ্রীয়মন্তে।
দেহ মাঝে রেণু দিয়া শুই রৈছে পন্থে॥
মিথ্যা বাচ সৃজিয়া বলিল আহ্মারারে।
তোহ্মারার তনএ মারিয়া গেছে মোরে॥

শিশু নহে তব সুনু বড় বুদ্ধিমান্।
পাঠ হেতু সমর্পণ কর বিপ্রের স্থান॥
রামা বোলে করযোড়ে বলি ভূয়োভুয়ঃ।
তোহ্মারার দাস শিশু গালি নহি দিয় ॥
মঙ্গল হউক তার বোলে নারীগণে।
দেবীর পদ ভাবিয়া শঙ্করদাসে ভণে॥

আরে ও—
ননীচোরা কাহ্নু তোরে করিমু প্রহার।
এরূপ অনর্থ জেন নহি কর আর ॥
দধি দুগ্ধ খিরসা ননি সমস্ত খাইয়া।
বিরাজে বসিয়া আছ ভাণ্ডটি ভাঙ্গিয়া॥
মাএর ক্রোধ দেখি কাহ্নু উঠি দিল লর
পাছে পাছে ধাএ রাণী বোলে ধর ধর॥
ধাইতে ধাইতে রাণী লাগ নহি পাএ।
শ্রম হেতু ঘর্ম্মবিন্দু বাহি পড়ে গাএ॥
শ্রমযুক্ত যশোদা দেখিয়া দামোদরে।
আপনার নিজ হস্ত বান্ধিল অম্বরে॥
বলিতে লাগিল হরি কাকুতি করিয়া।
ভবানীশঙ্করে গাএ গোবিন্দ ভাবিয়া॥

রাণী শুন নিবেদন।
ব্যর্থ সে পুত্রের প্রতি ক্রোধ কর কেন॥
বলভদ্রে অথনে করেতে লৈয়া দণ্ড।
গৃহ্নি প্রবেশিয়া ভাঙ্গিয়াছে ননির ভাণ্ড॥
ভাণ্ড ভাঙ্গি ননি খাই গিয়াছে বিরাজে।
কিছু মাত্র ননি মোরে না দিল অগ্রজে॥
তব ভয় পাইয়া বান্ধিয়া আছি পাণি।
জাহে ইচ্ছা তাহে কর শুনহ জননি॥
গোবিন্দের বাক্যে রাণী হাসিতে লাগিল।
কপালেতে চুম্ব দিয়া কোলে তুলি লৈল॥
কাহ্নাই কোলেতে করি গৃহে গেল রাণী।
ভবানীশঙ্করে গাএ ভাবি চক্রপাণি॥

ঘোষা।

কাহ্নু, আজু তোরে করিমু প্রহার॥

দুর্গা নামাক্ষরদ্বয়ের মহিমা অপার।
দুরিতেরে ছেদ করে লৈয়া তীক্ষ্ণধার॥
করে দণ্ড করি রামা চলিল সত্বর।
দেখিলেক শুইছে পুত্র বাটের উপর॥
জননীর ক্রোধদৃষ্টি দেখি শ্রীপতি।
মনে ভীতি পাইয়া চপলে কৈল গতি॥
পাছে পাছে ধাএ রামা লাগ নহি পাএ।
শ্রম হেতু ঘর্ম্মবিন্দু বাহি পড়ে গাএ॥
জননীরে শ্রমযুক্ত দেখি সদাগরে।
বাটমধ্যে দাণ্ডাইল করি করযোড়ে॥
শ্রীমন্তে বোলে মাও ক্রোধ ক্ষমা কর।
শিশু সর্ব্বে আহ্মা প্রহার করিছে বিস্তর॥
প্রহারেরোপরে মোরে চাও প্রহারিতে।
বিষ ভক্ষি প্রাণ ত্যাগ করিমু আচম্বিতে॥
বুঝি আহ্মা প্রতি তুহ্মি ত্যাগিয়াছ মায়া।
জাহে ইচ্ছা তাহে কর তুয়াধীন কায়া॥
অম্বা বিনে বালকের আর লক্ষ্য নাই।
মাএ যদি মারে পুত্র জাবো কার ঠাই॥
পুত্র-বাক্য শুনি রামা হইল বিকল।
বয়ান বাহিয়া পড়ে নয়নের জল॥
করে ধরি কুমার তুলিয়া লৈল কোলে।
কপালেতে চুম্ব দিয়া প্রিয়-বাক্য বোলে॥
শুন পুত্র কেহ্নে বোল অমঙ্গলবাণী।
তোহ্মার বালাই লৈয়া মরৌক জননী॥
তুহ্মি বিনে বৈভব আর কে আছে আহ্মার।
এ বলিয়া বক্ষমাঝে রাখিল কুমার॥
পুরীমধ্যে নিল পুত্র কোলেতে করিয়া।
জনার্দ্দন নামে দ্বিজ আনিল ডাকিয়া॥
খুল্লনাএ বোলে বিপ্র শুন নিবেদন।
তোহ্মার চরণে সুনু কৈলুম সমর্পণ॥
পড়াও তনয় মোর শুন দ্বিজবর।
মানসে করিবা জ্ঞান জেহেন কিঙ্কর॥

বিপ্রে বোলে জানি আহ্মি শিশু বুদ্ধিবন্ত
আশু বুধ হইব কুমার শ্রীমন্ত ॥
এ বলিয়া কোষ্ঠী দৃষ্টি করি জনার্দ্দনে।
রাশি নক্ষত্রোক্ত দিন কৈল শুভক্ষণে ॥*
কঠিনী প্রদান করে সাধু শ্রীপতি।
ভবানীশঙ্করে ভণে ভাবি ভগবতী ॥

কামোদ রাগ।

কঠিনী প্রদান করে সাধু।
দেহে শুদ্ধ তৈল দিয়া সানন্দ হৃদয় হৈয়া
* * * * ॥
পরি দিব্য পূতাম্বর বসিয়া আসনোপর
দিব্য মণ্ডল করিল রচন।
স্বর্ণ ঘটে বারি ভরি চূত পল্লবিত করি
মণ্ডলেতে করিল স্থাপন ॥
জ্ঞানবন্ত দ্বিজসুত দেখিতে সুন্দর পূত
বসিলেন শিখা বদ্ধ করি।
পাণিতে লইয়া বন করিলেক আচমন
অর্ঘ্য দিল অর্কমন্ত্র স্মরি ॥
দ্বিজের মহিমা জথ তাহা বা বলিব কথ
সুরগুরু সমসর বুদ্ধি।
আনন্দ হৃদয় হৈয়া দুর্ব্বা তণ্ডুল করে লৈয়া
নিজাসন করিলেক শুদ্ধি ॥
ভূতশুদ্ধি করি দ্বিজ মানসে স্মরিয়া বীজ
ন্যাস কৈল শাসবক্ত্রক্রমে।
অর্ঘ্যপাত্র স্থাপি নীরে করযোড়ে দ্বিজ ধীরে
গণেশাদি অর্চ্চিল প্রথমে ॥

স্বান্তেতে করিয়া ভক্তি অর্চ্চিলেক সরস্বতী
ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি দিয়া।
স্নান করি সদাগরে বুধাষ্মা বন্দিয়া শিরে
বসিলেক পুটাঞ্জলি হৈয়া ॥
শ্রীবাম্বরে করযোড়ে কহে দাস শ্রীশঙ্করে
দেবি দুর্গে প্রসীদ আহ্মারে।
অহঃ ক্ষপা অনুক্ষণ শুক প্রাএ রৌক মন
বদ্ধ হৈয়া তবাঙ্ঘ্রি-পঞ্জরে ॥

মালসী।

মা বলি ডাকিএ আহ্মি ভয় হেতু কৃতান্ত।
থর থর কম্পে দেহ প্রাণী নহে শান্ত ॥
দাসের দাস জানি তব কিঞ্চিত্তাধিষ্ঠাতা ভব
সংসারেতে আহ্মি দাস দুষ্কৃতি অত্যন্ত।
বিষ তুল্য বিষএত মন তাহে হৈল রত
নাম-রসামৃত পানে শ্রান্ত বাসে স্বান্ত ॥
ন জানামি মন্ত্রার্চ্চন ভক্তি জাপ তব ধ্যান
মানবের কুলে আহ্মি জর্ন্মিল দুরন্ত।
ভবানীশঙ্করে ভণে কৃপা কর দাস জ্ঞানে
মৃত্যু শোকবক্ত্রে জপি কালী ত্রিপুরান্ত ॥

ঘোষা।

দুর্গে! মা বলিয়া ডাকি আহ্মি দীনে ॥
দুর্গা দুর্গা শব্দ জাব বক্ত্রে নিঃসরএ।
কল্মষেরে দাহ করে হৈয়া ধনঞ্জএ ॥
ভক্তিক্রমে ভারতীকে করিয়া অর্চ্চন।
* * * লিপি দিল জনার্দ্দন ॥
ক-কারাদি করিয়া জে চৌত্রিশ অক্ষর।
ক্রমে ক্রমে লিখিয়া দিলেক দ্বিজবর ॥
দ্বিজ-বদনোক্তাক্ষর পড়ি শ্রীপতি।
নমস্কার করিলেক দেবী সরস্বতী ॥
করযোড়ে দ্বিজপদে করিয়া বন্দন।
বন্দিলেক সপ্ত-মাও জননীর চরণ ॥

---

* ইহার পর পুথিতে নিম্নোক্ত চরণ তোলা আছে,—
নির্জ্জরাচার্য্যের বাসরের সংযোগেতে।
তারা সোমেত্তা * * * * ।

এই মতে আনন্দিতে সাধুর নন্দন।
প্রতি দিন ছত্রশালাএ করে অধ্যয়ন ॥
* * শাস্কর পড়িয়া করিয়া শুভ যাত্রা।
একে একে পঠিলেক দ্বাদশ জে মাত্রা ॥
একস্বাস্ত হৈয়া শ্রীমন্ত সদাগর।
ক কা কি কীত্যাদি সর্ব্ব পঠিল সত্বর ॥
সূত্র ধাতু পঠিলেক আনন্দিত মনে।
কলাপ শাস্ত্র পড়ে সাধু করি শুভক্ষণে ॥
স্মৃতি শাস্ত্রাদি করিয়া জথেক পুস্তিকা।
ক্রমে ক্রমে পঠিলেক ভাবিয়া চণ্ডিকা ॥
দীপিকাদি শাস্ত্র জথ পঠিলেক সব।
চারুমতে মনে জ্ঞান কৈল যশোলব ॥
আর এক দিনে শ্রীয়মন্ত সদাগরে।
পড়ুয়ার সঙ্গে বসি শাস্ত্রবাদ করে ॥
শাস্ত্রবাদে সমস্ত করিয়া পরাজএ।
পড়ুয়ারে শ্লেষ করে সাধুর তনএ ॥
তাহা শুনি বিপ্রের ক্রোধ জর্ম্মিল অন্তরে।
দর্পবাচে তর্জ্জি বোলে শ্রীপতির তরে ॥
ধীর হইয়াছ মনে কর অহঙ্কার।
বোল দেখি হও তুহ্মি কাহার কুমার ॥
জনকের নির্ণয় নাহি বাক্য কহো বর।
এবে কেহ্নে মোর স্থানে না দেয় উত্তর ॥
নিজালয়ে গচ্ছ এবে শুনহ জারজ।
ছত্রশালাগৃহে আর না করিয় ব্রজ ॥
লজ্জা পাই শ্রীয়মন্তে না কৈল সিদ্ধান্ত।
মনে ভাবে এবে মৃত্যু হউক নিতান্ত ॥
জথেক সঙ্গতিগণে হাসে মৃদু মৃদু।
অধোনন হৈয়া গৃহে চলিলেক সাধু ॥
নির্জ্জন গৃহের মাঝে করিল শয়ন।
অপমানে আপির বন হইল পতন ॥
খুল্লনাএ বোলে দুবা গচ্ছহ সত্বর।
কেহ্নে নাহি আইসে পুত্র বেলা দ্বিপ্রহর ॥
তূর্ণব্রজে গেল দুবা ছত্রশালা-ঘরে।
করযোড় হৈয়া কহে অধ্যাপক তরে ॥
শ্রীয়মন্ত কথা গেল কহ তত্ত্ববাণী।
দ্বিজে বোলে আহ্মি তার নির্ণয় না জানি ॥
দুঃখিত হইয়া দুবা করিলেক গতি।
চপলেতে জানাইল খুল্লনা যুবতী ॥
শুনিয়া ব্যাকুল হৈল খুল্লনা সুন্দরী।
ভবানীশঙ্করে গাএ ভাবিয়া শঙ্করী ॥

রাগ বেলোয়ার।

যাদব আহ্মার মুকুন্দ মুরারি।
কোন দিকে গেল হরি আহ্মা অনাথ করি ॥
শিশুকালে পুতনা রাক্ষসী আস্যাছিল।
প্রাণী লৈতে বদনেতে বিষস্তন দিল ॥
আচম্বিতে তৃণাবর্ত্ত অসুর আসিয়া।
অকস্মাৎ পুত্র মোর নিছিল হরিয়া ॥
বিপিনেতে বগনামাসুরে গিল্যাছিল।
কোন ভাগ্যফলে তাতে বিধি রক্ষা কৈল ॥
বারে বার যাদবের নানা দুঃখ ঘটে।
না জানি অভাগিনীর কি আছে ললাটে ॥
বিকর্ত্তন অস্ত গেল হইল সর্ব্বরী।
কি লাগি বিলম্ব করে মোর প্রাণ-হরি ॥
এ বলিয়া যশোদাএ রৈল বাট হেরি।
ভণএ শঙ্করদাসে ভাবিয়া মুরারি ॥

ঘোষা।

যাদব আহ্মার মুকুন্দ মুরারি ॥

দুর্গানাম-লিপি যদি পঠে গদ গদ।
শ্রোতা পাঠয়িতার আর নাহিক বিপদ ॥
উনমত্ত হৈয়া রামা চলিল আতঙ্কে।
নগরে নগরে ভ্রমে কেহো নাহি সঙ্গে ॥
দ্রুতিগতি চলি জাএ কুন্তল আউলাইয়া।
পুত্র পুত্র বলি ডাকে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
দাস-দাসীগণ সর্ব্ব চারি দিকে ধাএ।
কোন দিকে গেল সাধু উদ্দেশ না পাএ ॥
নারী সর্ব্বে ডাকি লহনারে জিজ্ঞাসন্ত।
কথা গেল খুল্লনার পুত্র শ্রীয়মন্ত ॥

লহনাএ বোলে রামা তাহা কোনে জানে।
মৃত্যু হৈছে শ্রীপতির বুঝি অনুমানে॥
শ্রীমন্তে শুনিয়া লহনার কুবচন।
গৃহ হোন্তে নিঃসরিল সাধুর নন্দন॥
শ্রীমন্ত দেখি লজ্জা পাইল লহনা।
অধানেনে চলি গেল জথাত্তে খুল্লনা॥
গঞ্জনা করিয়া বোলে নানান প্রকারে।
উন্মত্তের প্রাএ কেহ্নে ভ্রমসি বাজারে॥
লজ্জা ত্যাগি ফির তুহ্মি পতি নাহি দেশে।
রাঘব দত্ত বাদী হৈলে কি করিবে শেষে॥
শত্রু সর্ব্বে কহিবেক নৃপতির তরে।
ইহাগচ্ছ পুত্র তোর শুই আছে ঘরে॥
সপত্নীর বাক্যে রামা প্রতীত না জাএ।
হর্ষ-বিষাদিত হৈয়া পতন হৈল পাএ॥
খুল্লনাএ বোলে দিদি ব্রুহি মোরে তত্ত্ব।
কথাতে রৈয়াছে আহ্মি অভাগিনীর পুত্র॥
লহনাএ বোলে রামা মিথ্যা গপ নহে।
অখনে দেখিছি পুত্র প্রবেশিতে গৃহে॥
লহনার বক্তে, রামা শুনি সত্য বাণী।
শবের দেহেতে জেন সঞ্চরিল প্রাণী
কুন্তল আউলাইয়া ধাএ গৃহ উদ্দেশিয়া।
দ্রুতত্রজে মিলিল শয়নালয়ে গিয়া॥
কপাট ভাঙ্গিয়া গৃহে করিল প্রবেশ।
মায়ানিদ্রা জাএ সাধু হইয়া আবেশ॥
আনন্দ হইল রামা দেখি পুত্রানন।
শঙ্করে বোলএ ভাবি চণ্ডিকার চরণ॥

রাগ গান্ধার।

জাগ জাগ অএ পুত্র চক্ষু মেলি চাও।
কেহ্নে ক্রোধ করিয়াছ অভাগিনী মাও॥
তুহ্মি বিনে সংসারেতে আছে কোন জন।
তোর মুখ দেখি মোর রহিছে জীবন॥
এ বলিয়া আত্মজ তুলিয়া কোলে লৈল।
বক্ষেতে রাখিয়া পুত্র ভালে চুম্ব দিল॥

শ্রীমন্তে বোলে অধে বার্থ কর মায়া।
অপমান পাইছি গুরু ত্যাগিবাম কায়া॥
জারজ বলিছে মোরে গুরু জনার্দ্দন।
কেবা প্রতীত না হইব ধীরের বচন॥
অবনীতে জনক নাহিক যদি মোর।
ধবৰতী যোষার লক্ষণ কেহ্নে ধর॥
ধর্ম্ম উদ্দেশিয়া মোরে ব্রুহি সত্য বাণী।
নহে পুনি এই ক্ষণে ত্যাগিবাম প্রাণী॥
রামা বোলে পুত্র অপমান ভাব কেহ্নে।
তোর পিতা ধনপতি কেবা নহি জানে॥
মিথ্যা বাচ কৈল দ্বিজ হৈয়াছে বর্ব্বর।
প্রতীত না হৈলে জিজ্ঞাসএ দণ্ডধর॥
সেই সাধু বিনে আহ্মি দ্বিতীয় না জানি।
ধর্ম্ম সাক্ষী করি আহ্মি কৈল ধ্রুব বাণী॥
পুনর্ব্বার কহে সাধু জননী গোচরে।
উমাঙ্ঘ্রি ভাবিয়া ভণে দাস শ্রীশঙ্করে॥

মালসী।

ভক্তি দেহি মাএ মোরে পদ-পঙ্কজেতে।
মুক্ত হৈতে বাঞ্ছনা না করি মানসেতে॥
কি বা পশু কি বা খগ
কি বা কীট কি পতঙ্গ
কি বা জর্ম্ম লভি মীনাদিতে।
সেহ জর্ম্ম বাসি ধন্য
মন যদি নহে অন্য
ভক্তি যদি থাকে তবাঙ্ঘ্রিতে॥
ব্রহ্মযোনি জনমএ
ভূকান্ত যদি সে হএ
যদি তারে পূজএ জগতে
ভক্তি মনে নাহি জার
ধিক্ ধিক্ বিষএ তার
নিন্দিয়াছে বেদ আগমেতে॥

দাস ভণে শ্রীশঙ্কর
কর্ম্মবিপাকেতে মোর
জর্ম্ম যদি লভি কীটাদিতে।
কিছু ভীতি নহি করি
দুর্গামন্ত্র যদি স্মরি
অবিরত এই বদনেতে ॥

দুর্গে! ভক্তি দেহি তবাঙ্ঘ্রিতে ॥

সাধু বোলে শুন অম্বে বচন আহ্মার।
কথা গেছেন পিতা মোর কহো সমাচার ॥
খুল্লনাএ বোলে পুত্র শুনহ বচন।
নৃপাজ্ঞাএ গেছে পতি সিংহল পাঠন ॥
গতি কৈল প্রাণনাথে পত্রাঙ্কুরি দিয়া।
অপমান ত্যাগ বাপু লিখন পড়িয়া ॥
এ বলিয়া পত্রাঙ্কুরি দিল শ্রীপতিরে।
পিতার লিখন সাধু বন্দিলেক শিরে ॥
পত্রখানি মেলিয়া নিরক্ষে শ্রীমন্ত।
ক্রমে ক্রমে পড়ে সাধু সমস্ত বৃত্তান্ত ॥
ধনপতি নামে সাধু উজানী নগরে।
লহনা খুল্লনা জান দুই ভার্য্যা ঘরে ॥
পঞ্চ মাসের সন্তান খুল্লনার জঠরেতে।
নৃপাজ্ঞাএ জাই আহ্মি সিংহল দ্বীপেতে ॥
যদি স্মাতে তবোদরে দুহিতা জর্ম্মএ।
সত্যভামা নামখানি রাখিবে নিশ্চএ ॥
দৈবযোগে জর্ম্মে যদি মম পিণ্ডদাতা।
শ্রীমন্ত নাম তার রাখিবে সর্ব্বথা ॥
শরাব্দেতে কঠিনী প্রদান করাইয়া।
পাঠ হেতু বিপ্র-হস্তে দিবে সমর্পিয়া ॥
গ্রহদোষ হেতু মোর কর্ম্মবিপাকেতে।
যদি সে বিলম্ব হএ সিংহল দ্বীপেতে ॥
অবশ্য বলিবা তুহ্মি স্থানে মমাত্মজ।
মমোদ্দেশে সিংহলেতে করে জেন ব্রজ ॥
এই মতে ধনপতি বাপের লিখন।
একে একে পড়িলেক সাধুর নন্দন ॥
পত্র পাঠ মাত্র খেদ জর্ম্মে মানসেত।
বয়ান বাহিয়া সাধুর অশ্রু হএ পাত ॥
কান্দি কান্দি বোলে সাধু জননী সদনে।
এত দিন লিপি কেহ্নে রাখিছ আপনে ॥
পত্রে লিপি আছে আহ্মি সিংহলেতে জাইতে।
জনক বিদেশে রৈল বালক থাকিতে ॥
সুনু বিদ্যমানে জার বাপে ক্লেশ পাএ।
সেই পুত্র জীএ কেহ্নে মরিতে জুয়াএ ॥
শুন মাও শাস্ত্রে বলিয়াছে বারে বার।
ঋণী প্রবাসীর তুল্য দুঃখ নাহি আর ॥
প্রবাসে রহিল পিতা আহ্মি বিদ্যমানে।
মম সম তুল্য পাপী নাহিক ভুবনে ॥
প্রতিজ্ঞা করিল আহ্মি বিদ্যমানে তব।
জনকোদ্দেশেতে ব্রজ করিবাম ধ্রুব ॥
খুল্লনাএ বোলে বাপু না বলিহ্ম আর।
পুত্র হৈয়া জননীরে চাহো বধিবার ॥
অগ্রে বধ কর মোরে খড়্গ লৈয়া করে।
আনন্দে করহ গতি সিংহল নগরে ॥
সাধু বোলে এথা আহ্মি থাকি কি করিব।
পিতৃশোকে প্রাণী মোর অখনে জাইব ॥
মম মঙ্গল বাঞ্ছ যদি বিদায় দেহি মোরে।
অবিলম্বে পিতৃ সঙ্গে আসিবাম ঘরে ॥
জননী প্রবোধ করি সাধুর নন্দন।
চপলে করিল গতি ভূপতি সদন ॥
দূরে থাকি বন্দিলেক করি করপুটে।
পুনর্ব্বার বন্দিলেক চরণ নিকটে ॥
বলিলেক সদাগরে করিয়া কাকুতি।
ভণএ শঙ্করদাসে ভাবি ভগবতী ॥

সুহি রাগ।

অএ রাজা বিদায় মাগিএ তুয়া পাএ।
মনে গুরু শোক পাই
জনক উদ্দেশে জাই
যদি আজ্ঞা কর মহাশএ ॥

অথ ধন জন মোর
সমর্পিলু পদে তোর
মাও সত-মাও দুই জন।
নাহি মোর সহোদর
রাখি জাই শূন্য ঘর
কন্যা জ্ঞানে করিবা পালন॥
সাধুর বচন শুনি
হর্ষ হৈল নৃপমণি
বোলে শুন সাধুর কুমার।
ব্যর্থ কেহ্নে কর চিন্তা
আসিব তোহ্মার পিতা
কথ দিন ক্ষমা কর আর॥
বলিলেক শ্রীয়মন্ত
শুন প্রভু নরকান্ত
প্রবাসেতে দুঃখ পাএ বাপে।
আজ্ঞা কর মহারাজ
[জাইতে না কর ব্যাজ১]
ভয় নাহি তোহ্মার প্রতাপে॥
সাধুর বচন শুনি
নৃপতিএ বোলে পুনি
ধন্য ধন্য কুমার শ্রীমন্ত।
ধন্য ধন্য মাএ তোরে
ধারণা করিলোদরে
ধন্য তোর পিতা ভাগ্যবন্ত॥
কহেন শঙ্কর দীনে
উপাএ নাহি উমা বিনে
শুন শুন অএ মূঢ় চিত্ত।
দুর্গা নাম মহামন্ত্র
স্থিতি করি বজ্র-যন্ত্র
রসনাদণ্ডে বাদ্য কর নিত্য॥

ঘোষা।

মা অভয়া ভবানি হে তুহ্মি সে ভরসা।
বালক প্রতি ভগবতি পূর্ণ কর আশা॥
দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর জান মহামন্ত্র।
জাহা শ্রেষ্ঠ করিয়াছে বেদাগম তন্ত্র॥
নৃপে বোলে অপি যদি জাবে সদাগর।
শুভ ক্ষণে কর যাত্রা বিলম্ব না কর॥
নৃপ-বাক্যে শ্রীয়মন্তে হরিষ অন্তরে।
পুনর্ব্বার নৃপাঙ্ঘ্রি বন্দিল যোড়করে॥
নিজালএ আসিলেক বিদায় হইয়া।
করযোড়ে বোলে সাধু অম্বা সম্বোধিয়া॥
শ্রীয়মন্তে বোলে মাও শুন নিবেদন।
নৃপে আজ্ঞা করিয়াছেন জাইতে পাঠন॥
পুত্রবাক্যে খুল্লনা ব্যাকুল হৈয়া মন।
স্নান করি অর্চ্চে রামা অপর্ণাচরণ॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি রচিয়া সকল।
দুর্গা-মণ্ডপেতে রামা রচিয়া মণ্ডল॥
চূত-পল্লবিত ঘট স্থাপনা করিয়া।
ত্রাহি দুর্গা বলি ডাকে লোচন মুদিয়া॥
উপস্থিত তথাতে হইলা মাহেশ্বরী।
গ্রীবাম্বরে পঙ্কজাঙ্ঘ্রি বন্দিল সুন্দরী॥
দেবী বোলে প্রেমদাসি বোলহ সত্বরে।
কি হেতু তলপ করিয়াছ মোর তরে॥
খুল্লনাএ বোলে উপায় না দেখি এখন।
সিংহলে জাইবো তোমার দাসীর নন্দন॥
মোরে কৃপা করি তারে করহ বারণ।
নহি এই ক্ষণে মোর জাইবো জীবন।
এক পুত্র ছাড়িয়া দ্বিতীয় নাহি আর।
বোলহ উপাএ তাতে কি আজ্ঞা তোমার॥
বারে বারে নিষেধিনু না শুনে নন্দনে।
তব আজ্ঞা না লঙ্ঘিবো লয়ে মোর মনে॥
চিন্তার্ণবে পতন হৈছে মানস আহ্মার।
বাচ-তরণীয়ে অম্বে করহ নিস্তার॥
হাসিয়া বলিলা দেবী কিছু চিন্তা নাই।
অষ্ট দূর্ব্বা গ্রহণ করহ মোর ঠাই॥

---

১ মূলের পাঠ—'জাইত ব্যাজ'।

বিপদ্ ঘটিলে জেন ভাবয়ে আমারে।
অষ্ট দূর্ব্বা দিয়া তুমি বলিয় তাহারে॥
আপনে হইব আমি নৌকার কর্ণধার।
পিতৃ সঙ্গে করিয়া আসিব পুনর্ব্বার॥
চিন্তা না করিয় বিদায় দেয় শ্রীয়পতি।
এ বোলিয়া কৈলেন দেবী কৈলাসেতে গতি॥
বিশ্বকর্ম্মা ডাকিয়া বলিলা নারায়ণী।
সাধুর কারণে আশু নির্ম্মায় তরণী॥
সপ্তখানি ডিঙ্গা কর অতি সুলক্ষণ।
পাঠনে জাইব আম্মার দাসীর নন্দন॥
দেবীর বাক্যে বিশ্বকর্ম্মা করিলেক গতি।
ক্ষেত্রপালগণ জথ লইল সঙ্গতি॥
বৃহৎ বৃহৎ শাখী ছেদি ততক্ষণে।
পাট করি লইলেক ক্ষেত্রপালগণে॥
ভ্রমরার ঘাটে গিয়া হৈল উপস্থিত।
একগাছি সূত্র বিশাই ধারিল তুরিত॥
শূলাকৃতি লোহে পাট করি একত্তর।
নির্ম্মাইল সপ্ত নৌকা অত্যন্ত সুন্দর॥
* * * * করিয়া কুতুহলে।
নির্ম্মাইয়া সপ্ত ডিঙ্গা ভাসাইল জলে॥
তরণী নির্ম্মাই বিশাই গেল নিজালএ।
দুর্গা-পদ ভাবিয়া শঙ্করদাসে গাএ॥

ইতি রবিবাসরে রাত্রিপালা সমাপ্ত।

মালসী।

ত্রাহি মাং তারিণি শমন-ভয় হোতে।
না হএ উচিত শমন-হস্তেত
শরণাগতেরে যন্ত্রণা দিতে॥
শমনের চর গমন সত্বর
আসিব আম্মার কাল অন্তেতে।
করেতে বান্ধিয়া কেশেতে ধরিয়া
ভেটিবেক নিয়া জম জথাতে॥
মানস দুরন্ত বিলয়া দুস্কৃত
সুকৃত না কৈল ভ্রমক্রমেতে।
কিছু মাত্র আর উপায় নাহি মোর
সিদ্ধান্ত দিবার কৃতান্ত সাতে॥
দাস শ্রীশঙ্করে করি করজোরে
এই ভিক্ষা মাগে তব অঙ্ঘ্রিতে।
দেহি এই বর দুর্গা যুগ্মাক্ষর
নিঃসরৌক মোর রসনাগ্রেতে॥

ঘোষা।

ত্রাহি ত্রাহি মাং তারিণি দুর্গে॥
দুর্গানামাক্ষরদ্বয় হৈয়াছে তরণী।
দুস্কৃতি নিস্তার হেতু অর্ণব ধরণী॥
উদিতার্ক হইলেক যামিনীর অন্তে।
চৈতন্য পাইল ঘরে কুমার শ্রীমন্তে॥
ঘর হোন্তে নিঃসরিল করে লৈয়া ঝারি।
দেখে নৌকা ভাসিয়াছে ভ্রমরার বারি॥
শ্রীয়মন্তে বোলে অম্বে না পারি কহিতে।
কার নৌকা উপস্থিত হৈল শর্ব্বরীতে॥
খুল্লনাএ বোলে দুঃখ খণ্ডিল অখনে।
আসিয়াছেন প্রাণনাথ বুঝি অনুমানে॥
ভ্রমরার ঘাটে গেল তনয় সহিত।
শূন্য নৌকা দেখি উভ হইল চিন্তিত॥
খুল্লনাএ বোলে পুত্র বলিতে না পারি।
কথা গেল প্রাণনাথ সহিতে কাণ্ডারী॥
অন্তরীক্ষে ডাকিয়া বলিলা নারায়ণী।
শ্রীপতির হেতু এই নির্ম্মাইছি তরণী॥
দেবীর বাক্য অম্বা পুত্রে শুনিয়া শ্রবণে।
নিজালএ গতি কৈল আনন্দিতমনে॥
এক ভৃত্য পাঠাইল দৈবজ্ঞের তরে।
আসিলেক লম্বাচার্য্য সাধুর গোচরে॥
শ্রীয়মন্তে বোলে যাত্রা গণ লম্বাচার্য্য।
ব্রজ করিবারে আজ্ঞি সিংহল জে রাজ্য॥
এ বলিয়া স্থান এক করিয়া পবিত্র।
জলাধারে করিয়া দিলেক পূর্ণপাত্র॥

স্বর্ণ ঘটে পূর্ণ বারি চুত পল্লবিত।
সম্মুখে রাখিল দীপ করি প্রজ্বলিত ॥
বসিলেক লগ্নাচার্য্য হইয়া হরিষ।
চপলে করিল মুক্ত গ্রহস্ত জ্যোতিষ ॥
রাশি নক্ষত্র যোগ হেরি ক্রমে ক্রমে।
স্থির হৈয়া লগ্নাচার্য্যে গণিল নির্ভ্রমে ॥
দৈবজ্ঞে বোলএ শুন সাধুর নন্দন।
ঊষাক্ষণ যাত্রা দেখি অতি শুভ ক্ষণ ॥
দুই দণ্ড কালে সাধু যদি যাত্রা কর।
নরকান্ত বধি তুহ্মি রাজ্য লৈতে পার ॥
হরনেত্র দণ্ডে সাধু যাত্রা কর যদি।
কিছু মাত্র ভীতিপ্রাপ্তি হইবেক নদী ॥
উপস্থিত হৈলে তুহ্মি সিংহল দ্বীপেতে।
তথা কিছু কষ্ট পাবে নৃপ-কুদৃষ্টিতে ॥
ক্ষণান্তরে কষ্ট গতে হইবেক শুভ।
নৃপাত্মজা তব স্থানে দান দিব ধ্রুব ॥
তিন যাত্রা গণিলাম শুন সদাগর।
মনে জাহা রুচি জর্ম্মে সেই যাত্রা কর ॥
শুভ যাত্রা শুনি সাধু আনন্দিত হৈল।
মুদ্রাম্বর দিয়া লগ্নাচার্য্য বিদায় কৈল ॥
আশীর্ব্বাদ করিয়া দৈবজ্ঞ ঘরে জাএ।
বিবিধ প্রকারে রামা পুত্রেরে বুঝাএ ॥
শঙ্করে বোলএ ভাবি কেশরীবাহিনী।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর দুর্গতিনাশিনী ॥

রাগ পাহিরা।

শুন পুত্র সারোদ্ধার কথা।
শিশু-বুদ্ধি দেখি তোর মনে ভয় লাগে মোর
মম বাচ পালিয় সর্ব্বথা ॥
বিস্তার সমস্ত নদী নিস্তার হইবে যদি
দুর্গানাম হৃদেতে রাখিয়।
ক্লেশ হৈলে উপস্থিত যদি মনে পাও ভীত
ত্রাহি দুর্গা বলিয়া ডাকিয় ॥
দুর্গানাম-তরণীতে মন রাখি আনন্দিতে
তরিয়া জাইবে সর্ব্ব-সিন্ধু।
মনে এই কর সার ভবে বন্ধু নাহি আর
বিপদেতে দুর্গানাম বন্ধু ॥
প্রথমে সিংহলে গিয়া রাজভেট দ্রব্য নিয়া
দিব্য দোলা কবি আরোহণ।
পুরী হৈলে উপস্থিতি চরণে করিবা গতি
নম্রভাএ করিবা গমন ॥
শুন পুত্র শ্রীমন্ত দেখিলে সিংহলকান্ত
দূরে থাকি বন্দিবা চরণে।
ব্রজ করি ধীরে ধীরে ভূয়ঃ প্রণমিয়া শিরে
জেন নাহি হাসে পাত্রগণে ॥
পুনি নৃপ কাছে গিয়া গ্রীবাএ অম্বর দিয়া
প্রণমিয় ভূমিগত হৈয়া।
গ্রীবার অম্বরে ধরি করযোড়ে ভক্তি করি
দাণ্ডাইয় বাম পার্শ্বে গিয়া ॥
নৃপে যদি আজ্ঞা করে বসিয় আসেনাপরে
নৃপাসন প্রণমিয়া মাগে।
বিনয় পূর্ব্বক করি সম্ভাষিয়া অধিকারী
তবে গতি করিয় বাসাতে ॥
ভবানীশঙ্করে কহে দেবীপদ-সরোরুহে
মন মোর রহোক বিরাজে।
সরোরুহ পাই জেন হইয়া আনন্দমন
মকরন্দ পিএ অলিরাজে ॥

রাগ।

রাম কাহ্নাই চলিল মথুরাতে।
অহঃক্ষপা অনুক্ষণ না দেখিয়া চন্দ্রানন
একা গৃহে বঞ্চিব কেমতে ॥
জথ ক্ষণ প্রাণ-কানু বাজাএ মোহন বেণু
কাজ ত্যজি শুনিএ শ্রবণে।
না শুনিলে বাঁশীর গীত ব্যাকুল হইয়া চিত
নিরক্ষিয়া থাকি পন্থ পানে ॥
কবে আসি জাদুমণি মাগিবেক ক্ষীর ননী
কবে পান করিবেক স্তন।
আইস আইস বৎস বলি কবে কোলে লব তুলি
চন্দ্রবক্ত্রে দিবারে চুম্বন ॥

এ বলিয়া নন্দরাণী বক্ষে রাখি চক্রপাণি
রোদন করএ গলে ধরি।
ভণে দাস শ্রীশঙ্কর যবে মৃত্যু হবে মোর
উগ্রাচ্যুত দুর্গামন্ত্র স্মরি॥

ঘোষা।

রাম কাহ্নাই চলিল মথুরাতে॥

দুর্গা নাম যুগ্মাক্ষর বৃজিনের অরি।
সুধারস জ্ঞানে নিত্য বদ বক্তু ভরি॥
খুল্লনা এ বোলে শুন পুত্র শ্রীমন্ত।
তোহোর কারণে ভাবি নহি পাম অন্ত॥
ছত্রশালা গেলে তুহ্মি করিবারে পাঠ।
তোহ্মার কারণে নিরক্ষিয়া থাকি বাট॥
কবে ঘরে আসিবেক মম জাতনাশ।
কবে স্তন পিবে শুনু বলিয়া জননী॥
তুক্ষের ছাওয়াল মোর জাএ দূর রাজ্য।
বুঝি আহ্মার মৃত্যু চারু জীয়া নাহি কার্য্য
শ্রীমন্তে বোলে অম্বে শোক ক্ষমা কর।
অবিলম্বে তাত সঙ্গে আসিবাম ঘর॥
দূর রাজ্য দেখি কেহ্নে মনে বাস ভয়।
কি অসাধ্য তার জাকে ভবানী সদয়॥
দুর্গার পঙ্কজাঙ্ঘ্রি আহ্মি করিয়াছি সার।
বিপদ্ ঘটিলে দেবী করিবেন নিস্তার॥
পুনর্ব্বার বোলে রামা পুত্র সম্বোধিয়া।
আর কিছু শৃণু বাপু বলি বুঝাইয়া॥
পিতার লক্ষণ তোর শুনহ শ্রবণে।
জেইরূপ হইয়াছে শাপের কারণে॥
দক্ষিণাঙ্ঘ্রি স্থূল হৈছে বামাক্ষ লোচন।
দেবীর শাপে হৈছে সাধুর এ সব লক্ষণ॥
পরিচয় লৈয় অগ্রে মনে ভক্তি করি।
নিতান্ত বুঝিয়া হস্তে দিয় পত্রাঙ্গুরি॥
স্থিরবুদ্ধি নহো পুত্র কেবল বালক।
অজ্ঞানে কাহারে পাছে বোলসি জনক॥
লোকে নিন্দা করিবেক জাতি হবে নাশ।
মাতৃবাক্যে সাধুর বদনে হৈল হাস॥
সাধু বোলে মাও তোহ্মার চরণ প্রসাদে।
কিছু চিন্তা নাহি মোর বুদ্ধি আছে হৃদে॥
তদন্তরে সদাগরে ডাকি কর্ণধার।
আজ্ঞা কৈল তরণীতে দ্রব্য তুলিবার॥
আজ্ঞা অনুরূপে তবে বৃদ্ধ কর্ণধারে।
নানা ভক্ষ্য বস্তু তোলে নৌকার ভিতরে॥
শ্বেত নেত পীতবর্ণ লএ নানা বস্ত্র।
রিপুভয় হেতু লএ নানাবিধ অস্ত্র॥
তাম্র কাংস্য তৈজসাদি লইল অসংখ্য।
একে একে গণি লএ তঙ্কা সপ্ত লক্ষ॥
এই মতে সর্ব্ব বস্তু লৈল কর্ণধারে।
অন্তঃপুরে গেল সাধু যাত্রা করিবারে॥
যাত্রা হেতু পুত্র যদি অন্তঃপুরে গেল।
পুত্রানন দেখি রামা অশ্রুপাত কৈল॥
রোদন করিয়া রামা বলে কুমারেরে।
অম্বিকা ভাবিয়া গাএ দাস শ্রীশঙ্করে॥

রাগ।

রাম কাহ্নাই কেমনে রহিব পাসরিয়া।
বুঝিলাম দারুণ বিধি আহ্মারে হৈয়াছে বাদী
জাএ কাহ্নু জননী ছাড়িয়া॥
শুন বাছা রাম কানু আর না শুনাবে বেণু
আর নহি খাবে খির ননী।
আর ধেনু না চড়াবে আর স্তন নহি পিবে
আর নহি ডাকিবে জননী॥
কি গতি করিয়া মোরে চলাছ মথুরা পুরে
উপায় চিন্ত হে প্রাণ-হরি।
কারে দিব খির ননী কে করিবে বংশীধ্বনি
কারে বা লইব বুক ভরি॥
গৃহ মোর কৈলে শূন্য গোকুল করিলারণ্য
প্রাণী মোর স্থির নহে ঘটে।
দেখ শোক-ধনঞ্জয়ে আহ্মার সর্ব্বাঙ্গ দহে
বিধি মোরে ক্ষেপিল সঙ্কটে॥

দাস শ্রীশঙ্করে ভণে   গোবিন্দ ভাবিয়া মনে
দাস জ্ঞানে কৃপাং কুরু মোরে।
অভেদ জে জ্ঞান করি   হরি হর গৌরী স্মরি
মৃত্যু হোক জাহ্নবীর নীরে ॥

ঘোষা।

হরি কেমনে রহিব পাসরিয়া ॥

দুর্গানামাক্ষরদ্বয় জপ নিরবধি।
কৃতান্তের ভীতি হোন্তে নিস্তার হবে যদি।
অন্তঃপুরে গিয়া সাধু কহে জননীরে।
এবে আজ্ঞা কর আহ্মি যাত্রা করিবারে ॥
হরনেত্র খণ্ডোদয় হৈছে বিকর্ত্তন।
যাত্রার সময় এই শুন নিবেদন ॥
পুত্রের বাক্যেতে শুনি যাত্রার বচন।
স্বান্ত শান্ত নাহি রামা করএ ক্রন্দন ॥
পড়য়ে চক্ষুর নীর বয়ান বাহিয়া।
বক্ষমাঝে রাখে পুত্র বাহু প্রসারিয়া ॥
বিস্তর প্রকারে সাধু শান্ত করি অম্বা।
যাত্রা করিবারে বৈসে ভাবি জগদম্বা ॥
রম্ভাক্রম গৃহদ্বারে করিয়া রোপণ।
পল্লবিত কুম্ভ রাখে পূর্ণ করি বন ॥
রজত হেম শুক্ল যব দধ্যাজ্য চামর।
সম্মুখে রাখিল স্বর্ণাধারের উপর ॥
ধীর বিপ্রে উচ্চস্বরে করে বেদপাঠ।
জয়মঙ্গল বলিয়া মঙ্গল পঠে ভাট ॥
বসিলেক শ্রীয়পতি পূর্ব্বানন হৈয়া।
দুর্গামন্ত্র জপে সাধু নয়ন মুদিয়া ॥
ভক্তিক্রমে সারদাঙ্ঘ্রি মানসে ধেয়াইয়া।
প্রণাম করিয়া উঠে আসন ত্যাগিয়া ॥
প্রথমে বন্দিল সাধু শিলা শালগ্রাম।
তদন্তরে বিপ্র-পদে করিল প্রণাম ॥
কাঞ্চন দিলেক সাধু দ্বিজ সভার করে।
জয়োহস্তু বলিয়াশীর্ব্বাদ করে দ্বিজবরে ॥

বিমাতাঙ্ঘ্রি শ্রীবাম্বরে প্রণাম করিয়া
বলিলেক শ্রীয়মন্তে পুটাঞ্জলি হৈয়া ॥
ভবানীর যুগল চরণ-অরবিন্দে।
ধরণীতে লোটাই শঙ্করদাসে বন্দে ॥

রাগ গান্ধার।

শ্রীয়মন্তে বোলে অম্বে শুন নিবেদন।
চিত্ত স্থির নহে মোর জননীর কারণ ॥
আপনে সভার কর্ত্তা সভার মান্যতা।
যতনে রাখিবা জেন ক্লেশ না পায় মাতা ॥
এ বলিয়া মায়ের হস্তে ধরি সদাগরে।
সমর্পণ করিলেক বিমাতার করে ॥
লহনাএ বোলে চিন্তা কর কি কারণ।
খুল্লনা ভগিনী মোর নহে ভিন্ন জন ॥
আনন্দে গচ্ছহ তোহ্মার জনকের ঠাই।
আহ্মি বিদ্যমানে তোহ্মার কিছু চিন্তা নাই ॥
লহনার বাক্যে সাধু হর্ষ হৈল মনে।
পুনর্ব্বার বন্দিলেক বিমাতার চরণে ॥
চিরজীবী হও মুখে আশীর্ব্বাদ করে।
মনে মনে বোলে পুন নহি আইস ঘরে ॥
ভবানীর পদাম্বুজ ভাবিয়া মানসে।
দেবীর প্রস্তাব গাএ শ্রীশঙ্করদাসে ॥

মালসী।

মন বোল বদনে বোল বদনে বোল বদনে।
হর হর হর কালী কালী কালী বোল বদনে ॥
বক্ষাধারোপর   কালী যুগ্মাক্ষর
লিপিয়া রকত চন্দনে।
ভক্তি করি মনে   উচ্চার বদনে
সদাএ নিরক্ষ নয়নে ॥
ভকত সকলে   মন কুতুহলে
নাম কীর্ত্তন করে জেথানে।
ভক্তিযুক্ত হৈয়া   সেই স্থানে গিয়া
শ্রবণ করহ শ্রবণে ॥

দেখ এই ভবে জথ প্রাণী সবে
ভয়াম্বিতান্তক কারণে।
কালীর নাম ধ্বনি জে বা করে পুনি
তারে ভীত বাসে শমনে ॥
মানব-জনম অত্যন্ত দুর্ল্লভ
বল্যাছে বেদাগম পুরাণে।
কহেন শঙ্কর জর্ম্ম সাফল কর
ভজিয়া কালীর চরণে ॥

ঘোষা।

হর কালী বদ হে বদনে ॥

দুর্গানামাক্ষরদ্বয় জে করে স্মরণ।
আশুক্রমে ধ্বংস পাএ সর্ব্বাঙ্গের এন ॥
তদন্তরে সদাগরে গ্রীবাম্বর হৈয়া।
অম্বারাঙ্ঘ্রি বন্দিলেক ক্ষৌণী লোটাইয়া ॥
উত্তিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ এবে শুন প্রাণসূনু।
হবনেত্র দণ্ড গত হইবেক ভানু ॥
শুভ ক্ষণে পুরী হোন্তে নিঃসর সত্বরে।
এ বলিয়া অষ্টদূর্ব্বা দিল শিরোপরে ॥
শুন পুত্র ভবানীর প্রসাদ অমূল্য।
ত্রিজগতে ধন নাহি এহার জে তুল্য ॥
বিপৎকালেতে আর বন্ধু নাহি সঙ্গে।
এই ধন সদাএ রক্ষিয় উত্তমাঙ্গে ॥
দৈবযোগে বিপদ্ ঘটএ যদি তব।
ত্রাহি দুর্গা বলিয়া ডাকিয় তুন্ধি ধ্রুব ॥
মালুর-বিটপীর দল কর এবে ঘ্রাণ।
সদয় হইবে হর-গৌরী ভগবান্ ॥
বিল্বদল করি ঘ্রাণ ভাবি ভগবতী।
পুরী হোন্তে নিঃসরিল সাধু শ্রীয়পতি ॥
বৎস পিছে গাভী জেন দ্রুত করে ব্রজ।
তেন মত চলে রামা সঙ্গতি আত্মজ ॥
পুরী হোন্তে সাধু যদি গেল বাহিরেতে।
মাল্যকারে পুষ্পমাল্য দিলেক হস্তেতে ॥
দক্ষিণ পাশেতে দেখে সাধুর কুমারে।
ধেনু সঙ্গে দেহি গব্য বৎস সকলেরে ॥
দ্বিজগণ দাণ্ডাইছে মৃগ সব জাএ।
প্রজ্বলিত ধনঞ্জয় দেখিল তথাএ ॥
বামে পার্শ্বে দেখে শিবা করিছে গমন।
ধববতী যোষা জাএ কুম্ভে ভরি বন ॥
শব নর দেখে সাধু রৈয়াছে পড়িয়া।
রাজপন্থে গণিকা রৈয়াছে দাণ্ডাইয়া ॥
সম্মুখেতে বৃষ করী করিয়াছে গতি।
হয় নৌল জাএ দেখে কুমার শ্রীপতি ॥
দধি ঘৃত লইয়া চলিছে গোপগণে।
সরওক মেদ সাধু দেখিল সদনে ॥
শুভ হেতু পন্থে পন্থে মঙ্গল দেখিল।
কিঞ্চিৎ কষ্টবীজে মাত্র বামাক্ষি স্পন্দিল ॥
এই মতে মঙ্গল দেখিয়া বাটে বাটে।
আনন্দে গেলেক সাধু ভ্রমরার ঘাটে ॥
পুনর্ব্বার জননীর চরণ বন্দিয়া।
তরণ্যারোহণ কৈল অপর্ণা ভাবিয়া ॥
ক্রন্দন করএ রামা খুল্লনা সুন্দরী।
শঙ্করে বোলএ ভাবি ত্রিজগতেশ্বরী ॥

কর্ণাট রাগ।

চিত্ত স্থির নহে নিত্য বৎস হে ॥ ধুয়া ॥

স্থির নহে চিত্ত আহ্মার স্থির নহে চিত্ত।
মায়া-বিতীহোত্রে নিত্য দগ্ধ করে চিত্ত ॥
কান্দে রামা পুত্রানন হেরিয়া লোচনে।
কিরূপে ধরাইবো চিত্ত তোহ্মা অদর্শনে ॥
দিগ্দণ্ড মধ্যে নিত্য জে করে অশন।
রত্নময় শয্যা'য় নিত্য জে করে শয়ন ॥
দধি দুগ্ধ ক্ষীর নিত্যাহার জেই করে।
হেন পুত্র প্রবাসে বঞ্চিব কি প্রকারে ॥
কোনে বা জোগাইব অন্ন ক্ষুধার সমএ।
ভাবিয়া না পাই অন্ত চিত্ত স্থির নএ ॥
কেহে সুধী বোলে লোকে মূঢ় জনার্দ্দিন।
দুষ্টবাচে পুত্র আহ্মার কৈলে অদর্শন ॥
এই মতে কান্দে রামা পুত্রবক্ত্র হেরি।
বোলএ শঙ্করদাসে ভাবিয়া শঙ্করী ॥

ঘোষা।

মা অভয়া ভবানি হে তুহ্মি সে ভরসা।
বালক প্রতি ভগবতি পূর্ণ কর আশা॥

সাধু বোলে অশ্রুপাত না করিয় অম্বে।
পিতৃসঙ্গে আহ্মি আসিবাম অবিলম্বে॥
শুণু অম্বে আপনে নিশ্চিন্ত কর হৃদে।
আহ্মার বিপদ্ নাহি দুর্গার প্রসাদে॥
উমাজ্যি, করিছি বদ্ধ স্বাস্ত-রজ্জু দিয়া।
জাইতে নারিবেন দেবী আহ্মাকে ত্যাগিয়া॥
সুনুবক্তে চারু বাচ শুনিয়া নিশাস্ত।
কিছু মাত্র খুল্লনার শান্ত হৈল স্বান্ত।
হেন সমে সেইখানে লহনা আসিয়া।
গৃহে নিল খুল্লনারে পাণিতে ধরিয়া॥
আনন্দে চলিল সাধু বাহিয়া তরণী।
প্রতি তরণীতে বাজে নানা যন্ত্রধ্বনি॥
মধুকর বাউমণ্ডল নক্ষত্র সঞ্চার।
গুণারেখি তরণী মেলিল কর্ণধার॥
বরুণপ্রসাদ আর পাঠনপাগল।
উদতারা মেলিলেক হৈয়া কুতূহল॥
এই মতে সপ্ত ডিঙ্গা মেলিয়া হরিষে।
গতি কৈল শ্রীমপতি সিংহল উদ্দেশে॥
মুনির ঘাট বাহি জাএ ইছানী নগর।
ছিলিমপুর কাছিমপুর বাহিল সত্বর॥
মঙ্গলকোটা চামরী বাহিয়া হর্ষমনে।
ইন্দ্রাণী বাহিয়া গেল কুমুদঘাটবনে॥
গহেরপুর সপ্তগ্রাম বাহি মনোরঙ্গে।
ত্রিবেণীতে গেল জথা অধিষ্ঠান গঙ্গে॥
সেইখানে রাখি ডিঙ্গা লৌহ কন্টক দিয়া।
স্নান করে সদাগরে জাহ্নবী স্মরিয়া॥
কুশহস্ত হৈয়া তবে সাধুর কুমারে।
সতিল তুলসীদল লৈয়া তাম্রাধারে॥
সঙ্কল্প করিয়া সাধু বেদোক্ত বচনে।
পুনর্ব্বার কৈল স্নান ভাগীরথীর বনে॥
বহু স্তুতি করে ভক্তি করিয়া মানসে।
অম্বিকা ভাবিয়া গাএ শ্রীশঙ্করদাসে॥

রাগ মাউরি।

একবার গঙ্গে যে আহ্মারে।
দুরিত-দুরন্তানলে দেহ মোর দাহ করে
ভীত পাই ডাকিয়ে তোহ্মারে॥
ধাতাচ্যুতে একচিত্তে জার গুণ গাএ নিত্য
জাহা শিরে ধরে কৃত্তিবাসে।
এনে রঙ্গ হৈল মতি কি জানিএ ভক্তি স্তুতি
আহ্মি পাপী নরাধম দাসে॥
ষাইট সহস্রার্কবংশ মুনির শাপে হৈয়া ধ্বংস
ভস্ম হৈয়া রহিল পাতালে।
ভগীরথ মহারাজা করিয়া তোহ্মারে পূজা
আহ্মিলেক অবনীমণ্ডলে॥
তোহ্মার সলিল পূত প্রবেশিয়া পাতালেত
উদ্ধার করিল পিতৃবর্গ।
একে একে বিমানেতে আরোহিয়া হরষিতে
দ্রুতগতি চলি গেল স্বর্গ॥
এক পাপীর মৃতা মেদ চঞ্চুএ করিয়া ছেদ
কিছু মাত্র ভক্ষিল বায়সে।
সেই কাকে পুনর্ব্বার কৈল তব নীরাহার
নীরে প্রবেশ কৈল পাপীর মাংসে॥
এই হেতু মহাপাপী ত্রাহি গঙ্গাচ্যুত জপি
পুষ্পরথে গেলেক স্বর্গেতে।
ভণে দাস শ্রীশঙ্করে কৃপা কর মোর তরে
মৃত্যু হৌক তব সলিলেতে॥

মালসী।

ত্রাহি ত্রাহি বরদাই গঙ্গে তরঙ্গিণি।
দাস জ্ঞানে ভব হোনে ত্রাহি মাং তারিণি॥
এন-রসে বৈল মন নিশাথিনী দিনে।
লৌহ-কন্টকেতে জেনাহার করে মীনে॥
মায়াপাশে মগ্ন হৈছি ধরণী-সাগরে।
তাতে মোরে গ্রাস করে বৃজিন-কুম্ভীরে॥
অন্ত কালে হেনাবস্থা ঘটিল ভবেতে।
ভবিষ্যতে প্রহারিব বৈবস্বত-দূতে॥

ভাবি দেখিলাম স্বান্তে বন্ধু নাহি অন্য।
পাপিত্রাণ হেতু হৈছে ভবাম্বু কারুণ্য॥
গঙ্গাচ্যুত হর গৌরী স্মরিয়া বদনে।
শঙ্করদাসের মৃত্যু হৌক জাহ্নবীর বনে॥

ধোষা।

ত্রাহি ত্রাহি মাং তারিণি গঙ্গে॥

দুর্গানামযুগ্মাক্ষর জেই জনে স্মরে।
কিল্বিষ তাহার দেহ আশ্রয় নহি করে॥
জাহ্নবীতে স্নান করিয়া সদাগর।
ব্রাহ্মণের স্থানে হেম দিলেক বিস্তর॥
অশন করিয়া সাধু তরণ্যারোহিয়া।
গতি কৈল শ্রীয়পতি সিংহলোদ্দেশিয়া॥
গরিয়া রাজার ঘাট আনন্দে বাহিয়া।
কমলার ঘাটে নৌকা মিলিলেক গিয়া॥
নিমাই দত্তর ঘাট আদি বাহি কুতূহলে।
উপস্থিত হৈল সাধু মকরা-সলিলে॥
মকরার্ণবেতে যদি গেলেক তরণী।
অন্তরীক্ষে জানিলেন পতিতপাবনী॥
দেবী বোলেন অখনে বুঝিব তার মতি।
ভয় পাই আহ্মারে নি স্মরে শ্রীয়পতি॥
শুন বৈশ্বানর-মিত্র দ্রুত কর গতি।
আনহ বিড়োজা কাদম্বিনীর সঙ্গতি॥
দেবীর বাক্য পবনে করিয়া শিরোধার্য্য।
আশু চোপস্থিত হৈল নির্জ্জরার রাজ্য॥
শক্র সম্বোধিয়া তবে বলিল পবনে।
শীঘ্রাগচ্ছ আপনে ভবানীর সদনে॥
মেঘ সঙ্গে চপলেতে চলিল বিড়োজা।
উপস্থিত হইল জথাতে দশভুজা॥
গ্রীবাম্বরে পতন হৈল পঙ্কজ-চরণ।
দেবী বোলেন শুন ইন্দ্র আহ্মার বচন॥
সিংহলে করিছে গতি মম দাস্যাত্মজ।
আহ্মা স্তুতি না করিয়া করিয়াছে ব্রজ॥
শ্রুতি ধাতু অক্ষোভ করিয়া একত্তর।
এই সর্ব্ব মেঘ দেহি আহ্মার গোচর॥

ভবানীর বাক্যে ইন্দ্রে পরম আনন্দে।
কাদম্বিনী সমর্পিল চরণারবিন্দে॥
মেঘ স্থানে নারায়ণী করিলেন আদেশ।
আজু মকরাতে বৃষ্টি করিহ বিশেষ॥
প্রজাপতির স্থানে আজ্ঞা করিলেন চণ্ডিকা।
সাধু ভীতি পাএ জেন অস্থির কর নৌকা॥
আজ্ঞা অনুরূপ মেঘ পবন সহিত।
মকরাতে আসিয়া হইল উপস্থিত॥
চতুর্দ্দিগে কাদম্বিনী করিয়া তিমির।
ধারাক্রমে মকরায় পতন কৈল নীর॥
ক্রোধ হৈয়া বহ্নি-সখায় করএ বাতাস।
অস্থির হইল নৌকা সাধু পাএ ত্রাস॥
সাধু বোলে কর্ণধার কি হৌক অখন।
অকস্মাৎ জীবনেত হইল মরণ॥
কর্ণধারে বোলে সাধু ভাব নারায়ণী।
সর্ব্ব বিঘ্ন ধ্বংসিবেক দুর্গতিনাশিনী॥
ভীতি-ব্যাধির মহৌষধি ভবানীর নাম।
হেন নাম কেহে নহি জপ অবিশ্রাম॥
কর্ণধারবাক্যে সাধু ত্রাহি দুর্গা স্মরে।
উমাঙ্ঘ্রি ভাবিয়া গাএ দাস শ্রীশঙ্করে॥

মন্দার।

নমো নম নারায়ণি ত্রিপুরারি-সীমন্তিনি
দুর্গতিনাশিনি ত্রাহি দুর্গে।
শুক নারদাদি মুনি জাহা ধ্যাএ পুনি পুনি
জাহারে অর্চ্চএ সুরবর্গে॥
মমাম্বার সংগোচরে বলিয়াছ বারে বারে
নিস্তার করিতে এই সিন্ধু।
লঙ্ঘিয়া অব্যর্থ বাণী কেনে মোর লও প্রাণী
তুহ্মি পরে কেবা আছে বন্ধু॥
জথ জীব ত্রিভুবনে সৃজন করিয়াপনে
তুহ্মি জগদম্বা নাম ধর।
এবে জানি আহ্মি নর স্বস্থ জ্ঞান নাহি কর
আহ্মি কি জর্ম্মিছি ভবান্তর

জর্ম্ম লভিয়াছি ভবে অবশ্য জে মৃত্যু হবে
তাহা গুরু ভীতি নহি বাসি।
জগদম্বা নাম তব ধ্বংস পাইবেক ধ্রুব
নাম তোহ্মার হবে পুত্রনাশী ॥
দাস শ্রীশঙ্করে কহে দেবীপদ-সরোরুহে
মম স্বান্ত বক্ষোক আনন্দে।
ষষ্ঠাভ্যির মন জেন বদ্ধ হৈছে অনুক্ষণ
অরবিন্দ পুষ্পের মকরন্দে ॥

মালসী।

অবলম্ব-স্থান দেহি মোরে। জগদম্বে !
সরোরুহ-পদে জেন পাংশু প্রাএ রহে মন
এই বাঞ্ছা করি করজোরে ॥
শুন নিবেদন মোর দুর্গানাম যুগ্মাক্ষর
ভিক্ষা দেহি মম মানসেতে।
বলিয়াছে শ্রুত্যাগম নিরন্ত তোহ্মার নাম
কিমাশ্চর্য্যেক নাম ভিক্ষা দিতে ॥
দুর্গানাম রত্ন ধন স্থিতি হৌক অনুক্ষণ
আহ্মি দাসেরান্তবাধরেতে।
অপি কোন প্রকারেণ নাম-বিচ্ছেদ নহে জেন
স্বান্ত ক্ষেক হোক নির্ভয়েতে ॥
কহেন শঙ্কর দীনে দুর্গানাম-রত্ন বিনে
অন্য ধন প্রার্থনা না করি।
কৃপা মোরে কর নিস্ত কালান্তে হউক মৃত্যু
দুর্গানাম-মন্ত্র বক্তে স্মরি ॥

ঘোষা।

অবলম্ব স্থান দেহি মোরে ॥

দুর্গানাম যুগ্মাক্ষর স্থিতি জার হৃদে।
তাহার বিপদ নাহি বলিয়াছে বেদে ॥
গলবস্ত্র হৈয়া সাধু বোলে কাকুবাণী।
ত্রাহি দুর্গা ত্রাহি দুর্গা ত্রাহি মাং তারিণি ॥

পঙ্কজাভ্যি ভ্রম হৈয়াছিল আহ্মি মনে।
বুঝিলাম ভীতি পাই এই সে কারণে ॥
চক্ষুএ না দেখি পন্থ পাই বর ত্রাস।
রক্ষ রক্ষ দক্ষাত্মজা তুয়া নিজ দাস ॥
জননীএ আত্মা সমর্পিল তুয়া পদে।
কেহ বধ কর দাস অল্প অপরাধে ॥
বালকের অপরাধ না লএ জননী।
বেদাগমে বোলে নাম পতিতপাবনী ॥
হেন নাম ব্যর্থ কর না হএ উচিত।
এবে ক্রোধ ক্ষমা কর পাই গুরু ভীত ॥
যদি সে আহ্মারে বধ করয়ে নিতান্ত।
মাএ জিজ্ঞাসিলে তুহ্মি কি দিবা সিদ্ধান্ত ॥
অলজ্য্য তোহ্মার বাচ না কর লঙ্ঘন।
অবশ্য পাইবা লজ্জা প্রভুর সদন ॥
দেবী বোলেন মেঘ আর না করিয় ঝর।
ভয় পাই কান্দে পুত্র হৈয়া কাতর ॥
দেবীর আজ্ঞাএ মেঘে কৈল প্রকাশ।
শ্রীমন্তে বোলে মা রক্ষিলা নিজ দাস ॥
ভবানীর পদাম্বুজ ভাবিয়া মানসে।
তদন্তরে বাহে ডিঙ্গা সিংহল উদ্দেশে ॥
সাগর-সঙ্গম আদি বাহি কুতূহলে।
উপস্থিত হইল কপর্দ্দার্ণব-জলে ॥
অকস্মাৎ জীবনেতে ভাসে সর্ব্ব কড়ি।
সাধুএ পশ্যএ জেন ভাসিছে সফরি ॥
কর্ণধার তবে কহে সাধুর কুমার।
বৃহৎ সফার মীন হের কর্ণধার ॥
সাধুর বচন শুনি কর্ণধারে কহে।
কপর্দ্দ ভাসিয়া আছে মীনাপি না হয়ে ॥
লৌহ জাল ক্ষেপণ করিয়া তারোপরে।
কপর্দ্দিক তুলিয়া লইল সদাগরে ॥
তদন্তরে বাহে ডিঙ্গা অথ পাইক লোকে।
উপস্থিত হইলেক শঙ্খদহোদকে ॥
অর্ণব-সলিলে শঙ্খ করিয়াছে ব্রজ।
কোরাল মীন প্রাএ দেখে ধনপত্যাত্মজ ॥
কর্ণধার স্থানে কহে সাধুর নন্দনে।
হেনরূপ কোরাল না দেখিছি নয়নে ॥

কর্ণধারে বোলে এই শঙ্খ ভাসি জাএ।
জালে বন্দী করি আশু তোলহ নৌকাএ ॥
শঙ্খ তুলি লএ সাধু লৌহ জাল দিয়া।
তদন্তরে গতি কৈল তরণী বাহিয়া ॥
জোগাদহে উপস্থিত হৈল যদি নৌকা।
তালমহীরুহ প্রাএ ভাসিল জলৌকা ॥
বুদ্ধি স্থির করি কর্ণধার বুদ্ধিবন্তে।
জোগাননে চূর্ণ বন দিল কুম্ভ হোস্তে ॥
জলৌকা হইলান্তর প্রাপ্তি চূর্ণগন্ধে।
কাথরাদহেতে সাধু গেলেক আনন্দে ॥
তরণীর গন্ধ পাই দিকৃপদ আপঞ্জ।
নৌকা উদ্দেশিয়া আশু করিলেক ব্রজ ॥
বৃহৎ জম্বুক প্রাএ হৈল উপস্থিত।
কর্ণধারে অজা দগ্ধ করিল ত্বরিত ॥
দগ্ধ অজা ক্ষেপিলেক দিকৃপদের বদনে।
নৌকা ত্যাগি দিকৃপদ চলিল হর্ষমনে ॥
তদন্তরে সিমাদহে গেল শ্রীয়পতি।
উড়িল মশক সর্ব্ব শব্দ করি অতি ॥
কর্ণধারে বোলে সাধু শুন আঙ্কি বলি।
ধূম্রবাণ ছাড়ি দেয় মশা জাউক চলি ॥
কর্ণধার-বচন শুনিয়া সদাগরে।
ধূম্রবাণ ছাড়িলেক মশক উপরে ॥
ধূম্রগন্ধ পাইয়া মশা হইল অন্তর।
তরণী বাহিয়া সাধু চলিল সত্বর ॥
আনন্দে সমস্ত নদী বাহি এই মতে।
উপস্থিত হইল কালীদহোদকেতে ॥
দেবী বোলেন পুনর্ব্বার ছলিব শ্রীপতি।
এ বলিয়া কালীদহে গেলা শীঘ্রগতি ॥
অঙ্গরাগ করেন দেবী পদ্মজালঙ্কারে।
উমাঙ্ঘ্রি ভাবিয়া গাএ দাস শ্রীশঙ্করে ॥

পাহিরা।

সাজে দেবী সর্ব্ব বিপরীত।
কমলের মালা গলে কর্ণে পদ্ম কর্ণফুলে
চারু রূপে করিছে শোভিত ॥
পঙ্কজের বসন অম্বুজের কঙ্কণ
আপঙ্গ কাঞ্চুলী বক্ষোপরে।
কর্য্যাঙ্গুল উপরি বনজের অঙ্গুরি
সরোরুহ-তার বাহুমূলে ॥
নীরজ-মকরধারু বারিজের ঘুঙ্ঘুরু
সরোজ-কিঙ্কিণী কটিমাঝে।
পুণ্ডরীক-নূপুর পদে অত্যন্ত সুশ্রুতি নাদে
রুনুরুনু ঝুনু ঝুনু বাজে ॥
গ্রীবাম্বরে কণ্ঠোরে কহে দাস শ্রীশঙ্করে
দেবি দুর্গে প্রসীদ আঙ্কারে।
অহংরূপা অনুক্ষণ শুক প্রাএ রৌক মন
বদ্ধ হৈয়া তবাঙ্ঘ্রি-পঞ্জরে ॥

মালসী।

কালীদহে সৃজিলা কমল।
অম্বুজ উপর সৃজিয়া মন্দির
বসিলেন কমলের দলের উপর ॥
যুগ্মাক্ষি দ্বিভুজা অতি গুরুতেজা
বরণ পুষ্প অতসী।
ষোল কলা পূর্ণা নতুন-যৌবনা
বদনে নিন্দিয়াছে সম্পূর্ণ শশী ॥
এমনি সাজিল করিলা নারায়ণী
সেবক ছলিবার কারণ।
করিয়া নানা রঙ্গ বৃহত্ত মাতঙ্গ
তথাতে আচম্বিতে করিলা সৃজন ॥
সেই গুরু করী বাম করে ধরি
ক্ষেপণ কর্য্যা উর্দ্ধেতে।
ক্ষেণেকে করে ধরে ক্ষেণেকে গ্রাস করে
ক্ষেণেকে উদ্গারিয়া লয়ে হস্তেতে ॥
শমন-ভীতি পাইয়া উমাঙ্ঘ্রি উদ্দেশিয়া
শঙ্করদাস রৈয়াছে।
চাতকে জেহেন নিরক্ষি গগন
মেঘাম্বুর আশাএতে বদ্ধ হৈয়াছে ॥

ঘোষা।

কালীদহে স্থজিলা কমল ॥

দুর্গানামাক্ষরদ্বয় বদে জেই প্রাণী।
তাহার বিপদ্ নাহি আগমের বাণী ॥
এই মতে খেলেন দেবী লইয়া মাতঙ্গ।
কহি শুন অএ জীব আর কিছু রঙ্গ ॥
সেবক ছলিতে দেবী হরষিত মনে।
নানা রঙ্গ স্থজিলেন কালীদহবনে ॥
দৈবক রাজার দুহিতার জে তনয়।
তাহার বাহনাগ্রজ জেই জন হয় ॥
তার পতি-তনয়ের বাহনের সঙ্গে।
* * * তথাতে বসি খেলে মনোরঙ্গে ॥
দক্ষ প্রজাপতাত্মজার জে হএ নন্দন।
তাহার রিপুর কান্ত হএ জেই জন ॥
তাহার অঙ্গাএ জাহে আরোহণ করে।
তার সঙ্গে খেলে করী কমল উপরে ॥
তপোধন বিশ্বশ্রবারাত্মজের পুত্র।
তাহার আততায়ীর জে হএ কলত্র ॥
তার পিতৃবাহনের মুণ্ড জেহ ধরে।
সেই দেবে আরোহণ করে জারোপরে ॥
তার সঙ্গে মার্জ্জারে আনন্দে থাএ খেলা।
সাইচান্ সহিতে কবুতরে করে মেলা ॥
দিক্‌শতভুজেরাত্মজার ধবপিতা।
তাহার রিপুর ভবে জে হএ দুহিতা ॥
তাহান চমুর সঙ্গে হৈয়াছে সঙ্গতি।
বিকর্ত্তন-যন্তার অনুজ মহামতি ॥
গোপাধিকারীর অরিরাগ্রজেরানুজা।
তাহান নন্দনাত্মজ জেই মহারাজা ॥
তাহান অরির সঙ্গে হৈয়া একত্তর।
ভেক সর্প্পে খেলা থাএ দেখিতে সুন্দর ॥
এক স্থানে কারে কেহো হিংসা নাহি করে।
সর্ব্ব বিপরীত দেখে সাধুর কুমারে ॥
সাধু বোলে কর্ণধার শুনহ বচন।
সমুদ্রের মধ্যে কেহে দেখি পদ্মবন ॥
পরম সুন্দরী ঘোষা সরোরুহ-দলে।
অট্ট অট্ট হাস্য করি করী ধরি খেলে ॥
আর অপরূপ তুঙ্গি পদ্মএ জীবনে।
শক্র সঙ্গেকত্র হৈয়া খেলে হর্ষমনে ॥
বিস্তারিয়া কহি শুন জথ সর্ব্ব রঙ্গ।
দেখিয়া মম মানসে জর্ম্মিছে আতঙ্ক ॥
এ বোলিয়া সদাগরে বিস্তারিয়া কহে।
অপর্ণা ভাবিয়া শ্রীশঙ্করদাসে গায়ে।

মালসী।

পঙ্কোদ্ভবে পদ্ম বামা
করী ধরি খেলে রামা।
পদ্ম অএ কর্ণধারে
কালীদ-সলিলোপরে।
সুন্দরীর কলেবরে
পদ্মালঙ্কার শোভা করে।
সে সুন্দরী কুতূহলে
বসিয়া কমল-দলে।
ক্ষেণে করী ধরি গিলে
ক্ষেণে উদ্গারিয়া পেলে।
কোনখানে খেলে রঙ্গে
হরি করী এক সঙ্গে।
খগেন্দ্রর উত্তমাঙ্গে
ফণা ধর্‌য়াছে ভুজঙ্গে।
দেখ দেখ কোনখানে
মাতঙ্গাননের বাহনে।
মার্জ্জার লইয়া সনে
খেলাএ আনন্দ মনে।
মইষে শার্দ্দূল সহিতে
খেলে দেখ হরাষতে।
দেখ দেখ পারাবতে
খেলএ সাইচান্ সাতে।
দাস শ্রীশঙ্করে কহে
ও ষাই আটি যদি পাইয়ে
বয়ান দিয়া স্তন পিবো
চরণ ছায়া নহি দিবো ॥

ঘোষা।

কমল উপরে পদ্ম বামা।
নতুন যৌবনী ষোল কলা পূর্ণ রামা॥

দুর্গানাম যুগ্মাক্ষর জেই জনে স্মরে।
বৃজিনে তাহার দেহে আশ্র[য়] নহি করে॥
কর্ণধারে বোলে সাধু মিথ্যা বল কেনে।
কথাতে যোষিতাম্বুজ না দেখি লোচনে॥
ভ্রমবুদ্ধি ত্যাগ কর শুন শ্রীয়মন্ত।
প্রমাদ ঠেকিব যদি শুনএ ভূকান্ত॥
সাধু বোলে মিথ্যা নহে দেখ এ নয়নে।
নৃপতিকে কমল দেখাইব এই বনে॥
সাধুর বাক্যে কর্ণধারে ত্রাস্তে ভীতি পাইয়া।
কূলেতে লাগাএ নৌকা ডুবায় বাহিয়া॥
নদীর তটাধেতে সাধু রাখিয়া তরণী।
যন্ত্রীরে করিল আজ্ঞা কর যন্ত্রধ্বনি॥
সাধুর বচন যন্ত্রী শুনিয়া শ্রবণে।
নানা যন্ত্রধ্বনি করে আনন্দিত মনে॥
কর্ণাল ভেঙ্গুর বাজে অত্যন্ত সুন্দর।
গুরু গুরু শব্দ করি বাজএ দগর॥
মহাশব্দ করিয়া বাজএ জয়ঢোল।
শ্রবণেতে পাণি লাগে করে মহারোল॥
দৃমিক দৃমিক করি বাজাএ মৃদঙ্গ।
কাংস্য করতাল বাহে মনে হৈয়া রঙ্গ॥
মন্দিরা বাজাএ কেহো বাজাএ ঝাঝরি।
ঝমু ঝমুঝম্ ধ্বনি করি বাজাএ গঞ্জরি॥
কবিলাস বাহে কেহো আনন্দিত মন।
তম্বুরা বাজাই কেহো করএ গায়ন॥
এই মতে বাজে যন্ত্র অতি গুরু রবে।
বাদ্যশব্দ শুনি ভয় পাইল প্রজাধবে॥
পঞ্চ পাত্র সম্বোধিয়া বোলে দণ্ডধরে।
পার্ব্বতী ভাবিয়া গাএ দাস শ্রীশঙ্করে॥

মালসী।

তারিণি ত্রাণ কর
সংসারেতে আহ্মি বর পাপী নর।

দ্বিজ অজামিল প্রভৃতি
জথ সর্ব্ব দুষ্কৃতি
আপনে সভাকে করিলা নিস্তা
নিস্তারিছ জথ জন
কারছিল কিঞ্চিৎ এন
আহ্মি নর পাপী হই বর।
পাপীর নৃপ তরাইতে
যদি ভার বাস চিত্তে
তবে কেহে নিস্তারিলা প্রজা মোর
জথ জীব ত্রিভুবনে
সৃজন করিয়াপনে
তুহ্মি জগদম্বা নাম ধর।
পাপী জানি আহ্মি নর
সুস্থ জ্ঞান নাহি কর
জর্ম্মিয়াছি আহ্মি কি জগতান্তর॥
তুহ্মি কৃপা নাহি কৈলে
শুভ নাহি উভ কালে
এহা আহ্মি জানিয়াছি দৃঢ়।
যদি হবে নিরসদয়
বাচে কর পরাজয়
তবে শাস্ত হয়ে মোর শাস্ত মূঢ়॥
কহে দাস শ্রীশঙ্করে
জিনিতে নারিবা মোরে
ব্যর্থ অশে কেহে মায়া কর।
বলি আহ্মি জোড়হাতে
তবে পার পরাজিতে
যদি দুর্গানামে মৃত্যু কর মোর॥

ঘোষা।

দুর্গে তারিণি মাং ত্রাণং কুরু ॥

নরকান্তে বোলে মন্ত্রি শুনহ বচন।
অকস্মাৎ বাদ্যশব্দ শুনি কি কারণ ॥
বাদ্যশব্দ শুনিয়া মানসে পাই ভীত।
বুঝি কোন শত্রু আসি হৈছে উপস্থিত ॥
মন্ত্রী বোলে বলিবারে না পারি নিতান্ত।
তত্ত্ব বুঝি আইসউক ক্ষণদার কান্ত ॥
নৃপে বোলে গৃহদ্বারে দেহ কপাট।
কোটোয়াল পাঠাইয়া দেয় নদীর ঘাট ॥
নৃপবাক্য কোটোয়ালে শুনিয়া শ্রবণে।
মন্দিরদ্বারেতে কপাট দিল তৎক্ষণে ॥
আশুগতি নিশিপতি গেল কালীদহে।
সদাগর সম্বোধিয়া দর্পবাচ কহে ॥
পরিচয় দেয় শীঘ্র তুম্মি কোন জন।
নানা যন্ত্রধ্বনি এথা কর কি কারণ ॥
যুদ্ধ হেতু আসিছ কি কহো সমাচার।
ভীত নহি বাসি স্বান্তে বাক্য জান সার ॥
নৃপচমূ দাণ্ডাইছে অস্ত্রপাণি হৈয়া।
ছেদিয়া সভার মুণ্ড দিবে ভাসাইয়া ॥
সত্য বাচ তূর্ণ ব্রহ্ম সাক্ষী করি বিধি।
মিথ্যা কৈলে পাইবে ফল কুলোত্তিষ্ঠ যদি ॥
শ্রীমন্তে বোলে বাক্য শুন নিশীশ্বর।
নৃপ-শত্রু নাহি আহ্মি হই সদাগর ॥
কোটোয়ালে বোলএ প্রতীত নহি স্বান্তে।
ভজমান চিহ্ন দিতে বলিছে নৃকান্তে ॥
ক্ষপাকান্ত-বচন শুনিয়া শ্রীমন্তে।
শুভ্রাম্বর ক্ষেপি দিল উত্তমাঙ্গ হোন্তে ॥
সেই শির-পাক লৈয়া চলে নিশীশ্বর।
উপস্থিত হৈল জথাতে দণ্ডধর ॥
ভূকান্ত নিকটে সেই শির-পাক রাখিয়া।
বলিলেক কোটোয়ালে যুগপাণি হৈয়া ॥
সদাগর হএ সেই নহে আততাই।
ভজমান-চিহ্ন এই দিয়াছে পাঠাই ॥
নিশীশ্বর-বাক্যে হর্ষ হৈল নরপতি।
দাস শ্রীশঙ্করে ভণে ভাবি ভগবতী ॥

রাগ বেলোয়ার।

দেখ রে সখি নন্দের নন্দন কাহ্নু।
রাধা রাধা বলিয়া বাজাএ মোহন বেণু ॥
কটি মাঝে পীত ধটী কিঙ্কিণী সঙ্গিতে।
সুললিত ধ্বনি নূপুর বাজ্যাছে অঙ্ঘ্রিতে ॥
চূড়াটি বান্ধ্যাছে চারু ললাট উপর।
শিখিপুচ্ছ তারোপরে দেখিতে সুন্দর ॥
বেষ্টিত করিয়াছে চূড়া কুসুমাদি ফুল।
চতুর্ভিতে ভ্রমে অলি হইয়া ব্যাকুল ॥

ঘোষা।

দেখ সখি নন্দের নন্দন কাহ্নু ॥

দুর্গানামযুগ্মাক্ষরের মহিমা অপার।
দুরিতেরে ছেদ করে হৈয়া তীক্ষ্ণধার ॥
নৌকা হোন্তে উঠিয়া শ্রীমন্ত সদাগর।
দিব্য পাক বান্ধিলেক শিরের উপর ॥
হিরণ্য-জড়িতাম্বর পরিধান করি।
দোলা আরোহিল সাধু দুর্গামন্ত্র স্মরি ॥
ষষ্ঠদশ মানবে দোলা লইলেক স্কন্ধে।
নৃপ সম্ভাষিতে সাধু চলিল আনন্দে ॥
উপস্থিত হৈল যদি পুরী সন্নিহিত।
দোলা হোন্তে শ্রীমন্ত নামিল ভূমিত ॥
সাধুর রূপ হেরি জথ নগরের নারী।
মানসে জর্জ্জর ভাব দেব সম্বরারি ॥
হস্তিনী নারীএ বোলে শুন প্রাণ-সখি।
স্বান্ত মোর শান্ত নহে সাধুর বক্ত্র দেখি ॥
শঙ্খিনীএ বোলে সখি শুনহ বচন।
পরিহাস করি চল বুঝি সাধুর মন ॥
ভাল বলিয়াছ সখি বলিল চিত্রিণী।
তাহা শুনি ক্রোধ হৈয়া বলিল পদ্মিনী ॥

পদ্মিনীএ বোলে শুন আহ্মার বচন।
পত্যধিক সংসারে না হএ কোন জন ॥
অবিরত ধবাঙ্ঘ্রিতে জেই করে ভক্তি।
কালান্তেতে সে জনের ধ্রুব স্বর্গপ্রাপ্তি ॥
ব্যর্থ পাপ কর কেহ্নে আশু গচ্ছ ঘরে।
হেন সমে বৃদ্ধেক আসিল দণ্ড করে ॥
আঁখি প্রকাশিয়া হেরি সাধুর বদন।
নারীগণ সম্বোধিয়া বোলে তৎক্ষণ ॥
বৃদ্ধা বোলে হেন শ্রদ্ধা করে মোর মনে।
প্রপৌত্রীরে সমর্পণ করিতে সাধুর স্থানে ॥
যোষাবর্গের মানস বুঝিয়া সদাগরে।
অধানন হৈয়া ব্রজ করিল সত্বরে ॥
চলিলেক শ্রীয়পতি জিনি করিগতি।
ভূপতি-সভাতে গিয়া হৈল উপস্থিতি ॥
দূরে থাকি বন্দিলেক পড়িয়া ভূমিতে।
ধীরে ধীরে চলি গেল নৃপ সন্নিহিতে ॥
পুনর্ব্বার চরণে পড়িল শ্রীবাম্বরে।
উত্তিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ এবে বোলে দণ্ডধরে ॥
নৃপতির দক্ষিণ পার্শ্বে বসিছে ব্রাহ্মণ।
করযোড়ে সদাগরে বন্দে দ্বিজগণ ॥
দিব্যাসন আনি দিল সাধুর গোচর।
পঞ্চ পাত্রে বোলে এবে বৈস সদাগর ॥
বহুমূল্য রত্ন সর্ব্ব রাখি হেমাধারে।
ভক্তিক্রমে দিল সাধু ভূপতি গোচরে ॥
স্বর্ণকুম্ভে গঙ্গোদক দিলেক বিস্তর।
দেখিয়া পরমানন্দ হৈল নৃপবর ॥
পাত্র সর্ব্ব সম্ভাষা করিয়া জনে জনে।
করযোড় হৈয়া সাধু বসিল আসনে ॥
বিনয় করিয়া বোলে নৃপ সম্বোধিয়া।
দাস শ্রীশঙ্করে গাএ অপর্ণা ভাবিয়া ॥

রাগ সুহি।

করযোড়ে সদাগর সম্বোধিয়া দণ্ডধর
পুরস্কারে বলিল বিস্তর।
আহ্মি কি বলিব আর অপার মহিমা জার
জার কীর্ত্তি দিগ্‌দিগন্তর ॥
ইন্দু তুল্য মুখখানি সুধা-রস তব বাণী
জ্ঞানে বৃহস্পতি সমসর।
দেখিয়া তোহ্মার বক্ত্র সফল হইল নেত্র
মানসের ভ্রম হৈল দূর ॥
বুদ্ধিবন্ত পাত্রগণ ধীর সব ব্রাহ্মণ
তুহ্মি এট দানে অকাতর।
শুনিছিলু কীর্ত্তি জথ লোক সবের মুখাগ্রত
দেখিলাম নয়নগোচর ॥
বাম পার্শ্বে পাত্রবর্গ দক্ষিণেতে বিপ্র সর্ব্ব
কি কহিবো সভার শোভিত।
জেন রূপ গগনেতে শোভা করে সিন্ধু-সুতে
অশ্বিন্যাদি হইয়া বেষ্টিত ॥
যুধিষ্ঠির নরেশ্বর ধার্ম্মিক আছিল বর
শুনিয়াছি ভারত পুরাণে।
শুন নৃপ কহি ধ্রুব তত্তুল্য প্রকৃতি তব
দেখিলাম বিদিত লোচনে ॥
কহেন শঙ্কর দীনে ডকায় নাহি উমা বিনে
শুন শুন অএ মূঢ় চিত্ত।
দুর্গানাম মহামন্ত্রে স্থিতি করি বক্ত্রযন্ত্রে
রসনা-দণ্ডে বাস্ত কর নিত্য ॥

রাগ গান্ধার।

শ্রীপতির বাক্যে রাজা পুলকিত হৈল।
সদাগর সম্বোধিয়া বলিতে লাগিল ॥
কোন জন হও তুহ্মি কহো সে বৃত্তান্ত।
বাক্য-রস-পাশে বদ্ধ কৈলা মম স্বান্ত ॥
আর না দেখিছি আহ্মি ত্বত্তুল্য চতুর।
পিক-শব্দ জিনি তব বচন মধুর ॥
অনঙ্গ সমান রূপ ধর কলেবরে।
সুধী তুল্য জ্ঞান তোর জর্ম্মিছে শরীরে ॥
ভাগ্যবন্ত পিতা তোর অম্বা ভাগ্যবতী।
ভাগ্যবান্ হএ তোর রাজ্যের নৃপতি ॥
মম রাজ্যে আসিয়াছে ভিন্ন-দেশিগণ।
ত্বৎসদৃশ আহ্মি না দেখিছি একজন ॥

আশু বদ সাধু তুহ্মি কাহার নন্দন।
তব দেশে অধিকার হএ কোন জন॥
কি নাম তোহ্মার বদ বঞ কোন রাজ্যে।
সিংহলেতে আগমন হৈয়াছে কোন কার্য্যে॥
দাস শ্রীশঙ্করে গাএ ভাবি নারায়ণী।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর দুর্গতিনাশিনী॥

রাগ * * *।

আনন্দে ভাব হে সখি গোবিন্দ-পদারবিন্দ।
চিত্ত মোর নহি হএ স্থির হেরিয়া বদন-চন্দ্র॥
অঙ্গ-বেশ করি বসি আছেন হরি
কদম্ব-বিটপী-ডালে।
মুখে মৃদু হাসি বাহে মোহন বাঁশী
রাধা রাধা রাধা বোলে॥
শিরোপরে চূড়া মালতীর বেড়া
শিখিপুচ্ছ তাহে শোভে।
তিলক কপালে বনমালা গলে
দেখি মাত্র মন লোভে॥
করাঙ্গুলোপরে চন্দ্র শোভা করে
তাহে অরুণ-কিরণ।
দশ সিন্ধু-সুত চরণে উদিত
দেখি স্থির নহে মন॥
রসের সাগরে নানা রঙ্গ করে
বাঁশীটি লইয়া করে।
পদে নূপুর সাজে রুনুঝুনু বাজে
খেনে হালি ঢলি পরে॥
ও রূপ দেখিয়া স্থির নহে হিয়া
গৃহ-কাজ তূর্ণ তেজ।
কাজ নাহি এথা চল জাই তথা
গোবিন্দ-চরণ ভজ॥
কহেন শঙ্করে কৃপা কর মোরে
অএ দীনবন্ধু হরি।
জাহ্নবীর বলে আশু জাউক প্রাণ
হরি হর গৌরী স্মরি॥

ঘোষা।

ভজ গোবিন্দ-পদারবিন্দ॥

দুর্গানাম-লিপি যদি বদে গদ গদ।
শ্রোতা পাঠয়িতার আর নাহিক আপদ॥
নরকান্তে বোলে শুন পঞ্চ পাত্রগণ।
মনসিজ সমরূপ সাধুর নন্দন॥
দেখিতে ছাওয়াল অতি বুদ্ধিতে সাগর।
পাত্রে বোলে যথার্থ বলিছ দণ্ডধর॥
তোহ্মার সভাতে হেন না দেখিছি আর।
শাপ হেতু জর্ম্মিয়াছে দেবের কুমার॥
সামান্য মনিষ্য নহে সাধুর তনয়।
নিতান্ত বলিল আহ্মি শুন মহাশয়॥
নৃপবাক্য শুনিয়া বোলয়ে শ্রীমন্ত।
পরিচয় দেহি আহ্মি শুন হে নৃকান্ত॥
বিক্রমকেশরী ভূপ উজানুধিপতি।
শিষ্ট-স্থিতি দুষ্ট-ঘাতী তাহান প্রকৃতি॥
তাহান কীর্ত্তির কেবা দিতে পারে সীমা।
জগতে ঘোষএ জার অপার মহিমা॥
ধনপতি নামে সাধু সে রাজ্যে বসতি।
তাহান নন্দন আহ্মি নাম শ্রীয়পতি॥
পরিচয় দিয়া তবে সাধুর নন্দন।
দুর্গানাম মানসে হইল বিস্মরণ॥
এই হেতু ভবানী হইলেন ক্রোধান্বিত।
দুঃখদশা আসিয়া হইল উপস্থিত॥
আজ্ঞা কৈলেন ভগবতী দুষ্ট-বাণী স্থানে।
অধিষ্ঠান হও তুহ্মি নৃপ-পাত্রাননে॥
ভূপতিএ বোলে শুন অএ পঞ্চ পাত্র।
বড়হি বিখ্যাত হয়ে এই সাধুর পুত্র॥
ভাণ্ডার হোন্তে সর্ব্ব ভক্ষ্য দ্রব্য লৈয়া জাও।
শ্রীপতির বাসা স্থান শীঘ্র করি দেও॥
পঞ্চ পাত্রে বলিলেক সাধু সম্বোধিয়া।
এথাতে আসিলা কোন অর্ণব বাহিয়া॥
সাধু বোলে ভাল বলিয়াছ পাত্রবর।
সে সব বৃত্তান্ত কৈতে স্মৃতি নাহি মোর॥

শুন শুন পঞ্চ পাত্র শুন নরকান্ত।
একে একে কহি আহ্মি সমস্ত বৃত্তান্ত ॥
মুনির ঘাট আদি সপ্তগ্রাম বাহি রঙ্গে।
ত্রিবেণী বাহিলুম জথাধিষ্ঠান দেবী গঙ্গে ॥
গরিয়া রাজার ঘাট বাহিয়া কুতুহলে।
কমলার ঘাট আদি বাহিলু চপলে ॥
মকরাতে আসি যদি হৈলুম উপস্থিত।
বাউ বৃষ্টি হেতু কিছু তথা পাইলুম ভীত ॥
কড়িদহে কড়ি তুলি লইলুম সত্বর।
শঙ্খদহে শঙ্খ প্রাপ্তি হৈয়াছে বিস্তর ॥
জলোকাদিগাভিম্ দহ সত্বরে বাহিয়া।
উপস্থিত হৈল ডিঙ্গা সিমাদহে গিয়া ॥
সর্ব্ব নদী বাহিলাম হৈয়া হরষিত।
কালীদহে আসিয়া দেখিলুম বিপরীত ॥
পঙ্কোদ্ভব-দলমধ্যে বসিয়া সুন্দরী।
আনন্দে খেলাএ বামা গজরাজ ধরি ॥
খেনে গ্রাসে ক্ষণে হাসে করে নানা রঙ্গ।
দেখিয়া আহ্মার গুরু জার্ম্মিল আতঙ্ক ॥
আর কিছু বিপরীত দেখিলু তথাএ।
একে একে কহি আহ্মি শুন মহাশএ ॥
দাস শ্রীশঙ্করে গাএ ভাবি ভগবতী।
কৃপা কর জগদম্বে ময়াধম প্রতি ॥

রাগ পাহিরা।

নিবেদন শুন দণ্ডধারী।
কালীদহে সরোরুহে
পঙ্কজাভরণ দেহে
বসিয়াছে পরম সুন্দরা ॥
ক্ষণে করী ধরি গ্রাসে
ক্ষণে অট্ট অট্ট হাসে
ক্ষণে গজ উদ্গারিয়া পেলে।
সাইচান্ কৌতর সঙ্গে
এক স্থানে বঞ্চে রঙ্গে
ভোগীর সহিতে ভেকে খেলে ॥
কোনখানে খাএ খেলা
ব্যাঘ্র মহিষে করি মেলা
মূষিকের সহিতে মার্জ্জারে।
কালীদহ-নীরোপরে
বিরাজে বসতি করে
চল তথা দেখাবো তোহ্মারে ॥
ভণে দাস শ্রীশঙ্করে
দেবী ত্রাণ কর মোরে
কৃতান্তের গুরু ভীতি হোস্তে।
সাধুর বচন শুনি
নরেশ্বরে বোলে পুনি
প্রতীত না জাএ মম স্বান্তে ॥

মালসী।

একবার শ্রবণে শুনি দুর্গানাম কর ধ্বনি।
দুর্গা ভজ দুর্গা পূজ দুর্গা বল পুনি পুনি ॥
গদক্রমে দুর্গা নাম বক্তে বদ ভক্ত জ্ঞানী।
অঙ্গেরাজ্য হ্রস্ব পাএ শ্রবণ মাত্র নামখানি ॥
সত্ব রজে নিত্য পূজে নামের কিছু মর্ম্ম জানি।
দুর্গামন্ত্র জপিয়া যোগেন্দ্র হৈলেন শূলপাণি ॥
জেই জীবে নিত্য ভাবে দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
বিমানেতে আরোহিয়া সে জাবে কৃতান্ত জিনি ॥
ভবানীশঙ্করে বোলে জখন আহ্মার
জাবে প্রাণী।
তখনি শুনিব আহ্মি দুর্গানাম মধুর বাণী ॥

ঘোষা।

ত্রাহি দুর্গানাম কর ধ্বনি ॥

দুর্গানাম স্মরিয়া জাহার মৃত্যু হএ।
শ্রাদ্ধদেবাধীন সেই না হএ নিশ্চএ ॥
রাজা বোলে শুন বাক্য সাধুর নন্দন।
প্রতিজ্ঞা করহ কমলা দেখাইবে অখন ॥

শ্রীমন্তে বোলে যদি নারি দেখাইতে।
সর্ব্ব ধন দিব আহ্মি তরণী সহিতে॥
মসানেতে আহ্মারে করিয় বলিদান।
আপনে প্রতিজ্ঞা কর রাজা শালবাণ॥
যদ্যপিহ হও রাজা সিংহলাধিকারী।
তব সর্ব্ব রাজ্যের মূল্য এথা দিতে পারি॥
কমলেতে কুমারী আপনে যদি পশ্য।
রাজ্য সমে সিংহাসন আহ্মারে দিবাবশ্য॥
নৃপে বোলে যদি কন্যা দেখাইতে পার।
রাজ্যার্দ্ধেক দদস্থিব শূণ হে কুমার॥
সত্য সত্য বলিয়া প্রতিজ্ঞা কৈল উভ।
পাত্রে বোলে বাক্য ব্যর্থ নহে জেন ধ্রুব॥
সাক্ষী কর দণ্ডধর ধর্ম্মবস্ত ত্রয়।
সাধু বোলে কিছু মাত্র নাহি মোর ভয়॥
সাক্ষী কৈল দণ্ডধরে ত্রয় জ্ঞানবস্ত।
সাক্ষী লোক সাক্ষী হৈল জিজ্ঞাসি শ্রীমন্ত॥
সাধু বোলে সাক্ষী হও নাহিক সন্দেহ।
পরাজয় হৈলে আহ্মি দিবোত্তম দেহ॥
দাস শ্রীশঙ্করে গাএ ভাবি জগদম্বে।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ মোর কর অবিলম্বে॥

ইতি সোমবাসরে দিবাপালা সমাপ্ত॥

মালসী।

ত্রাহি মাং তারিণি শমন-ভয় হোতে॥
শরণ লইলু বনজাঙ্ঘ্রিতে।
মা হএ উচিত শমন-হস্তেত
শরণাগতেরে যন্ত্রণা দিতে॥
শমনের চর গমন সত্বর
আসিব আহ্মার কাল অন্তেতে।
করেতে বান্ধিয়া কেশেতে ধরিয়া
ভেটিবেক নিয়া যম জথাতে॥
মানস দুরন্ত বিলয়া দুস্কৃত
সুকৃত না কৈল ভ্রমক্রমেতে।
কিছু মাত্র আর উকা[র] নাহি মোর
সিন্ধান্ত দিবারে কৃতান্ত সাতে॥
ছাড়িয়া কপট বিষম সঙ্কট
ত্রাণ না করিলে কোন রূপেতে।
এই ত্রিভুবনে জননী বিহীনে
সুহৃর বান্ধব আছে কথাতে॥
দাস শ্রীশঙ্করে করি করজোরে
এই ভিক্ষা মাগে তুয়া পদেতে।
দেহি এই বর মৃত্যু হোক মোর
দুর্গামন্ত্র ধ্বনি করি বক্ত্রেতে॥

ঘোষা।

শমন-ভয় ত্রাহি মাং তারিণি॥

দুর্গানাম-লিপি কণ্ঠে জে করে ধারণ।
অন্তে হংস করি জাএ কৈলাস ভুবন॥
শ্রীপতির সঙ্গে রাজা প্রতিজ্ঞা করিয়া।
কালীদহে চলিলেন নৌকা সাজাইয়া॥
নৃপ বোলে শুন বাক্য সাধুর নন্দন।
তূর্ণব্রজে তরণী করহ আরোহণ॥
এ বলিয়া শ্রীপতিকে করিয়া সঙ্গতি।
দ্রুতব্রজে তরণ্যারোহিল ক্ষৌণীপতি॥
কালীদহে গেল যদি রাজা শালবান।
ত্যাগি মায়া হরজায়া হৈলা অন্তর্ধান॥
একাদৃষ্টে নরকান্তে নিরক্ষএ জল।
কেবল তরঙ্গ দেখে না দেখে কমল॥
নৃকান্তে বোলেন শুন সাধুর নন্দন।
কথাতে কুমারী কথা সরোরুহ-বন॥
অদ্যাপিহ ভালো আছে শুন আহ্মি কহি।
মিথ্যা বাচ ত্যাগ কর এবে সত্য ব্রূহি॥
সাধু বোলে যোষাম্বুজ এথানে আছিল।
অথনে না দেখি বুঝি বিধি বিড়ম্বিল॥
কোটোয়াল-স্থানে আজ্ঞা কৈলেন ক্ষিতিপতি।
বন্ধন করহ এবে সাধুর সন্ততি॥
সাধু বোলে কমল আছিল এইথানে।
জোয়ারে ডুবিয়া রৈছে বুঝি অনুমানে॥

শ্রীমন্ত-বচন শুনিয়া দণ্ডধরে।
লোহ কণ্টক দিয়া নৌকা রাখে নীরোপরে ॥
উদ্‌বৃদ্ধ সলিল যদি গেল নিজ স্থানে।
নীর নিরক্ষিয়া বোলে রাজা শালবাণে ॥
শুন শুন মিথ্যাবাদী শ্রীমন্ত বাণিয়া।
কথাতে কমল মোরে দেও দেখাইয়া ॥
পশ্য পশ্য কর্ণধার কালীদহের জল।
ধর্ম্ম উদ্দেশিয়া বোল কথাতে কমল ॥
কর্ণধারে বোলে আহ্মি না দেখি অম্বুজ।
নৃপে বোলে বন্ধন কর ধনপত্যাত্মজ ॥
পুনর্ব্বার বোলে সাধু বিনয় করিয়া।
ভণে দাস শ্রীশঙ্করে অপর্ণা ভাবিয়া ॥

রাগ পাহিরা।

রাজা, অপরাধ ক্ষম দণ্ডধর।
মিথ্যা বাক্য নহে পুনি
দৃষ্টিপূতা সীমন্তিনী
দেখিয়াছি পদ্মদলোপর ॥
কি আর বলিব রাজা
বিধি মোরে দিল লজ্জা
শুন শুন অএ দণ্ডধর।
কৃপা কর নরনাথ
হইলু শরণাগত
রক্ষা কর জানিয়া কিঙ্কর ॥
গোকুলে গোবিন্দ-ভএ
দণ্ডী নৃপ মহাশএ
ভীমের শরণাগত হৈল।
বান্ধব মাধব সনে
মহাযুদ্ধ কৈল রণে
দণ্ডীরে ছাড়িয়া নহি দিল ॥
মহা জ্ঞানবন্ত তুহ্মি
তোহ্মা কি বুঝাবো আহ্মি
জার কীর্ত্তি দিগদিগান্তর।

এই মতে সদাগরে
বিস্তর কাকুতি করে
নৃপ স্থানে করি যোড় কর ॥
ভবানীশঙ্করে ভণে
ভাবি দেখিলাম মনে
দুর্গানাম যুগ্মাক্ষর সার।
দুর্গা দুর্গেতি বাণী
নিত্য বক্ত্রে কর ধ্বনি
দুষ্কৃতির উদ্ধার নাহি আর ॥

মালসী।

ভক্তি করি বদ বক্ত্র ভরি
ত্রাহি শঙ্কর শঙ্করি।
মুদিয়া লোচন সদা কর ধ্যান
দিগম্বর দিগম্বরী ॥
বিষয়-গরলে কেহে রক্ত হৈলে
রস-পিউস পাসরি।
হইলে কালান্ত আসিয়া কৃতান্ত-
দূতে নিবে লেসে ধরি ॥
বান্ধি বন্ধে বন্ধে ত্যাগিবেক অন্ধে
নানা প্রকারে প্রহারি।
কুণ্ডের উপরে উত্তিষ্ঠিতে নারে
শিরে মারে বজ্র-বারি ॥
ঘটিছে নিকট বিষম সঙ্কট
এবে ভজ হরগৌরী।
কহেন শঙ্কর পতিত জনের
বান্ধবেশান ঈশ্বরী ॥

ঘোষা।

ভজ ত্রাহি শঙ্কর শঙ্করী ॥

দুর্গানামযুগ্মাক্ষর হৈয়াছে কারণ।
জীব সর্ব্ব ভব হোস্তে হইতে মোচন ॥
পুনর্ব্বার বোলে সাধু করি করজোর।
শরণ লইলু পদে রক্ষ এ কিঙ্কর ॥

নিতান্ত অম্বুজে আহ্মি দেখিছি সুন্দরী।
অখনে কথাতে গেল বলিতে না পারি॥
অপরাধ ক্ষমা কর সিংহলের কান্ত।
মিথ্যা নহে বামাম্বুজ দেখিছি নিতান্ত॥
নৃপে বোলে অপি তোর বাক্য নহে সত্য।
বিগুমানে না দেখিলে বাক্য নহি সত্য॥
শুন শুন নিশীশ্বর আহ্মার বচন।
বিলম্ব না করহ সাধু করহ বন্ধন॥
জেন মাত্র এই আজ্ঞা কৈল দণ্ডধরে।
ঝাম্প দিয়া ক্ষপাকান্তে ধরে সাধুর করে॥
একে একে কাড়ি লএ সর্ব্ব অলঙ্কার।
সাধুর বিপত্তি দেখি কান্দে কর্ণধার॥
পাশে বান্ধে হস্ত পদ করি একত্তর।
নৌকার কোণে বান্ধি রাখে জেহেন তস্কর॥
সাধুরে বান্ধিয়া রাজা বাহিয়া তরণী।
পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল নৃপমণি॥
তদন্তরে কোটোয়ালে সাধু লৈয়া জায়।
উপনীত হৈল গিয়া ভূপতি-সভায়॥
কোটোয়ালে বোলে রাজা শুন নিবেদন।
কথাতে রাখিব নিয়া সাধুর নন্দন॥
রাজা বোলে কার্য্য নাহি তাহারে রাখিয়া।
মসানেতে দুষ্ট সাধু আশু কাট নিয়া॥
নৃপবাক্যে ধরিয়া তুলিল সদাগর।
সাধু বোলে নিবেদন শুন দণ্ডধর॥
ভবানীর পদাম্বুজ-মকরন্দ আশে।
অলি প্রাএ ঘুমিয়া রৈয়াছে শঙ্করদাসে॥

রাগ গান্ধার।

শ্রীমন্তে বোলে রাজা শুন নিবেদন।
অবিচারে প্রাণী মোর লও কি কারণ॥
অবলা দেখ্যাছি সত্য কমল উপরে।
শরণ লইলু এবে রক্ষা কর মোরে॥
নৃপে বোলে তবে প্রাণী রাখিব তোহ্মার।
মিথ্যা কৈলা হেন তুহ্মি বোল একবার॥
সাধু বোলে পঙ্কজেতে পরম সুন্দরী।
দেখিয়াছি এখন মিথ্যা বলিতে না পারি॥
চিরজীবী নহি মৃত্যু আছএ সর্ব্বথা।
কেনে বা অর্জ্জিব পাপ কৈয়া মিথ্যা কথা॥
মিথ্যা বাচ মমাননে না হবে প্রকাশ।
ভবানীশঙ্করে ভণে অভয়ার দাস॥

মালসী।

ত্রাহি ত্রাহি মাং তারিণি জননি॥ ধুয়া॥

ত্রাহি মাং তারিণি দুর্গে ত্রাহি মাং তারিণি।
তুষ্কৃতির মূলাধার তুহ্মি সনাতনী॥
ধর্ম্মপন্থ নানা মত যগুপিহ জানি।
কদাচিত নহে রত মানস বৃজিনী॥
অধর্ম্মেতে অন্ধে ব্রজ জানিএ নিতান্ত।
নিত্য তাহে রত হএ মন্নাধম স্বান্ত॥
সর্ব্ব জীবের ঘটে ঘটে বসতি তোহ্মার।
জাহে ইচ্ছা তাহে কর উপাএ নাহি আর॥
নরাধম দাস জ্ঞানে না কৈলে করুণা।
যম-চরে ধ্রুব মোরে করিবে তাড়না॥
শঙ্করদাস প্রতি অম্বে কৃপাং কুরু কিন্তু।
দুর্গামন্ত্র জপি বক্তে, আশু হোক মৃত্যু॥

ঘোষা।

ত্রাহি মাং তারিণি দুর্গে ত্রাহি মাং তারিণি॥

দুর্গানামযুগ্মাক্ষর বৃজিনের অরি।
সুধারস জ্ঞানে নিত্য বদ বক্তু ভরি॥
রাজা বোলে শুন বাক্য অএ পঞ্চ পাত্র।
বুঝিতে না পারি আহ্মি সাধুর চরিত্র॥
আত্মা রক্ষিবারে চাহে মিথ্যা নহি কহে।
বরহি টেটন হএ সাধুর তনএ॥
ছেদ কর মুণ্ড তার বর মিথ্যাবাদী।
সাধু বোলে দৈবে আহ্মি হৈছি অপরাধী॥

অবশ্য দেখিছি আহ্মি অম্বুজেতে নারী।
মানসে প্রতীত কর সিংহলাধিকারী ॥
কমল না দেখি তোহ্মা জেই জনে ভাণ্ডে।
তাহার নিবাস হৌক নরকাদি কুণ্ডে ॥
সত্য মিথ্যা বিধাতাএ করিবেন বিচার।
সত্যে বধ কৈলে বদ কি গতি তোহ্মার ॥
মরণ ইচ্ছিল আহ্মি মিথ্যার কারণে।
তথাপিহ প্রতীত না হএ তোহ্মার মনে ॥
অপরাধ বিনে শাস্তি করে জেই নরে।
সপিতৃ সহিতে সেই অন্ধ ভোগ করে ॥
রাজা বোলে দুষ্ট সাধু শীঘ্র কাট নিয়া।
তার বাচে ভেদে অঙ্গ শাল প্রায় হৈয়া ॥
সাধু বোলে কাটিতে জে কথ বড় কথা।
তব অপযশ ভবে রহিব সর্ব্বথা ॥
জানিলাম নিতান্ত তুহ্মি বর নিদারুণ।
এথেক কাকুতি কৈলু না হৈলে করুণ ॥
বুঝি তব হস্তে মৃত্যু কর্ম্মে হৈছে লিপি।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত মোর শুনু ক্রহি অপি ॥
ক্ষণদান্তে তিমিরারি প্রকাশ সময়।
স্বপ্ন দেখিয়াছি আহ্মি শুন মহাশয় ॥
আনন্দে বসিছি আহ্মি দিব্যাসনোপরে।
অকস্মাৎ স্কন্ধে মোরে লৈল করিবরে ॥
করিস্কন্ধ হোন্তে আরোহিলুম হয়পৃষ্ঠে।
বাটে বাটে মঙ্গল হেরিলুম একদৃষ্টে ॥
দক্ষিণে দাণ্ডাই আছে সামশ্রুতি দ্বিজ।
বৎসযুক্তা ধেনু মৃগ করিয়াছে ব্রজ ॥
বাম পার্শ্বে শিবা সব দেখিলুম নয়ন।
ধববতী বোবা জাএ কুম্ভে লৈয়া বন ॥
সরক্তক মেদ আহ্মি দেখিয়া বিদিতে।
তদন্তরে আরোহণ কৈল তরণীতে ॥
এই মতে চারু স্বপ্ন দেখিলুম বিদিতে।
সর্ব্ব ভণ্ড হৈল মম কর্ম্মবিপাকেতে ॥
শ্রীপতির বাক্য শুনি বোলে নরেশ্বরে।
কেবল মিথ্যার ভাণ্ড তোহোর উদরে ॥
কেহ্নে চিন্তা পাও স্বপ্ন না হইবে ভণ্ড।
ফল প্রাপ্তি হবে অথন ছেদ গেলে মুণ্ড ॥

সাধু বোলে শ্লেষ কেহ্নে কর দণ্ডধারী।
অথ কিছু দৈবে করে কি বলিতে পারি ॥
কৃপাকান্ত স্থানে রাজা বোলে উচ্চস্বরে।
মসানেতে কাট সাধু খড়্গ লৈয়া করে ॥
সাধু বোলে তবাধীন শরীর আহ্মার।
জাহে ইচ্ছা তাহে কর বন্ধু নাহি আর ॥
নৃপবাক্যে কোটোয়ালে স্বান্তে ভীত পাইয়া।
মসানে লৈ জাএ সাধু গলে পাশ দিয়া ॥
সাধুর বিপত্তি দেখি নগরের নারী।
বয়ান বাহিয়া পড়ে নয়নের বারি ॥
সাধুর বক্ত্র হেরিয়া ক্রন্দন করে অতি।
দাস শ্রীশঙ্করে ভণে ভাবি ভগবতী ॥

রাগ মাউরী।

কেহ্নে বিধি হইলে বিমুখ।
এথেক অবস্থা করি মসানে লৈ জাএ ধরি
শরীরে না সহে শিশুর দুঃখ ॥
দেখিয়া সুন্দর মুখ দাহ হএ মোর বুক
চিত্ত আহ্মি নারি ধরাইতে।
হেন শিশু কাটা জাএ শুনে জদি তার মাএ
সেই চিত্ত ধরাবো কেমতে ॥
চল নৃপ স্থানে জাই বিনয় করিয়া কহি
মুক্ত করি সাধুর সন্ততি।
আর এক নারী কহে মোর মনে নহি লয়ে
না শুনিব দুরন্ত নৃপতি ॥
কুবুদ্ধি জন্মিছে তার নষ্ট হৈবে দুরাচার
হেন শিশু কাটিবারে বোলে।
ধন বৃত্তি সর্ব্ব দিয়া কুমারেরে ছোরাইয়া
শ্রদ্ধা করে লৈয়া বক্ষি কোলে ॥
এই মতে সর্ব্ব নারী সাধুর বদন হেরি
ক্রন্দন করএ মন্দস্বরে।
সাধু বোলে অথাগণ ব্যর্থ খেদ কর কেন
বিধি বাদী হৈয়াছে আহ্মারে।

দাস শ্রীশঙ্করে কহে দেবী-পদ-সরোরুহে
মন মোর রহোক বিরাজে।
পঙ্কোত্তব পাই জেন হইয়া আনন্দ মন
মকরন্দ পিয়ে অলিরাজে॥

ঘোষা।

মহীরাবণায়ে রাম লক্ষণ ধরি লৈয়া জায়ে।
মায়া করি নিশাচরে
আসিয়া ত্রিযামাকালে
বলি দিতে লৈ গেল ত্বরায়ে॥
মানসেতে ত্রাস পাইয়া
ক্ষিতিতে পতন হৈয়া
ছন্নমনে করে অশ্রুপাত।
হা হা দীনবন্ধু হরি
আহ্মা সবা অনাথ করি
কেহ্নে হরি নিল অকস্মাৎ॥
কান্দয়ে সুগ্রীব কপি
ত্রাহি রামচন্দ্র জপি
রামে, মোর হেতু বধে বালিরাজ।
কৃপা করি কিষ্কিন্ধ্যাতে
রাজ্য দিল রঘুনাথে
আহ্মি ত না কৈল কোন কাজ॥
বিভীষণে বোলে ভাই
আহ্মার উপায় নাহি
ছাড়িয়া গেল রাম গুণনিধি।
রাবণের ভয় পাইয়া
এথাতে আসিলু ধাইয়া
উভ কুল শূন্য কৈল বিধি॥
দাস শ্রীশঙ্করে ভণে
কিঙ্করের কিঙ্কর জ্ঞানে
মোরে কৃপা কর রঘুনাথে।
উমাচ্যুত ত্রিলোচন
এক ব্রহ্ম করি জ্ঞান
মৃত্যু হোক জাহ্নবী-বনেতে॥

ঘোষা।

রামচন্দ্র ধরি লৈয়া জাএ॥
দুর্গানামযুগ্মাক্ষর বদ নিরবধি।
কৃতান্তের দণ্ড হোন্তে নিস্তার হবে যদি॥

মসানে লৈ জাএ সাধু করিয়া বন্ধন।
সাধুর সঙ্গতি লোকে করএ ক্রন্দন॥
মসানেতে তোহ্মারে লৈ জায়ে ক্ষপাপতি।
ত্রাহি আহ্মা সভার হইবে কোন গতি॥
বিস্তার সাগর আর না হইব পার।
স্ত্রী-পুত্রানন না দেখিব পুনর্ব্বার॥
গুরু আশা করি আইল তোহ্মার সঙ্গতি।
বিধাতা করিল তোহ্মার এথেক দুর্গতি॥
উভ কুল শূন্য হৈল না দেখি উফায়।
এ বলিয়া ভৃত্যাগণে কান্দে দীর্ঘরায়॥
সাধু বোলে কি করিব কপালের লিখন।
শুভাশুভ কদাচিত না জাএ খণ্ডন॥
আহ্মার ভরসা ত্যাগ কর মানসেতে।
নৃপাধীন হইয়া বঞ্চহ সিংহলেতে॥
এ বলি রোদনা করে সাধুর ছাওয়ালে।
গলে রজ্জু দিয়া টানি লৈ জাএ কোটালে॥
তিল তুলসী কুশ তাম্রাধারে লৈয়া।
ঋত্বিকে করিলেন গতি দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া॥
পাছে পাছে কর্ণধার করিল গমন।
উপস্থিত হইলেক মসান ভুবন॥
ঘোর অন্ধকার তাতে অতি ভয়ঙ্কর।
ভূত পিশাচ তথা বঞ্চে নিরন্তর॥
শিবা সৌনী শকুনীয়ে বিস্তারি আনন।
আনন্দিতে মৃতা মেদ করএ ভক্ষণ॥
কোলাহল শব্দ তথা করে অনুক্ষণ।
মানসে পাইল ভয় সাধুর নন্দন॥
কর্ণধার সম্বোধিয়া বোলে শ্রীয়পতি।
দাস শ্রীশঙ্করে গাএ ভাবি ভগবতী॥

করুণ ভাটিয়ার।

কান্দে সাধু ভীতি পাই মনে।
দুরন্ত নৃপতি-ভয়ে দেহ মোর স্থির নহে
পন্থ আহ্মি না দেখি নয়নে ॥
শুন শুন কর্ণধার মম আশা ত্যাগ কর
আশু নৌকা কর আরোহণ।
বিলম্ব না কর আর মৃত্যুর বৃত্তান্ত মোর
কহো গিয়া জননী সদন ॥
সাধুর বচন শুনি কর্ণধারে বোলে পুনি
কেহ্নে হেন কৈলে বিবেচনা।
জখনে সম্বাদ পাবে কাল ব্যাজ না করিবে
ততক্ষণে মরিবে খুল্লনা ॥
সাধু বোলে সুধী লৈয়া অম্বার নিকটে গিয়া
বুঝাইয় শাস্ত্রোক্ত বচনে।
জেই রূপে স্থির হয়ে শোকানলে দগ্ধ নহে
মম্মাধম সুহ্মর কারণে ॥
যদ্যপি মসানে মরি শুরু ভীতি নহি করি
এক দুঃখ রৈল মানসেতে।
মম মৃত্যু-বার্ত্তা শুনি দেহে স্থির করি প্রাণী
জননীয়ে বঞ্চিব কেমতে ॥
ভবানীশঙ্করে ভণে ভাবি দেখিলাম মনে
দুর্গানাম যুগ্মাক্ষর সার।
দুর্গা দুর্গেতি বাণী নিত্য বক্তে কর ধ্বনি
দুষ্কৃতিরোকায় নাহি আর ॥

বিষ্ণুপদ।

হরিহর * * * দয়ার ঠাকুর
তুহ্মি সে অনাথের বন্ধু।
কাল-ভীতি পাই ডাকি পরিত্রাহি
শুন হে করুণাসিন্ধু ॥
এই ভব মাঝে কেবল অকাজে
মানবজর্ম্ম হৈল মোর।
মিথ্যা বিষয়েত নিত্য হৈয়া রত
মন হৈল এনে জর ॥
বুঝিলু নিতান্ত হইলে কালান্ত
প্রহারিয়া যমদণ্ডে।
কয়েতে বান্ধিয়া লেসেতে ধরিয়া
ক্ষেপিবেক অন্ধ কুণ্ডে ॥
শঙ্করদাসে ভণে দাসের দাস জ্ঞানে
কৃপা কর দীননাথে।
হরি হর গৌরী বক্তে ধ্বনি করি
মৃত্যু হোক জাহ্নবীতে ॥

ঘোষা।

হরি তুহ্মি সে অনাথের বন্ধু ॥

দুর্গানামযুগ্মাক্ষর জে করে স্মরণ।
আশুক্রমে ধ্বংস পাএ সর্ব্বাঙ্গের এন ॥
এই মতে সাধুর সুতে কান্দিয়া কান্দিয়া।
পুনর্ব্বার বলিল কাণ্ডার সম্বোধিয়া ॥
কাকু করি বলি আহ্মি শুন সাবধানে।
আর কিছু নিবেদন করিয় মায়ের স্থানে ॥
বিনয় করিয়া বলিয়াছে তোহ্মার পুত্রে।
এক লোক পাঠাইয়া দিতে গয়াক্ষেত্রে ॥
মসানেতে কাটে মোরে দুষ্ট নিশিপতি।
গয়াশ্রাদ্ধ বিনে মোর নাহি শুভগতি ॥
কর্ণধারে বোলে আহ্মি কিরূপে জাইব।
শুনি মাএ এ বৃত্তান্ত আত্মবধী হৈব ॥
করে করে সমর্পণ করিছে তোহ্মারে।
ভালো মোরে বোল সাধু সম্বাদ দিবারে ॥
প্রতিজ্ঞা-বচন শুন সাধুর কুমার।
তোহ্মার জে গতি হএ সে গতি আহ্মার ॥
এই মতে কান্দে সাধু কাণ্ডার সহিতে।
দর্পবাচে নিশীশ্বরে লাগিল বলিতে ॥
কেবল নির্ব্বোধ তুহ্মি ব্যর্থ কর শোক।
এই ক্ষণে তোহোর হইবে পরলোক ॥
তীক্ষ্ণাসি করেতে মোর পশ্চ শ্রীমন্ত।
সাধু বোলে ইহা আহ্মি জানিছি নিতান্ত ॥
অবশ্য ছেদিব মোরে লৈয়া তীক্ষ্ণ অসি।
একখানি নিবেদন করিতে ভয় বাসি ॥

করযোড়ে বলি আহ্মি যদি আজ্ঞা কর।
পিতৃ সভার তরে কিছু দিতে পারি নীর॥
সাধুর কাকুতি-বাক্য শুনি ততক্ষণ।
হস্ত পদ হোস্তে মুক্ত করিল বন্ধন॥
চতুর্ভিতে লৌহ জাল দিল বেড়াইয়া।
বাহিরে রহিল চমূ অস্ত্রপাণি হৈয়া॥
পরিধান করিয়া জে যুগ্ম পূতাম্বর।
সলিলেতে নামিল শ্রীমন্ত সদাগর॥
উদকেতে স্নান করি সাধুর নন্দনে।
অশ্বক্রান্তে ইতি মন্ত্র উচ্চারি বদনে॥
মৃত্তিকা ভূষিত সাধু করি সর্ব্ব অঙ্গে।
পুনর্ব্বার কৈল স্নান স্মরি ত্রাহি গঙ্গে॥
জাহ্নবী-চরণে স্তুতি করে একমনে।
দুর্গার পদ ভাবিয়া শঙ্করদাসে ভণে॥

রাগ মাউরী।

ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি মাং জাহ্নবি।
কম্পে সর্ব্ব কলেবর ভীতি পাই শমনের
করযোড়ে তুয়া পদ ভাবি॥
তুয়া নীর ভক্ষি কিন্তু যদি জীবের হয়ে মৃত্যু
শ্রাদ্ধদেবাধীন সেহ নহে।
ধ্বংস করি সর্ব্ব এন রথে হৈয়া আরোহণ
নির্জ্জরার স্থানে চলি জায়ে॥
এমনি পবিত্র বনে ত্যাগি আহ্মি ভাগ্যহীনে
কেহ্নে আসিলাম সিংহলেতে।
মম সম গুরু পাপী বুঝি ভবে নাহি ক্ষাপি
মৃত্যু হএ মসানভূমিতে॥
ময়াধমের পূর্ব্বজর্ম্মে অয়ং লিপি ছিল কর্ম্মে
কি করিব ব্যর্থ খেদ করি।
দাসের দাস জ্ঞান করি কিঞ্চিত লোচনে হেরি
ত্রাহিং মাং ত্রাহি মাং সুরেশ্বরি॥
কহেন শঙ্কর দীনে উপা[য়] নাহি তুহ্মি বিনে
এই বাঞ্ছা করি মানসেতে।
গঙ্গাচ্যুত হর-গৌরী এক ব্রহ্ম জ্ঞান করি
মৃত্যু হৌক তব সলিলেতে॥

ঘোষা।

ত্রাহি ত্রাহি মাং জাহ্নবি গঙ্গে॥

দুর্গানামযুগ্মাক্ষর জেই জনে স্মরে।
কিল্বিষে তাহার দেহ 'আশ্র[য়] নহি করে॥
জাহ্নবীর পঙ্কজাঙ্ঘ্রি, করিয়া স্তবন।
পুনর্ব্বার স্নান কৈল সাধুর নন্দন॥
স্নান করি শ্রীমন্তে ভাবে মানসেতে।
পিতৃ বর্ত্তমানে তর্পণ করিব কেমতে॥
ক্ষণান্তরে সদাগরে বুদ্ধি কৈল স্থির।
ইহ জর্ম্মে আর আহ্মি নহি দিব নীর॥
দুর্ল্লভ মানবজর্ম্ম জাএ আজু হোনে।
পিতৃ মাতৃ তরে জল দিব কোন জনে॥
ঋত্বিক্ সম্বোধিয়া সাধু বোলে করজোরে।
তর্পণ করিব আহ্মি তড়াগের নীরে॥
যজমান-বাক্য শুনি কুলপুরোহিতে।
তিলাদি দিলেক হস্তে তাম্রাধার সহিতে॥
মূলমন্ত্রে নিজ শিখা করিয়া বন্ধন।
কুশহস্ত হৈয়া সাধু করএ তর্পণ॥
দ্বিজ-বদনোক্ত বাক্য উচ্চারিয়া বক্ত্রে।
ক্রন্দননয়নে তর্পণ করে সাধুর পুত্রে॥
পিতামহ মাতামহ আদি পিতৃগণ।
ক্রমে ক্রমে দিল সাধু তর্পণের বন॥
পুনর্ব্বার সলিল লইয়া তাম্রাধারে।
রোদন করিয়া বোলে সাধুর কুমারে॥
শুন পিতা ধনপতি মোর নিবেদন।
অমুহস্তে ডাকি আহ্মি তোহ্মার নন্দন॥
এ পাপ কপালে মোর ছিল পাপ লেখা।
উদ্দেশি আসিল পদ না হইল দেখা॥
সম্বাদ না পাইল ওথা আহ্মার জননী।
কমল না দেখি মোরে কাটে নৃপমণি॥
কি করিব এই কর্ম্মে আছিল লিখন।
পুত্র-হস্তের জল কিছু করহ গ্রহণ॥
শুন জনার্দ্দন গুরু বলিয়ে তোহ্মারে।
আহ্মি নরাধম শিষ্যে ডাকি করজোরে॥

মূর্খত্ব খণ্ডিল মোর তোহ্মার প্রসাদে।
কোন কার্য্য করিতে নারিলু তুয়া পদে ॥
কালপ্রাপ্তি হএ মোর মসানভুবন।
কিছু তর্পণের বন করহ গ্রহণ ॥
নিবেদন শুন মোর লহনা বিমাতা।
সেবিতে নারিলু পদ বাদী হৈল ধাতা ॥
কি করিতে পারি এই কর্ম্মের লিখন।
কিছু মাত্র গৃহ্ণ মাতঃ পুত্র-হস্তের বন ॥
শুনহ দুবলা ধাত্রি আহ্মার বচন।
পুত্র তুল্য করি মোরে করিছ পালন ॥
ব্যর্থ সে পালনা কৈলা আহ্মি অধমেরে।
কোন কার্য্য কৈল আহ্মি তোহ্মবা সভারে ॥
বিস্তর রহিল দুঃখ কি করিতে পারি।
কিছু মাত্র গৃহ্ণ মোর তর্পণের বারি ॥
পিতৃ আদি বন্ধুবর্গ সকলি তর্পিয়া।
অবশেষে দেহি জল জননী বলিয়া ॥
বিস্তর নিষেধ কৈলা আহ্মি দুরন্তেরে।
বাক্য লঙ্ঘি আসিলু মসানে মরিবারে ॥
না বুঝিয়া তুয়া বাক্য করিলু লঙ্ঘন।
তার ফল বিধি মোরে ঘটাইলে এখন ॥
জর্ম্মিলে মরণ আছে ভীতি নাহি তার।
তোহ্মার চরণ না দেখিলু পুনর্ব্বার ॥
হা হা রে দারুণ বিধি খেদ রৈল মনে।
কিরূপে বঞ্চিব মাএ আহ্মার মরণে ॥
খেদ করি কি করিব কর্ম্মলিপি ছিল।
পুত্র-হস্তে গৃহ্ণ কিছু তর্পণের সলিল।
পিতৃতর্পণ করি তবে সাধুর নন্দন।
পুনর্ব্বার করে সাধু রাঘবতর্পণ ॥
আব্রহ্ম ভুবন ইতি মন্ত্র পাঠ করি।
ক্রমে ক্রমে দিল সাধু নীর তিলাঞ্জলি ॥
এই মতে তর্পণ করএ শ্রীপতি।
কৃপাকান্তে বোলে শুন সাধুর সন্ততি ॥
মৃত্যু সমে খেদ কর না হএ উচিত।
শীঘ্রগতি হৈস আসি মসান-ভূমিত ॥
নহে ছেদিবাম মুণ্ড সলিল ভিতর।
তাহা শুনি কুলেতে উঠিল সদাগর ॥
সনীরাম্বর ত্যাগি বস্ত্র পরিধান করিতে।
অষ্ট দূর্ব্বা পাইলেক তণ্ডুল সহিতে ॥
ভক্তি করি রাখিলেক শিরের উপর।
দুর্গতিনাশিনী বিঘ্ন খণ্ডাইল মোর ॥
আর ভয় নাহি এবে রহিল জীবন।
এ বলিয়া ভাবে সাধু দুর্গার চরণ ॥
দাস শ্রীশঙ্করে বোলে উপায় নাহি আর।
ভবানীর পঙ্কজাঙ্ঘ্রি ভরসা আহ্মার ॥

রাগ মন্দার।

ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি মাং তারিণি।
নমো নমো দক্ষাত্মজা
নমো দেবি নগেন্দ্রজা
নমো দুর্গা দুর্গতিনাশিনি ॥
বিপিনেতে মমাম্বাএ
মম বিমাতার ভএ
এক বৎসর রক্ষা কৈল অম্বা।
দাসী তুল্য করি জ্ঞান
বনে হৈয়া অধিষ্ঠান
তানে বর দিলা দশভুজা ॥
আহ্মার জননা সনে
প্রতিজ্ঞা করিলাপনে
পিতৃ সঙ্গে দেশে লৈয়া জাইতে।
লঙ্ঘিয়া অব্যর্থ বাণী
কেহে মোর লও প্রাণী
কমল দেখাই সলিলেতে ॥
প্রাপ্তি হৈতে গুরু ভয়
তব পঙ্কজাঙ্ঘ্রিদ্বয়
মনে হৈয়াছিলুম বিস্মরণ।
এবে দৃঢ় করি হৃদে
শরণ লইলুম পদে
রক্ষা কর দাসীর নন্দন ॥
এবে ক্রোধ ক্ষমা কর
বারেক নয়নকোণে হের
দাসের কিঙ্কর হেন জানে।

ইহাগচ্ছ দশভুজা
ভীতি জেন পায়ে রাজা
বধ সৈন্য আসিয়া মসানে ॥
হই তুয়া নিজ দাস
এক বার পুর আশ
কেহে ক্লেশ দেহি বালকেরে
কুপুত্র হইলে ঘরে
মাএ ত্যাগ নহি করে
তবাকীর্ত্তি রহিব সংসারে ॥
গ্রীবাম্বরে করজোরে
কহে দাস শ্রীশঙ্করে
দেবি দুর্গে প্রসীদ আহ্মারে।
অহঃক্ষপা অনুক্ষণ
শুক প্রায়ে রৌক মন
বন্ধ হৈয়া তবাঙ্ঘ্রি-পঞ্জরে ॥

চৌতিসাক্ষর স্তব।

ঘোষা।

প্রণমহো ত্রাহি দুর্গে দুর্গতিনাশিনি।
নরাধম দাস জ্ঞানে ত্রাহি মাং তারিণি ॥

কাকুতি করিয়া কালি ভাবি করজোরে।
কৃপা কর দেহি বর কিঙ্করের তরে ॥
করে করে আহ্মারে বান্ধিয়া নরেশ্বরে।
কাটিবারে সমর্পিছে কোটালের করে ॥
খড়্গা করে শীঘ্রাইস মসানভুবন।
খণ্ড খণ্ড কর দণ্ডধর-সৈন্যগণ ॥
খাবরাসি ধরিয়া ইন্দ্ররি কৈলা হন।
খণ্ডাও আহ্মার বিঘ্ন হৈয়া কৃপামন ॥
গোপেশ্বর কংসাসুর ধ্বংসিবার তরে।
গোকুলে লভিলা জর্ম্ম নন্দগোপঘরে ॥
গোলাট নগরে ছিল ব্যাধের নন্দন।
গুজ্জুরাটে রাজা কৈলা দিয়া রত্ন ধন ॥
ঘট স্থাপি মায়ে তোহ্মা অর্চ্চিলেক ঘরে।
ঘোরতর বিপদেতে রক্ষিতে আহ্মারে ॥
ঘর্ম্ম বহে ত্রাস হেতু স্থির নহে অঙ্গ।
ঘুচাও আহ্মার বিঘ্ন সৈন্য করি ভঙ্গ ॥
উগ্রকান্তা বিঘ্নহন্তা ডাকি করপুটে।
উদ্ধার করহ দাসে বিষম সঙ্কটে ॥
উন্মত্তের প্রায় হৈল না দেখি উপায়।
উদ্দেশ না পাইল মায়ে এথা প্রাণী জাএ ॥
চণ্ডিকা চামুণ্ডা কালী চতুর্ভুজারূপা।
চরণে শরণ লৈলুম এবে কর কৃপা ॥
চিরদিন স্থির হৈয়া অর্চ্চিল জননী।
চক্ষুঃসরোরুহে মোরে পশ্য নারায়ণি ॥
ছত্রধারী শালবাণ মহা দুষ্ট হয়ে।
ছল করি মোর প্রাণী মসানেতে লএ ॥
ছাড়িলাম জীবনের আশা উপায় নাহি আর।
ছায়া দিয়া পদে যদি না কর নিস্তার ॥
জননীর বিদ্যমানে বলিছ আপনে।
জীবন রক্ষিতে মোর আততাই হোনে ॥
জনম অবধি মোরে করিয়া পালন।
জগতেতে অপযশ কর কি কারণ ॥
ঝুরিয়া ঝুরিয়া পরি স্থির নহে প্রাণ।
ঝরয়ে নয়নের নীর পাই অপমান ॥
ঝাম্প দিয়া পড় মাও মসানে আসিয়া।
ঝাটে কাট নৃপচমূ তীক্ষ্ণাসি লইয়া ॥
নিষ্ঠুর জে শালবাণ নৃপের দুষ্ট চরে।
নিগড়-বন্ধন দিয়া রাখিয়াছে মোরে ॥
নিত্য নিত্য ভাবে মায়ে তোহ্মার চরণ।
নিশ্চিন্তে রহিলা তেজি দাসীর নন্দন ॥
টেটন নৃপতি বর কঠিন হৃদয়।
টানিয়া বান্ধিল মোরে তস্করের প্রায় ॥
টুটিয়া গেলেক বুদ্ধি দুষ্ট রাজভয়ে।
টলমল করে প্রাণী দেহ স্থির নহে ॥
ঠেকিলাম বিষমেতে বন্ধু নাহি আর।
ঠাকুরাণী মায়ে যদি না কর নিস্তার ॥
ঠাই যদি পদতলে না দেয় দাসেরে।
ঠাকুর ঈশান দেবে হাসিব তোহ্মারে ॥
ডাকম জননী বলি নিজ দাসীর সুতে।
ডরে প্রাণী জাএ মোর ঘোর মসানেতে ॥

ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে আসিয়া এথাএ।
ডলি মার নৃপ-দল পিপীলিকা প্রাএ॥
ঢেকা মারি আহ্মারে আনিছে সর্ব্ব সেতৃ।
ঢলি ঢলি পড়ি আহ্মি দুর্ব্বলের হেতৃ॥
ঢাল খড়্গা লইয়া দাণ্ডাইছে রাজ-চরে।
ঢেকা মারি লেসে ধরি কাটিব আহ্মারে॥
আনহ সংসর্গিগণ সঙ্গতি করিয়া।
আনন্দে খাউক রক্ত সৈন্যগণ ছেদিয়া॥
আনন বিস্তার করি গ্রাস রাজ-চর।
আনন্দ করহ মোরে জানিয়া কিঙ্কর॥
তোহ্মার দাসীর পুত্র নহি ভিন্ন জন।
তথাচ না কর দয়া কিসের বারণ॥
তব পদাম্বুজে যদি না কর নিস্তার।
তরাইতে বিপদেতে কেবা আছে আর॥
থর থর করিয়া জে কম্পে মোর প্রাণী।
স্থির নহে কলেবর ত্রাহি মাং তারিণি॥
স্থাপনা করিলা শক্র দনুজের হোতে।
থাকিতে জননী কেহ্নে দুঃখ পাই সুতে॥
দয়ামহি বরদাহি দুর্গা ভগবতি।
দাস্যাম্বুজে জোরভুজে করম কাকুতি॥
দুঃখ পাই ডাকি আহ্মি ত্রাহি জগদম্বে।
দ্রুত ব্রজ করিয়া আগচ্ছ অবিলম্বে॥
ধেয়াই রৈয়াছি পদ-নালি দ্বিতীয়।
ধরণীতে লোটাই নমামি ভূয়োভূয়॥
ধরিয়া আনিছে পুত্র মসানে কাটিতে।
ধৈর্য্যতা হইয়া অম্বে রৈয়াছ কেমতে॥
নমো নমো বিশ্বেশ্বরি কেশরিবাহিনি।
নগেন্দ্রদুহিতা দুর্গা দুর্গতিনাশিনি॥
নরাধম দাস আহ্মি কি জানিবে ভক্তি।
নারায়ণ ধাতা ভবে জারে করে স্তুতি॥
পূর্ব্বে মায়ে সমর্পিছে তোহ্মার চরণ।
পাসরি রহিলা কেহ্নে দাসীর নন্দন॥
প্রাণী জাএ ক্লেশ গুরু না ভাবে শ্রীমন্তে।
পদাম্বুজ না দেখিয়া খেদ রৈল স্বান্তে॥
ফণিধর-অবলার চরণ ভাবিয়া।
ফিরি ফিরি ডাকি আহ্মি জননী বলিয়া॥
ফিরি চাহো বালকেরে কেহ্নে কর মায়া।
ফাফর হইলু থরথর কম্পে কায়া॥
বন্দী করিয়াছে মোরে মসান ভিতর।
বান্ধব কে আছে আর করিতে নিস্তার॥
বর দেহি বালকেরে কপট ছাড়িয়া।
বঞ্চিবারে পদতলে পাংশু প্রায়ে হৈয়া॥
ভুবন ত্রয়েতে আছে জথ জীবগণ।
ভাবি দেখিলাম সর্ব্ব তোহ্মার সৃজন॥
ভবানীর পদ বিনে উফায় নাহি আর।
ভজিলুম চরণে রক্ষ দাসীর কুমার॥
মা করিলেন জননীয়ে আসিলুম জখনে।
মন শান্ত কৈলা তান অভয়-বচনে॥
মায়ের সনে প্রতিজ্ঞা করিছু বারে বারে।
মা ধন সহিতে দেশে লৈ জাইতে আহ্মারে।
যমভয় দুষ্কৃতি জেন কম্পিত অন্তরে।
যন্তাহীন জন জেন ত্রাসিত সগরে॥
যঙ্কিনী জননী মোরে কৈলে সেই মত।
জেই মতে প্রণী রহে এবে উফায় চিন্ত॥
রক্ষ রক্ষ নারায়ণি পাই বর ভীত।
রাজ-হস্তে প্রাণী লৈতে না হয়ে উচিত॥
রহিবেক অপযশ ত্রিজগত ভরি।
রক্ত পান কৈল মায়ে পুত্র ছেদ করি॥
লাম্ফ দিয়া পড় মাও মসানে আসিয়া।
লণ্ডভণ্ড কর সৈন্য দণ্ডে প্রহারিয়া॥
লইবারে পুত্রবলি শ্রদ্ধা কর মনে।
লজ্জা পাইবা ধ্রুব নীলরোহিত সদনে॥
বিশেষ জে দুঃখ মোর রহিলেক স্বান্তে।
বিনি দোষে প্রাণী মোর লএ নরকান্তে॥
বসিয়া বদনে মোর দেহি পয়োধর।
বলিয়াছে কোন তন্ত্রে পুত্র বধিবার॥
শম্ভু-সীমন্তিনি শ্যামা ত্রিজগতেশ্বরি।
শঙ্করি সঙ্কট নাশ শত্রু-সৈন্য মারি॥
শেষ হএ প্রাণী মোর দণ্ডধর-হাতে।
শিবানীর অঙ্ঘ্রিদ্বয় নারিলু ভজিতে॥
ষষ্ঠীদিনে এই লিপি ছিল না কর্ম্মেতে।
ষড়াননাম্বার দাস মসানে কাটিকে॥

ষাণ্মাতুর তুল্য মোরে করিয়া পালন।
ষট্‌চক্রের মধ্যে কেহে করিলা পতন॥
সিন্ধু তরি আসিলাম তোহ্মার প্রসাদে।
সিংহলে আনিয়া বধ কোন অপরাধে॥
সলিলজ-পদ হৈয়াছিলুম বিস্মরণ।
শান্তি কর নিজ হস্তে যদি লএ মন॥
হয় চণ্ডী সেনাএ বেড়িছে চারি পাশে।
হীনবল হইয়া মা বলি ডাকি ত্রাসে॥
হস্তে খড়্গ করি নাশ করী নৃপ-চর।
হরষিতে পিয় রক্ত ভরিয়া খাবর॥
ক্ষেমঙ্করীরূপা দুর্গা দুঃখবিনাশিনি।
ক্ষীরোদার্ণবেতে তুহ্মি অনন্তশয়নী॥
ক্ষেমা কর অপরাধ জানিয়া কিঙ্কর।
ক্ষিতিপবি প্রণমহো করি জোর কর॥
উমাঙ্ঘ্রি মানসে ভাবি দাস শ্রীশঙ্করে।
শ্রীপতির স্তব গায়ে চৌতিস অক্ষরে॥

মালসী।

ত্রাহি মাং করুণাং কুরু দীন দাস জ্ঞানে।
দুষ্কৃতির মূলাধার বটহ আপনে॥
পাপরসে চারু বাসে মম শান্ত হীনে।
লৌহ কণ্টকেতে জেন আহার করে মীনে
আপনার চরিত্র আহ্মি বুঝিছি আপনে।
নিতান্ত কালান্তে প্রহার করিবে শমনে॥
পতিতপাবনী নাম শুনিছি পুরাণে।
সেই নাম ভরসা মাত্র করিয়াছি মনে॥
করযোড়ে কাকু করে শঙ্করদাস দীনে।
মৃত্যু হোক কালীমন্ত্র জপিয়া বদনে॥

ধোয়া।

ত্রাহি মাং করুণাং কুরু কালি॥

দুর্গানামাক্ষরদ্বয় ভাবে জেই হৃদে।
তাহার বিপদ্‌ নাহি বলিয়াছে বেদে॥
প্রণমহো নারায়ণি ত্রিজগতমাতা।
যা হোন্তে হইলোৎপত্তি ভবাচ্যুত ধাতা॥
স্বর্গ মর্ত্ত পাতালে জথেক জীবগণ।
নিতান্ত জানিল আহ্মি তোহ্মার সৃজন॥
কে বুঝিতে পারে অম্বে লীলানন্ত তব।
বারেক বালক প্রতি অধিষ্ঠাতা ভব॥
এই মতে শ্রীমন্তে করএ স্তবন।
ভবানীর বাম অঙ্ঘ্রি হইল স্পন্দন॥
মসানেতে ক্লেশ পায়ে নিজ দাসীর পুত্র।
অন্তরে জানিলেন দেবী সকল চরিত্র॥
জারে জেই কার্যোতে করিছেন সমর্পণ।
অবশ্য কবিতে হএ না জাএ খণ্ডন॥
এই হেতু বোলেন দেবী পদ্মা সম্বোধিয়া।
কোন জনে ভাবে মোরে দেখহ গণিয়া॥
অভয়ার বাক্যে পদ্মা হৈল হরিষ।
ত্বরায় মুক্ত করিলেক গ্রহন্ত জ্যোতিষ॥
অগ্রে গণিলেক পদ্মা নির্জ্জরার স্বর্গ।
তদন্তরে পাতালে গণিল ভোগিবর্গ॥
ধরণীতে গণে জথ মানবেরেশ্বর।
প্রজালোক পদ্মাবতী গণে তদন্তর॥
এই মতে গণিলেক হৈয়া মন হৃষ্ট।
দেখিলেক শ্রীপতি মসানে পায় কষ্ট॥
পদ্মাবতী বোলে দেবি শুন নিবেদন।
সেবকবৎসলা নাম ধর অকারণ॥
খুল্লনাএ তুয়া পদ নিত্য করে সেবা।
ধব বিদ্যমানে সেই হৈয়াছে বিধবা॥
দ্বাদশাব্দাবধি স্বামী রৈয়াছে বন্ধনে।
বিপদ্‌ ঘটিলে তোহ্মা অর্চ্চে কি কারণে॥
তব আজ্ঞা হেতু পুত্র দিলেক ছাড়িয়া।
তাকে বধ কর তুহ্মি কমল দেখাইয়া॥
অনন্ত মহিমা তোহ্মার কি বলিতে পারি।
ইক্ষণে ছেদিব তারে সিংহলাধিকারী॥
পদ্মার বাক্যে ক্রোধ হৈয়া বলিলা শঙ্করী।
দ্রুতগতি আন মোর হরি সাজ করি॥
অঙ্গরাগ করি সিংহ আনিল গোচরে।
আরোহণ কৈলা দেবী মৃগেন্দ্র উপরে॥

যুদ্ধসাজ করিয়া চলিল মাতৃগণ।
দানব সকল চলে উল্লাসিত মন॥
আনন্দে চলিল জথ ডাকিনী যোগিনী।
চলিলেক ক্ষেত্রপাল হৈয়া অস্ত্রপাণি॥
নৃপসৈন্য বধিতে মসানে চলি জায়।
পদ্মাবতী বোলে বাক্য শুন মহামায়॥
অজ্ঞানেতে অপরাধ করিছে শালবাণে।
শ্রীমন্ত তব দাস তত্ত্ব নহি জানে॥
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর বেশে গচ্ছ মসানেতে।
শ্রীপতি মাগিয়া লও কোটাল স্থানেতে॥
পদ্মাবতীর বাক্য শুনি জগতজননী।
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর বেশ হৈলা নারায়ণী॥
দাস শ্রীশঙ্করে এই বাঞ্ছে মানসেতে।
দুর্গা স্মরি মৃত্যু মোর হোক কালান্তেতে॥

লাচাড়ি।

বৃদ্ধবেশ হইলা শঙ্করী।
পাকিল নয়নের ভুরু
চলিতে কম্পয়ে উরু
অঙ্গের চর্ম্ম হৈল দরি দরি॥
শ্রবণ চলিয়া পরে
ভুরুয়ে নয়ন ঘোরে
শুজ হইলেক পৃষ্ঠদেশে।
বক্র হৈয়া গেল কটি
মুখে করে ভ্রূকুটী
ক্ষণে ক্ষণে ভূমিমধ্যে বৈসে॥
অধরের উপরেত
দন্ত কৈলেন প্রকাশিত
বাক্য কৈতে পরে হেন লাগে।
এই মত বেশ করি
ধীরে ধীরে জাএ বুড়ি
লড়ি চালাইয়া আগে আগে॥
এক কর বক্ষোপরে
আর করে লড়ি ধরে
মুণ্ড গোটা কম্পে ঘন ঘন।
মহাবৃদ্ধবেশ হৈয়া
মসান-ভূমিতে গিয়া
শ্রীপতিরে দিলা দরশন॥
ভবানীর অঙ্ঘ্রিদ্বয়
নমামিয়া ভূয়োভূয়
দুস্কৃতি শঙ্করদাস ভণে।
দেহি অম্বে এই বর
মৃত্যু জেন হএ মোর
দুর্গামন্ত্র স্মরিয়ে বদনে॥

মালসী।

ত্রাহি মাং তারিণি শ্যামা ভবানি।
ত্রাহি মাং তারিণি ত্রাহি মাং তারিণি
ত্রাহি মাং তারিণি ভবানি॥
অন্তকের ভয়ে প্রাণী মম দেহে
স্থির নহে অহ যামিনী।
দাসের দাস জ্ঞানে এই ভীতি হোনে
ত্রাহি মাং পূর্ণেন্দুবদনী॥
তোম্মার মায়ার রজ্জুয়ে নিগর
করিয়া আম্মারোভ পাণি।
মুদিয়া লোচন করাাছ ক্ষেপণ
অলঙ্ঘ্য অর্ণব ধরণী॥
দুরন্ত কলুষ কুম্ভীর সদৃশ
আসিয়া সাগর মেদনি।
সলিল ভিতরে গ্রাস করে মোরে
নিস্তার কর হে জননি॥
তোম্মার কিঙ্কর দাস শ্রীশঙ্কর
হৈয়াছে অত্যন্ত বৃজিনী।
তার বা না তার ভরসা আম্মার
তব নাম পতিতপাবনী॥

ঘোষা।

ত্রাহি মাং তারিণি জগদম্বে ॥

দুর্গানামযুগ্মাক্ষরের মহিমা অপার।
কিল্বিষেরে ছেদ করে হৈয়া তীক্ষ্ণধার ॥
বৃদ্ধবেশে উমা যদি আসিলেন মসানে।
দেখি মাত্র সাধুয়ে বুঝিল অনুমানে ॥
আর ভয় নাহি এবে রহিল জীবন।
এ বলিয়া মানসেতে বন্দিল চরণ ॥
দূরে থাকি ভবানী দেখিয়া দাস্যাত্মজ।
দাসের নিকটে গেলেন করি মন্দ ব্রজ ॥
শ্রীপতির তরে দেবি ধীরে ধীরে কএ।
এবে স্থির হও পুত্র আর নাহি ভএ ॥
শ্রীয়মন্তে বোলে এবে দেখিলু চরণ।
তাতে যদি মৃত্যু হএ সাফল্য জীবন ॥
দেবী বোলেন হেন বাক্য বোল কি কারণ।
তোর বলাই লইয়া মরৌক সেনাগণ ॥
আনন্দে বসিয়া থাক না বাসিয় ডর।
দেখ এই রাজসৈন্য ভরাম উদর ॥
সাধু বোলে রহ অম্বে নিকটে আক্ষার।
দেখ ওই কোটোয়ালে খড়্গো দোহ ধার ॥
দেবী বোলেন শুন পুত্র কিছু চিন্তা নাই।
এ বলিয়া চলিলেন হেরম্বের আই ॥
মন্দ মন্দ গতি চলে লড়ি লৈয়া করে।
গমনেতে সর্ব্বাঙ্গ কম্পয়ে থরে থরে ॥
কোটালের নিকটে হৈলা ভূমিতে পতন।
উত্তিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ বোলে রাজসৈন্যগণ ॥
উত্থায়ন হৈলেন দেবী ভূমি দিয়া পাণি।
কোটোয়াল সম্বোধিয়া বোলেন কাকুবাণী ॥
শুন কোটোআল তোক্ষার হউক কল্যাণ।
তোর পিতৃপুণ্যে মোরে দেয় সাধু দান ॥
কোটোয়ালে বোলে তুক্ষি হও কোন জন।
কি কারণে আসিয়াছ মসান ভুবন ॥
বৃদ্ধে বোলে বল্কি আক্ষি ঘর বারাণসী।
এই ছাওয়ালের অম্বা হএ মোর দাসী ॥
তাহারে কাটসি তোরা মসান ভিতরে।
তার ক্লেশ দেখি প্রাণে ভার নহি ধরে ॥
তাতে বৃদ্ধকাল দেখ চলিতে না পারি।
দাসীর পুত্র সঙ্গী হৈলে নিবে ধরি ধরি ॥
বৃদ্ধের বচন শুনি কোটোয়ালে কহে।
ব্রাহ্মণী না হয়ে তুক্ষি বুঝিলুম নিশ্চয়ে ॥
লঙ্কাতে বসতি কর বোল বারাণসী।
মোর সনে মায়া কর দুরন্ত রাক্ষসি ॥
মায়া করি আসিয়াছ সাধু খাইবারে।
এখনে নিঃশঙ্ক হৈয়া বৈসহ অন্তরে ॥
সাধুরে কাটিয়া আক্ষি করিব গমন।
আনন্দে বসিয়া তুক্ষি করিয় অশন ॥
বৃদ্ধে বোলে বল কেহ্নে অসঙ্গত বাচ।
জননীএ সুনু খাএ কথা দেখিয়াছ ॥
দাস্যাত্মজ হয়ে সাধু শুন খলু ভ্রান্তি।
আশীর্ব্বাদ লৈয়া মোর সাধু ভিক্ষা দেহি ॥
ক্রোধ হৈয়া কোটোয়ালে পৃষ্ঠে মারে ঢেকা।
ভূমিমধ্যে লোটাইয়া পড়িলেন চণ্ডিকা ॥
বৃদ্ধে বোলে হও তুক্ষি আপনে পণ্ডিত।
কি কারণে বুদ্ধি তোক্ষার হৈল বিপরীত ॥
পুনর্ব্বার নারায়ণী জায়ে ধীরে ধীরে।
কাকুতি করিয়া কহে কোটোয়াল তরে ॥
আশীর্ব্বাদ লও বাপু শুন কোটোয়াল।
না কাটিয় সাধুর পুত্র কেবল ছাওয়াল ॥
কোটোয়ালে বোলে বৃদ্ধ বাধা কর কেনে।
বুঝি তুক্ষি আসিয়াছ মৃত্যুর কারণে ॥
এখনে জাও রে বেটি মসান ছাড়িয়া।
পুনর্ব্বার পেলিলেক অঙ্গে ঠেলা দিয়া ॥
ভূমিতে পড়িয়া বৃদ্ধে ধীরে [ধীরে] কহে।
ব্রাহ্মণের স্ত্রী বধ হৈবে মনে নাহি ভয়ে ॥
মোরে ক্লেশ দেয় কেহ্নে কাট শ্রীয়পতি।
এ বলিয়া মন্দ মন্দ করিলেন গতি ॥
পুনরপি কহেন দেবী সাধুর শ্রবণে।
শুন পুত্র কিছু ভীত না করিয় মনে ॥
ভীমারূপা হৈব আক্ষি সৈন্য ধ্বংসিবারে।
অম্বিকা ভাবিয়া গাএ দাস শ্রীশঙ্করে ॥

মালসী।

মা বলি ডাকিয়ে আহ্মি ভয় হেতু কৃতান্ত।
থর থর কম্পে দেহ প্রাণী নহে শান্ত॥
দাসের দাস জানি তব
কিঞ্চিত্তাধিষ্ঠাতা ভব
সংসারেতে আহ্মি দাস দুষ্কৃতি অত্যন্ত।
বিষ তুল্য বিষ এত
মন তাহে হৈল রত
নামরসামৃত পানে শ্রান্ত বাসে স্বান্ত॥
ন জানামি মন্ত্রার্চ্চন
ভক্তি জপ তব ধ্যান
মানবের কুলে আহ্মি জর্ম্মিল দুরন্ত।
দাস শ্রীশঙ্করে ভণে
কৃপা কর দীন জ্ঞানে
মৃত্যু হৌক বক্ষে স্মরি কালী ত্রিপুরান্ত

ঘোষা।

মা অভয়া ভবানি হে তুহ্মি সে ভরসা।
বালক প্রতি ভগবতি পূর্ণ কর আশা॥
দুর্গানামযুগ্মাক্ষর হৈয়াছে তরণী।
দুষ্কৃতি নিস্তার হেতু অর্ণব ধরণী॥
দেবীর বচনে সাধু বোলে করজোরে।
বিদ্যমানে রহ অম্বে না ছাড়িয় মোরে॥
বল বুদ্ধি গেল মোর দেখি কোটোয়াল।
সাক্ষাতে দেখিয়ে জেন দাণ্ডাই আছে কাল।
ইক্ষণে ছেদিব মোরে তীক্ষ্ণাসি লইয়া।
তুয়া পদ দেখি মাত্র স্থির হৈছে কায়া॥
দেবী বোলেন পুত্র তুহ্মি কেবল বর্ব্বর।
সেবকেবে জানি আহ্মি প্রাণ সমসর॥
ধাতারূপে সর্ব্ব সৃষ্টি করিছি সৃজন।
বিষ্ণুরূপে ত্রিজগত করিয়ে পালন॥
হররূপে সর্ব্ব সৃষ্টি নিমিষে সংহারি।
ভক্তিরজ্জু শক্তিক্রমে ছেদিতে না পারি॥
মম নাম লয়ে জেই জে করে অর্চ্চন।
সেই মোর সুনু তুল্য শুনহ বচন॥
ভক্তি-নিগড়েতে বদ্ধ করি রাখে মোরে।
নিত্য বাস করি তারোত্তম কলেবরে॥
নিত্য আহ্মি ভক্ত প্রতি শুভদৃষ্টি করি।
ভক্ত জন অপি আহ্মি ত্যাগিতে না পারি॥
এ বলিয়া পদ্ম-হস্ত অঙ্গে বুলাইলা।
দেবী বোলেন অঙ্গ তোর হৌক বজ্রশিলা॥
অঙ্গ স্পর্শমাত্রে খড়্গ জাউক ভাঙ্গিয়া।
লজ্জা পাউক অখনে দুরন্ত কোটোলিয়া॥
বসিলেন জগদম্বা সাধু কোলে লৈয়া।
শ্রীমন্ত বিনে আর সর্ব্বাদৃশ্য হৈয়া॥
কোটোয়ালে বোলে শুন সাধুর নন্দন।
স্কন্ধ স্থির হৈয়া বৈস হৈয়া পূর্ব্বানন॥
এ বলিয়া লাম্প দিয়া গেল সন্নিহিত।
তীক্ষ্ণাসি দেখিয়া সাধু মনে পাইল ভীত॥
পদাঙ্গুলী চাপিয়া জে বাহু উদ্ধামিয়া।
শ্রীপতির অঙ্গেতে কোপ মারিল হানিয়া॥
দেহ স্পর্শমাত্রে খড়্গ হৈল খানি খানি।
আনন্দে বসিছে সাধু ভাবি ত্রিনয়নী॥
মহাক্রোধ হইলেক কোটোয়াল দুরন্ত।
বোলে কোন মন্ত্র জানে কুমার শ্রীমন্ত॥
আর এক খড়্গ লএ মহাতীক্ষ্ণধার।
বোলে স্থির হৈয়া বৈস সাধুর কুমার॥
পুনর্ব্বার তীক্ষ্ণাসি লইয়া নিজ করে।
হানিয়া মারিল কোপ গ্রীবার উপরে॥
অঙ্গস্পর্শ মাত্রে চূর্ণবৎ হৈল খড়্গ।
ক্রোধে প্রজ্বলিত হৈল কোটোয়ালবর্গ॥
পুনর্ব্বার গ্রীবাতে হানিল খড়্গরাজ।
ভাঙ্গিয়া গেলেক খড়্গ পাএ বড় লাজ॥
এই মতে ক্রমে ক্রমে খড়্গ ভাঙ্গি জায়ে।
নানা অস্ত্র প্রহার করিল সাধুর গাএ॥
অস্ত্র সব ভাঙ্গি পড়ে দেহ পরশিয়া।
মহাক্রোধ হৈল দুরন্ত কোটালিয়া॥
দন্তী করিবর আনি দিল টুকাইয়া।
গজদন্ত ভাঙ্গিলেক অঙ্গ পরশিয়া॥

চীৎকার মারিয়া করী করিলেক গতি।
আনন্দে বসিছে সাধু ভাবি ভগবতী ॥
তদন্তরে নৃপতির চমূগণ বধিতে।
ভয়ঙ্করীরূপা দেবী হৈলা আচম্বিতে ॥
দেবীর পদ-সরোরুহ-মকরন্দ আশে।
অলি প্রাএ ঘুমি রৈছে শ্রীশঙ্করদাসে ॥

মালসী।

কালী দাড়াইল হে মহা ভয়ঙ্করী-বেশ হৈয়া।
চতুর্ভিতে শিরের কুন্তল আউলাইয়া ॥
চতুর্ভুজা ত্রিনয়নী
করাল বদনখানি
প্রকাশিত দন্ত কৈলা রসনা বিস্তারিয়া।
বস্ত্র হৈলা বিবর্জ্জিত
বেশ কৈলেন বিপরীত
চৌদিকেতে নারী-সৈন্য মিলিল আসিয়া ॥
ডাকিনী যোগিনীগণা
সকলি বসনহীনা
অস্ত্রপাণি হৈয়া নাচে জয় কালি বলিয়া।
ভণয়ে শঙ্করদাসে
রৈয়াছি ও পদ আশে
কালান্তেতে মৃত্যু হৌক কালীর নাম জপিয়া ॥

রাগ মালসী।

সাজিলেন জগদম্বে
ভীমারূপে মহারম্ভে।
অঙ্গে করে থর থর
দন্তে করে করমর।
বাম করে অসিধার
শব্দ করে মার মার।
পঙ্কজ-চরণমাঝে
কাঞ্চন-নূপুর সাজে।
সুললিত ধ্বনি করি
তাহা ঝুনুঝুনু বাজে।
কিঙ্কিনী কটিরোপরে
কঙ্কণ শোভাছে করে।
গ্রীবাএ মুণ্ডের হারে
অতি চারু শোভা করে।
দাস শ্রীশঙ্করে কহে
কৃপা কর শ্যামা মায়ে।
পদাম্বুজে মন রৌক
পঙ্কজে অলির প্রাএ ॥

রাগ।

মহাক্রোধ হৈলা নারায়ণী।
ডাকিনী যোগিনীগণে
আনন্দিত হৈয়া মনে
রণে করে নানা যন্ত্রধ্বনি ॥
হরিপৃষ্ঠে আরোহিয়া
তীক্ষ্ণাসি করেতে লৈয়া
বধ করি নৃপ-চমূগণ।
কাঞ্চন-কটোরা ভরি
সুধারস পান করি
নাচে দেবী উল্লাসিত মন ॥
তদন্তরে দিগম্বরী
চীৎকার শব্দ করি
আজ্ঞা কৈলেন মাতৃগণ তরে।
জথ সব মাতৃগণ
উল্লাসিত হৈয়া মন
কথ সৈন্য ভরিল উদরে ॥
ক্রোধ হৈয়া নিশিপতি
চলিলেক দ্রুতগতি
মার মার মার শব্দ বোলে।
কোটালের বাক্য শুনি
ক্ষেত্রপাল আসিয়া পুনি
লাম্প দিয়া ধরে তার চুলে ॥
চুল বান্ধি ঘোড়ার পাএ
আনন্দে চলিয়া জাএ
কোটোয়ালে ছাড়িলেক প্রাণ।

বধি সর্ব্ব সৈন্যগণ
ছাড়ি দিলা একজন
জানাইতে যথা শালবাণ ॥
কহেন শঙ্কর দীনে
উপায় নাহি উমা বিনে
শুন শুন অয়ে মূঢ় চিত্ত ।
দুর্গানাম মহামন্ত্র
স্থিতি করি বক্তৃ-যন্ত্রে
রসনা-দণ্ডে বাদ্য কর নিত্য ॥

ঘোষা।

অভেদ গৌরী শিব সীতা রাম ।
দাস জ্ঞানে পূর্ণ কর মম মনস্কাম ॥
দুর্গানাম যুগ্মাক্ষর বৃজিনের অরি ।
সুধারস জ্ঞানে নিত্য বদ বক্তৃ ভরি ॥
চরে বোলে মহারাজা শুন নিবেদন।
মসানে লৈ গেলুম যদি সাধুর নন্দন ॥
স্নান করাইয়া সাধু বৈসাইল ভূমিত ।
হেন কালে এক বুঢ়ী হৈল উপস্থিত ॥
বৃদ্ধে বোলে কোটোয়াল না কাট সাধুরে ।
শ্রীপতিরে দান তুষ্কি দেয় মোর করে ॥
বৃদ্ধের বচনে কোটোয়ালে ক্রোধ হৈয়া ।
ঢেকা মারি সে বৃদ্ধেরে দিল খেদাইয়া ॥
তীক্ষ্ণ খড়্গ হানিলাম সাধুর কলেবরে ।
চূর্ণবৎ হৈয়া অসি ভূমিতলে পরে ॥
মত্ত করিবর আনি দিলু টুকাইয়া ।
গজদন্ত ভাঙ্গিলেক অঙ্গ পরশিয়া ॥
নারী-সৈন্য সঙ্গে বামা আসি আচম্বিত ।
সৈন্য সব বধ কৈল কোটাল সহিত ॥
চর-বাক্যে ক্রোধ হইল সিংহলাধিপতি ।
বোলে পুনরপি সৈন্য গচ্ছ তূর্ণগতি ॥
চলিলেক সর্ব্বসৈন্য লৈয়া ধনুর্ব্বাণ।
উদ্দেশিয়া চলিলেক দক্ষিণ মসান ॥
লক্ষে লক্ষে চলে হয় মত্ত মত্ত হাতী ।
একে একে চলিলেক বিস্তর পদাতি ॥
ভেউর কর্ণাল বাজে বরহি সুন্দর ।
মন্দিরা বাজাএ কেহো বাজাএ দগর ॥
কাংস্যবাদ্য করতাল কারা জয়ঢোল ।
শ্রবণেতে তালি লাগে করে মহারোল ॥
এই মতে যন্ত্রধ্বনি করি তত ক্ষণে ।
অস্ত্রপাণি হৈয়া সেনা গেলেক মসানে ॥
কার্ম্মুকেতে তীক্ষ্ণ অস্ত্র যুড়ি ততক্ষণ ।
নারী সভা উদ্দেশিয়া করিল ক্ষেপণ ॥
বলিলেক সেনাপতি বিমানে থাকিয়া ।
নারীর মুণ্ড ছেদ কর তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়া ॥
চমূনাথ-বাক্যে ক্রোধ হৈলা নারায়ণী ।
আজ্ঞা কৈলেন রাজসৈন্যের শীঘ্র লও প্রাণী॥
দাস শ্রীশঙ্করে বোলে এই আশা করি ।
কালান্তেতে মৃত্যু হৌক দুর্গামন্ত্র স্মরি ॥

অথ মসান।

বীজমন্ত্র ॥ ঃ ॥

অষ্টাধিকপঞ্চবিংশতি বার জপ করিয়া প্রদক্ষিণ করিবে।

রাগ পাহিরা।

ক্রোধে দেবী হইলা তরঙ্গ ।
ধর ধর করি বোলে
দন্তে করমরি করে
থর থর কম্পে সর্ব্ব অঙ্গ ॥
ডাকিনী যোগিনী সবে
চীৎকার করি উচ্চ রবে
রাজসৈন্য করএ ভক্ষণ ।
নারসিংহী দেবী আসি
অট্ট অট্ট অট্ট হাসি
নখে বক্ষ করে বিদারণ ॥
মনে হৈয়া কুতুহল
লৈয়া কমণ্ডলুর জল
সৈন্য-দেহে ক্ষেপিল ব্রহ্মাণী ।

সেই নীরস্পর্শ পাইয়া
ভূমিতে পতন হৈয়া
চমূ সর্ব্বে ত্যাগিলেক প্রাণী ॥
বারাহিনী দেবী চলে
তীক্ষাসি লইয়া করে
বধে সৈন্য মসান ভিতরে।
অথ সব মাতৃগণে
উল্লাসিত হৈয়া মনে
কথ সৈন্য ভরিল উদরে ॥
ক্ষেত্রপালগণ মিলি
সিংহনাদ শব্দ করি
বধে সৈন্য প্রহারিয়া দণ্ড।
ক্রোধ হৈয়া দিগম্বরী
সেনাপতির লেসে ধরি
অসিঘাতে ছেদিলেন মুণ্ড ॥
রথ সমে রথী ধরি
মাহুত সহিতে করী
গ্রাস করেন মুখ বিস্তারিয়া।
সৈন্য সর্ব্ব করি হৃঙ্গ
মনে বর হৈয়া রঙ্গ
নাচে কালী করতালি দিয়া ॥
এই মতে সর্ব্ব জন
নিমেষে করিয়া হন
এক চর দিলেক ছাড়িয়া।
দেবী-হস্তে ত্রাণ পাইয়া
নৃপ বিদ্যমানে গিয়া
বোলে দূতে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
ভবানীশঙ্করে কহে
দেবী-পদ-সরোরুহে
মন মোর রহোক বিরাজে।
সরোরুহ পাইয়া জেন
হইয়া আনন্দ মন
মকরন্দ পিয়ে অলিরাজে ॥

মহারাজা কি হবে উপায়।
কাল হৈল কালী বামা
অথ সৈন্য পাঠাইছিলে বধিল বামায় ॥
মহাভয়ঙ্করী বামা কজ্জলবরণী।
লোলজিহ্বা ত্রিনয়নী বিকটদশনী ॥
চতুর্ভুজা গুরুতেজা হএ দিগম্বরী।
সাতে আসিয়াছে অগ বিবসনা নারী ॥
বাম করে শোভে অসি মহাতীক্ষ্ণধার।
নিমিষেতে সর্ব্ব সৈন্য করিল সংহার ॥
দূত-বাক্যে নৃপে ভীতি পাই মানসেতে।
পলাইতে জাএ রাজা নির্জ্জন স্থানেতে ॥
পাত্রে বোলে লুকি দিয়া নারিবা বাচিতে।
বুঝি দেবী রণ করে মসানভূমিতে ॥
গ্রীবাম্বরে করজোরে পর দেবীর পাএ।
তবে সে ভবানীর হস্তে প্রাণী রক্ষা জাএ ॥
পাত্রবাক্যে নরেশ্বরে গেল মসানেতে।
গলবস্ত্র হৈয়া রাজা পরিল ভূমিতে ॥
ত্রাহি ত্রাহি ভগবতি বোলে নৃপমণি।
দাস শ্রীশঙ্করে গাএ ভাবি ত্রিনয়নী ॥

মালসী।

পশু পশু নরাধম দাস জ্ঞানে উমা
আঙ্গারে বারেক পশু ॥
নরাধম জ্ঞানে দাসের দাস পানে
কিঞ্চিত নয়নে পশু।
মায়াতে হৈছি বদ্ধ তাহাতে করে দগ্ধ
কন্দর্পে হইয়া বশ্য ॥
জানিয়া পাপী জন হৈয়াছ ক্রোধানন
এই হেতু শুন দৃশ্য।
লইলু শরণ নিরক্ষ নয়ন
চন্দ্রাননে করি হাস্য ॥
দাণ্ডাইছে সিয়রে দণ্ড লৈয়া করে
বৈবস্বত-দূত দৈন্য।
রোপিয়া আপনে ধ্বংস কর কেনে
আপনার নিজ শস্য ॥

পশ্য বা না পশ্য তরিবে অবশ্য
তব পদে ভক্তি যস্য।
পতিতপাবনী তব নামখানি
কারণ হৈছে পতিতস্য ॥
সঙ্গে মম চিত্ত অজ্ঞ বঞ্চে নিত্য
জেন ডিম্ব মর্কটস্য।
কহেন শঙ্করে বিচ্ছেদ করি তারে
আহ্মারে করএ হর্ষ ॥

ঘোষা।

ত্রাহি মাং তারিণি দুর্গে ত্রাহি মাং তারিণি ॥

দুর্গানামযুগ্মাক্ষর জপে জেই প্রাণী।
তাহার বিপদ্ নাই আগমের বাণী ॥
গলবস্ত্র হইয়া রাজা পরি অবনীতে।
কাকুতি করিয়া বোলে কান্দিতে কান্দিতে ॥
নম কালি চতুর্ভুজা কজ্জলবরণি।
নমো নম ত্রিনয়নি বিকটদর্শনি ॥
নমো হরবক্ষ-আরোহিণি ত্রাহি কালি।
নমো তীক্ষ্ণাসিধারিণি নম মুণ্ডমালি ॥
নমো নম ত্রাহি উমা দেবি আদ্যা শক্তি।
নমো নম জগদম্বা মনে করি ভক্তি ॥
নমো পুষ্পাতসীবর্ণাভয়া দিক্‌পাণি।
নমো নম ত্রিলোচনি পার্ব্বতি ভবানি ॥
নমো ক্লেশধ্বংসি চণ্ডি মৃগেন্দ্রবাহিনি।
নমো দশ হস্তে খড়্গাদি দশাস্ত্রধারিণি ॥
নমো নমো সত্বাদি ত্রিগুণরূপা উমা।
নমো মীনাদি দশাবতাররূপা শ্যামা ॥
নমো নমো মার্ত্তণ্ডাদি নবরূপা গৌরি।
নমো বিড়োজাদি দিক্‌পালিনি শঙ্করি ॥
নমো বীতিহোত্ররূপা কালি কাত্যায়নি।
নমো অম্বুরূপা কালি শম্ভুর ঘরিণি ॥
নমো আপরূপা গঙ্গা অজ্ঞবিনাশিনি।
পাপী নিস্তার হেতু হৈলা ত্রিবাটগামিনী ॥
নমো লক্ষ্মি বাণি স্বাহা স্বধারূপা চণ্ডি।
নমস্তে সাবিত্রি চণ্ডি নমো বিঘ্নখণ্ডি ॥
নমোরগ কূর্ম্ম করি রূপা নারায়ণি।
ধরাধর হেতু হৈলা অধনিবাসিনি ॥
নমস্তে সত্যাদি যুগরূপিণি চণ্ডিকা।
নমো বসন্তাদি ষট্ ঋতুরূপাম্বিকা ॥
নমো নিদ্রা-ক্ষুধা-তৃষ্ণা-রূপিণি ভবানি।
নমো বাড়বাদি তীর্থরূপিণি রুদ্রাণি ॥
নমো জগন্নাথ আদি মুক্তিরূপাপর্ণা।
নমো শালগ্রাম-শিলারূপিণি সংপূর্ণা ॥
নমো প্রতিপদ আদি তিথিরূপা জয়া।
নমাশ্বিন্যাদি নক্ষত্ররূপিণি অভয়া ॥
নমো নমো বিস্কম্ভাদি যোগরূপা শিবা।
নমো বারকরণরূপা নমো নিশি দিবা ॥
নমস্তে পর্ব্বতরূপা দেবি ত্রিনয়নি।
নমো মহীরুহরূপা কোটাইয়াবনী ॥
নমঃ সর্ব্বাময়রূপা দেবি ক্ষেমঙ্করি।
নমঃ সর্ব্বদেবীরূপা ত্রিজগতেশ্বরি ॥
নমো নরবানর-পশুপক্ষিরূপা গৌরি।
নমঃ স্ত্রী-পুমান্‌রূপা স্বয়ম্ভু-সুন্দরি ॥
নমঃ সর্ব্বজীবরূপা দেবি সনাতনি।
সৃষ্টির কারণ হেতু হৈলা নিরাস্তরূপিণি ॥
তুহ্মি বিনে ত্রিভুবনে নাহিক দ্বিতীয়।
হেন জ্ঞানে চরণে নমামি ভূয়োভূয় ॥
ন জানামি তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র ধ্যানার্চ্চন।
কেবল দুষ্কৃতি আহ্মি ভক্তিহীন জন ॥
শরণ লইলুম এবে পদাম্বুজে তব।
দাসের দাস জ্ঞানে কিঞ্চিত্তাধিষ্ঠাতা ভব ॥
জার লীলা নাহি বুঝে বিরিঞ্চ্যাদি দেবে।
কিরূপে বুঝিব আহ্মি অধম মানবে ॥
অপরাধ ক্ষম মোর জননি ঈশানি।
তোহ্মার সেবক সাধু তত্ত্ব নাহি জানি ॥
এই মতে নৃপতিয়ে করএ স্তবন।
শঙ্করে বোলএ ভাবি দেবীর চরণ ॥

মালসী।

ভো মন ভব তরিতে ভবানীর চরণ ভজ।
কালী ভজ কালী পুজ অন্য কাজ সকলি তেজ॥

বলিয়াছে বেদাগম সত্য কেবল কালীর নাম
মিথ্যা হব ধনজন সুসুদারাগ্রজানুজ।
কালীর নাম কেমন ধন কালান্তে বুঝিবে মন
লেসে ধর্যা জথন প্রহারিবে প্রভাকরাত্মজ।
দাস শ্রীশঙ্করে ভণে কালী ভজে জেই জনে
আশুক্রমে নগোত্তমে বিরাজে করিবে ব্রজ॥

ঘোষা।

মন ভবানীর চরণ ভজ॥

দুর্গানামযুগ্মাক্ষর জেই জনে লয়।
যমে বোলে তার সনে নাহি মোর দায়॥
নৃপতির স্তবে তুষ্ট হৈলা নারায়ণী।
দেবী বোলেন ভয় তেজ শুন নৃপমণি॥
মোর এক বাক্য রাখ শুন শালবাণ।
শ্রীপতির হস্তে তোর কন্যা কর দান॥
বণিকের সুনু হেন না করিয় জ্ঞান।
এই শ্রীয়মন্ত মোর পুত্রের সমান॥
কমলের হেতু তারে কাটসি মসানে।
রুধির উপরে তাহা পশ্যহ নয়নে॥
নৃপে বোলে জগদম্বে বলি জোরকরে।
তব আজ্ঞা লঙ্ঘিবারে শক্তি কেবা ধরে॥
জীয়াইয়া দেয় অম্বে মোর সৈন্যগণ।
সাধুর স্থানে দুহিতা করিব সমর্পণ॥
নৃপতির বাক্যে দেবী হইলা আনন্দ।
রুধির উপরে সৃজিলেন অরবিন্দ॥
তাহার দলেরোপরে বসিয়া ভবানী।
গজ গ্রাস করে বিস্তারিয়া বক্ত্রখানি॥
ক্ষণে ক্ষণে হস্তে লএ উদ্গার করিয়া।
ক্ষণে অট্ট অট্ট হাসে উর্দ্ধেতে ক্ষেপিয়া॥
রিপুর সহিতে খেলে জম্বুক সকলে।
জেইরূপ খেল[া]ছিল কালীদহ-জলে॥
আপনা নয়নে তাহা দেখি নরপতি।
শ্রীয়মন্ত সাধুরে প্রশংসা করে অতি॥
ধন্য ধন্য সদাগর সাফল্য জীবন।
তো হোন্তে দেখিল আহ্মি পঙ্কজ-চরণ॥
সত্বাদিয়ে নিত্য নিত্য অর্চ্চে জেই পদে।
সেই অঙ্ঘ্রি দেখিল আহ্মি তোহ্মার প্রসাদে॥
তদন্তরে মহামায়া হৈয়া কৃপামন।
জীববন্ত করিলা নৃপতির সৈন্যগণ॥
জীববন্ত হইয়া বলিল নিশিপতি।
ধার আন সাধুর পুত্র কাটম্ শীঘ্রগতি॥
তাহা শুনি হাসিতে লাগিলেন তিলোত্তমা।
নৃপে বোলে জনন্যপরাধ কুরু ক্ষমা॥
জার লীলা নহি বুঝে হরি হর ধর্ম্ম।
অধম মানবে তোহ্মার কি জানিবে মর্ম্ম॥
এ বলিয়া মহারাজা হৈয়া আনন্দিত।
দেবী পূজা আরম্ভিল মসান-ভূমিত॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি করিয়া রচন।
মেষ মৈষ অজা বলি দিয়া ততক্ষণ॥
গ্রীবাম্বরে করজোরে স্বান্তে ভক্তি করি।
অর্চ্চিলেক ভূপতিয়ে ত্রিজগতেশ্বরী॥
তুষ্ট হৈয়া নৃপস্থানে বলিলা পার্ব্বতী।
এবে নিজালয়ে গচ্ছ শুন নরপতি॥
তদন্তরে বলিলেন শ্রীপতির তরে।
এবে মোরে বিদায় দেয় জাই নিজ ঘরে॥
দেবীর বাক্যে বোলে সাধু পুটাঞ্জলি হৈয়া।
দাস শ্রীশঙ্করে ভণে অপর্ণা ভাবিয়া॥

ঘোষা।

মা অভয়া ভবানি হে তুহ্মি সে ভরসা।
দাস জ্ঞানে ময়াধমের পূর্ণ কর আশা॥

শ্রীয়মন্তে বোলে অম্বে করি নিবেদন।
কথাতে রৈয়াছে তাত ক্রহি বিবরণ॥
পিতার নিমিত্তে আহ্মি আসিছি পাঠনে
নির্ণয় করিয়া কহো পাই কোন স্থানে॥

হাস্যাননে সিদ্ধান্ত করিলেন ত্রিনয়নী।
পিতা তোর গেল কথা নির্ণয় না জানি ॥
সাধু বোলে ভো জননি কেহ্নে ভাণ্ড মোরে।
কি কার্য্য করিল আহ্মি আসিয়া সিংহলে ॥
ভূত ভবিষ্যত হয়ে তব বিদ্যমান।
বোল দেখি ত্বাদৃশ্য আছে কোন স্থান ॥
জনক ছাড়িয়া আহ্মি না জাইব দেশে।
ইক্ষণে ত্যাগিব প্রাণী ত্বাজ্ঘ্রি উদ্দেশে ॥
হাসিয়া বলিলা দেবী শ্রীয়মন্ত তরে।
পিতা তোর বন্দী হৈছে নৃপ-কারাগারে ॥
রাজারে কহিয়া মুক্ত কর ধনপতি।
দেবীর বাক্যে সাধুর আনন্দ হৈল অতি ॥
অবনী লোটাই বন্দে পঙ্কজ-চরণ।
নিজ স্থানে জগদম্বা করিলেন গমন ॥
নৃপে বোলে শুন বাপু বর্ণিক-তনয়।
দোলা আরোহণ কর জাই নিজালয় ॥
ভূপতির বাক্যে সাধু বোলে জোবকরে।
কারাগার-গৃহখানি দেয় মোর তরে ॥
নরকান্তে বোলে বাপু বথ বর কথা।
অর্দ্ধ রাজ্য দিয়া তোহ্মা করিমু জামাতা ॥
এ বলিয়া নিজালয়ে গেল নরকান্ত।
কারাগারগৃহে গেল সাধু শ্রীয়মন্ত ॥
দ্বার মুক্ত করি সাধু গৃহে প্রবেশিয়া।
জথ কারাগারবাসী দিলেক ছাড়িয়া ॥
দেখিতে দেখিতে শেষে পায়ে জনকেরে।
জননীর বাক্য স্মরি চিহ্নিল তাতরে ॥
শ্রীয়মন্তে বোলে তুহ্মি হও কোন জন।
কারাগারগৃহে বন্দী হৈছ কি কারণ ॥
সাধু বোলে নিবেদন শুনহ কুমার।
বিক্রমকেশরী রাজা উজান্যধিকার ॥
সে রাজ্যে নিবাস মোর নাম ধনপতি।
পিতা মোর রঘুপতি বর্ণিকপদ্ধতি ॥
সিংহলে আসিল আহ্মি গন্ধের কারণে।
যোষাযুক্ত দেখিলাম কালীদহের বনে ॥
সাক্ষী নহি দিল মোর সঙ্গের কর্ণধারে।
ক্রোধে বন্দী কৈল রাজা এত কারাগারে ॥
পিতৃবাক্য শুনিয়া শ্রীমন্ত সদাগরে।
লিখন অঙ্কুরি দিল জনকের করে ॥
পত্র পাঠ করি সাধু করএ ক্রন্দন।
শঙ্করে বোলএ ভাবি অপর্ণার চরণ ॥

রাগ গান্ধার।

ত্রাহি ত্রাহি অয়ে বাপু রাজার জামাতা।
আহ্মি দুঃখিতের পত্র প্রাপ্তি হৈল কথা ॥
মম সম ভাগ্যহীন আছে কোন জন।
সুখ ত্যাগি আসিয়াছি ভুগিতে লাঞ্ছন ॥
জনকের বচন শুনিয়া শ্রীয়পতি।
চরণে পতন হৈল লোটাইয়া ক্ষিতি ॥
করজোরে বোলে সাধু করিয়া ক্রন্দন।
আহ্মি নরাধম জান তোহ্মার নন্দন ॥
শ্রীয়মন্ত নাম মোর শুন নিবেদন।
তবোদ্দেশে আসিয়াছি দক্ষিণ পাঠন ॥
ব্যর্থ সে জঠরে মোরে ধরিলেক মায়ে।
আহ্মি বিদ্যমানে তাতে হেন ক্লেশ পায়ে ॥
পুত্রের বচনে সাধু আনন্দ হইল।
মৃতা কলেবরে জেন জীব সঞ্চরিল ॥
সাধু বোলে শুন পুত্র ক্লেশ ভাব কেনে।
সর্ব্ব দুঃখ গেল মোর তোহ্মা দরশনে ॥
পুত্র করে ধরি সাধু আইস আইস বোলে।
কপালেতে চুম্ব দিয়া তুলি লৈল কোলে ॥
আশু ত্রাহি অএ পুত্র রাজ্যের মঙ্গল।
জননী বিমাতা তোর আছেনি কুশল ॥
শ্রীয়মন্তে বোলে তাত কিছু ক্লেশ নাই।
তোহ্মার কারণে মাত্র সর্ব্বে চিন্তা পাই ॥
ভবানীর পঙ্কজাঙ্ঘ্রি ভাবিয়া আনন্দে।
ধরণীতে লোটাই শঙ্করদাসে বন্দে ॥

রাগ বরারি।

ভজ রে জীব গোবিন্দ-পদারবিন্দ।
দেখিয়া গোলোকেশ্বর অজ্ঞ ধ্বংস হৈল মোর,
মনে বর জাগ্মিল আনন্দ ॥

নিদারুণ কংসাসুরে নিগড় করিয়া গোরে
বন্দী করিয়াছে কারাগার।
বুঝি আর নাহি ক্লেশ জর্ম্মিয়াছেন হৃষীকেশ
এবে আহ্মি হইল নিস্তার॥
বিরিঞ্চ্যাদি দেবে জারে নিত্য নিত্য অর্চ্চা করে
জাহা ধ্যানে নহি পায়ে মুনি।
আহ্মার ভাগ্যের ফলে আসিয়া বন্ধন-ঘরে
তেন হরি জর্ম্মিছেন আপনি॥
বোলে দাস শ্রীশঙ্করে করিয়া জে করজোরে
এই বাঞ্ছা করি মানসেতে।
উমা হর নারায়ণ এক ব্রহ্ম করি জ্ঞান
মৃত্যু মোর হোক আচম্বিতে॥

ঘোষা।

ভজ গোবিন্দপদারবিন্দ॥

দুর্গা দুর্গা শব্দ জার বক্তে নিঃসরয়।
কল্মষেরে দাহ করে হৈয়া ধনঞ্জয়॥
ধনপতি বোলে পুত্র শুনহ বচন।
দ্বাদশাব্দাবধি মোর হৈয়াছে বন্ধন॥
স্বদেশে জাইতে আশা না ছিল আহ্মার।
তুহ্মি পুত্র হোন্তে আহ্মি হইল নিস্তার॥
এই মতে উভের পরিচয় যদি হৈল।
ধনপতির ভৃত্য সর্ব্বে বৃত্তান্ত শুনিল॥
চাতক আনন্দ জেন কাদম্বিনী-বনে।
তেন মতানন্দ হৈল ভৃত্য সভার মনে॥
চপলে চলিয়া গেল জথা শ্রীয়পতি।
নমস্কার করি বলে করিয়া প্রণতি॥
এথ দিনে আহ্মা সভার খণ্ডিলেকাসিত।
সিতা দ্বিতীয়ারার্ণব-সুনুমুপস্থিত॥
এবে আহ্মারার শুভ হবে দিনে দিনে।
ভিন্নাধীন হৈয়া ছিল নিজ কান্ত বিনে॥
সোম বিনে নিন্দে জেন অশ্বিন্যাদিগণ।
পতিহীন জন জান তেমত লক্ষণ॥
আর ক্লেশ নাহি এবে খণ্ডিল দুর্গতি।
আনন্দে জাইব দেশে তোহ্মার সঙ্গতি॥
ভৃত্য সর্ব্বের বাচ শুনি বোলে শ্রীয়মন্তে।
এবে আহ্মা সঙ্গে দেশে চলহ নিশ্চিন্তে॥
তদন্তরে ধনপতি খেউরকর্ম্ম করি।
স্নান করি অর্চ্চিলেক দেব ত্রিপুরারি॥
সর্ব্ব দুঃখ খণ্ডি গেল হইলেক শুভ।
আনন্দে ভোজন করে পিতা পুত্র উভ॥
আচমনি করিয়া বসিল দুই জন।
শ্রীয়মন্তে বোলে তাত শুন নিবেদন॥
আজ্ঞা কৈলেন জগদম্বা দক্ষিণমসানে।
দেবী সঙ্গে সত্য কৈল রাজা শালবাণে॥
রাজকন্যা সমর্পিতে চাহে মোর ঠাই।
ধনপতি বোলে বাপু তার কার্য্য নাই॥
শ্রীয়পতি বোলে মোর শ্রদ্ধা নাহি মন।
দেবীরাজ্ঞ কোনরূপে করিব লঙ্ঘন॥
সাধু বোলে তবে আর না পাব বাচিতে।
বিবাহ করিয়া দেশে চলহ ত্বরিতে॥
এই মতে পিতা পুত্রে পরামর্শ করে।
যুগ্ম দোলা পাঠাইয়া দিল নরেশ্বরে॥
দোলা আরোহিয়া চলে সাধু দুই জন।
উপস্থিত হইলেক ভূপতি সদন॥
শ্রীরাম্বরে করজোরে ভক্তিযুক্ত মনে।
নৃপতির চরণ বন্দিল দুই জনে॥
ধনপতি সাধুরে করিয়া আলিঙ্গন।
নিজাসনে বৈসাইল দণ্ড সুলক্ষণ॥
নৃপে বোলে ক্ষম দোষ সাধুর নন্দন।
সাধু বোলে দুঃখ পাইলুম দৈবের কারণ॥
ধাতার অখণ্ড লিপি জে আছে কপালে।
শুভাশুভ খণ্ডাইতে নারে কোন কালে॥
গ্রহবৈ[গুণ্যাতা]বর্ণতা হেতু আহ্মা বন্দী কৈলা।
শুভ উপস্থিতে দোলা পাঠাইয়া দিলা॥
সাধুর বচনে রাজা হৈল হরষিত।
তদন্তরে ক্ষণদা হইল উপস্থিত॥
অর্ক যদি প্রকাশ হইল ত্রিযামান্তে।
ধনপতি সম্বোধিয়া বোলে নরকান্তে॥
পুত্রের বিবাহাধিবাস কর আনন্দিতে।
কন্যা সমর্পিব আহ্মি কল্য দিবসেতে॥

নৃপতির বাক্যে সাধু হরষিত মনে।
পুত্রাধিবাস করাইল অতি শুভক্ষণে॥
রাজরাণী দুহিতা করায়ে অধিবাস।
নিশীথিন্যন্তেতে ভানু হইল প্রকাশ॥
নিদ্রা হোন্তে জাগি রাজা আনন্দ হইয়া
নানা মহোৎসব করে বন্ধুবর্গ লৈয়া॥
ঢক্কাদিভিঃ বাদ্য বাজে অত্যন্ত সুন্দর।
জয় জয় শব্দ হৈল পুরীর ভিতর॥
স্নানার্চ্চা করিয়া রাজা আনন্দিত মনে।
নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ কৈল বেদোক্ত বচনে॥
নান্দীমুখ করিয়া কুমার শ্রীয়পতি।
বিকর্ত্তন বন্দিলেক করিয়া ভকতি॥
নানা অভরণ দেহে দিয়া মনোরঙ্গে।
হেমজরিত মুকুট ধরিল উত্তমাঙ্গে॥
সুগন্ধি চন্দনে অঙ্গ করিয়া ভূষিত।
দিব্যাসনে বসিল বেদীর সন্নিহিত॥
অন্তঃপুরে সুশীলারে অঙ্গবেশ করে।
পার্ব্বতী ভাবিয়া গাএ দাস শ্রীশঙ্করে॥

রাগ কামোদ।

অনেক সুন্দরী নারী স্বর্ণ ঘটে লৈয়া বারি
সুশীলারে করাইল স্নান।
মনে হৈয়া কুতূহল মুছিয়া অঙ্গের জল
পট্টাম্বর কৈল পরিধান॥
শোভে বক্ত্র সম ইন্দু কপালে সিন্দূরবিন্দু
গলে দোলে গজমুক্তিহার।
কর্ণে কর্ণফুল দোলে কঙ্কণ শোভ্যাছে করে
বাহুমূলে শোভে স্বর্ণতার॥
করের অঙ্গুলোপরে রত্নাঙ্গুরি শোভা করে
কটিমাঝে কিঙ্কিণী শোভিছে।
চরণে মকরখাড়ু সহিতে জে ঘুঙ্ঘুরু
ততোধিকে নূপুর বাজ্যাছে॥
ভবানীশঙ্করে কহে দেবী-পদসরোরুহে
মম স্বান্ত বঞ্চোক আনন্দে।
ষষ্ঠাঙ্ঘ্রির মন জেন বদ্ধ হৈছে অনুক্ষণ
অরবিন্দ-পুষ্প-মকরন্দে॥

ঘোষা।

কানু দরশনে বৃন্দাবনে চল বিনোদিনী।
তব ভাগ্য সমসর
গোকুলে নাহিক আর
শুন বৃকভানুর নন্দিনী॥
রসের নাগর হরি
রহিয়াছে পন্থ হেরি
রাধারূপ ধ্যাই মনে মনে।
সদাএ মুরলী ধরে
রাধা-মন্ত্র বক্তে স্মরে
রাধা বিনে অন্য নহি জানে॥
রাধা বোলে শুন দূতি
কিরূপে করিব গতি
শাশুড়ী ননদী জাগে ঘরে।
দূতী বোলে বিনোদিনি
কাখে কুম্ভ লও পুনি
চল জল আনিবার ছলে॥
দূতীর সন্ধান পাইয়া
কাখ মাঝে কুম্ভ লৈয়া
চলে রাধা হইয়া আনন্দ।
রস বৃন্দাবনে গিয়া
করপুটাঞ্জলি হৈয়া
বন্দিল গোবিন্দ-পদারবিন্দ॥
কহে দাস শ্রীশঙ্কর
শুন হে মুরলিধর
দাস জ্ঞানে কৃপাং কুরু কিন্তু।
রাধাকৃষ্ণ উগ্র গৌরী
এক ব্রহ্ম জ্ঞান করি
কালান্তেতে হৌক মোর মৃত্যু॥

ঘোষা।

বৃন্দাবনে চল বিনোদিনি ॥

দুর্গানাম-লিপি যদি পঠে গদগদ।
শ্রোতা পাঠয়িতার আর নাহিক বিপদ ॥
এই মতে সুশীলারে করি অঙ্গবেশ।
উর্দ্ধ করি বদ্ধ কৈল শিরের দীর্ঘ কেস ॥
কুন্তল খোফাতে দিল চম্পকাদি ফুল।
উরএ ভ্রমর গন্ধে হইয়া ব্যাকুল ॥
বক্ষোপরে দিল রামা বিচিত্র কাঞ্চুলি।
পট্টাম্বর উপরে ওরনি দিল তুলি ॥
দিব্যাসনে আরোহিয়া চলিল সুন্দরী।
স্বামী নমস্কার কৈল করজোর করি ॥
ভৃত্য সবে ধরি সাধু উচ্চ করি তোলে।
সপ্ত বার সুন্দরীয়ে প্রদক্ষিণ করে ॥
আননচন্দ্রিকা তবে করি এই মতে।
যুগ্ম গ্রন্থি তবে দিলেক গ্রীবাতে ॥
হোম করিবারে অগ্নি করিয়া স্থাপন।
দ্বিজে বোলে মহারাজা কর সম্প্রদান ॥
ঋত্বিক্ দ্বিজের বাচ শুনি দণ্ডধরে।
পাদ্যাদিভিঃ দিল রাজা জামাতার করে ॥
জানূপরে ধরি মন্ত্রে করিয়া বরণ।
নানান প্রকারে দিল রত্ন অভরণ ॥
বিবাহপদ্ধতি দ্বিজে সম্মুখে রাখিয়া।
শ্রুতিউক্ত বাক্য পড়ে সমাহিত হৈয়া ॥
ঋত্বিক্‌বক্ত্রে এ বাক্য পড়ি দণ্ডধরে।
সম্প্রদান করিলেক হরিষ অন্তরে ॥
সালঙ্কারাত্মজা-হস্তে ধরি শালবাণ।
জামাতার করেতে দুহিতা কৈল দান ॥
সশস্ত্রার্দ্ধ সিংহল কল্পনা করি স্বান্তে।
জামাতার তরে দান দিল নরকান্তে ॥
তদন্তরে শ্রীয়মন্তে হর্ষ হৈয়াম্ভরে।
ঘোষা সঙ্গে আরোহিল বেদীর উপরে ॥
হেন কালে ভর্তৃবতী যোষিৎ লইয়া।
মঙ্গল করিতে রাণী আসিল চলিয়া ॥
যব দূর্ব্বা করেতে লইয়া মনোরঙ্গে।
দিল রাণী জামাতা দুহিতারোত্তমাঙ্গে ॥
ধববতী অবলায়ে জয়ধ্বনি দিয়া।
ভ্রমিয়া বান্ধিল সপ্তনাল সূত্র দিয়া ॥
পুনর্ব্বার জয়কার দিলেক বিশেষ।
জামাতা দুহিতা কৈল মন্দিরে প্রবেশ ॥
জুয়া খেলা খেলে সাধু রমণী সহিতে।
সীমন্তিনী জয়ধ্বনি দিল হরষিতে ॥
তদন্তরে শ্রীয়মন্তে করিয়া ভোজন।
ভার্য্যা সঙ্গে পালঙ্কেতে করিল শয়ন ॥
এই মতে সিংহলেতে সাধু শ্রীয়পতি।
নানা সুখ ভোগ করে সঙ্গতি যুবতী ॥
আর এক দিবসেতে সময় ক্ষণদা।
শ্রীয়মন্ত তরে স্বপ্ন কহেন সারদা ॥
শুন শুন শ্রীয়মন্ত সাধুর নন্দন।
বুঝি তোর জননী হইলে বিস্মরণ ॥
এবে নিজ রাজ্যে গতি কর শ্রীয়পতি।
এ বলিয়া অন্তর্ধ্যান হৈলা ভগবতী ॥
স্বপ্ন দেখি শ্রীয়মন্ত চিন্তাযুক্ত হৈল।
জাগাইয়া সুশীলারে কহিতে লাগিল ॥
দেশেতে জাইব আহ্মি শুন অয়ে প্রিয়া।
তোহ্মার জননী স্থানে বিদায় মাগ গিয়া ॥
আজু শর্ব্বরীতে আজ্ঞা করিলেন পার্ব্বতী।
নিজ রাজ্যে শীঘ্র আহ্মি করিবারে গতি ॥
জননী নিমিত্তে মোর স্থির নহে মন।
খলু নিজালএ আহ্মি করিব গমন ॥
ব্যাকুল হইল রামা স্বামীর বচনে।
দেবীর পদ ভাবিয়া শঙ্করদাসে ভণে ॥

বার মাস।

ঘোষা।

শুন প্রভু মোর নিবেদন ॥

সুশীলাএ বোলে প্রভু শুন নিবেদন।
কি হেতু ত্যাগিতে চাহো সিংহল ভুবন ॥

আগ্রাণেতে নগেশ্বর-কাল উপস্থিত।
হেন সমে জাইতে বোল না হয়ে উচিত ॥
আনন্দিতে নানা রস করহ অশন।
বিচিত্র পালঙ্কোপরে করহ শয়ন ॥
কমলারি-যৌবন হইবে পৌষ মাসে।
নানা কেলি করে ঘোষা ধব লৈয়া পাশে ॥
শুন শুন প্রাণনাথ না জাও দেশেতে।
আহ্মা লৈয়া আনন্দে বঞ্চহ সিংহলেতে ॥
মাঘ মাসে তেন রূপ হিমের সঞ্চার।
না পারিবা প্রাণনাথ দেশে জাইবার ॥
আহ্মা সঙ্গে সুখে প্রভু বঞ্চহ রজনী।
আজ্ঞা কর আনি এথা তোহ্মার জননী ॥
ফাল্গুনেতে হরির উৎসব সর্ব্বে করে।
নানা রঙ্গ করে লোকে প্রতি ঘরে ঘরে ॥
আবীর খেলাও প্রভু আহ্মার সঙ্গতি।
কি কারণে জাইবারে চাহো প্রাণপতি ॥
মধু মাসে মনসিজ-সখা উপস্থিত।
পিক সর্ব্বে নাদ করে অতি সুললিত ॥
মকরন্দ হেতু অলি ভ্রমে বনে বনে।
নিকটে পাইয়া ত্যাগ কর কি কারণে ॥
বৈশাখেতে নানা পুষ্প ফুটে ডালে ডালে।
গ্রথিয়া মোহন মালা দিব তোহ্মার গলে ॥
নিত্য বাও করিবাম লইয়া চামর।
নিজ রাজ্যে না জাইয় শুন প্রাণেশ্বর ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে লোকচক্ষু আতপ অত্যন্ত।
গন্ধ লেপি দিব অঙ্গে শুন প্রাণকান্ত ॥
শাশুরীরে আনাইব এই সিংহলেতে।
এথাতে বঞ্চহ প্রভু কি কার্য্য দেশেতে ॥
আষাঢ়েতে বর্ষাকাল হএ উপস্থিত।
হেন সমে জাইতে দেশে না হয়ে উচিত ॥
রাজভোগ দ্রব্য প্রভু করহ ভোজন।
খট্বার উপরে নাথ করহ শয়ন ॥
শ্রাবণেতে নিত্য নিত্য মেঘে করে ঝর।
দেশে জাইতে উচিত না হএ প্রাণেশ্বর ॥
আহ্মি চাতকিনী নারীর জর্ম্মিছে পিপাসা।
কাদম্বিনীরূপে মোর পুর্ণ কর আশা ॥
ভাদ্র মাসে আহ্মা সঙ্গে কর নানা রঙ্গ।
রসের সময়ে রস কেহ্নে কর ভঙ্গ ॥
আহ্মি নব নারী তুহ্মি যুবক নাগর।
পঙ্কজের মকরন্দ না ছারে ভ্রমর ॥
আশ্বিনেতে আনন্দে ভবানী কর পুজা।
মসানে তোহ্মারে রক্ষা কৈলেন দশভুজা ॥
তাহান উৎসব কর আনন্দিত মনে।
চিন্তা না করিয় কান্ত রাজ্যের কারণে ॥
শিখীশ্বর মাসে সুখে বঞ্চ প্রাণকান্ত।
দাসী প্রায়ে তুয়া পদ সেবিব নিতান্ত ॥
আহ্মি বহি জনকের পুত্র নাহি আর।
তোহ্মারে করিব নৃপে সিংহলাধিকার ॥
ঘোষা-বাক্য শুনি সাধু দিলেক উত্তর।
চণ্ডিকা ভাবিয়া গায়ে দাস শ্রীশঙ্কর ॥

——

ঘোষা।

অভেদ গৌরী শিব সীতারাম ॥

দুর্গানামযুগ্মাক্ষর জপ নিরবধি।
কৃতান্তের দণ্ড হোন্তে নিস্তার হবে যদি ॥
শ্রীয়মন্তে বোলে তাহা না বোল সুন্দরি।
নিজ রাজ্য ছাড়ি এথা রহিতে না পারি ॥
জননী কারণে মোর স্থির নহে মন।
আহ্মার বিচ্ছেদে মায়ে তেজিব জীবন ॥
আহ্মি বহি জননীর দ্বিতীয় জে নাই।
নও তুহ্মি এথা বঞ্চ আহ্মি দেশে জাই ॥
প্রভুর বচনে রামা করিল গমন।
রোদনা করিয়া কহে মায়ের সদন ॥
সুখে বঞ্চিবারে মোরে না দিল বিধাতা।
দেশেতে জাইতে চাহে তোহ্মার জামাতা ॥
দুহিতার বাক্য রাণী শুনিয়া শ্রবণে।
চপলগমনে গেল ভুপতি সদনে ॥
রাণী বোলে শুন রাজা কি হোক উপায়।
স্বদেশে জাইতে চাহে সাধুর তনয় ॥
রাজা বোলে তাহা আহ্মি কি করিতে পারি।
নিজালয়ে জাএ সাধু কন্যা দেয় ছারি ॥

কন্যারে রাখিয়া এথা নাহি শুভকাজ।
জামাতা বিচ্ছেদ হৈলে তাতে গুরু লাজ॥
রাজবাক্য শুনি রাণীর হৈল অশ্রুপাত।
অকস্মাৎ শিরে জেন হৈল বজ্রঘাত॥
দুহিতার গ্রীবাএ ধরি করএ ক্রন্দন।
শঙ্করে বোলএ ভাবি অপর্ণার চরণ॥

সুহি রাগ।

ধরা।

শোকান্বিত হৈয়া মনে
নৃপতিব বিদ্যমানে
কান্দে রাণী কন্যা লৈয়া কোলে।
এক কন্যা বিনে মোর
দ্বিতীয় নাহিক আর
ছারি দিতে কেহ্নে রাজায় বোলে॥
রাজার কঠিন হিয়া
দূর রাজ্যে তোরে দিয়া
পাশরিব কার মুখ হেরি।
বিস্তার সাগর-পার
সম্বাদ না পাইমু আর
মরিমু গলাএ দিয়া দরি॥
জে বোল বোলউক মোরে
ছারিয়া না দিমু তোরে
রাখিমু গলাএ করি হার।
মাএর ক্রন্দন শুনি
সুশীলাএ বোলে পুনি
ক্ষম শোক না কান্দিয় আর॥
যদি স্বামী জাএ ছারি
রহিবারে নহি পারি
স্বামী জান নারীর দেবতা।
জেই নারী হএ সতী
প্রাণী তুল্য জানে পতি
স্বামী সম না হএ বিধাতা॥
জেই নারী স্বামী ছারে
নারী নহি বোলি তারে
দুরাচারি সেই পাপমতি।
স্বামিবাক্য জেই লঙ্ঘে
পাপে লিপ্ত হৈয়া অঙ্গে
কুম্ভীপাকে তাহার বসতি॥
কন্যার বচন শুনি
ধন্য ধন্য বোলে রাণী
ধন্য তোরে ধরিলুমুদরে।
এমনি সুবুদ্ধি জার
ধন্য মাও বাপ তার
কিন্তু শোক রহিল অন্তরে॥
অভয়ার কিঙ্কর
ভণে দাস শঙ্কর
মনেতে আনন্দ হৈয়া বর।
ভবানীর পদদ্বন্দ্বে
পঙ্কজের মকরন্দে
পান করে হৈয়া মধুকর॥

মালসী।

শিব দুর্গা বোল মন বদনে।
দুষ্কৃতনাশিনী সুকৃতিদায়িনী
জানিয়া ভজহ পঙ্কজ-চরণে॥
রাশি রাশি তৃণ প্রাপ্তি মাত্র জেন
চপল দহে হুতাশনে।
দেহের কল্মষ তখনে বিনাশ
ত্রাহি দুর্গানাম স্মরএ জখনে॥
দুরিত দুরন্ত জরিল অত্যন্ত
নিশ্চিন্তে রহিলে কি কারণে।
দুর্গানাম সার বান্ধব নাহি আর
ভূয়ো বোলিছে আগম পুরাণে॥
তরণী পাইয়া ত্যাগ কি লাগিয়া
ভবার্ণব না দেখি নয়ানে।
ভবার্ণবাজ্জ্যা তাহাতে তরঙ্গ
তরণী বিনে আর তরিবে কেমনে॥

দুর্গা যুগ্মাক্ষর ভার কথ বর
সদায়ে জপিতে আননে।
না বুঝ অখনে বুঝিবে তখনে
জখনে প্রহার করিবে শমনে॥
কহেন শঙ্কর হৈয়াছ নিগর
লোভাদি রজ্জুর বন্ধনে।
এই দৃঢ় পাশ না হয়ে বিনাশ
বিনয়া দুর্গানাম-তীক্ষ্ণাসি ক্ষেপণে॥

ঘোষা।

দুর্গানাম বদহ বদনে॥

দুর্গানাম যুগ্মাক্ষর জে করে স্মরণ।
আশুক্রমে ধ্বংস পায়ে সর্ব্বাঙ্গের এন॥
এই মতে মহাদেবী করএ ক্রন্দন।
নৃপতি বোলএ রাণি শুনহ বচন॥
না কান্দিয় শুন প্রিয়া বর অমঙ্গল।
কন্যা জামাতার এবে চিন্তহ কুশল॥
সুখে বঞ্চউক উভ নিজ রাজ্যে গিয়া।
আশীর্ব্বাদ কর তুহ্মি শুন অএ প্রিয়া॥
এ বলিয়াত্মজা হস্তে ধরি নৃপবরে।
সমর্পণ করিলেক জামাতার করে॥
কাকু করি কহে রাজা শ্রীমন্ত স্থানে।
ক্ষমিবা সকল দোষ এক দোষ বিনে॥
একাত্মজা বিনে মোর নাহিক দ্বিতীয়।
অপমান নহি দিবা বলি ভূয়োভূয়॥
রাণী বোলে বাপু তোর কঠিন জে হিয়া।
কায়া শূন্য করি মোর জাও প্রাণী লৈয়া॥
শুন বাপু ক্ষমা কর না জাও দেশেতে।
তোর অম্বা আনি দেম এই সিংহলেতে॥
রাণীর বচনে সাধু বোলে করজোরে।
অনুচিত বাক্য মা ও কেহে বদ মোরে॥
অবশ্য দেশেতে আহ্মি করিব গমন।
শ্বশুরাধীন জনের বিফল জীবন॥
লোকে মোরে বলিবেক শক্তি নাহি তার।
সিংহলেতে বৈল বাধা হৈয়া রাজার॥
শাক অন্ন চারু দেখি আপনা দেশয়।
পঞ্চামৃত এথাতে অঙ্গার তুল্য হয়॥
শুন অম্বে মহাদেবি বচন আহ্মার।
পর-বাধ্য নহি আহ্মি কহিলাম সার॥
এই মতে সাধু যদি বলিল বচন।
রাণী বোলে এই বেটা বরহি টেটন॥
কিছু মাত্র স্নেহ তোর নাহি কলেবর।
নিতান্ত জানিলু তুহ্মি বরহি নিষ্ঠুর॥
সাধু বোলে শুন মা ও করি নিবেদন।
ধন বিত্ত লৈয়া লোকের বধহ জীবন॥
তথাচ আহ্মারে বোল কি বলিব আর।
প্রাণী লৈয়া দেশে গেলে বর ভাগ্য তার॥
তাহা শুনি মহাদেবী হাসিতে লাগিল।
পুত্রভাবে কুমারেরে কোলে তুলি লৈল॥
কপালেতে চুম্ব দিয়া আশীর্ব্বাদ করে।
চিরজীবী হইয়া আনন্দে বঞ্চ ঘরে॥
আহ্মার সম্বাদ বাপু লইবা সর্ব্বথা।
সাধু বোলে জানি তুহ্মি তুল্য মোর মাতা॥
এ বলিয়া বন্দিলেক শাশুরীর চরণে।
তদন্তরে নৃপাঙ্ঘ্রি বন্দিলানন্দ মনে॥
বাহির হইল সাধু করি শুভ যাত্রা।
অম্বার গলে ধরি কান্দে কন্যা সোমবক্ত্রা॥
ভবানীশঙ্করে ভণে অভয়ার দাস।
একবার নারায়ণি পূর্ণ কর আশ॥

কর্ণাট রাগ।

কান্দে রামা জননীর গ্রীবাএ ধরিয়া।
কিরূপে বঞ্চিব আহ্মি তোহ্মা না দেখিয়া॥
বিস্তার সাগর-পার রাজ্যাত্যন্ত দূরে।
শুভাশুভ বার্ত্তা তব কে জানাইবো মোরে॥
তব শোকানলে চিত্ত নিত্য দগ্ধ হৈব।
স্বামী ছারি এথাতে বা কিরূপে বঞ্চিব॥
কি করিব প্রাণী মোর স্থির নহে ঘটে।
ধাতায়ে পতন মোরে করিল সঙ্কটে॥

রাণী বোলে প্রাণী মোর নহি হএ স্থির।
বারণ করিতে নারি নয়নের নীর॥
শোক করি কি করিবে শুনহ দুহিতা।
বাক্য মোর না রাখিল নিষ্ঠুর জামাতা॥
আর না কান্দিয় মাও স্থির কর স্বান্ত।
কর্ম্মলিপি খণ্ডাইতে না পারে নিতান্ত॥
এই মতে অম্বাত্মজা করয়ে ক্রন্দন।
আসিলেক প্রজালোক ভূপতি সদন॥
কান্দি কান্দি বোলে প্রজা নৃপ সম্বোধিয়া।
দাস শ্রীশঙ্করে ভণে ভবানী ভাবিয়া॥

ঘোষা।

গোপাল নন্দ গোবিন্দ ছারিয়া দেয় কেনে।
গোপস্থান ত্যাগ করি
যদি জায়ে রাম হরি
আর না আসিব লয়ে মনে॥
পাইয়া জে রত্ন মণি
অন্যের বিলাও কেনি
যুক্ত হএ রাখিতে বক্ষেতে।
নন্দে বোলে নীলমণি
না শুনে আহ্মার বাণী
আহ্মা ছার্য়া জাএ মথুরাতে॥
নন্দের বচন শুনি
গোপ গোপ-সীমন্তিনী
গুরু শোক পাইলেক মনে।
শিরে হানি করঘাত
করে সবে অশ্রুপাত
ভবানীশঙ্কর দাসে ভণে॥

ঘোষা।

নন্দ গোবিন্দ ছারিয়া দেয় কেনে॥

দুর্গানামযুগ্মাক্ষর জেই জনে স্মরে।
কল্মষে তাহার দেহে আশ্র[য়] নহি করে॥

প্রজালোকে বোলে রাজা করি নিবেদন।
এথাতে রাখহ তুহ্মি সাধুর নন্দন॥
এক কন্যা বিনে তোহ্মার পুত্র নাহি আর।
এই অর্থ কোনে ভোগ করিব তোহ্মার॥
ভূপতিলক্ষণ হএ তোহ্মার জামাই।
সর্ব্ব রাজ্য সমর্পণ কর তান ঠাই॥
রাজা বোলে এই আশা মোর মনে ছিল।
পাইয়া অমূল্য রত্ন বিধি বিড়ম্বিল॥
বিস্তর যতন কৈলুম না রহে কুমার।
কি করিবে বোল প্রজা অভাগ্য সবার॥
তদন্তরে মহারাজা সকরুণ মনে।
অৰ্দ্ধ রাজ্যের মূল্য ধন দিল ততক্ষণে॥
ধনপতি সম্বোধিয়া বোলে নরনাথে।
অৰ্দ্ধ রাজ্যের মূল্য ধন তোলহ নৌকাতে॥
নৃপ-বাক্যে ধনপতি আনন্দ হইয়া।
নানা রত্ন তোলে সাধু ডিঙ্গা সাজাইয়া॥
প্রবালাদি করি জথ বহুমূল্য ধন।
বহু তঙ্কা তোলে আর রজত কাঞ্চন॥
তাম্র কাংস্য তৈজসাদি লইল বিস্তর।
পট্ট বস্ত্র আদি জথ লইল অম্বর॥
ধবল চামর আর শুদ্ধ দারু গন্ধ।
ক্রমে ক্রমে লয়ে সাধু হইয়া আনন্দ॥
অষ্ট ডিঙ্গা পূর্ণ করি সাধু ধনপতি।
রাজার নিকটে চলি গেল শীঘ্রগতি॥
অবনী লোটাই বন্দে রাজার চরণ।
সাধুর করে ধরি রাজা কৈল আলিঙ্গন॥
নরকান্তে বোলে সাধু তুহ্মি ভাগ্যবন্ত।
দেবপুত্র পাইয়াছ কুমার শ্রীমন্ত॥
সাধু বোলে হই আহ্মি তোহ্মার কিঙ্কর।
এ বলিয়া বিদায় হইল সদাগর॥
স্বর্ণ দান করি বসুন্ধরামরা প্রতি।
নৌকা আরোহিল সাধু অতি শীঘ্রগতি॥
তদন্তরে শ্রীমন্তে ভক্তি মানসেতে।
বিস্তর দিলেক হেম দ্বিজের হস্তেতে॥
তার পরে অন্তঃপুরে সুশীলা সুন্দরী।
জনকাম্বা বন্দি চলে শুভ যাত্রা করি॥

পুরী হোন্তে আশু নিঃসরিল রূপবতী।
স্বামীর নিকটে রামা গেল শীঘ্রগতি ॥
নানা যন্ত্রধ্বনি সাধু করি ততক্ষণ।
পত্নী সঙ্গে করিলেক তরণ্যারোহণ ॥
ভার্য্যা সঙ্গে সাধু যদি নৌকা আরোহিল।
সিংহলের লোক সর্ব্বে কান্দিতে লাগিল ॥
ভবানীর পঙ্কজাঙ্ঘ্রি ভাবিয়া মানসে।
তরণী ছাড়িয়া দিল উজানী উদ্দেশে ॥
ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব নদী বাহি কুতূহলে।
উপস্থিত হইলেক মকরা-সলিলে ॥
ধনপতি বোলে পুত্র শুন মোর বাণী।
এই সাগরেতে মোর ডুবিছে তরণী ॥
পিতার বচন সাধু শুনিয়া শ্রবণে।
উমাঙ্ঘ্রি ভাবএ সাধু ভক্তিযুক্ত মনে ॥
ভবানীর পাদপদ্ম ভাবিয়া মানসে।
পাঞ্চালী রচিত কহে শ্রীশঙ্করদাসে ॥

রাগ মন্দার।

ভাবহু নারায়ণী
ত্রিজগত-জননী
দুর্গতিনাশিনি ত্রাহি দুর্গে।
শুক নারদাদি মুনি
জাহা ধ্যায়ে পুনি পুনি
জাহারে অর্চ্চএ সুরবর্গে ॥
নমো কালি কলাবতি
নমো কপালিনি সতি
কৈলাসবাসিনি কাত্যায়নি।
নমো কৃষ্ণা কালরাত্রি
নমো কালি জগদ্ধাত্রি
কালভৈরবের সীমন্তিনি ॥
নমো কামাখ্যা কঙ্কালি
নমো ক্রোধনি কপালি
কামার্ত্তা কামিনি কপর্দ্দিনি।
নমো কৃশানু-ঘরিণি
নমো কলুষ-নাশিনি
কুলেশ্বরি গৌরি সনাতনি ॥
নমো গৌরি নগেন্দ্রজা
নমো নমো দক্ষাত্মজা
নমো অম্বা অভয়া চণ্ডিকা।
জানি অধম কিঙ্কর
দেহি মোরে এই বর
ধন জন সঙ্গে পাই নৌকা ॥
গ্রীবাম্বরে করজোরে
কহে দাস শ্রীশঙ্করে
দেবি দুর্গে প্রসীদ আহ্মারে।
অহঃ ক্ষপা অনুক্ষণ
শুক প্রাএ মোক মন
বদ্ধ হৈয়া তবাঙ্ঘ্রি-পঞ্জরে ॥

মালসী।

ভক্তি করি বদ্দ বক্তু ভরি
ত্রাহি শঙ্কর শঙ্করী।
মুদিয়া লোচন সদায় কর ধ্যান
দিগম্বর দিগম্বরী ॥
বিষয়-গরলে কেনে রত হৈলে
রস-পিণ্ডিস পাসরি।
হইলে কালান্ত আসিয়া কৃতান্ত-
দূতে নিবে লেসে ধরি ॥
বান্ধি বন্ধে বন্ধে ত্যাগিবেক অন্ধে
নানা প্রকারে প্রহারি।
কুণ্ডের উপরে উত্তিষ্ঠিতে নারে
শিরে মারে বজ্রবারি ॥
ঘটিছে নিকট বিষম সঙ্কট
এবে ভজ হর গৌরী।
কহেন শঙ্কর পতিত জনের
বান্ধবেশান ঈশ্বরী ॥

ঘোষা।

ত্রাহি ত্রাহি শঙ্কর শঙ্করি ॥

দুর্গা দুর্গা শব্দ জার বক্তে নিঃসরয়।
শ্রাদ্ধদেবাধীন সেই না হএ নিশ্চয় ॥
পুনর্ব্বার শ্রীয়মন্তে বোলে কাকু করি।
প্রসীদ প্রসীদ অম্বে ত্রিজগতেশ্বরি ॥
জনক-তরণী যদি দদস্ব অথনে।
তবে সর্ব্ব বাঞ্ছা পূর্ণ হয়ে মোর মনে ॥
শুন অম্বে তব ক্রোধ-দৃষ্টির কারণে।
ষষ্ঠ ডিঙ্গার সর্ব্ব লোক মগ্ন হৈছে বনে ॥
কিরূপে জাইব দেশে বলি করজোরে।
তা সবার বন্ধুবর্গে গালি দিবে মোরে ॥
যদি মোরে কৃপা নাহি কর মহামায়।
রাজ্য মোর কার্য্য নাহি মরিমু এথায় ॥
এই মতে শ্রীয়মন্তে ভাবে নারায়ণী।
সমস্ত হইলেন জ্ঞাত পতিতপাবনী ॥
সেবকবৎসলা দেবী হৈলা কৃপান্বিত।
লোক সঙ্গে নৌকা ভাসি উঠে আচম্বিত ॥
ডাকিয়া বলিলেন দেবী থাকি অদৃশ্যেতে।
এবে চৌদ্দ ডিঙ্গা লৈয়া গচ্ছহ রাজ্যেতে ॥
তরণী দেখিয়া সাধু হইল আনন্দ।
শ্রীবাম্বরে বন্দিলেক চরণারবিন্দ ॥
ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব নদী বাহি হরষিতে।
উপস্থিত হইলেক উজানী রাজ্যেতে ॥
পতি-পুত্রাগমন জে শুনিয়া শ্রবণে।
লহনা খুল্লনা রামানন্দ হৈল মনে ॥
স্থানে স্থানে রম্ভা শাখী করিয়া রোপণ।
চূত-পল্লবিত কুম্ভ পূর্ণ করি বন ॥
ক্রমে ক্রমে ঘট দীপ করেতে লইয়া।
চলিলেক নারী সব জয়ধ্বনি দিয়া ॥
নানান মঙ্গল-বাদ্য বাজে সুললিত।
নৃত্যকীয়ে নৃত্য করে হৈয়া হরষিত ॥
এই মতে বন্ধুগণ হৈয়া কুতূহল।
বাটিয়া আনিল সাধু করিয়া মঙ্গল ॥
বসিলেক ধনপতি বিচিত্র আসনে।
উভ যোষায় ধবাঙ্ঘ্রি বন্দিল ভক্তিমনে ॥
হরষিতে শ্রীয়মন্ত সাধুর নন্দন।
প্রথমে বন্দিল সত-মায়ের চরণ ॥
তদন্তরে শ্রীবাম্বরে ভক্ত মানসেতে।
জনক্যঙ্ঘ্রি বন্দিলেক লোটাই ক্ষৌণীতে ॥
পুত্রানন দেখি বামা আনন্দ হইল।
শবাঙ্গেতে জেহেন জে জীব সঞ্চারিল ॥
করে ধরি বক্ষমাঝে রাখিয়া কুমার।
কপালেতে চুম্বন করিল বারে বার ॥
পুত্রের কলত্র রামা দেখিয়া বিদিতে।
গুরুতর আনন্দ জন্মিল মানসেতে ॥
দুই শাশুরীকে কন্যা নমস্কার করে।
মঙ্গল করিয়া বধূ লৈয়া গেল ঘরে ॥
তদন্তরে ধনপত্যানন্দ হৈয়া মন।
ভূসুরবর্গের প্রতি দিল বহু ধন ॥
জথেক দরিদ্র ছিল উজানী নগরে।
ক্রমে ক্রমে দিল ধন তা সভার তরে ॥
তদন্তরে পিতা পুত্র হরষিত হৈয়া।
নৃপ স্থানে গেল গন্ধ চামর লইয়া ॥
শ্রীবাম্বরে করজোরে ভক্ত করি মনে।
ভূমিগতে বন্দিলেক ভূপতি-চরণে ॥
পাত্র সর্ব্ব সম্ভাষা করিয়া জনে জনে।
করজোর হৈয়া উভ বৈসে যুগ্মাসনে ॥
দুই সাধু সম্বোধিয়া উজানীর কান্ত।
একে একে জিজ্ঞাসয়ে সিংহলের বৃত্তান্ত
দাস শ্রীশঙ্করে ভণে হর্ষ হৈয়া চিত্ত।
সলিল জে অলি জেন মধু পিয়ে নিত্য ॥

গান্ধার রাগ।

কহ কহ অয়ে সাধু সর্ব্ব বিবরণ।
বিলম্ব হইল কেহ্নে সিংহল ভুবন ॥
ত্রূহি অএ শ্রীয়মন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত।
কিরূপ সম্ভাষা কৈল সিংহলের কান্ত

ধনপতি বোলে রাজা শুন নিবেদন।
উপস্থিত হৈলু যদি মকরার বন ॥
ষষ্ঠ ডিঙ্গা মগ্ন হৈল সলিল ভিতরে।
তদন্তরে গেল আহ্মি কালীদ সাগরে ॥
অম্বুজের দলে বসি পরম সুন্দরী।
আনন্দে খেলাএ বামা করিবর ধরি ॥
শার্দ্দূল মহিষেত্যাদি একত্র হইয়া।
সেই বনে খেলা থাএ বিরাজে বসিয়া ॥
এ সব বৃত্তান্ত কহিলাম নৃপ স্থানে।
কর্ণধার স্থানে জিজ্ঞাসিল শালবানে ॥
কাণ্ডারে না দিল সাক্ষী নৃকান্ত গোচরে।
এই হেতু বন্দী ছিলুম বন্ধন-মন্দিরে ॥
তাতে এথা হোন্তে গিয়া তোহ্মার কিঙ্করে।
মোচন করিল মোরে দ্বাদশাব্দান্তরে ॥
শ্রীমন্তে বোলে শুন উজান্যধিকারী।
আহ্মিহ দেখিয়াছিল কমলে কুমারী ॥
মসান-ভূমিতে জথ ছিল বিবরণ।
একে একে শ্রীমন্তে করিল নিবেদন ॥
শ্রীপতির বাক্য শুনি বলিল নৃকান্তে।
মিথ্যা কেহে বদহ প্রতীত নহি স্বান্তে ॥
সীমন্তিন্যম্বুজ যদি দেখি চাক্ষুষিক।
তবে সে প্রতীত জাই শুনহ বণিক ॥
নহে পুনি তোকে আহ্মি কারব লাঞ্ছন।
আজ্ঞা ভাঙ্গি জাইতে নারিবে কদাচন ॥
নৃপবাক্যে গুরু ভীতি পাইল সদাগরে।
সিদ্ধান্ত দিবারে বক্তে, বাক্য না নিঃসরে ॥
কোটোয়াল স্থানে রাজা বলিল ডাকিয়া।
বন্দী করি রাখ সাধু না দিবে ছাড়িয়া ॥
নৃপতির বাক্য শুনি ক্ষপাকান্তগণ।
বন্দী করি রাখিলেক সাধুর নন্দন ॥
ভীতি পাই উমাঙ্ঘ্রি, ভাবয়ে সদাগরে।
দেবীর প্রস্তাব গাএ দাস শ্রীশঙ্করে ॥

রাগ মন্দার।

ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি মাং শঙ্করি।
কমলের হেতু মোরে
ত্রিযামাকান্তের করে
বন্ধ কৈল উজান্যধিকারী ॥
স্থির নহে মম স্বান্ত
চক্ষুএ না দেখি পন্থ
প্রাপ্তি ভয়ে তুয়া পদ ভাবি।
এই গুরু ভীতি হোনে
কিঙ্করের কিঙ্কর জ্ঞানে
রক্ষাং কুরু দক্ষাত্মজা দেবি ॥
নমো নমো নমো চণ্ডি
নমো সর্ব্ব বিঘ্নখণ্ডি
নমো দেবি শম্ভু-সীমন্তিনি।
বলি আহ্মি করজোরে
লজ্জার্ণব হোন্তে মোরে
নিস্তার কর হে নারায়ণি ॥
সিংহল রাজা মসানেতে
রুধিরের উপরেতে
সৃজিয়া কমল করিবর।
দাসীর নন্দন জ্ঞানে
কৃপান্বিত হৈয়া মনে
লজ্জা রক্ষা কৈলা কিঙ্করের ॥
সে সব বৃত্তান্ত জথ
শুনি এই নরনাথ
মানসে প্রতীত নহি জায়ে।
মম নিবেদন শুন
যদি কমল সৃজ পুন
তবে মোর লজ্জা রক্ষা পাএ ॥
কহেন শঙ্কর দীনে
উদ্ধার নাহি উমা বিনে
শুন শুন অয়ে মূঢ় চিত্ত।
দুর্গানাম মহামন্ত্র
স্থিতি করি বক্তু যন্ত্র
রসনা-দণ্ডে বাজ্জ কর নিত্য ॥

ঘোষা।

মা অভয়া ভবানি হে তুহ্মি সে ভরসা।
বালক প্রতি ভগবতি পূর্ণ কর আশা॥

এই মতে শ্রীয়মন্তে ভাবে নারায়ণী।
সর্ব্ব জ্ঞাত হইলেন পতিতপাবনী॥
ভয়ান্বিত জানিয়া জে নিজ দাস্যাত্মজ।
উজানী রাজ্যেতে আশু করিলেন ব্রজ॥
মায়াক্রমে এক নদী সৃজিয়া তথায়।
পঙ্কজের দলে বসিলেন মহামায়॥
অট্ট অট্ট হাস্য করি মাতঙ্গ ধরিয়া।
ক্ষণে ক্ষণে গ্রাস করেন মুখ বিস্তারিয়া॥
ক্ষণে ক্ষণে উদ্গারিয়া লয়েন হস্তেতে।
ক্ষণে ক্ষণে করী ক্ষেপণ করেন উর্দ্ধেতে॥
রিপুর সহিতে খেলে ভক্ষক সকলে।
জেইরূপ খেল[া]ছিল কালীদহ-জলে॥
এই মতে খেলেন দেবী আনন্দিত মনে।
বিক্রমকেশরী নৃপে দেখিল নয়নে॥
গলবস্ত্রে নরপতি পরিয়া ভূমিতে।
পঙ্কজাঙ্ঘ্রি প্রণমিল ভক্তিমানসেতে॥
তদন্তরে নরেশ্বরে হর্ষ হৈয়া মন।
সেই ক্ষণে দেবী পূজা কৈল আরম্ভন॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি সমস্ত রচিয়া।
অজা মেষ মৈষেত্যাদি বলিদান দিয়া॥
গ্রীবাম্বরে করজোরে ভক্তি করি স্বান্তে।
ভবানীকে অর্চ্চিলেক উজানীর কান্তে॥
তদন্তরে নারায়ণী কমল লইয়া।
কৈলাসে গেলেন দেবী মৃগেন্দ্রারোহিয়া॥
দাস শ্রীশঙ্করে বোলে এই আশা করি।
কালান্তেতে মৃত্যু হোক দুর্গামন্ত্র স্মরি॥

মালসী।

ত্রাহি মাং তারিণি মোরে পশ্য নয়নকোণে।
দুষ্কৃতির উদ্ধার নাহি পঙ্কজাঙ্ঘ্রি বিনে॥
এন-রসে চারু বাসে মম স্বান্ত হীনে।
লৌহ কন্টকেতে জেন আহার করে মীনে॥
মায়াপাশে বদ্ধ হৈছি ক্ষৌণ্যর্ণব-বনে।
তাতে মোরে গ্রাস করে কুম্ভীর-বৃজিনে॥
আপনা চরিত্র আহ্মি বুঝিছি আপনে।
নিতান্ত কালান্তে প্রহার করিবে শমনে॥
উর্দ্ধ বাটে কন্টক রোপিলু স্থানে স্থানে।
তরণের পন্থ আর না দেখি নয়নে॥
পতিতপাবনী নাম শুন্যাছি পুরাণে।
সেই নাম ভরসা মাত্র কর্য্যাছি অখনে॥
করজোরে কাকু করে শঙ্করদাস দীনে।
মৃত্যু হোক কালীমন্ত্র জপিয়া বদনে॥

ঘোষা।

ত্রাহি ত্রাহি মাং তারিণি কালি॥

দুর্গানামাক্ষরদ্বয় জপে জেই হৃদে।
তাহার বিপদ্ নাহি বলিয়াছে বেদে॥
রুধিরেতে দেখিয়া কুমারী অরবিন্দ।
বিক্রমকেশরী রাজা হইল আনন্দ॥
পঞ্চ পাত্র সম্বোধিয়া বোলে নরকান্ত।
মনিষ্য না হএ জান সাধু শ্রীয়মন্ত॥
মানবকুলেতে কেন শক্তি কেবা ধরে।
স্মৃতিমাত্র জগদম্বা আসিলেন গোচরে॥
ধন্য ধন্য ধনপতি প্রশংসি তোহ্মারে।
দেবপুত্র আসিয়া জর্ম্মিছে তব ঘরে॥
ত্রাহি অএ পঞ্চ পাত্র কপট ত্যাগিয়া।
শ্রীয়মন্ত তুষ্ট করি কোন রত্ন দিয়া॥
পাত্রে বোলে নরকান্ত দ্বিধা না ভাবিয়।
কন্যা-রত্ন দদস্বয়ে বলি ভূয়োভূয়॥
শ্রীপতির যোগ্য দান নহি দেখি আর।
নিবেদন শুন অএ উজান্যধিকার॥
নৃপে বোলে জেই শ্রদ্ধা ছিল মোর মনে।
তেন মত উপদেশ দিল পাত্রগণে॥
অবশ্য দুহিতা আহ্মি দিব কুমারেরে।
কি আজ্ঞা করহ বাপু বোলহ সত্বরে॥

বলিলেক শ্রীয়মন্তে জোর করি কর।
জননীরে জিজ্ঞাসিয়া দিবাম উত্তর॥
এ বলিয়া বন্দিলেক ভূপতির চরণ।
নিজালয়ে পিতা পুত্র করিল গমন॥
শ্রীয়মন্তে বোলে অম্বে শুন নিবেদন।
নৃপাত্মজা সমর্পিতে চাহে মোর স্থান॥
খুল্লনাএ বোলে পুত্র বরহি মঙ্গল।
এক কন্যা বিবাহ কৈলা নগর সিংহল॥
যদ্যপি রাজার কন্যা হএ ভিন্নদেশী।
তা হোন্তে অধিক আহ্মি এই চারু বাসি॥
সর্ব্বথাএ নৃপকন্যা করহ গ্রহণ।
শুনি ভয়ান্বিত হৈব জথ শত্রুগণ॥
মাতৃবাক্য শুনি সাধু হর্ষ হৈয়া মনে।
জিজ্ঞাসা করিল গিয়া সুশীলার স্থানে॥
ক্রহি অএ সীমন্তিনি না করিয় মায়া।
বিবাহ করিতে চাহি রাজকন্যা জয়া॥
পতিবাক্য শুনি রামা করয়ে ক্রন্দন।
শঙ্করে বোলএ ভাবি অপর্ণার চরণ॥

রাগ পাহিরা।

বোলে রামা কান্দিয়া কান্দিয়া।
তীক্ষাসি লইয়া করে
অগ্রে বধ করি মোরে
আনন্দে বিবাহ কর জয়া॥
পুমান্ বর দারুণ হয়ে
কদাপি আপন নহে
গরলের ভাণ্ড তবোদরে।
ভাণ্ড-মুখে সুধা দিয়া
যাচ মোরে কি লাগিয়া
এ পিউস ভক্ষণেতে মরে॥
তোহ্মার চরণে ধরি
বলিলুম কাকুতি করি
না রহিলা জনকভুবনে।
বলি মোরে প্রিয়বাণী
উজানী রাজ্যেতে আনি
বধ করিবারে চাহ কেনে॥
জয়া বর রূপবতী
নিজ রাজ্যে আছে স্থিতি
তবে কেহ্নে বিবাহ কৈলা মোরে
প্রাণী স্থির নহে অঙ্গে
দারুণী সপত্নী সঙ্গে
কিরূপে বঞ্চিব আহ্মি ঘরে॥
মথনান্তে গব্যার্ণব
জাহা হৈল উদ্‌ভব
তাহা আহ্মি করিয়া অশন।
শুন শুন প্রাণেশ্বর
বিলম্ব নাহিক আর
এই ক্ষণে তেজিব জী[ব]ন॥
ভবানীশঙ্কর ভণে
ভাবি দেখিলাম মনে
দুর্গানামযুগ্মাক্ষর সার।
দুর্গা দুর্গেতি বাণী
নিত্য বক্ত্রে কর ধ্বনি
দুষ্কৃতির উফায় নাহি আর॥

মালসী।

হে মা ডাকি কাকু করি।
মোরে ত্রাণ কর মা শঙ্করি॥
ক্লেশ হেতু জর্ম্মিল লোভাদি চারি বৈরী।
বৈরী সনে বাস করি আহ্মি দুরাচারী॥
দেখ তাতে মমাঙ্গেতে অজ্যে রৈছে জরি।
এন জ্বালানলাধিক সহিতে না পারি॥
বারণ করিতে নারি মন মূঢ় করী।
দুরিতেতে দ্রুত ব্রজ করে ফিরি ফিরি॥
পঙ্কজাঙ্ঘ্রি-অঙ্গুলের নখাঙ্কুশ মারি।
মন্-করীকে বারণ কর হে মা ক্ষেমঙ্করি॥
দীন শ্রীশঙ্করদাসে এই বাঞ্ছা করি।
কালান্তেতে মৃত্যু হোক গৌরীমন্ত্র স্মরি॥

ঘোষা।

মোরে ত্রাণ কর মা শঙ্করি ॥

দুর্গানামযুগ্মাক্ষরের মহিমা অপার।
কিল্বিষেরে ছেদ করে হৈয়া তীক্ষ্ণধার ॥
শ্রীয়মন্তে বোলে প্রিয়া কেহ্নে কর চিন্তা।
আজ্ঞাবশ থাকিবে সে রাজার দুহিতা ॥
তব আজ্ঞাকারিমধ্যে রাখিমু ওহারে।
জেইরূপে নিত্য সেবা করএ তোহ্মারে ॥
আজ্ঞা কর অয়ে প্রিয়া স্থির করি মতি।
বিবাহ না কৈলে ক্রোধ হইবে নৃপতি ॥
সুশীলাএ বোলে হেন কেহ্নে বোল কান্ত।
ময়াধিক গর্ব্ব সেই করিবে নিতান্ত ॥
যদ্যপিহ হই আহ্মি রাজার দুহিতা।
সিংহল রাজ্যেতে দূরদেশে রৈছে পিতা ॥
জয়ার জনক হয়ে উজানীর কান্ত।
সেই গর্ব্ব অহঙ্কার করিবে অত্যন্ত ॥
সাধু বোলে সেই গর্ব্বে কি করিতে পারে।
প্রাণ তুল্য করি আহ্মি রাখিব তোহ্মারে ॥
সত্য সত্য সত্য আহ্মি করিল নিতান্ত।
অবশ্য তোহ্মার প্রতি রাখিবাম স্বান্ত ॥
কুগ্রহে কি করে যদ্য কেন্দ্রী সুরাচার্য্য।
আনন্দে আহ্মার সঙ্গে ভোগ কর রাজ্য ॥
এ বলিয়া শান্তাইয়া সুশীলা সুন্দরী।
বাহিরে আসিল সাধু ছারি অন্তঃপুরী ॥
ধনপতি বোলে পুত্র শুনহ বচন।
কি বলিল তবাম্বায়ে কহ বিবরণ ॥
শুন পুত্র বাক্য রক্ষা করহ আহ্মার।
বিবাহ না কৈলে ক্রোধ জর্ম্মিব রাজার ॥
সাধু বোলে তব আজ্ঞা কে লঙ্ঘিতে পারে।
জননীর আজ্ঞা হৈছে জানাও রাজারে ॥
পুত্রবাচে ধনপতি আনন্দ হইল।
নৃপ স্থানে ক্ষৌণী-সুর পাঠাইয়া দিল ॥
শুভ বার্ত্তা লৈয়া দ্বিজ করিল গমন।
নৃপ স্থানে কহিল বিবাহ বিবরণ ॥
শুনিয়া আনন্দ হৈল বিক্রমকেশরী।
শুভ বার্ত্তা পাঠাইয়া দিল অন্তঃপুরী ॥
বার্ত্তা ত্রুহি দ্বিজবর করিলেক গতি।
উপস্থিত হইলেক জথা ধনপতি ॥
তদন্তরে ধনপতি হর্ষ হৈয়া মন।
মনিষ্য পাঠাই আনে জথ বন্ধুগণ ॥
পরাশর আদি জথ বর্ণিক-যোষিত।
ধনপতি স্থানেতে হইল উপস্থিত ॥
জথেক বর্ণিকবর্গে দোলা আরোহিয়া।
সাধুর ভুবনে আসি মিলিলেন্ত গিয়া ॥
শঙ্করে বোলএ দুর্গানামযুগ্মাক্ষর।
বক্তৃ-যন্ত্রে রসনা-দণ্ডে নিত্য বাদ্য কর ॥

কামোদ রাগ।

চলে নারী জল ভরিবার।
সাধু কামদেবের অম্বা প্রথমে চলিল রম্ভা
অঙ্গে শোভে রত্ন অলঙ্কার ॥
খুল্লনা চলিল রঙ্গে রত্নালঙ্কার শোভে অঙ্গে
তৎপশ্চাতে বর্ণিকের নারী।
স্বর্ণ ঘট কক্ষোপরে অতি চারু শোভা করে
পাণিতে শোভিছে হেম ঝারি ॥
জয়ঢোল দগর কারা তম্বুরা আর মন্দিরা
কর্ণাল ভেঙ্গুর চারু বাজে।
মানসে আনন্দ হৈয়া জয়কার ধ্বনি দিয়া
মিলিলেন্ত জাহ্নবীর মাঝে ॥
বর্ণিকের বধুগণ আনন্দ হইয়া মন
স্বর্ণ ঘটে লইলেক বন।
লৈয়া ঘটপূর্ণ বারি চলিল বর্ণিক-নারী
গমনেতে নিন্দিছে খঞ্জন ॥
মানসেতে হর্ষ হৈয়া কটিমাঝে ঘট লৈয়া
অন্তঃপুরে করিল গমন।
ঘট দীপ লৈয়া পাণি দিয়া জয়কার ধ্বনি
বারিয়া আনিল নারীগণ ॥

ভবানীর অঙ্ঘ্রিদ্বয় নমামিয়া ভূয়োভূয়
দুষ্কৃতি শঙ্করদাসে ভণে।
কৃপাং কুরু কৃপাময়ি তবাঙ্ঘ্রি-পঙ্কজ বহি
আর বন্ধু নাহি ত্রিভুবনে ॥

ঘোষা।

দেখ রে সখি নন্দের নন্দন চলি জায়ে।
কামিনীমোহন বাঁশী বাহে ॥
শিরোপরে মোহন চূড়া
তাহে মালতীর বেড়া
অলিরাজ পড়ে মধুলোভে।
চন্দন-তিলক ভালে
বনমালা দোলে গলে
শ্রীবৎসলাঞ্ছন বক্ষে শোভে ॥
বাহু শোভা করে তারে
বলয়া শোভ্যাছে করে
কটিমাঝে সোনার কিঙ্কিণী।
কটিমাঝে পীত ধটী
ক্ষেণে বক্র করে কটি
পদে বাজে নূপুরের ধ্বনি ॥
ক্ষেণে ক্ষেণে বাহে বাঁশী
ক্ষেণে মৃদু মৃদু হাসি
ক্ষেণে ক্ষেণে হালি ঢলি পরে
দেখিয়া ও রূপখানি
ধরাইতে নারি প্রাণী
ভণে দাস ভবানীশঙ্করে ॥

ঘোষা।

দেখ রে সখি নন্দের নন্দন চলি জাএ ॥

দুর্গার চরণাম্বুজে রহে জার মতি।
অন্তকাধীন নহে সেই বলিয়াছে শ্রুতি ॥
স্নান করি শ্রীয়মন্তে আনন্দিত মনে।
নান্দীমুখ শ্রাদ্ধকর্ম্ম কৈল শুভ ক্ষণে ॥
মানসে করিয়া ভক্তি দুর্গামন্ত্র স্মরি।
চলিল সাধুর পুত্র শুভ যাত্রা করি ॥
অলঙ্কারে অঙ্গরাগ করি মনোরঙ্গে।
রত্নময় মুকুট দিলেক উত্তমাঙ্গে ॥
দোলা আরোহিয়া ব্রজ কৈল শ্রীয়মন্ত।
চতুর্ভিতে নানা রঙ্গে শোভিছে অত্যন্ত ॥
লহনা খুল্লনা চলে দোলা আরোহিয়া।
অথেক বণিক-বধূ সঙ্গতি করিয়া ॥
তদন্তরে চলিলেক সাধু ধনপতি।
অথ সর্ব্ব বন্ধুবর্গ করিয়া সঙ্গতি ॥
নানান মঙ্গল-বাদ্য সুললিত বাজে।
উপস্থিত হইল নৃপতি-পুরীমাঝে ॥
অন্তঃপুরীমধ্যে গেল বণিকের নারী।
নৃপে বোলে জামাতারে আন গিয়া বাড়ি ॥
চলিল গণিকা সর্ব্ব করি অঙ্গবেশ।
ধববতী যোষা সর্ব্ব চলিল বিশেষ ॥
চূত-পল্লবিত ঘট প্রদীপ সহিত।
জামাতার সম্মুখে গিয়া কৈল উপস্থিত ॥
জয়কার ধ্বনি দিয়া করিয়া মঙ্গল।
বাড়িয়া আনিল সাধু হৈয়া কুতূহল ॥
বসিলেক শ্রীয়মন্ত বেদীর সন্নিহিত।
কন্যা উৎসগিতে রাজা আসিল ত্বরিত ॥
জামাতার দক্ষিণে বসিল দণ্ডধর।
বার্ত্তা পাঠাইয়া দিল পুরীর ভিতর ॥
সুবেশ করিয়া কন্যা আনহ সত্বরে।
দ্বিজে জানাইল গিয়া মহাদেবীর তরে ॥
দুহিতার অঙ্গরাগ করে নৃপ-রাণী।
দাস শ্রীশঙ্করে গায়ে ভাবিয়া ভবানী ॥

রাগ বেলোয়ার।

ঘোষা।

ও রে রাধে আশু চল রস-বৃন্দাবনে।
আম্মারে পাঠাই দিছে নন্দের নন্দনে ॥

শুন রাধে তোর ভাগ্য কহন না জাএ।
তোহ্মা ভাবে ব্যাকুল হৈয়াছে শ্যামরাএ॥
দূতীর বাক্য শুনি রাধে আনন্দিত মনে।
অঙ্গবেশ করি জাএ কাহ্নু দরশনে॥

ঘোষা।

চল রাধে রস-বৃন্দাবনে ॥

দুর্গানামযুগ্মাক্ষর হৈয়াছে তরণী।
বিস্তার ভবাব্ধি হোস্তে তরিতে বৃজিনী॥
হরষিতে মহাদেবী দুহিতা আনিয়া।
স্নান করাইল কন্যা জয়কার দিয়া॥
খর্পাম্বরে দেহের সলিল ত্যাগ করি।
পট্ট বস্ত্র পরিধান করিল সুন্দরী॥
নানা অলঙ্কারে অঙ্গ করিয়া সুবেশ।
উর্দ্ধ করি বদ্ধ কৈল শিরের দীর্ঘ কেস॥
কুন্তল উপরে দিল চম্পকাদি ফুল।
ষটাঙ্ঘ্রি ঝঙ্কার করে হইয়া ব্যাকুল॥
বক্ষের উপরে শোভে বিচিত্র কাঞ্চলী।
পট্টাম্বর উপরে ওরনী দিল তুলি॥
এই মতে কন্যারে সুবেশ করি রাণী।
বৈসাইল সেই কন্যা স্বর্ণাসন আনি॥
ভৃত্য সর্ব্বে লৈয়া গেল স্বামীর নিকটে।
স্বামিপদে সুন্দরী বন্দিল করপুটে॥
আননচন্দ্রিকা কৈল সপ্ত পাক ফিরি।
স্বামীর সম্মুখে বৈসে কর জোর করি॥
মুখচন্দ্রিকা যদি কৈল এই মতে।
যুগ্ম গ্রহস্তি দুহে দিলেক গ্রীবাতে॥
আহুতি করিতে বহ্নি স্থাপনা করিয়া।
পুরোহিত দ্বিজে বোলে নৃপ সম্বোধিয়া॥
কুশহস্ত হৈয়া বৈস হৈয়া উত্রানন।
দ্বিজবাক্যে কুশহস্ত হইল রাজন॥
তদন্তরে মহারাজা হরিষ অন্তরে।
পাদ্যাদিভিঃ দিল রাজা জামাতার করে॥
জানুপরে ধরি মন্ত্রে করিয়া বরণ।
নানান প্রকারে দিল বস্ত্র অভরণ॥
দ্বিজ-বদনোক্ত বাক্য উচ্চারি বদনে।
সম্প্রদান কৈল রাজা আনন্দিত মনে॥
সমর্পণ কবি কন্যা জামাতার করে।
অর্দ্ধ রাজ্য দান করি দিল নৃপবরে॥
কন্যা দান করি রাজা বোলে ততক্ষণে।
সর্ব্ব দোষ ক্ষমিবা জে এক দোষ বিনে॥
যোষিৎ সহিতে করি সাধুর নন্দন।
শুভ ক্ষণে বেদিতে করিল আরোহণ॥
হেন কালে মহাদেবী নারীগণ সঙ্গে।
ধান্য দূর্ব্বা করে লৈয়া চলিলেক রঙ্গে॥
মন্দ মন্দ গতি চলে হৈয়া হরষিত।
কন্যা বর নিকটে হইল উপস্থিত॥
জয়কার ধ্বনি দিয়া নারীগণ সঙ্গে।
যব দূর্ব্বা দিল কন্যা-বরেবোত্তমাঙ্গে॥
এই মতে মঙ্গল করিয়া হরষিতে।
গৃহে আনিলেক কন্যা জামাতা সহিতে॥
জুয়া খেলা খেলাইয়া করিয়া অশন।
পত্নী সঙ্গে পালঙ্কেতে করিল শয়ন॥
বিকর্ত্তনোদয় হৈল ত্রিযামার অন্তে।
জাগ জাগ অএ প্রিয়া বোলে শ্রীমন্তে॥
চপলে বিদায় মাগ মাতৃ পিতৃ ঠাই।
আহ্মার সঙ্গতি চল নিজালয়ে জাই॥
ধব বাক্য শুনি বোলে নৃপের দুহিতা।
শঙ্করে বোলয়ে ভাবি ত্রিজগতমাতা॥

রাগ গান্ধার।

জয়া বোলে শুন প্রভু মোর নিবেদন।
কেহ্নে মোর শিরে বজ্র করহ পতন॥
সুশীলার বিবরণ শুনিছি শ্রবণে।
বর ভ্রষ্ট হএ সেই লয়ে মোর মনে॥
আহ্মারে বিবাহ তুহ্মি করিবার তরে।
শুনিয়াছি নিষেধ করিছে বারে বারে॥
সিংহাসনে বসি প্রভু এথা কর রাজ্য।
নিজালয়ে গেলে বোল হৈবে কোন কার্য্য॥

আহ্মি বিনে জনকের নাহিক তনয়।
সিংহাসন আপনাকে দিবেক নিশ্চএ॥
দাস শ্রীশঙ্করে বোলে উপায় নাহি আর।
ভবানীর পঙ্কজাঙ্ঘ্রি ভরসা আহ্মার॥

ঘোষা।

অভেদ গৌরী শিব সীতারাম॥

দুর্গানামাক্ষরদ্বয় বৃজিনের অরি।
সুধারস জ্ঞানে পান কর বক্ত্র ভরি॥
জয়ার বচন শুনি বোলে শ্রীয়পতি।
বুঝিলাম তোহ্মার খলু জর্ম্মিছে কুমতি॥
লোকে মোরে বলিবেক শক্তি নাহি তার।
রাজপুরে রৈল বাধ্য হইয়া রাজার॥
শাকান্ন অশন চারু আপনা গৃহেত।
এইখানে ভস্ম তুল্য জান পঞ্চামৃত॥
সুশীলা সুন্দরী মোর হয়ে পাটেশ্বরী।
ওহা ছারি তোহ্মা সঙ্গে রহিতে না পারি॥
ধর্ম্মপত্নী কামপত্নী না হয়ে সমান।
তুহ্মি রহ আহ্মি জাব সুশীলার স্থান॥
জয়া বোলে প্রভু ক্রোধ কর কি কারণে।
তুহ্মি বিনে বন্ধু আর কে আছে ভুবনে॥
অবশ্য জাইব আহ্মি তোহ্মার সহিতে।
এ বলিয়া গেল রামা জননী বিদিতে॥
গৃহ হোন্তে বাহিরে আসিয়া সদাগর।
আনন্দে বসিল দিব্যাসনের উপর॥
শ্রীয়মন্ত প্রশংসা করএ প্রজাগণ।
বর ভাগ্যবন্ত হয়ে সাধুর নন্দন॥
প্রজা হৈয়া রাজকন্যা পাইলেক দান।
আর এক কন্যা দিছে রাজা শালবাণ॥
অবনীমণ্ডলে হেন ভাগ্য আছে কার।
প্রজা হৈয়া অর্দ্ধোজানীর হৈল অধিকার॥
এই মতে প্রশংসা করয়ে প্রজাগণ।
শুনিয়ানন্দিত হৈল সাধুর নন্দন॥
অন্তঃপুরে মহাদেবী কন্যা লৈয়া কোলে।
ক্রন্দন করিয়া রাণী বুঝাইয়া বোলে॥

স্বামীকে করিয় ভক্তি হৈয়া একচিত্ত।
স্বামিবাক্য-বশেতে থাকিয় নিত্য নিত্য॥
স্বামী সে নারীর গতি জানিয় নিশ্চএ।
সামান্য মনিষ্য নহে সাধুর তনয়॥
সংসার ভিতরে হেন শক্তি আছে কার।
ডুবিছিল ষষ্ঠ নৌকা করিল উদ্ধার॥
মসানে কাটিতে আজ্ঞা কৈল নরপতি।
পুত্রভাবে কোলেতে লইলেন ভগবতী॥
কারাগার হোন্তে জনকেরে উদ্ধারিল।
অর্দ্ধ রাজ্য সনে নৃপে কন্যা দান কৈল॥
ধন্য ধন্য জর্ম্ম তোর হৈল মোর ঘরে।
বিবাহ করিল তোরে সাধুর কুমারে॥
এই মতে মহাদেবাত্মজা বুঝাইয়া।
বলিতে লাগিল জামাতাম্বা সম্বোধিয়া॥
দাস শ্রীশঙ্করে বোলে করি যুগপাণি।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ মোর কর নারায়ণি॥

ঘোষা।

মা অভয়া ভবানি হে তুহ্মি সে ভরসা।
বালক প্রতি ভগবতি পূর্ণ কর আশা॥

দুর্গানামাক্ষরদ্বয় বদে জেই প্রাণী।
তাহার আপদ্ নাহি আগমের বাণী॥
অশ্রুপাত হৈয়া রাণী বোলে কাকু করি।
জামাতার জননীর পাণিমাঝে ধরি॥
এক কন্যা বিনে মোর নাহিক দ্বিতীয়।
জত্তনে রাখিয় অপমান নহি দিয়॥
ক্রোধ নহি করে জেন বুঝাইয় জামাই।
এক কন্যা বহি মোর আর লক্ষ্য নাই॥
খুল্লনাম্বে বোলে রাণি চিন্তা না করিয়।
জত্তনে রাখিব বলিলাম ভূয়োভূয়॥
ক্রন্দন করিয়া রাজা বোলে জামাতারে।
প্রাণতুল্য কন্যা সমর্পিলুম তোহ্মার করে॥
বুদ্ধি না জর্ম্মিছে কন্যার কেবল অজ্ঞান।
মোর দিব্য লাগে যদি দেয় অপমান॥

সাধু বোলে হই আহ্মি তব আজ্ঞাকারী।
এ বলিয়া বন্দিলেক নৃপাঙ্ঘ্রিতে পরি॥
তদন্তরে বন্দিলেক শাশুরীর চরণ।
দোলার উপরে সাধু কৈল আরোহণ॥
মাতৃপিতৃ প্রণমিয়া কন্যা রূপবতী।
দোলা আরোহণ কৈল শাশুরী সঙ্গতি॥
করজোরে ধনপতি নৃপাঙ্ঘ্রি বন্দিয়া।
দোলা আরোহণ কৈল বন্ধুবর্গ লৈয়া॥
নৃপতি-কন্যার দোলা অগ্রে চলি জাএ।
তৎপশ্চাতে চলিলেক সাধুর তনএ॥
এই মতে বন্ধুবর্গ সঙ্গতি করিয়া।
আপনার নিজ স্থানে মিলিলেন্ত গিয়া॥
মঙ্গল করিয়া বধূ লৈয়া গেল ঘরে।
অপর্ণা ভাবিয়া গাএ দাস শ্রীশঙ্করে॥

রাগ পাহিরা।

মার্ত্তণ্ডার্ঘ দেহি সদাগরে।
মানসে আনন্দ হৈয়া নানা যন্ত্র বাজাইয়া
নৃত্যকী সকলে নৃত্য করে॥
করিয়া জে মহা রোল বাজাএ দগর ঢোল
দৃমি দৃমি বাজাএ মৃদঙ্গ।
ঘট বারি লৈয়া করে স্নান কৈল সদাগরে
মনেতে হইয়া বর রঙ্গ॥
দেহ পরিস্কার করি দিব্য পুতাম্বর পড়ি
করজোরে ভাস্কর বন্দিল।
স্বাস্তেতে আনন্দ হৈয়া সঙ্গতি করিয়া জায়া
বোদর উপরে আরোহিল॥
কান্তা সঙ্গে সদাগর একত্র করিয়া কর
অর্ঘ দিল বিকর্ত্তন তরে।
ধান্য দূর্ব্বা করে লৈয়া জয়কার ধ্বনি দিয়া
নারীগণে মঙ্গল জে করে॥
এই মতে অর্ঘ দিয়া যোষা সঙ্গে গৃহে গিয়া
ভোজন করিল শ্রীয়পতি।
অভয়ার কিঙ্কর ভণে দাস শ্রীশঙ্কর
মানসে ভাবিয়া ভগবতী॥

রামনাম জপ এক বার।
ভাবি দেখিলাম স্বাস্তে
বর্ত্তমান কাল অন্তে
দুস্কৃতির উফায় নাহি আর॥
শুন শুন অএ জীব
ভজ গৌরী সদাশিব
শ্রীরামচন্দ্র দয়াময়।
তিন এক ব্রহ্ম হয়ে
কদাচিত ভিন্ন নহে
জানিয়া ভজয়ে রাঙ্গা পাএ॥
ব্যর্থ কাজে অং জাএ
নিদ্রায় নিশি গত হএ
রামনাম লবে আর কবে।
ত্যাগ করি রসামৃত
গরলে হইলে রত
বুঝি যমদণ্ডে না বাচিবে॥
কহেন শঙ্করদাসে
লোভ আদি চারি পাশে
বন্দী হৈলা নহি দিবে ছারি।
তীক্ষ্ণ খড়্গ রাম বাণী
বদনেতে কর ধ্বনি
তবে পাশ ছেদিবারে পারি॥

ঘোষা।

রামনাম জপ একবার॥

দুর্গা হর রাম অভেদ জেই জনে জানে।
যমাধীন নহে সেই বলিছে পুরাণে॥
তদন্তরে জ্ঞাতিবর্গ করাই ভোজন।
বিদায় করিল সর্ব্ব জথ বন্ধুগণ॥
খুল্লনারে সম্বোধিয়া বোলে ধনপতি।
আহ্মার উফায় এবে চিন্তহ যুবতি॥
উফায় না দেখি আহ্মি শুন অয়ে প্রিয়া।
কথ দিন বঞ্চিবাম অঙ্গে রোগ লৈয়া॥

খুল্লনাএ বোলে প্রভু চিন্তা নহি কর।
নিবেদন করিবাম দেবীর গোচর॥
তদন্তরে গত যদি হইল ক্ষণদা।
চলিল খুল্লনা রামা অর্চ্চিতে সারদা॥
স্নান করি সুবদনী পরি পূতাম্বর।
সপ্ত প্রদক্ষিণ করি বন্দিল ভাস্কর॥
আনন্দে চলিয়া গেল দুর্গামণ্ডপেতে।
চুত-পল্লবিত ঘট স্থাপিল মণ্ডলেতে॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি করিয়া রচনা।
একচিত্ত হৈয়া দুর্গা ভাবএ খুল্লনা॥
আসিলেন জগদম্বা হরি আরোহিয়া।
চরণে পরিল রামা ভূমিগত হৈয়া॥
নমো নমো নারায়ণি নমো জগদম্বে।
একখানি বাক্য মোর রক্ষ অবিলম্বে॥
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ মোর করিলা সমস্ত।
একখানি দুঃখেতে হৈয়াছি বর গ্রস্ত॥
রোগ হেতু স্বামী মোর পাএ অপমান।
তান প্রতি একবার হও অধিষ্ঠান॥
দেবী বোলেন অগ্রে আজ্ঞা করউক অর্চ্চন।
এ বলিয়া কেশরী করিলেন আরোহণ॥
কৈলাসেতে নারায়ণী হৈলেন উপস্থিত।
খুল্লনা চলিয়া গেল স্বামীর বিদিত॥
খুল্লনাএ বোলে প্রভু আশু অর্চ্চ চণ্ডী।
এই ক্ষণে রোগ তোহ্মার জাইবেক খণ্ডি॥
শুনি আনন্দিত হৈল সাধুর কুমার।
নানাবিধি দ্রব্য আনে দেবী অর্চ্চিবার॥
সুগন্ধি তণ্ডুল আর শর্করা সন্দেশ।
জাতি রম্ভা নারিকেল পনস বিশেষ॥
মধুপর্ক তিলতৈল ধূপ দীপ সব।
আনিলেক সদাগরে পয় পয়োদ্ভব॥
দৃষ্টিপূত মেষ মৈষ হরিণ কৃষ্ণসার।
অজাপুত্র আনিলেক বলি ছেদিবার॥
এই মতে সমস্ত বলির শৃঙ্গে ধরি।
মণ্ডপের সম্মুখেতে রাখে বদ্ধ করি॥
মালীরে আদেশ কৈল পুষ্প তুলিবারে।
পার্ব্বতী ভাবিয়া গাএ দাস শ্রীশঙ্করে॥

রাগ ভূপালি।

চলিলেক মাল্যকার পুষ্প তুলিবারে।
সত্বরগমনে গেল বিপিন ভিতরে॥
লঙ্গ নাগেশ্বর আর শেফালী রাঙ্গন।
কদম্ব চম্পক আর সুগন্ধি কাঞ্চন॥
শ্বেত পাণ্ডুবর্ণ জবা তুলিল অপার।
রক্তবর্ণ জবা লএ হাজারে হাজার॥
বিষ্ণুপদী গোলাল কেতকী শেফালিকা।
দ্রোণ পুষ্প লইলেক অর্চ্চিতে চণ্ডিকা॥
জাতি যূথী মালতী জে কুসুম বকুল।
সরোবরে তুলিলেক সরোরুহ ফুল॥
নব বিল্বদল তোলে আর দূর্ব্বাঙ্কুর।
চপলে আনিয়া দিল সাধুর অগ্রেত॥
শঙ্করে বোলএ ভাবি জগতজননী।
মম মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর নারায়ণি॥

মালসী।

শিব দুর্গা বদ মন বদনে।
পঙ্কজ-চরণ করহ ভজন
দুষ্কৃতির উপায় আর নাহিক ভুবনে॥
রাশি রাশি তৃণ প্রাপ্তি মাত্র জেন
চপল দহে হুতাশনে।
দেহের কল্মষ তখনে বিনাশে
ত্রাহি দুর্গানাম স্মরএ জখনে॥
বৃজিন দুরন্ত জরিল অত্যন্ত
নিশ্চিন্তে রৈলে কি কারণে।
দুর্গা-নাম সার বান্ধব নাহি আর
ভূয়োভূয় বলিছে আগম পুরাণে॥
তরণী পাইয়া ত্যাগ কি লাগিয়া
ভবার্ণব না দেখ নয়নে।
ভবার্ণব অলঙ্ঘ্য তাহাতে তরঙ্গ
তরণী বিনয়া তরিবে কেমনে॥

দুর্গা যুগ্মাক্ষর ভার কথ বব
সদায়ে জপিতে আননে।
না বুঝ অখনে বুঝিবে তখনে
জখনে প্রহার করিবে শমনে ॥

ঘোষা।

শিব দুর্গা বদহ বদনে ॥

শিব দুর্গা শব্দ জার বক্তে নিঃসরয়।
শ্রাদ্ধদেবাধীন সেই না হয়ে নিশ্চয় ॥
তদন্তরে ধনপতি করিলেক স্নান।
দিব্য পুতাম্বর সাধু কৈল পবিধান ॥
সপ্ত প্রদক্ষিণ হৈয়া বন্দি তিমিরারি।
দিব্যাসনে বসিলেক ভক্তিমন করি ॥
পঞ্চ বর্ণ চুর্ণ লৈয়া হৈয়া কুতুহল।
জ্ঞানবস্তু পুরোহিতে রচিল মণ্ডল ॥
পল্লবিত স্বর্ণ ঘট পূর্ণ করি নীরে।
মণ্ডলেতে স্থাপনা করিল দ্বিজ ধীবে ॥
ঘটমুখে তামাধারে নারিকেল দিয়া।
তারোপবে পট্টাম্বর আচ্ছাদন করিয়া ॥
সিন্দুরে মণ্ডিত ঘট দেখিতে সুন্দর।
উপরে চান্দোয়াম্বর অতি মনোহর ॥
চন্দ্রাতপের চতুর্ভিতে ধবল চামর।
বাউয়ে ঢুলাএ অতি পরম সুন্দর ॥
এই মতে ঘট স্থাপন করি মণ্ডলেতে।
ঋত্বিক্ বসিল সাধুর দক্ষিণ দিগেতে ॥
তন্ত্রোক্ত বচন পাঠ করে দ্বিজবরে।
বিপ্র-বদনোক্ত বাক্য বোলে সদাগরে ॥
প্রথমেতে গণেশাদি অর্চ্চন করিয়া।
ভবানী অর্চ্চিল ষোড়শোপচার দিয়া ॥
ভক্তিভাবে ভবাঙ্ঘ্রি করিয়া অর্চ্চন।
মন্ত্র জাপ করে সাধু মুদিয়া লোচন ॥
মানসে জানিলেন দেবী সমস্ত বৃত্তান্ত।
জানিলাম অর্চ্চে মোরে নিজ দাসীর কান্ত ॥

এ বলিয়া নারায়ণী মৃগেন্দ্রারোহিয়া।
লইলেন সখীগণ সঙ্গতি করিয়া ॥
কোন কোন সখীগণে লইয়া চামর।
চতুর্ভিতে বাও করে দেখিতে সুন্দর ॥
কোন কোন সখী সবে কটোয়া ভরিয়া
পিউস লইল হেমাধার আচ্ছাদিয়া ॥
কোন কোন সখীগণে লৈয়া হরষিত।
লইলেক নাগবল্লী কর্পূর সহিত ॥
এই মতে সখীগণ লইয়া সঙ্গতি।
উপস্থিত হৈলা জথা অর্চ্চে ধনপতি ॥
দশভুজা দেখি সাধু গলবস্ত্র হৈয়া।
পাদাম্বুজে পতন হৈল ক্ষৌণী লোটাইয়া।
স্তুতি করে ধনপতি মনে ভক্তি করি।
দাস শ্রীশঙ্করে গায়ে ভাবি মাহেশ্বরী ॥

রাগ মল্লার।

নমো নমো আদ্যা শক্তি
মানসে করিয়া ভক্তি
কে জানিবে তোহ্মার মহিমা।
জাহার মহিমানন্ত
ভবে নহি পায়ে অন্ত
জাহা শ্রুতি দিতে নারে সীমা ॥
তবাঙ্ঘ্রির পাংশু লইয়া
সানন্দ হৃদয় হৈয়া
জগত সৃজিলেন পিতামহে।
তবাজ্ঞা রাখিয়া মনে
সৃষ্টি পালেন নারায়ণে
আজ্ঞাক্রমে ধ্বংসেন মৃত্যুঞ্জয়ে ॥
বন্দী ছিলুম কারাগারে
নিস্তার করিলা মোরে
কিঙ্করের কিঙ্কর করি জ্ঞান।
বলি আহ্মি করজোরে
কৃপাদৃষ্টি করি মোরে
দাস জ্ঞানে দেহি চক্ষু দান ॥

আর এক দেহি বর
পদস্থল হোক দূর
নহে আহ্মি তেজিব জীবন।
কৃপা কর কৃপামতি
তবাঙ্ঘ্রি-পঙ্কজ বহি
আর বন্ধু নাহি অন্ত জন॥
দেবী বোলেন ধনপতি
এবে স্থির কর মতি
মানসের চিন্তা ত্যাগ কর।
এ বলিয়া পদ্ম-করে
স্পর্শ কৈলেন কলেবরে
পূর্ব্ব থাকি হইল সুন্দর॥
দাস শ্রীশঙ্করে ভণে
ভাবি দেখিলাম মনে
দুর্গানামযুগ্মাক্ষর সার।
দুর্গা দুর্গেতি বাণী
নিত্য বক্তে কর ধ্বনি
দুষ্কৃতির উদ্ধায় নাহি আর॥

মালসী।

কমল-চরণ ছারা আহ্মি দিবো না।
সদাএ হেরিব শিরেতে ধরিব
হেনামূল্য বস্তু পাবো না॥
নমো নমো গৌরি ত্রিজগতেশ্বরি
সত্ব রজে করে ভাবনা।
আহ্মি হীনমতি কি জানি ভকতি
তমে ধারে জার চরণা॥
সাধুর স্তুতি শুনি বোলেন নারায়ণী
এবে দূরে গেল যন্ত্রণা।
ভক্তের বশ আহ্মি নিশ্চয় জান তুহ্মি
দুষ্ট জন করি হননা॥
মম নামখানি জেবা লএ পুনি
আহ্মারে জে করে অর্চ্চনা।
সত্য সত্য জান পুত্রের সমান
নিত্য করি তারে বাসনা॥
কহেন শঙ্করে করি করজোরে
এই আহ্মার মানসে বাঞ্ছনা।
দেহি এই বর মৃত্যু হোক মোর
দুর্গা-পদ করি ভাবনা॥

ঘোষা।

দুর্গে কমল-চরণ না ছারিব॥

দুর্গানামযুগ্মাক্ষরের মহিমা অপার।
দুর্বি:বে ছেদ করে হৈয়া তীক্ষ্ণধার॥
দেবী-পদে স্তুতি করি সাধু ধনপতি।
বলি উৎসার্গিতে বোলে ঋত্বিকের প্রতি॥
দ্বিজবরে সর্ব্ব বলি দিল উৎসর্গিয়া।
ছেদিল সমস্ত বলি সমাহিত হৈয়া॥
দেবীর মঙ্গলগীত করয়ে গায়ন।
নৃত্যকে করয়ে নৃত্য আনন্দিত মন॥
সাধুর ভক্তিতে তুষ্ট হৈয়া ভগবতী।
ডাক দিয়া বলিলেন ধনপতির প্রতি॥
বর তুষ্ট হৈল আহ্মি তোহ্মার ভক্তিতে।
এবে মোরে বিদায় দেয় জাই কৈলাসেতে।
সাধু বোলে নারায়ণি দেহি এই বর।
অবিরত তুয়া পদে ভক্তি রৌক মোর॥
হেন কালে খুল্লনাএ দুই বধূ লৈয়া।
দেবীর পদাম্বুজে বন্দে ক্ষোণী লোটাইয়া॥
আসিয়া লহনা রামা ভক্তি করি মন।
অবনী লোটাই বন্দে ভবানীর চরণ॥
তার পরে শ্রীমন্ত হইয়া আনন্দ।
ক্ষিতি লোটাইয়া বন্দে চরণারবিন্দ॥
বন্দিল খুল্লনা রামা করি করজোর।
আজু তোহ্মে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হৈল মোর॥
হাসিয়া জগতমাতা করিলেন গতি।
তদন্তরে যজ্ঞপূর্ণা দিল ধনপতি॥
ভবানীর পদাম্বুজ ভাবিয়া আনন্দে।
ধরণীতে লোটাই শঙ্করদাসে বন্দে

মালসী।

মা বলিয়া ডাকি আহ্মি ভয় হেতু কৃতান্ত।
থর থর কম্পে দেহ প্রাণী নহে শান্ত॥
দাসের দাস জানি তব
কিঞ্চিতাধিষ্ঠাতা ভব
সংসারেতে আহ্মি দাস দুষ্কৃতি অত্যান্ত।
বিষ তুল্য বিষএত
মন তাহে হৈল রত
নামরসামৃত পানে শ্রান্ত বাসে স্বান্ত॥
ন জানামি মন্ত্রার্চ্চন
ভক্তি জপ তব ধ্যান
মানবের কুলে আহ্মি জন্মিল দুরন্ত।
ভবানীশঙ্করে ভণে
কৃপা কর দাস জ্ঞানে
মৃত্যু হৌক ভাবি কেবল কালী ত্রিপুরান্ত

ঘোষা।

দুর্গে মা বলি ডাকএ আহ্মি দীনে॥

দুর্গা দুর্গা শব্দ জার বক্ত্রে নিঃসরএ।
কল্মষেরে দাহ করে হৈয়া ধনঞ্জয়॥
স্বর্ণঘট ধনপতি লৈয়া শিরোপরে।
মঙ্গল করিয়া ঘট রাখে মুখ্য ঘরে॥
সেই ঘটের জল দ্বিজে লৈয়া তাম্রাধারে।
সুরাস্থাদি মন্ত্রে দ্বিজে অভিষেক করে॥
এই মতে নীরাভিষেক করি জনে জনে।
কশ্যপাশীর্ব্বাদ দেহি আনন্দিত মনে॥
হবির সংযোগে যজ্ঞভস্ম মিসাইয়া।
কশ্যপস্ত্যোত্যাদি মন্ত্র বক্ত্রে উচ্চারিয়া॥
কপাল কণ্ঠেতে আর দুই বাহুমূলে।
ক্রমে ক্রমে তিলক দিলেক কুতূহলে॥
আশীর্ব্বাদমন্ত্রে দ্বিজে আশীর্ব্বাদ দিল।
করজোরে সর্ব্বলোকে শিরেতে রাখিল॥
তদন্তরে সদাগর বাহিরে আসিয়া।
নটপুত্রে বিদা[য়] কৈল বহু ধন দিয়া॥

মানসেতে ভক্তি করি আনি চারু সোনা।
পুরোহিত স্থানে দিল যজ্ঞের দক্ষিণা॥
উপব্রাহ্মণের তরে দিয়া বহু তঙ্কা।
আনন্দে বঞ্চএ সাধু হইয়া নিঃশঙ্কা॥
এই মতে আনন্দিতে ভাবি ভগবতী।
অবনীতে বঞ্চে সাধু দারা-পুত্রের সঙ্গতি॥
নিত্য নিত্য দেবীর পদ করয়ে অর্চ্চন।
অবনীব ভোগান্ত হইল ষষ্ঠ জন॥
আর এক দিনে দুর্গা পুজে সদাগর।
আসিলেন জগদম্বা কিঙ্করের গোচর॥
উমাঙ্ঘ্রি প্রণাম কারলেক ষষ্ঠ জনে।
দেবী বোলেন চল এবে কৈলাস ভুবনে॥
ভবানীর বাক্য শুনি বোলে ধনপতি।
দাস শ্রীশঙ্করে গাএ ভাবিয়া পার্ব্বতী॥

ঘোষা।

মা অভয়া ভবানি হে তুহ্মি সে ভরসা।
দাস জ্ঞানে ময়াধমের পূর্ণ কর আশা॥
ধনপতি বোলে অম্বে শুন নিবেদন।
যদি কিঙ্করের প্রতি কৃপা কর মন॥
ষষ্ঠ জন সঙ্গে জাবো তবাঙ্ঘ্রি সেবিতে।
কৃপা কর ভগবতি বলি জোরহাতে॥
দেবী বোলেন মোর বাক্য শুন ধনপতি।
পূর্ব্বজন্মে ছিলা তুহ্মি ইন্দ্রের সন্ততি॥
পাসা খেলা খেলি আহ্মি প্রভুর সহিত।
সাক্ষী হেতু তোহ্মারে জে রাখিয়া বিদিত॥
মোর স্থানে পরাজয় হৈল ভূতনাথ।
তাতে তুহ্মি মিথ্যা সাক্ষী দিলা অকস্মাৎ॥
তত্ব জানি মিথ্যা সাক্ষী দিলা প্রভুর তরে
মোর শাপে জন্ম তোর বণিকের ঘরে॥
খুল্লনা আছিল পূর্ব্বে নামে রূপবতী।
আহ্মার নৃত্যকী ছিল কৈলাসে বসতি॥
এক দিন তালভঙ্গ হইল নাচিতে।
এই হেতু তাহানে জন্মাইলুম অবনীতে॥

শ্রীমন্ত ছিল পূর্ব্বে নামে মালাধর।
আনন্দে করিল নৃত্য আহ্মার গোচর॥
দৈব হেতু তালভঙ্গ হইলেক বার।
শাপ হেতু তব ঘরে জনম তাহার॥
শাপান্ত হইল এবে শুনহ বচন।
ষষ্ঠ জন বিমানে করহ আরোহণ॥
তাহা শুনি ষষ্ঠ জন হইয়া আনন্দ।
ক্ষৌণী লোটাইয়া বন্দে চরণারবিন্দ॥
দিব্য রথে আরোহণ করি ছয় জন।
আনন্দে করিল গতি কৈলাস ভুবন॥
তাহা দেখি ধর্ম্মরাজে ক্রোধ হৈয়া মনে।
বোলে আজু যুদ্ধ দিব চণ্ডিকার সনে॥
এ বলিয়া মহিষোপরে করি আরোহণ।
চমূ সঙ্গে গেল যম দুর্গার সদন॥
যমে বোলে অবনীতে জথ জীবগণ।
আহ্মি বিনে অধিকারী আছে কোন জন॥
তাহা শুনি নারায়ণী হৈলা ক্রোধান্বিত।
আর এক মায়া-যম সৃজিলা তুরিত॥
ছয় জন লৈয়া গেলেন কৈলাসের মাঝে।
মায়া-যম সঙ্গে যুদ্ধ করে ধর্ম্মরাজে॥
মায়া-যমে বোলে কেহ্নে চাহো মরিবার।
দুর্গার সেবকোপরে কোন অধিকার॥
ভ্রমবুদ্ধি দূর কর শুন রে কৃতান্ত।
নহে পুনি মোর হস্তে মরিবে নিতান্ত॥
যমে বোলে ব্যর্থ কেহ্নে কর অহঙ্কার।
এক শরে তোরে আজু করিমু সংহার॥
কৃতান্তের বাক্যে মায়া-যম ক্রোধ হৈল।
শরঘাতে রবি-সুত জর্জ্জর করিল॥
জথ সৈন্য আসিলেক শমন সঙ্গতি।
হস্ত-পদ ছেদি কৈল নানান দুর্গতি॥
অপমান পাইয়া যম কান্দিতে কান্দিতে।
চপলে চলিয়া গেল ব্রহ্মার বিদিতে॥
যমে বোলে পিতামহ শুন নিবেদন।
অপরাধ বিনে দেবী করিছে লাঞ্ছন॥
আর বিষএর কার্য্য নাহিক আহ্মার।
মরের উপরে দুর্গা হইলেন অধিকার॥
ধনপতি আদি ছয় অবনীতে ছিল।
আহ্মারে মারিয়া তাহা কৈলাসে লৈ গেল॥
আজু হোন্তে সিংহাসন ত্যাগিলাম আহ্মি।
আর এক যম প্রভু সৃজন কর তুহ্মি॥
ব্রহ্মা বোলে যম তুহ্মি কেবল বর্ব্বর।
ত্রিজগতের অম্বা সঙ্গে করসি সমর॥
ভ্রমবুদ্ধি দূর কর শুনহ স্বরূপে।
আহ্মি হেন কোটি ব্রহ্মা জার লোমকূপে॥
জাহা হোন্তে উৎপত্তি হৈছে সত্ত্ব রজ তম।
ভাগ্যবলে আজি প্রাণী রক্ষা পাইলে যম॥
আপনার শুভ যদি বাঞ্ছা কর মনে।
শ্রীবাম্বর হৈয়া পর দেবীর চরণে॥
ব্রহ্মার বাক্যে ধর্ম্মরাজ করিলেক গতি।
উপস্থিত হইল জথাতে ভগবতী॥
পদাম্বুজে পরি যমে করএ স্তবন।
শঙ্করে বোলয়ে ভাবি ভবানীর চরণ॥

মালসী।

তারিণি রক্ষ রক্ষ ভয়ার্ণব তোনে।
কৃপাকর কৃপাসহি তবাঙ্ঘ্রি-পুণ্ডরী[ক] বহি
আর বন্ধু নাহি ত্রিভুবনে॥
নমো নমো দশভুজা নমো গৌরি নগেন্দ্রজা
নমো যশোদার গর্ভোদ্ভবা।
নমো দক্ষরাজসুতা নমো ত্রিজগতমাতা
জে পদ ভাবয়েন্দ্রাদি দেবা॥
শুন অম্বে মহামায়া আহ্মি ভ্রমমতি হৈয়া
অপরাধ করিছি বিস্তর।
বলি হৈয়া করজোর অপরাধ ক্ষমা কর
রক্ষা কর জানিয়া কিঙ্কর॥
দাস শ্রীশঙ্করে ভণে ভাবি দেখিলাম মনে
সার কেবল দুর্গানাম-বাণী।
এই বাঞ্ছা করি স্বান্ত জবে হবে কাল অন্ত
দুর্গা স্মরি জাউক মোর প্রাণী॥

ঘোষা।

দুর্গে রক্ষ রক্ষ ভয়ার্ণব হোন্তে ॥

দুর্গানামযুগ্মাক্ষর হইয়াছে তরণী।
বিস্তার ভবাব্ধি নিস্তার হইতে বৃজিনী ॥*
যমের স্তুতি শুনি দেবী দিলেন সিদ্ধান্ত।
ভ্রমবুদ্ধি ত্যাগ কর শুনহ কৃতান্ত ॥
স্বর্গ মর্ত্ত পাতালাদি আম্মার সৃজন।
তথাচ না জান তুম্মি আম্মি কেমন জন ॥
শুন শুন ধর্ম্মরাজ বলিয়ে বুঝাই।
আম্মার সেবকোপরে তোর দায় নাই ॥
মোর নাম লএ জেই আম্মা ভক্তি করে।
নিশ্চয় না জাইয় তুম্মি তাহার গোচরে ॥
দিনে একবার জেই দুর্গানাম লয়।
তার সঙ্গে কদাচিত নাহি তোর দায় ॥

---

* ইহার পর নিম্নোক্ত অতিরিক্ত পংক্তি দেখা যায় ;—
দুষ্কৃতি নিস্তার হেতু অর্ণব ধরণী।

দেবীর বাক্য শুনি বোলে অর্কের তনয়।
বুঝিলাম এবে মোরে দদস্থ অভয় ॥
দেবী বোলেন ভয় নহি শুনহ শমন।
অভয় আজ্ঞা পাইয়াস্তক করিল গমন ॥
তদন্তরে নারায়ণী লৈয়া ষঠ জন।
করে ধরি দিল নিয়া হরের সদন ॥
আনন্দ হইয়া সর্ব্বে করি জোর হাত।
অবনীতে লোটাই বন্দিল ভূতনাথ ॥
লহনা খুল্লনা ধনপতি তিন জন।
দাস দাসী জ্ঞানে রাখিলেন পঞ্চানন ॥
সুশীলাক জয়া আর সাধু শ্রীয়পতি।
দাস দাসী জ্ঞানে রাখিলেন ভগবতী ॥
এই মতে এক স্থানে বঞ্চে ছয় জন।
অবিরত সেবে উগ্র উমার চরণ ॥
কিছুমাত্র ক্লেশ নাহি সদাএ আনন্দ।
আশ্র[য়] পাইয়া হরগৌরীর চরণারবিন্দ ॥
ধাতা বিন্দু সাগরেন্দু শকাদিত্য সনে।
ভবানীশঙ্কর দাসে পাঞ্চালিকা ভণে ॥

ইতি মঙ্গল-চণ্ডী-পাঞ্চালিকা সমাপ্ত ॥

নকল ১৭০১ শ্রীজয়দুর্গা ॥